Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MD
1.3

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Nathani. 3.9.5

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 2/138
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/138

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[প্রতি অধ্যায়ের বিষয়-সূচী, গীতা-মাহাত্ম্য, শ্লোক-সূচী, শব্দ-সূচী প্রভৃতি সহ]

গৌহাটী কটনকলেজের ভূতপূর্ব প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক
এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ,—
এম্. এ., বেদশাস্ত্রী, বেদান্তশাস্ত্রী, ভাগবতাচার্য
প্রভৃতি উপনামবিশিষ্ট—

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কর্তৃক সম্পাদিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
৪৫।২ডি, রাণী হর্ষমুখী রোড, পোঃ কাশীপুর,
কলিকাতা—২

মূল্য—গীতাপাঠে শ্রদ্ধা
ডাকখরচ—বার আনা

প্রাপ্তিস্থান

(১) প্রকাশক।

(২) শ্রীদীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৮, এলগিন রোড, কলিকাতা ২০।

(৩) শ্রীঅন্নদাভূষণ সেন
১৩, আউট্‌রাম স্কোয়ার,
নিউ দিল্লী-১।

সর্ব-স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রাকর—
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি——
দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড
ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

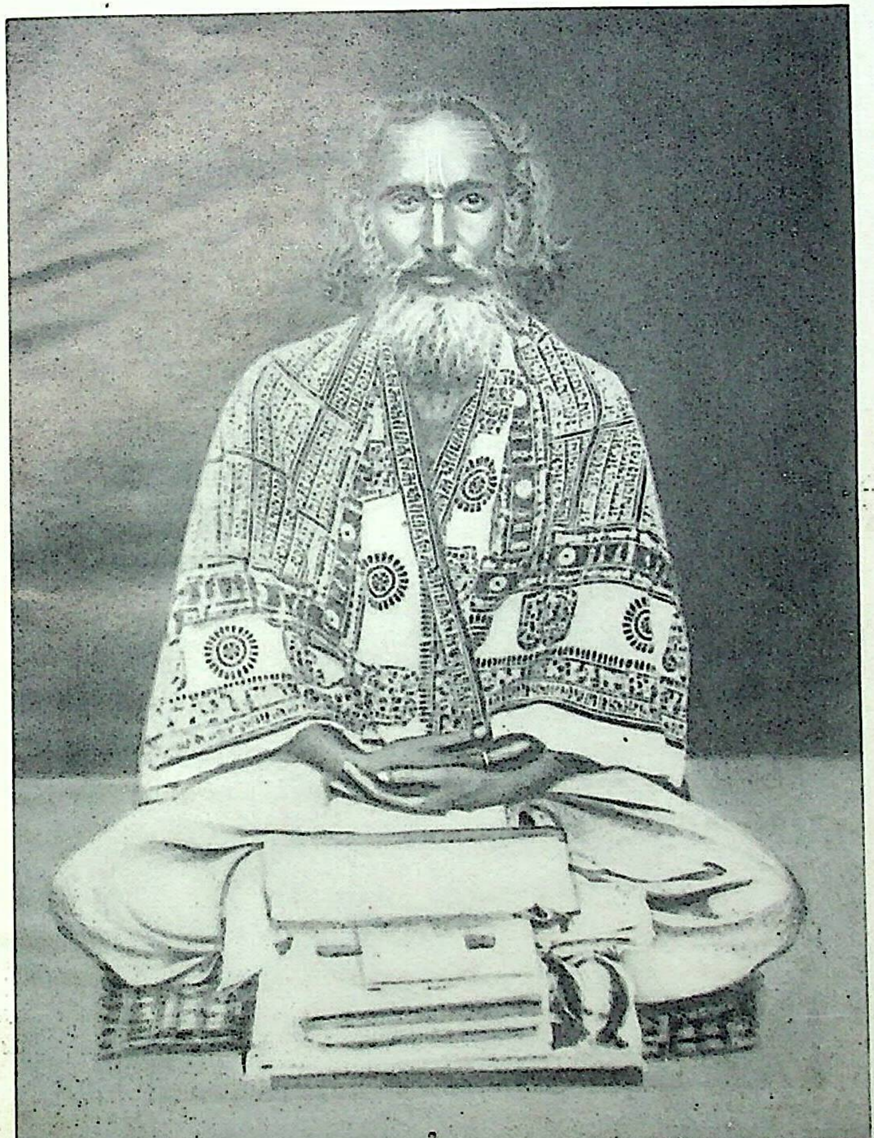

पित्रे

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুক্রমণী

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
নিবেদন	৵০
প্রতি অধ্যায়ের বিষয়-স্থচী	৶০
গীতাপাঠক্রম	৸৶০
মহাভারতোক্ত গীতা-মাহাত্ম্য	১
মূল ও অনুবাদ :	
প্রথম অধ্যায়	২
দ্বিতীয় "	১১
তৃতীয় "	২৪
চতুর্থ "	৩২
পঞ্চম "	৪০
ষষ্ঠ "	৪৬
সপ্তম "	৫৪
অষ্টম "	৬০
নবম "	৬৫
দশম "	৭১
একাদশ "	৭৯
দ্বাদশ "	৯০
ত্রয়োদশ "	৯৪
চতুর্দশ "	১০০
পঞ্চদশ "	১০৫
ষোড়শ "	১০৯
সপ্তদশ "	১১৪
অষ্টাদশ "	১১৯
ব্যাখ্যা :	
১ম অধ্যায়	১৩৩
২য় "	১৩৭
৩য় "	১৪৬
৪র্থ "	১৫২
৫ম "	১৫৭
৬ষ্ঠ "	১৬০
৭ম "	১৬৪
৮ম "	১৭০
৯ম "	১৭৩
১০ম "	১৮৩
১১শ "	১৯৭
১২শ "	২০৭
১৩শ "	২১৩
১৪শ "	২২০
১৫শ "	২২৫
১৬শ "	২৩৩
১৭শ "	২৩৯
১৮শ "	২৪৭
গীতোক্ত ব্যক্তিদিগের সামান্য পরিচয়	২৬৬
শ্লোক-স্থচী	২৬৮
শব্দ-স্থচী	২৮১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

'গীতা'র ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই। এই গ্রন্থের উপদেশের সার্বভৌমত্ব আমাদের দেশে এবং বিদেশে স্বীকৃত। নানা উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থে 'তত্ত্ব'-কথা 'সংবাদ' বা কথোপকথনের রূপে বলা হইয়াছে। এই কথোপকথন হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সখা অর্জুনের মধ্যে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সহৃদয় শিক্ষক সুদুর্লভ। অর্জুনের কথিত ও অকথিত সকল সংশয়ই তিনি দূর করিয়াছেন। নিজের দ্বারা ব্যবহৃত বিশিষ্ট শব্দও তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—২।৪৮ শ্লোকে **'যোগস্থ'** শব্দ ব্যবহার করিয়া ঐ শ্লোকেরই শেষার্ধে **'যোগ'** শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যরূপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনাকে নিরস্ত করিয়াছেন; ৬।৩ শ্লোকে **'যোগারূঢ়'** শব্দ প্রয়োগ করিয়া ৬।৪ শ্লোকেই ঐ শব্দের ব্যাখ্যা দেখাইয়া দিয়াছেন। এরূপ সর্বত্র। তাঁহার মুখ-নিঃসৃতবাণী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেই তাহার অর্থ বুঝা সহজ হইয়া আসে।

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ 'গীতা' অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করার পরে, বিহার-রাঁচির একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অনুরোধে, গীতার সরল বাঙ্গালা ব্যাখ্যা লিখিতে হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, 'গীতা' সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; অতএব সংস্কৃত ভাষাতেই 'গীতা' পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করা উচিত। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় তেমন সুপণ্ডিত নহেন, তাঁহাদের কিছু সহায়তার উদ্দেশ্যে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এই সংস্করণে দেওয়া হইল। **শ্লোক** পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবার **পরে**ও সম্যক্ অর্থস্ফূর্তি না হইলে **অনুবাদ** দ্রষ্টব্য; অনুবাদ দেখিবার **পরে**ও যদি বিশেষ জিজ্ঞাস্য কিছু থাকে, তখন **ব্যাখ্যা** দ্রষ্টব্য।

এই সংস্করণে বিস্তৃত বিষয়সূচী, শ্লোকসূচী এবং শব্দসূচী দেওয়া হইয়াছে; এগুলিও 'গীতা' বুঝিবার পক্ষে সহায়ক।

শ্লোকের মুদ্রিত রূপ এবং বিশুদ্ধ পাঠ

সংস্কৃতভাষা-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, 'সংহিতা পদপ্রকৃতিঃ' (প্রাতিশাখ্য),—'পরঃ সংনিকর্ষঃ সংহিতা' (পাণিনি) অর্থাৎ কালের ব্যবধান না রাখিলে বাক্যের পূর্বপদের অন্ত্যধ্বনি ও পরপদের আদিধ্বনি মিশিয়া যায়,—ইহাই পদের স্বভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সংনিকর্ষ বা অতিসান্নিধ্য হয় বাক্যের উচ্চারণে বা ভাষণে। ভাষণে এই ধ্বনিমেলন স্বাভাবিক, লেখনে ইহার রূপ কৃত্রিম।

কালের ব্যবধান দিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদ উচ্চারণ করিতে পারা যায়, যথা—

হবিঃ, বিনা, হরিঃ, যাতি—

কিন্তু ভাষণে এগুলির রূপ হইবে—

হবির্বিনাহরির্যাতি ;

লেখনে রূপ দিতে পারা যায়—

হবির্‌ বিনা হরির্‌ যাতি ;

এই লিখিত বাক্য উচ্চারণ করিলেই ইহা রূপ লইবে—

হবির্বিনাহরির্যাতি—

কালের ব্যবধান পদমধ্যে থাকিবে না। ভাষণই ভাষা। পদ্য বা গদ্য যাহাই পাঠ করা হউক না কেন, তাহার ভাষণে পদদ্বয়মধ্যে সন্ধি হইবেই।

অধুনা—অনেকেই 'গীতা' নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন এবং বিশুদ্ধভাবে 'গীতা'-পাঠ পুণ্যকর্ম মনে করিয়া থাকেন। 'গীতা'র এই সংস্করণে শ্লোকগুলি এরূপভাবে মুদ্রিত হইয়াছে যে, ইহাদের বিশুদ্ধ পাঠ সুকঠিন হইবে না ; বরং আশা করা যায় যে, পুনঃ পুনঃ পাঠের ফলে অর্থগ্রহণও কিছু সুকর হইতে পারিবে। দৃষ্টান্ত ৫।৩এর মুদ্রণের রূপ—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী
যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো
সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥

এখানে সন্ধির নিয়মে—

জ্ঞেয়-র বিসর্গ বিসর্গই আছে স-এর পূর্বে, স-এর বিসর্গ লোপ পাইয়াছে ব্যঞ্জনের পূর্বে, য-অর বিসর্গ ওকার হইয়াছে ন-এর পূর্বে, নির্দ্বন্দ্ব-র বিসর্গ ওকার হইয়াছে হ-এর পূর্বে, সুখম্‌-এর ম্‌ অনুস্বার হইয়াছে ব্যঞ্জনের পূর্বে আর বন্ধাৎ-এর ত্‌ ত্‌-ই আছে প্‌-এর পূর্বে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার ভাষণের রূপ—

জ্ঞেয়ঃসনিত্যসংন্যাসী
যোনদ্বেষ্টিনকাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বোহিমহাৰাহো
সুখংৰন্ধাৎপ্রমুচ্যতে॥

২।৪৭-এর মুদ্রণের রূপ—

কর্মণ্যেবাধিকারস্ তে
মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ ভূর্
মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

এখানে—কার-র বিসর্গ স্ হইয়াছে ত-এর পূর্বে,—হেতু-র বিসর্গ র্ হইয়াছে ভ-এর পূর্বে; ভূ-র বিসর্গ র্ হইয়াছে ম-এর পূর্বে, সঙ্গ-অর বিসর্গ ও হইয়াছে অ-এর পূর্বে, আর অস্তু-র অ-কে দেখান হইয়াছে ঽ-রূপে।

এই শ্লোকের ভাষণের রূপ—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে
মাফলেষুকদাচন।
মাকর্মফলহেতুর্ভূ-
র্মাতেসঙ্গোস্ত্বকর্মণি॥

ভাষণেই বাক্যের রূপ প্রকাশ পায়। মুদ্রণে পদমধ্যে ফাঁক দেখা গেলেও পাঠ করিবার সময়ে ফাঁক অর্থাৎ কালের ব্যবধান দিতে হয় না,—সন্ধির সকল নিয়মই আপনা আপনি পালিত হইয়া যায়। পাঠক অনভ্যস্ত বলিয়া কোনও শ্লোকের মুদ্রিত রূপ হয়ত প্রথমে তাঁহার দৃষ্টিকটু বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেখানেও এবং সর্বত্র ব্যাকরণের মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে।

কোনও কোনও স্থলে এক বা দুই লুপ্ত অকার চিহ্ন বসাইয়া সন্ধি দেখাইয়া দিতে হইয়াছে, ইহাতে সাধারণ পাঠকের বোধসৌকর্য হইতে পারে; লুপ্ত অকার চিহ্ন পাঠ করিতে হয় না, যথা—৯।১০—ময়াঽধ্যক্ষেণ (= ময়া অধ্যক্ষেণ), হেতুনাঽনেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(=হেতুনা অনেন); ৬।৫—উদ্ধরেদাত্মনাঽঽত্মানম্ (=আত্মনা আত্মানম্); ৯।৬—যথাঽঽকাশস্থিতো নিত্যম্=(যথা আকাশস্থিতঃ ; যথা+কাশস্থিতঃ নহে)।

আকারের পরস্থিত বিসর্গ 'অশ্'-পরে লোপ পায় ; বোধসৌকর্যার্থ তাহা বন্ধনীর ভিতরে (ঃ) দেখান হইয়াছে ; এই বিসর্গ উচ্চারণ করিতে হয় না, যথা—১।১—সমবেতা(ঃ) যুযুৎসবঃ ; ১।৭—বিশিষ্টা(ঃ) যে ; ১১।২৭—বিলগ্না(ঃ) দশনান্তরেষু ; ১৫।১০—বিমূঢ়া(ঃ) নানুপশ্যন্তি ; ১৮।১৪—বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা(ঃ) দৈবং···ইত্যাদি।

মুদ্রিত মূলগ্রন্থে স্থানে স্থানে তারকাচিহ্ন দ্বারা বিষয়ভেদ ও অবান্তর ভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে। 'উবাচ'-র পরে তারকা চিহ্ন দেওয়া হয় নাই।

উচ্চারণ-কুঞ্চিকা

বাঙ্গালায় অ এবং আ-এর উচ্চারণ পৃথক্ ; সংস্কৃতে আ হইতেছে অ-এরই —দীর্ঘ, অতএব সংস্কৃতে 'অ' উচ্চারণ করিতে হইবে যেন বাঙ্গালা হ্রস্ব আ ; ঋ—স্বরবর্ণ, রি—উচ্চারণ নহে ; যেন র্‌উ ; ইহা মূর্ধন্য বর্ণ ; ক্ষ্=ক্+ষ্ একযোগে উচ্চারণীয় ; ন, স—দন্ত্য বর্ণ ; জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দন্তের মূলে বা নিকটে ; শ—তালব্য বর্ণ ; জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর নিকটে ; ণ, ষ—মূর্ধন্য বর্ণ ; জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টাইয়া কণ্ঠের দিকে রাখিয়া উচ্চারণীয় ; বর্গীয় ব—ওষ্ঠ্যবর্ণ ; মিলিত ওষ্ঠাধর হঠাৎ ফাঁক করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে ; বাঙ্গালায় সব ব-ই ওষ্ঠ্যবর্ণরূপে উচ্চারণ করা হয় ; অন্তঃস্থ ব—দন্তৌষ্ঠ্য,—উপরের দন্তশ্রেণী ও অধরযোগে উচ্চারণীয় ; অন্তঃস্থ য—তালব্যবর্ণ ; উচ্চারণ কতকটা ইয়্, যেমন 'বায়ু' ; সংস্কৃতে অন্তঃস্থ-য় নাই। ঃ=কতকটা হ্।

অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও বিষয়-সূচীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন—নিউ দিল্লীর শ্রীযুক্ত অন্নদাভূষণ সেন মহাশয়। ইনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই ভার না লইলে আমার বিদ্রোহী চক্ষুর সাহায্যে এ কার্য সম্পন্ন হইত না। ইঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞ। মুদ্রণ-ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন আমার বাল্যবন্ধু সোদর-প্রতিম প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত অজরচন্দ্র সরকার মহাশয়। চক্ষুর ছানি কাটাইয়া নূতনরূপে চক্ষুষ্মান্ হইয়া ইনি 'গীতা'-সেবা-ব্রত স্বয়ং গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন। ভগবান্ এই দুইজন সহৃদয় বন্ধুর কল্যাণ করুন।

নিবেদক—

চুঁচুড়া,
দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৯।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি অধ্যায়ের বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন (১)—সঞ্জয়ের উত্তর, যুদ্ধে সমাগত বীরগণের নাম কথন (২-১১) যুদ্ধারম্ভসূচক ধ্বনি (১২-১৮)—পাণ্ডবগণের ধ্বনিদ্বারা ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়গণের হৃদয় বিদারণ (১৯)—উভয়সেনামধ্যে রথস্থাপনার জন্য অর্জুনের অনুরোধ (২০-২৩)—শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক রথস্থাপনা (২৪-২৫)—গুরুজন ও স্বজন দেখিয়া অর্জুনের দৌর্বল্যাবেশ (২৬-২৭)—দৌর্বল্য-বর্ণন ও যুদ্ধে অনিচ্ছাপ্রকাশ (২৮-৩৭)—কুলক্ষয়ের দোষ প্রদর্শন-পূর্বক যুদ্ধে অনিচ্ছার সমর্থন (৩৮-৪৪)—পাপ-ভয়ের উল্লেখে অনিচ্ছার সমর্থন (৪৫)—শস্ত্রত্যাগে মঙ্গল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা (৪৬)—শস্ত্রত্যাগ করিয়া অর্জুনের রথোপরি উপবেশন (৪৭)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দৌর্বল্যাবিষ্ট অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান (১-৩)—পূজার্হ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা যায় কি ? (৪)—গুরুজনকে বধ না করা- বা বধ করা-সম্বন্ধে অর্জুনের অভিমত (৫)—জয়-পরাজয়—কোন্‌টি গুরুতর (৬)—কর্তব্য-সম্বন্ধে সংশয়-বিমূঢ় অর্জুনের শ্রেয়ঃ-সম্পর্কে উপদেশ-প্রার্থনা (৭-৮)—'যুদ্ধ করিব না' বলিয়া অর্জুনের তূষ্ণীভাব, এবং বিষন্ন অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ (৯-১০)—ভগবানের বাক্য—কর্ম ও জ্ঞানের অসামঞ্জস্য প্রদর্শন, আত্মার নিত্যত্ব-জ্ঞানের অভাবেই শোকের উদয় হয়, আত্মা নিত্য—দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—তাহাতে পণ্ডিতেরা শোক করেন না (১১-১৩)—সুখ দুঃখ হয় ইন্দ্রিয়-সংযোগে, তাহা সহ্য করা উচিত (১৪-১৫)—আত্মার নিত্যত্ব-খ্যাপন ও শোকের অনৌচিত্য-প্রদর্শন (১৬-২৫)—আত্মা নিত্য নহে, শরীরের সহিত জন্মে ও মরে এরূপ মনে করিলেও শোক অনুচিত (২৬-২৭)—যাহার আদি ও অন্ত অ-দৃষ্ট তাহার জন্য শোক অনুচিত (২৮)—আত্মার তত্ত্ব আশ্চর্যবৎ, কেহই বড় বুঝে না, কিন্তু আত্মা অবধ্য, অতএব কাহারও জন্য শোক করিতে হয় না (২৯-৩০)—আত্মা নিত্য, দেহ নশ্বর, বেশ ; কিন্তু অন্যের দেহনাশ কেন করিব ? ইহার উত্তর—ক্ষত্রিয়ের যে স্বধর্ম যুদ্ধ (৩১-৩৭)—'সম'-বুদ্ধিতে যুদ্ধ করায় পাপ নাই (৩৮)।—কর্মযোগের অবতারণা (৩৯) ও প্রশংসা (৪০)—কর্মযোগীর নিকট ভগবানের দাবী হইতেছে নিশ্চয়াত্মিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধি (৪১)—ভোগ ও ঐশ্বর্যের কামনা থাকিলে বুদ্ধি স্থির হয় না (৪২-৪৪)—শ্রেষ্ঠ ভোগস্থান স্বর্গ, তাহা লাভের কারণ হইতেছে কামনামূলক যজ্ঞানুষ্ঠান, বুদ্ধি স্থির করিতে হইলে কামনা ত্যাগ করিয়া সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে (৪৫)—জ্ঞানীর ত কামনামূলক যজ্ঞের প্রয়োজন নাই (৪৬)—কর্মযোগের চতুঃসূত্রী (৪৭)—কর্মযোগের লক্ষণ (৪৮-৫০)—বুদ্ধি স্থির হইলে কর্মযোগ অনুষ্ঠান করা যায় (৫১-৫৩)—যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে এমন ব্যক্তির লক্ষণ কি ? (৫৪)—স্থিরবুদ্ধির পরিচয় (৫৫-৫৮)—ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক ও ভগবানে নির্ভর আবশ্যক, তবেই বুদ্ধি স্থির হয় (৫৯-৬১)—বিষয়-চিন্তা বুদ্ধিকে চঞ্চল করে (৬২-৬৩)—ইন্দ্রিয়সংযমে চিত্তের প্রসন্নতা, ফলে বুদ্ধির স্থিরতা (৬৪-৬৮)—স্থিরচিত্ত ও কামীর প্রভেদ (৬৯)—কামনাত্যাগীর দৃষ্টান্ত (৭০)—কামনাত্যাগীর শান্তিলাভ (৭১)—অন্তে ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি (৭২)।

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ান্‌ ? (১-২)—দুইরূপ অধিকারীর পক্ষে দুই যোগ (৩)—কর্মত্যাগেই নৈষ্কর্ম্যলাভ বা সংন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয় না (৪)—কর্মত্যাগ সম্ভব নহে (৫)—বাহিরে কর্মত্যাগ অথচ মনে বিষয়চিন্তা ত মিথ্যাচার, ভণ্ডামি (৬)—সংযতেন্দ্রিয় কর্মযোগীর বিশিষ্টতা (৭)—কর্মত্যাগ অপেক্ষা শাস্ত্রবিহিত কর্ম শ্রেষ্ঠ (৮)—ত্যাগবৃত্তিই *(Spirit of Sacrifice)* জগৎ-সৃষ্টির মূল, অতএব মানুষের—সকল কর্মেই ত্যাগ-বৃত্তির অনুশীলনই শ্রেয়োলাভের উপায় (৯-১৬)—(পূর্বপক্ষ) আত্মতৃপ্তের কোনও কার্য নাই, কেন-না কর্মের কোনও প্রয়োজন নাই—এরূপ মনে করিলে (১৭-১৮)—(সিদ্ধান্তপক্ষ) ভগবানের উত্তর এই যে, এরূপ ব্যক্তিও অনাসক্ত-ভাবে কর্ম করিবে (১৯)—অনাসক্ত ব্যক্তির, লোক-সংগ্রহার্থ কর্মকারীর দৃষ্টান্ত রাজর্ষি জনক (২০-২১)—সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং (২২-২৪)—অনাসক্ত ব্যক্তির (কর্ম-সংগ্রহার্থ) কর্মানুষ্ঠান, অজ্ঞানীর সম্মুখে কর্ম করিয়া আদর্শ স্থাপন, কর্ম ত্যাগের কথা না বলা (২৫-২৯)—নিষ্কাম হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অর্জুনকে আদেশ (৩০)—কর্মযোগে শ্রদ্ধাবান্‌ কর্মীর কর্মবন্ধননাশ, কর্মযোগে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির অপ্রতিষ্ঠা (৩১-৩২)—স্ব স্ব প্রকৃতি-অনুসারে সকলে কর্ম করে, রাগদ্বেষের বশীভূত না হওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে (৩৩-৩৪)—প্রকৃতি-অনুসারে জন্ম হইয়াছে; অতএব প্রকৃতি-অনুসারে নির্দিষ্ট স্বধর্ম অনুষ্ঠেয়, পরধর্ম ত্যাজ্য (৩৫)—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপানুষ্ঠানে কে প্রবৃত্তি দেয়? (৩৬)—ভাল-লাগা ও ভাল-না-লাগা, কাম এবং ক্রোধ—ইহাই পরম শত্রু; এই দুইটি একই বৃত্তির নামভেদ, ইহাকে জয় করিতে হইবে (৩৭-৪১)—কামজয়ের উপায়-নির্দেশ (৪২-৪৩)।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্মযোগ নূতন নহে, পুরাতন তত্ত্ব কালক্রমে লুপ্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক ইহার পুনঃ প্রচার (১-৩)—অর্বাচীন শ্রীকৃষ্ণই প্রাচীন বিবস্বান্‌কে কেমন করিয়া এই তত্ত্ব বলিয়াছিলেন? এই প্রশ্ন (৪)—জীবের হয় জন্ম ও মৃত্যু, আর ভগবানের হয় আবির্ভাব ও তিরোভাব—এইজন্যই তাঁহার 'অর্বাচীন'ত্বশঙ্কা অসঙ্গত (৫-৬)—আবির্ভাবের হেতু (৭-৮)—'নিত্য'-এর অপ্রাকৃত আবির্ভাব ও কর্ম বা লীলা তত্ত্বতঃ বুঝিলে মুক্তি (৯-১০)—সকলেই মুক্তিকামী নহে, অনেকেই কর্মফলকামী (১১-১২)—প্রকৃতির 'গুণ' ও 'গুণজ' কর্ম-অনুসারে চাতুর্বর্ণ্যের বিধান করা হইয়াছে, ভগবান্ অকর্তা (১৩)—ইহা জানিলে কর্মবন্ধন হয় না (১৪)—এইরূপ জ্ঞান লইয়াই কর্ম করা কর্তব্য (১৫)—কর্ম, কর্মশূন্যতা ও বিপরীত কর্মের রহস্য (১৬, ১৭)—কর্ম করিলেও ফলে আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেই তাহা কর্মশূন্যতা,—এরূপ ব্যক্তি কর্তাও বটে অথচ অকর্তাও বটে (১৮-২৩)—ব্রহ্মে কর্মার্পণকারী কর্মযোগীর 'কারক'-বোধের অভাব (২৪)—নানা প্রকার যজ্ঞকথা, পরার্থে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ মুক্তিরই কারণ (২৫-৩১)—কর্ম ত্যাগ করিলে যজ্ঞও ত্যাগ করিতে হয়; নিষ্কাম হইয়া কর্ম করিতে হয়, নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানের হেতু (৩২—৩৩)—জ্ঞানের উপায় ও জ্ঞানের স্বরূপ (৩৪-৩৫)—নিজেতে ও ভগবানে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের দর্শন-রূপ জ্ঞান সকল পাপ এবং সকল সঞ্চিত-ক্রিয়মাণ-কর্মফল নাশ করে (৩৬, ৩৭)—এই জ্ঞানের প্রশংসা এবং এই জ্ঞান লইয়া কর্মযোগ অনুষ্ঠানের উপদেশ (৩৮-৪২)।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসংন্যাস এবং কর্মযোগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ান্? (১)—দুই-ই মোক্ষের কারণ কিন্তু কর্মযোগের বিশিষ্টতা (২-৬)—কর্মযোগী কর্ম করিয়াও নির্লিপ্ত (৭-১৩)—প্রকৃতিই কর্ম করায়, অজ্ঞানবশতঃ জীব কর্তৃত্ব-বোধরূপ মোহ প্রাপ্ত হয় (১৪-১৫)—অজ্ঞানের নাশে জ্ঞানের প্রকাশ এবং ফলে মোক্ষ (১৬-১৭)—জ্ঞানের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বত্র সমদর্শন, প্রিয়াপ্রিয়-লাভে হর্ষ-উদ্বেগের অভাব, অক্ষয় সুখপ্রাপ্তি, জীবন্মুক্তি (১৮-২৩)—সর্বভূতহিতে রতি, ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি (২৪-২৬)। মোক্ষকামী কর্মযোগী—সহায়ক সাধনারূপে ধ্যানযোগ অনুষ্ঠান করিবেন (২৭-২৮)—সর্বোপরি মনে রাখিবেন যে, ভগবান্‌ই সকলের প্রভু এবং পরম হিতৈষী বন্ধু, ইহা জানিলেই শান্তি (২৯)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অগ্নিহোত্র-বর্জন ও কর্মত্যাগই সংন্যাস নহে, নিষ্কাম কর্মযোগীকে যোগীও বলা চলে, সংন্যাসীও বলা চলে (১-২)—কর্মযোগে আরোহণেচ্ছুর পক্ষে কর্মই শমের কারণ, এবং কর্মযোগে আরূঢ় ব্যক্তির শমই কর্মের কারণ (৩)—যোগারূঢ়ের লক্ষণ (৪)—মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু (৫-৬)—সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মযোগীর বিশিষ্টতা (৭-৯)—কর্মযোগীর সহায়ক ধ্যানযোগের বিবরণ, আসনাদি (১০-১২)—দেহের ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য, ইন্দ্রিয়-সংযম, একাগ্রতা, পরিমিত আহারাদি (১৩-১৭)—ধ্যান-যোগীর লক্ষণ (১৮-১৯)—ধ্যানযোগে প্রতিষ্ঠা সমাধি (২০-২৩)—কামনাত্যাগ-ইন্দ্রিয় সংযম-ধারণা-প্রত্যাহার (২৪-২৬)—অন্তহীন সুখপ্রাপ্তি (২৭-২৮)—ধ্যানযোগে প্রতিষ্ঠিত কর্মযোগীর সর্বত্র সমদর্শন (২৯-৩০)—নানার ভিতরে এককে দর্শন করিয়া সাম্যবুদ্ধিতে সকলকর্মকারী কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ (৩১-৩২)—মনের চাঞ্চল্য-বশতঃ সাম্য বুদ্ধিরূপ যোগ দুষ্কর, প্রতীকার কি? (৩৩-৩৪)—অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মনের নিগ্রহ করিতে হইবে (৩৫)—সংযতান্তঃকরণ ব্যক্তির পক্ষে এই যোগ দুর্লভ নহে (৩৬)—শ্রদ্ধাবান্‌ কর্মযোগীর কোনও কারণে যোগসিদ্ধি না হইলে তাহার গতি কি? (৩৭-৩৯)—কল্যাণকারীর বিনাশ নাই, যোগভ্রষ্টের সৎকুলে জন্ম, এবং পূর্বজন্মের অভ্যাস-প্রাপ্তি ও অগ্রগতি (৪০-৪৪)—অনেক জন্মের পরে সিদ্ধি (৪৫)—তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী হইতে কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ এবং কর্মযোগীর মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তি-সম্পন্ন কর্মযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ (৪৬-৪৭)।

সপ্তম অধ্যায়

ভগবদ্‌ভক্ত কিরূপে ভগবান্‌কে জানে তাহার উপায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-কথনের ইঙ্গিত (১-২)—ভগবদ্‌জ্ঞান সত্যই দুর্লভ (৩)—ভগবানের দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি (৪-৬)—সকলই ভগবানে প্রোত (৭)—সকল পদার্থেরই সার ভগবান্ (৮-১১)—ত্রিগুণজাত সবই তাঁহা হইতে উদ্ভূত (১২)—গুণ-মোহিত জগৎ গুণাতীতকে জানে না (১৩)—ভগবদাশ্রয়ী ব্যক্তি গুণময়ী মায়া অতিক্রম করে (১৪)—মূঢ়গণ ভগবান্‌কে আশ্রয় করে না (১৫)—চতুর্বিধ ভক্ত ভগবান্‌কে ভজনা করে, তন্মধ্যে জ্ঞানী ভক্ত শ্রেষ্ঠ, বহুজন্মে এই জ্ঞান হয় যে, বাসুদেবই সব (১৬-১৯)—নানা কামনার দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিরা ভগবান্‌কে আশ্রয় না করিয়া অন্যান্য দেবতাকে আশ্রয় করে (২০-২১)—কিন্তু তাহাদিগের সশ্রদ্ধ আরাধনার ফল ভগবানই দেন (২২)—সে ফল শাশ্বত নহে—(২৩)—অজ্ঞানীরা ভগবান্‌কে দেহধারী মনে করে (২৪)—যোগমায়া-দ্বারা যেন ভগবান্ আবৃত (২৫)—তিনি সব জানেন, তাঁহাকে বড়-কেহ জানে না (২৬)—দুই-দুই-ভাব দূর হইলেই মানুষ ভগবান্‌কে দৃঢ়চিত্তে ভজনা করে (২৭-২৮)—ভগবান্‌কে আশ্রয়কারী মুমুক্ষুগণ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ—সব তথ্যই সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারে ও ভগবান্‌কে জানিতে পারে (২৯-৩০)।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম প্রভৃতি বলিতে কি কি বুঝায়? (১-২)—এই প্রশ্নের উত্তর (৩-৪)—মৃত্যু-সময়ে মনের ভাবই পরজন্মে বিশেষ বিশেষ যোনিতে জন্মের কারণ বা মুক্তির কারণ (৫-৬)—সর্বসময়ে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া কর্তব্য-করণের নির্দেশ (৭)—ভগবৎ-স্মরণের অভ্যাস-এর ফলে মনুষ্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয় (৮)—মৃত্যু-সময়ে ভগবৎ-স্মরণের পদ্ধতি-নির্দেশ (৯-১১)—ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া ধ্যানযোগে প্রণব জপ করিতে করিতে দেহত্যাগে 'পরা'গতি-প্রাপ্তি (১২-১৩)—নিত্য ভক্তি সাধন-দ্বারা কর্মযোগীর ভগবৎপ্রাপ্তি সুলভ (১৪)—ভগবান্‌কে পাইলে পুনর্জন্ম বন্ধ হয় (১৫-১৬)—ব্রহ্মার অহোরাত্রের পরিমাণ ও ভূত-সৃষ্টি-প্রলয় (১৭-১৯)—সকল ভূতের নাশেও সনাতন অব্যক্ত ভগবানের নাশ নাই ও এই ভগবান্‌ই চরম গন্তব্য এবং অনন্যা ভক্তির দ্বারাই ইনি লভ্য (২০-২২)—উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন-ভেদে জীবের দেহত্যাগে দুইরূপ গতি হয়—একটিতে 'অনাবৃত্তি', অন্যটিতে 'আবৃত্তি' (২৩-২৬)—সাধারণ জীবের অয়ন-ভেদে দেহত্যাগে গতিভেদ হওয়া সত্ত্বেও কর্মযোগীর একমাত্র গতি হইতেছে পরমস্থানপ্রাপ্তি বা মুক্তি (২৭-২৮)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

গুহ্যতম, সাক্ষাৎ-বেদ্য, অনুষ্ঠানে সুকর, এমন জ্ঞানের কথা বলা হইতেছে (১-২)—শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরা ইহা না জানিয়া ও ভগবান্‌কে না পাইয়া সংসারে যাতায়াত করে (৩)—এই জ্ঞানের বিবরণ (৪-৬)—ভগবান্‌ই সৃষ্টির কর্তা কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন (৭-৯)—প্রকৃতি জগৎ প্রসব করে (১০)—তামস ও রাজস ভাবাপন্নেরা ভগবানের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বুঝিতে পারে না—'মানুষ' মনে করিয়া অনাদর করে (১১-১২)—সাত্ত্বিক ভাবাপন্নেরা এক বা বহুভাবে ভগবান্‌কে নিত্য ভজনা করে (১৩-১৫)—ভগবানের বহুধা প্রকাশের বিবরণ (১৬-১৯)—সকাম ব্যক্তির সংসারে 'গতাগতি' (২০-২১)—ভক্তের 'যোগক্ষেম' বহন করেন ভগবান্‌ (২২)—অন্যদেবতার ভক্তেরা মানে না যে, তাহারা 'এক'-এরই ভজনা করে, এজন্যই তাহারা মুক্তি লাভ করে না (২৩-২৫)—ভক্তির সহিত প্রদত্ত অতিতুচ্ছ উপহারও ভগবান্‌ ভক্ষণ করেন (২৬)—ভগবানে অর্পণ-পূর্বক সকল কর্ম করিবার নির্দেশ, ফলে মুক্তিলাভ (২৭-২৮)—ভগবানে বৈষম্য নাই, কিন্তু ভক্তেরা 'আপন' হইয়া যায় (২৯)—ভগবদ্‌ভজনের দ্বারা দুরাচারও সাধু হইয়া যায় (৩০-৩২)—সৎকুল-জাত ব্রাহ্মণাদির কথা আর কি বলিতে হইবে (৩৩)—মনের তিন বৃত্তিই ভগবানে অর্পণ করিয়া আত্মনিবেদনের নির্দেশ (৩৪)।

দশম অধ্যায়

শ্রদ্ধাশীল অর্জুনকে ভগবৎ-তত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রদর্শন এবং জ্ঞানের ফলে মুক্তির উল্লেখ (১-৩)—মানুষের মনের নানাভাব, এমন কি সপ্ত ঋষি, চতুর্ব্যূহ ও মনুগণ সকলই ভগবানের মানসজাত (৪-৬)—ভগবানের বি-ভূতি ও সামর্থ্য—এই দুই-এর জ্ঞানে কর্মযোগীর সর্ব-সংশয়-নাশ (৭)—ভগবান্‌ই আদি—ইহা জানিয়া ভক্তগণ তাঁহার ভজনা করেন (৮-৯)—ভগবৎ-কর্তৃক ভক্তের সমস্ত অজ্ঞান-নাশ ও তত্ত্বজ্ঞান-প্রদান (১০-১১)—বি-ভূতি-খ্যাপনার্থ অর্জুনের প্রার্থনা (১২-১৬)—অর্জুন কোন্‌ কোন্‌ প্রকাশ ধ্যান করিবেন ? (১৭)—বিস্তরশঃ বি-ভূতি বর্ণনের জন্য অনুরোধ (১৮)—বি-ভূতির শেষ নাই (১৯)—বি-ভূতির মূলসূত্র (২০)—সমজাতীয় অনেক প্রকাশের মধ্যে নির্বাচিত প্রধান একটি-একটির উল্লেখ (২১-৩৫)—প্রধান গুণ বা শক্তির উল্লেখ (৩৬)—পুনঃ সমজাতীয় অনেকের মধ্যে নির্বাচিত একটি একটি (৩৭)—পুনঃ প্রধান গুণ বা শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩৮)—পুনঃ মূলসূত্র (৩৯)—বি-ভূতির বর্ণনা সংক্ষেপে করা হইল (৪০)—বি-ভূতি বুঝিবার সরল কৌশল (৪১)—বি-ভূতিতেই ভগবানের ইয়ত্তার পরিমাণ হয় না (৪২)।

একাদশ অধ্যায়

ভগবদ্‌বাক্যে অর্জুনের মোহ-নাশ ও ভগবানের ঐশ্বর্য-দর্শনের ইচ্ছা-প্রকাশ (১-৪) —ভগবানের সম্মতি—হাঁ দেখ (৫-৭)—স্থূল চক্ষুর দ্বারা ঐশ্বর্য উপলব্ধি হয় না বলিয়া ভগবৎ-কর্তৃক অর্জুনকে দিব্য-চক্ষুঃ প্রদান (৮)—সঞ্জয়-কর্তৃক ভগবৎ-প্রকাশ বর্ণন (৯-১২)—ভগবদ্দেহে সমগ্র জগৎ নানাভাবে বিভক্ত রহিয়াছে দেখিয়া অর্জুনের বিস্ময় (১৩-১৪)—এবং দৃষ্ট বা অনুভূত বিশ্বরূপের উল্লেখ (১৫-১৬)—ভগবানের রূপ-বর্ণন (১৭)—অর্জুন জানিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই সনাতন পুরুষ (১৮)—বিশ্বরূপ-বর্ণন, অর্জুনের ধৃতিলোপের উপক্রম, বিশ্ব-মূর্তির মুখে জগতের প্রবেশ দর্শন (১৯-৩০)—উদ্‌ভ্রান্ত অর্জুনের প্রশ্ন—কে তুমি? (৩১)—উত্তর, মহাকাল (৩২)—মহাকাল সকলকে সংহার করিয়াছেন, অর্জুন নিমিত্ত মাত্র (৩৩-৩৪)—বিশ্বরূপের স্তুতি (৩৫-৪০)—'সর্ব'কে ক্ষুদ্র করিয়া দেখায় অর্জুনের অপরাধিত্ব-বোধ ও ক্ষমা-প্রার্থনা (৪১-৪৪)—চিরপরিচিত সৌম্য-মূর্তি-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা-প্রকাশ (৪৫-৪৬)—বিশ্বরূপ-দর্শন দুর্লভ (৪৭-৪৮)—সৌম্য মূর্তি দর্শন কর এই ভগবদুক্তি এবং সৌম্য-মূর্তি-প্রকাশ (৪৯-৫০)—অর্জুন প্রকৃতিস্থ (৫১)—সাধনান্তরের দ্বারা বিশ্বরূপ-দর্শন অসম্ভব, অনন্যা ভক্তিই একমাত্র সাধন (৫২-৫৪)—নিঃসঙ্গ, সর্বভূতহিতে রত ব্যক্তি (৯।৩৪ দ্রঃ) মনের তিন বৃত্তি ভগবানে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে লাভ করে (৫৫)।

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্যক্তের উপাসক এবং অব্যক্তের উপাসক এই দুই-এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী? এই প্রশ্ন (১)—উত্তর, ব্যক্তের উপাসকই 'যুক্ততম' (২)—অব্যক্তের উপাসকও সর্বভূতহিতে রত হইলে ভগবান্‌কে লাভ করে (৩-৪)—অব্যক্তোপাসকের অধিকতর ক্লেশ (৫)—ব্যক্তোপাসকেরা কর্মফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ভজনা করেন, ভগবান্‌ই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন (৬-৭)—মন, বুদ্ধি ভগবানে আধানের নির্দেশ (৮)—অসমর্থ হইলে অভ্যাস (৯)—অভ্যাসে অসমর্থের পক্ষে ভজন, পূজন, দান, যজ্ঞ ইত্যাদি কর্তব্য (১০)—ইহাতেও অসমর্থের পক্ষে ধীরে ধীরে কর্মফলত্যাগ কর্তব্য (১১)—অভ্যাস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান, ধ্যানের উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য, ধ্যানের ফল কর্মফল-ত্যাগ, ত্যাগের ফল শান্তি (১২)—ভক্তের পরিচয় (১৩-১৯)—গীতোক্ত তত্ত্ব যথাযথ অনুষ্ঠানকারিগণও ভক্ত (২০); (১৩-২০) ইহারা সকলেই ভগবানের **আপন জন**।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-নিরূপণ (১)—ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি, ক্ষেত্রও তিনি—এই জ্ঞানই ভগবদ্-জ্ঞান (২)—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার সংক্ষেপে গীতায়, শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রাদি গ্রন্থে বিস্তরশঃ (৩-৪)—ক্ষেত্রের পরিচয় (৫-৬)—জ্ঞানলাভের উপায় (৭-১১)—জ্ঞেয় (১২-১৭)—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হইলে ভক্তের ভগবদ্‌ভাবপ্রাপ্তি (১৮)—প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি (১৯-২০)—গুণসঙ্গই পুরুষের জন্মের হেতু (২১)—পুরুষের স্বরূপ (২২)—প্রকৃতি-পুরুষের যথার্থজ্ঞানে জীবন্মুক্তি, পরে বিদেহমুক্তি (২৩)—আত্মাকে (পুরুষকে) জানার বিবিধ উপায় (২৪-২৫)—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে জগতের উৎপত্তি (২৬)—পুরুষ অবিনাশী, সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত (২৭-২৮)—প্রকৃতি কর্ম করে, পুরুষ অকর্তা (২৯)—গীতার মতে বিজ্ঞান (৩০)—পুরুষ অকর্তা, তাঁহাতে কর্ম লিপ্ত হয় না (৩১)—দৃষ্টান্ত আকাশ (৩২)—ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে, দৃষ্টান্ত সূর্য (৩৩)—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদজ্ঞানে এবং ভূত হইতেছে চিৎ-এরই বিলাস—এই জ্ঞানে মুক্তি (৩৪)।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণাতীতত্বের জ্ঞান-বর্ণনের উপক্রমণিকা (১-২)—(তথাকথিত) জড়ে চেতন শক্তি সঞ্চারণ এবং সৃষ্টি (৩-৪)—গুণের লক্ষণ ও ক্রিয়া (৫-৯)—বিশিষ্ট গুণের প্রাধান্য (১০-১৩)—বিশিষ্ট গুণাধিক্যের সময়ে মৃত্যু হইলে গতিভেদ (১৪-১৫)—গুণের ফল (১৬-১৭)—ভিন্ন ভিন্ন গুণসেবীর ভিন্ন ভিন্ন গতি (১৮)—গুণ হইতে পর আত্মা গুণাতীত, জীব গুণাতীত হইলে তাহার অমৃতত্ব-প্রাপ্তি (১৯-২০)—গুণাতীতের লক্ষণ ও গুণাতীতত্বের সাধন-সম্বন্ধে প্রশ্ন (২১)—উত্তর (২২-২৫)—বিশিষ্ট সাধন ভক্তিযোগ (২৬)—বাসুদেব ভগবান্‌ই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, দুই-এ কোনও ভেদ নাই (২৭)।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অদ্বৈত দৃষ্টিতে সংসার-বৃক্ষ (১)—দ্বৈত দৃষ্টিতে সংসার বৃক্ষ (২)—অসঙ্গ-রূপ শস্ত্রের দ্বারা সংসার-বৃক্ষকে ছেদন ও ব্রহ্মলাভে যত্ন কর্তব্য,—সাধন ও মন্ত্র (৩-৫)—পরম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ স্ব-প্রকাশক (৬)—ভগবদংশই জীব, প্রকৃতির গুণ-সংযোগে সংসারী হয় ; পরমাত্মা নির্লিপ্তই থাকেন, জ্ঞানীরা তাঁহাকে জানেন (৭-১১)—প্রসিদ্ধ প্রকাশকেরও প্রকাশক ভগবান্ (১২)—তিনিই সর্বত্র ক্রিয়াশীল (১৩-১৪)—সকল ভূত ক্ষর পুরুষ, অব্যক্ত হইতেছে অক্ষর পুরুষ, ভগবান্ দুই-এরই অতীত, অতএব তিনি পুরুষোত্তম (১৬-১৮)—পুরুষোত্তমকে জানিলেই তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে (১৯)—তাঁহার জ্ঞানে মানুষের কৃতকৃত্যতা (২০)।

ষোড়শ অধ্যায়

(কৃতকৃত্য হইতে হইলে দৈবী সম্পৎ আশ্রয়ণীয়) দৈবী সম্পদ্-বর্ণন (১-৩)—আসুরী সম্পৎ (৪)—দৈবী ও আসুরী সম্পদের কার্য (৫)—আসুরী সম্পদের বিস্তরশঃ বর্ণনা—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সত্য-শৌচের অভাব, জগৎ-এ সত্যকার সত্তা নাই এই মতবাদ, দুষ্পূরণীয় কামনা, অন্যায় উপায়ে অর্থার্জন···দম্ভ, দর্প···ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তি···দ্বেষ, বিধি না মানিয়া অহঙ্কার-খ্যাপনের জন্য দান, যজ্ঞ, পূজা ··(৬-১৯)—ফলে অধমা গতি (২০)—নরকের দ্বার ত্রিবিধ (২১)—কামাদিত্যাগে আত্মোন্নতি (২২)—স্বেচ্ছাচারে পরমা গতি লাভ হয় না (২৩)—কর্তব্য-অকর্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ (২৪)।

সপ্তদশ অধ্যায়

শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পূজাদি হয় কি ? (১)—শ্রদ্ধা (গুণানুসারে) ত্রিবিধ (২-৪)—শাস্ত্র বিহিত নহে এমন ঘোর তপস্যাদি অসুরের লক্ষণ (৫-৬)—আহার-যজ্ঞ-তপঃ-দান—গুণভেদে ত্রিবিধ (৭)—সাত্ত্বিক আহার (৮)—রাজস (৯)—তামস (১০)—সাত্ত্বিক যজ্ঞ (১১)—রাজস (১২)—তামস (১৩)—তপঃএর ভেদ, শারীর (১৪)—বাঙ্ময় (১৫)—মানস (১৬)—প্রত্যেকে গুণভেদে ত্রিবিধ (১৭-১৯)—ত্রিবিধ দান (২০-২২)—ব্রহ্মের ত্রিবিধ নির্দেশ 'ওঁ তৎ সৎ' (২৩)—এই নির্দেশের গীতানুসারিণী ব্যাখ্যা—**ফলাভিসন্ধি-রহিত হইয়া ভগবৎপ্রীত্যর্থে কৃত কর্ম সৎ-এর প্রাপক** হয় (২৪-২৭)—শ্রদ্ধাহীন কর্ম অসৎ (২৮)।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সংন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য কি ? (১)—ভগবানের উত্তর (২)—কর্ম দোষ যুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য, এরূপ কেহ কেহ বলেন—ভগবানের এ বিষয়ে অভিমত এই—আসক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম কর্তব্য (৩-৬)—ত্যাগের ত্রিবিধত্ব (৭-৯)—সাত্ত্বিক ত্যাগই (কর্মফলত্যাগ অথচ কর্মানুষ্ঠান) জ্ঞানীর লক্ষণ (১০)—কর্মত্যাগ করা যায় না (১১)—'ত্যাগী'র কর্মফলভোগ হয় না (১২)—সমস্ত কর্মসিদ্ধির পাঁচটি হেতু (১৩-১৫)—অহং-বোধ-হীনের কর্মবন্ধন নাই, মূঢ়ের আছে (১৬-১৭)—কর্মের 'চোদনা' ত্রিবিধ. 'কর্মসংগ্রহ' ত্রিবিধ (১৮)—জ্ঞান, কর্ম, কর্তার গুণভেদে ত্রিবিধত্ব (১৯)—সাত্ত্বিক জ্ঞান (২০)—রাজস (২১)—তামস (২২)—সাত্ত্বিক কর্ম (২৩)—রাজস (২৪)—তামস (২৫)—সাত্ত্বিক কর্তা (২৬)—রাজস (২৭)—তামস (২৮)—বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধত্ব (২৯)—সাত্ত্বিকী বুদ্ধি (৩০)—রাজসী (৩১)—তামসী (৩২)—সাত্ত্বিকী ধৃতি (৩৩)—রাজসী (৩৪)—তামসী (৩৫)—সুখ ত্রিবিধ (৩৬)—সাত্ত্বিক সুখ (৩৬-৩৭)—রাজস (৩৮)—তামস (৩৯)—বিশ্বে কোনও কিছুই ত্রিগুণ-মুক্ত নহে (৪০)—প্রকৃতির তিন গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদির কর্মভেদ (৪১)—স্বভাবজ ব্রাহ্মণ কর্ম (৪২)—ক্ষাত্র-কর্ম (৪৩)—বৈশ্য-কর্ম (৪৪)—শূদ্র-কর্ম (৪৪)—স্বকর্মানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ (৪৫-৪৬)—স্বধর্ম বিগুণ হইলেও তাহার অনুষ্ঠানে পাপ হয় না (৪৭)—প্রকৃতি-জাত সহ-জ কর্ম ত্যাজ্য নহে (৪৮)—অনাসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠানে নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি (৪৯)—সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ব্রহ্মলাভের ক্রম ও জ্ঞানের পরমা নিষ্ঠা ভক্তি-লাভ (৫০-৫৪)—ভক্তি-দ্বারাই ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান (৫৫)—ভগবানের প্রসাদে শাশ্বত পদ প্রাপ্তি (৫৬)—ভগবান্‌ই আশ্রয়ণীয় (৫৭)—ফলে মুক্তি (৫৮)—অহঙ্কারাশ্রয়ে বিনাশ (৫৮)—প্রকৃতি কর্ম করায় (৫৯)—স্বভাবজ কর্ম করিতেই হইবে (৬০)—অন্তর্যামী ঈশ্বর যে সকলকে চালাইতেছেন (৬১)—তাঁহারই শরণ লইতে হইবে (৬২)—গুহ্যতত্ত্ব বুঝিলে অর্জুনের আর অ-"যথা" ইচ্ছা হইবে না (৬৩)—গুহ্যতম তত্ত্বের উল্লেখ, মনের সকল বৃত্তি ভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে (৯।৩৪, ১১।৫৫ দ্রঃ।) (৬৪-৬৫)—নানা উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠাতব্য নানাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একের শরণ লইতে হইবে (৬৬)। গীতাতত্ত্বের অনধিকারী (৬৭)—অধিকারী (ক) বক্তা (৬৮-৬৯)—(খ) পাঠক (৭০)—(গ) শ্রোতা (৭১)—একাগ্রচিত্তে অর্জুন কি গীতা শুনিয়াছেন ? (৭২)——উত্তর, দণ্ডায়মান হইয়াছি, তোমার আদেশ পালন করিব (৭৩)—সঞ্জয়ের উক্তি—শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ স্বকর্ণে শুনিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়াছি ; জ্ঞানমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কর্মবীর অর্জুনের সম্মেলন দেখিয়াছি, পাণ্ডবের জয় সুনিশ্চিত (৭৪-৭৮)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাপাঠক্রম

আচমনাদি। সংকল্প। ন্যাস। ধ্যান। পূজা। প্রণাম। পাঠ।

শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহবোধে গ্রন্থপূজা করার রীতি আছে। পূজার অঙ্গ ন্যাসাদি।

ওম্ অস্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতামালামন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা—

'অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' (২।১১) ইতি বীজম্,

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ' (১৮।৬৬) ইতি শক্তিঃ,

'অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' (ঐ) ইতি কীলকম্ ;—

করন্যাস

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ' (২।২৩)—অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,

'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ' (ঐ)—তর্জনীভ্যাং নমঃ,

অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ' (২।২৪)—মধ্যমাভ্যাং নমঃ,

'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুর্ অচলোঽয়ং সনাতনঃ' (ঐ)—অনামিকাভ্যাং নমঃ,

'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ' (১১।৫)—কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ,

'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ' (ঐ)—করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ;

অঙ্গন্যাস

'নৈনং ... ... ' (২।২৩)—হৃদয়ায় নমঃ

'ন চৈনং ... ... ' (ঐ)—শিরসে স্বাহা

'অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ ... ' (২।২৪) শিখায়ৈ বষট্

'নিত্যঃ ... ... ' (ঐ)—কবচায় হুম্

'পশ্য মে ... ... ' (১১।৫)—নেত্রত্রয়ায় বৌষট্

'নানাবিধানি ... ' (ঐ)—অস্ত্রায় ফট্

শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীম্ অষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বাম্ অনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্-গুরুম্ ॥ ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ(ঃ) রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬

পারাশর্যবচঃসরোজম্ অমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেসরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈর্ অহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তম্ অহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্ গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা(ঃ) দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টিপ্পনী

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি গীতার শ্লোককে মন্ত্র মনে করেন। (সপ্তশতী চণ্ডীর শ্লোককে, এমন কি—'উবাচ'কেও, মন্ত্র বলিয়া গণ্য করা হয়)।

মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ যথাযথ জানিয়া এবং ইহাদের উল্লেখ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। এগুলি না জানিলে প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হয়।

ঋষি—√ঋষ্ গতৌ ; যাঁহার নিকটে মন্ত্র আপনি গিয়া প্রকাশিত হন, তিনি হন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। গীতামন্ত্রের ঋষি হইতেছেন বেদব্যাস।

ছন্দঃ—√ছদ্ আচ্ছাদনে ; মন্ত্রের বিশেষ বিশেষ ভাব যে যে মধুরললিত শব্দবিন্যাস-ভঙ্গীর মধ্যে গ্রথিত হওয়ায় সুষ্ঠু প্রকাশিত হয় তাহা ছন্দঃ। (১০।৩৫ ব্যাখ্যা)। গীতামন্ত্রের ছন্দঃ হইতেছে প্রধানতঃ অনুষ্টুপ্। গীতাতে কয়েকটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের (প্রতি পাদে ১১ অক্ষর) শ্লোকও আছে।

দেবতা—√দিব্-দীপ্তৌ, দ্যোতনে ; যে-তত্ত্ব যে-মন্ত্রে দ্যোতিত বা প্রকাশিত তাহা সেই মন্ত্রের দেবতা। 'যস্য আর্থপত্যম্ ইচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে—তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি' ; আর্থপত্যম্ = অর্থপতিত্বম্ = অর্থের প্রাধান্য। গীতামন্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ,—ইনি পরমাত্মা। যথা, ভাগবত ১০।১৪।৫৫—

কৃষ্ণম্ এনম্ অবেহি ত্বম্ আত্মানম্ অখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

বিনিয়োগ = যজ্ঞে মন্ত্রের প্রয়োগ ; গীতারূপ মন্ত্রমালার প্রয়োগ করিতে হয় শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার তৃপ্তির জন্য পাঠে।

তৃপ্ত্যর্থে পাঠে—'তৃপ্ত্যর্থে' বিশেষণ, বহুব্রীহি সমাস ; শ্রীকৃষ্ণেরই তৃপ্তি অর্থ (প্রয়োজন) যাহার এমন পাঠে।

গীতার বীজ—যেখানে গীতার আরম্ভ। কর্ম ও জ্ঞানের অসামঞ্জস্যই বীজ ; এই অসামঞ্জস্য দূর করিতে পারে গীতাজ্ঞানোদ্বোধিত কর্মযোগ।

গীতার শক্তি—'একে'রই শরণগ্রহণ ; ইহার দ্বারা সাধক শক্তিলাভ করেন।

গীতার কীলক—(গোঁজ, খিল)—যাহার দ্বারা বন্ধ করা যায় ; ভগবান্ শরণাগতকে সর্বপ্রকার পাপ ও কলুষ হইতে রক্ষা করেন, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য ; এই বাক্যদ্বারা তিনি নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করন্যাস

ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ ও তাহাদের অর্থ অনুধ্যান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলিতে ন্যাস অর্থাৎ সমর্পণ; কর্মেন্দ্রিয়ের সমর্পণের ইঙ্গিত এই ন্যাসে। সকল কর্মই ভগবানের প্রীতির জন্য করণীয়—এই বোধে স্থিতি ইহার উদ্দেশ্য।

ন্যাসঃ = নি + √অস + ঘঞ্ = 'নিক্ষেপ'। যেন কাহারও ন্যাস-রক্ষক-(trustee)-রূপে সাধক কর্ম করিতেছেন এই অনুভূতিতে সকল কর্ম তিনি করেন।

অঙ্গন্যাস

ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ও তাহাদের অর্থ অনুধ্যান করিয়া দেহের প্রধান প্রধান অঙ্গের সমর্পণ। যেন আত্মসমর্পণ।

[সকল দেবতারই পূজার সময়ে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিতে হয়; দেবতার নামের আদ্য অক্ষরে ভিন্ন ভিন্ন দীর্ঘ স্বর এবং অনুস্বার লাগাইয়া অথবা দেবতার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ন্যাস করিয়া পূজক নিজেকে দেবতাময় চিন্তা করিয়া পূজা করেন। 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।']

নমঃ, স্বাহা, বষট্, বৌষট্—এগুলি দানার্থক অব্যয় বেদে ও তন্ত্রে প্রযুক্ত হয়। "স্বাহা দেবহবির্দানে শ্রৌষট্-বৌষট্-বষট্"—(অমরকোষ)। নমঃ—স্বর্-আদিগণে ধৃত। হুম্ (হুং ও) স্বীকৃতিবাচক অব্যয়; ইহার অন্য অর্থও আছে। ফট্—নাশ-বাচক অনুকৃতিশব্দ; সব বিঘ্নই যেন দূরীভূত হইল—এই বোধই ঈপ্সিত।

এই অব্যয়গুলির পূর্বে বিশেষ্যে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

কবচায়—দক্ষিণ-হস্ততল বামস্কন্ধে এবং বাম হস্ততল দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন ও পরে ধীরে ধীরে দুই হস্ত দেহের দুই পার্শ্ব দিয়া ব্যত্যস্তভাবেই নাভি পর্যন্ত আনয়ন।

নেত্রত্রয়ায়—দক্ষিণনেত্রে দক্ষিণহস্তের তর্জনী, বামনেত্রে অনামিকা এবং ভ্রূদ্বয় মধ্যে মধ্যমা অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া 'পশ্য মে……' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ভ্রূদ্বয়মধ্যে তৃতীয় নেত্রের স্থান।

অস্ত্রায়—বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্ততল দ্বারা আস্ফোটন।

ধ্যান

১। গীতার পরিচয়। ইনি অম্বা=মাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পংক্তি—মধ্যেমহাভারতম্=মহাভারতস্য মধ্যে, বিকল্পে সমাস। সূত্র—'পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বা'।

২। ব্যাসের বন্দনা।

৩। পার্থসারথির বন্দনা।

প্রথম পংক্তি—শরণাগতের সর্বকামনা-পরিপূরক কল্পদ্রুম শ্রীকৃষ্ণ।

তৃতীয় পংক্তি—জ্ঞানমুদ্রাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ; শ্রোতাকে বুঝাইবার সময়ে হস্তাঙ্গুলির বিশেষ বিন্যাস জ্ঞানমুদ্রা; দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া সম্মুখে স্থাপন। যথা তন্ত্রসারে—'তর্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ সুধীঃ।...... জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা......'; কৌলাবলী—'অঙ্গুষ্ঠতর্জনীভ্যাং তু জ্ঞানমুদ্রা প্রকীর্তিতা।'

৪। উপনিষৎ বিদ্যার সার-নিষ্কর্ষ হইতেছে গীতা।

৫। নরদেহে প্রকটিত ভগবান্। 'পরব্রহ্ম নরাকৃতি' (মধুসূদন সরস্বতী)।

৬। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যেন ভীষণ নদী; পাণ্ডবদিগকে সেই নদী পার করিয়া দিলেন কাণ্ডারী কেশব।

৭। ব্যাসদেবের মহাভারত যেন পদ্ম, গীতার তত্ত্ব যেন তাহার সুমধুর গন্ধ। তাহা কলি-কল্মষ দূর করিতে পারে।

উৎকট=উগ্র; এখানে সুন্দর, মধুর।

পেপীয়মানম্—পুনঃ পুনঃ যাহা পান করা হইতেছে৭

ভূয়াৎ—আশীর্লিঙ্। এই পদ্ম আমাদের মঙ্গলের নিদান হউক—এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

৮। ভগবৎকৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়।

৯। বেদাদিসর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য এবং যোগিগণের ধ্যানগম্য ভগবান্‌কে প্রণাম।

উপনিষদৈঃ—ছন্দের অনুরোধে অকারান্ততা। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১২শ স্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভারতোক্ত গীতামাহাত্ম্য

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মনুঃ ॥
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদিস্থিতে।
চতুর্গকার-সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

—মহাভারত, ভীষ্মপর্ব—৪৩।১-৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন-বিষাদযোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
সমবেতা(ঃ) যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব
কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং
ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যম্ উপসংগম্য
রাজা বচনম্ অব্রবীৎ ॥ ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্
আচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ
তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

অত্র শূরা(ঃ) মহেষ্বাসা(ঃ)
ভীমার্জুন-সমা(ঃ) যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ
দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

প্রথম অধ্যায়

অর্জুন-বিষাদযোগ

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—

হে সঞ্জয়! পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে সমাগত যুদ্ধেচ্ছু আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ কি করিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন—

সেই সময়ে ব্যূহে সন্নিবেশিত পাণ্ডব-সৈন্যকে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন আচার্য দ্রোণের নিকটে গিয়া বলিলেন,— ২

হে আচার্য! আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ব্যূহে সন্নিবেশিত এই বৃহৎ পাণ্ডবসৈন্য দেখুন। ৩

এই সৈন্যে আছেন—বীর, মহাধনুর্ধর, যুদ্ধব্যাপারে ভীমার্জুনের সমান যুযুধান-সাত্যকি, বিরাট, 'মহারথ দ্রুপদ, ৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ
কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্‌।
পুরুজিৎ-কুন্তিভোজশ্চ
শৈব্যশ্চ নরপুংগবঃ ॥ ৫

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, শক্তিমান্‌, কাশিরাজ, কুন্তিভোজপুত্র পুরুজিৎ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত(ঃ)
উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্‌।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ
সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্যবান্‌ উত্তমৌজা এবং সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ ;—ইঁহারা সকলেই মহারথ। ৬

অস্মাকং তু বিশিষ্টা(ঃ) যে
তান্‌ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা(ঃ) মম সৈন্যস্য
সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭

হে ব্রাহ্মণ! আমাদেরও যাঁহারা প্রধান প্রধান সেনাপতি আছেন তাঁহাদের নাম আপনাকে জানাইবার জন্য উল্লেখ করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ৭

ভবান্‌ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ
কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ
সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, রণজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা ; ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা(ঃ)
মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ
সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

আরও অনেক বীর আছেন যাঁহারা আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ; ইঁহারা সকলেই নানাবিধ শস্ত্র-প্রয়োগ-কুশল এবং যুদ্ধে নিপুণ। ৯

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং
বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্‌।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং
বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০

ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত আমাদের ঐ সৈন্য অসংখ্য, কিন্তু ভীম-দ্বারা রক্ষিত পাণ্ডবদের এই সৈন্য পরিমিত। ১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অয়নেষু চ সর্বেষু
যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ।
ভীষ্মম্ এবাভিরক্ষন্তু
ভবন্তঃ সর্ব এব হি॥ ১১

আপনাদের নিজের নিজের নিয়োগ-অনুসারে ব্যূহের প্রবেশদ্বারে আপনারা অবস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকেই সর্বদিক্ হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। ১১

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং
কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ
শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২

(তখন) কুরুকুলের বৃদ্ধ, মহাশক্তিশালী পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের আনন্দ জন্মাইবার জন্য সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া নিজের শঙ্খে ফুৎকার দিলেন (শঙ্খ বাজাইলেন)। ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ
পণবানক-গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত
স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩

তখন অনেক শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ হঠাৎ বাজিয়া উঠিল, এবং সেই শব্দ তুমুল হইল। ১৩

ততঃ শ্বেতৈর্ হয়ৈর্ যুক্তে
মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব
দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪

ইহার পরে চারিটি শ্বেত-অশ্বযুক্ত বৃহৎ রথে দণ্ডায়মান মাধব শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডব অর্জুন স্ব-স্ব দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো
দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং
ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫

হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন, ধনঞ্জয় অর্জুন বাজাইলেন দেবদত্ত নামক শঙ্খ; ভীষণকর্মা বৃকোদর ভীমসেন বাজাইলেন পৌণ্ড্র নামক বৃহৎ শঙ্খ। ১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা
কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ
সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ॥ ১৬

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির বাজাইলেন অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল ও সহদেব বাজাইলেন যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ। ১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ
শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ
সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭

এবং মহাধনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজেয় সাত্যকি, ১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ
সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ
শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮

দ্রুপদ, দ্রৌপদী-পুত্রগণ এবং মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু—ইঁহারা সকলে, হে নৃপ! সর্বদিক্ হইতে স্ব-স্ব শঙ্খ পৃথক্ পৃথক্ বাজাইলেন। ১৮

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং
হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব
তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥ ১৯

সেই তুমুল ধ্বনি পৃথিবী ও আকাশকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের হৃদয় (যেন) বিদীর্ণ করিয়া দিল। ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা
ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে
ধনুর্ উদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥ ২০

ইহার পরে, ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণকে সজ্জিত দেখিয়া, শস্ত্রনিক্ষেপের সময় উপস্থিত হইলে,—কপিধ্বজ অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া, ২০

হৃষীকেশং তদা বাক্যম্
ইদমাহ মহীপতে।

হে রাজন্! হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য বলিলেন।

অর্জুন উবাচ।
সেনয়োরুভয়োর্ মধ্যে
রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১

অর্জুন বলিলেন—
হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপনা কর (দাঁড় করাও), ২১

যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং
যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্।
কৈর্ ময়া সহ যোদ্ধব্যম্
অস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২

—এই সময়ের মধ্যে (যতক্ষণ) আমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত ইহাদিগকে দেখিয়া লই —এই যুদ্ধে সমাগত কাহাদের সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে; ২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোৎস্যমানান্ অবেক্ষেঽহং
য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্
যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩

দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়কামনায় উপস্থিত যুদ্ধার্থীদিগকে ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ২৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবম্ উক্তো হৃষীকেশো
গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ মধ্যে
স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণ-প্রমুখতঃ
সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্
সমবেতান্ কুরূন্ ইতি॥ ২৫

সঞ্জয় বলিলেন—

নিদ্রা- অর্থাৎ আলস্য-জয়ী অর্জুনের দ্বারা, ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে উক্ত হইয়া, হে ভারত! উভয় সেনাদলের মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সকল নৃপগণের সম্মুখে উত্তম রথ স্থাপনা করিয়া বলিলেন,—হে পার্থ! সমাগত এই কৌরবগণকে দেখ। ২৪, ২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ
পিতৄন্ অথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্
পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥ ২৬
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব
সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ
সর্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্॥ ২৭
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো
বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

তখন অর্জুন দেখিলেন, উভয় সেনাদলে উপস্থিত আছেন—নিজেরই পিতৃসম ব্যক্তিগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, শ্বশুর এবং হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ;

কুন্তীপুত্র সকল বান্ধবকে দেখিয়া অত্যন্ত দুর্বলতার দ্বারা আক্রান্ত হইলেন এবং বিষণ্ণ হইয়া এই বাক্য বলিলেন,—

অর্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ
যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্॥ ২৮

অর্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছু উপস্থিত এই স্বজনগণকে দেখিয়া, ২৬, ২৭, ২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীদন্তি মম গাত্রাণি
মুখং চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে
রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥ ২৯

আমার অঙ্গসকল অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুকাইতেছে, আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে; ২৯

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ
ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং
ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥ ৩০

হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধনু স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, গাত্রচর্ম যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে (জ্বালা উপস্থিত হইতেছে), আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ঘুরিতেছে। ৩০

নিমিত্তানি চ পশ্যামি
বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি
হত্বা স্বজনম্ আহবে॥ ৩১

আমি দুর্লক্ষণ-সমূহ দেখিতেছি, হে কেশব! স্বজনগণকে বধ করিয়া যে, কোনও মঙ্গল লাভ হইবে তাহা ত দেখিতেছি না (বুঝিতেছি না)। ৩১

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ
ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ
কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥ ৩২

হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহি না; হে গোবিন্দ! রাজ্য, নানা ভোগের ব্যবস্থা, এমন কি প্রাণ থাকিলেই-বা তাহার দ্বারা আমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? ৩২

যেষাম্ অর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো
রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা(ঃ) যুদ্ধে
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ ৩৩

যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখ আমাদের আকাঙ্ক্ষিত—সেই সকল লোকই প্রাণ ও ধনের আশা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান,— ৩৩

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্
তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ
শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৩৪

আচার্যগণ, পিতৃসম ব্যক্তিগণ, পুত্রগণ, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ। ৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি
ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য
হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥ ৩৫

হে মধুসূদন! যদি আমাকে ইহারা মারিয়াও ফেলে, তথাপি ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের জন্যও ইহাদিগকে মারিবার ইচ্ছা করি না,—পৃথিবীর জন্য ত নয়ই। ৩৫

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ
কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদ্ অস্মান্
হত্বৈতান্ আততায়িনঃ ॥ ৩৬

হে জনার্দন! ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণকে মারিয়া ফেলিলে আমাদের কোন্ প্রীতি হইবে? যদিও ইহারা আততায়ী তথাপি ইহাদিগকে বধ করিলে—পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে। ৩৬

তস্মান্নার্হা(ঃ) বয়ং হন্তুং
ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা
সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭

অতএব নিজেদেরই বান্ধব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে আমাদের বধ করা উচিত নহে; হে মাধব! স্বজনগণকে বধ করিয়া কি প্রকারে আমরা সুখী হইতে পারি? ৩৭

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি
লোভোপহত-চেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং
মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮

লোভে যাহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে তাহারা যদিও কুলক্ষয়-জনিত দোষ এবং মিত্রের প্রতি দ্রোহ-আচরণে পাপ না দেখিতে পায়, ৩৮

কথং ন জ্ঞেয়ম্ অস্মাভিঃ
পাপাদ্ অস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং
প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ৩৯

তথাপি, হে জনার্দন! কুলক্ষয়-জনিত দোষ আমরা ত দেখিতে পাইতেছি;—এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার কথা আমাদের মনে কেন আসিবে না? ৩৯

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি
কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নম্
অধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম লোপ পায়; ধর্ম লোপ পাইলে সমস্ত কুলের উপর অধর্ম স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। ৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ
প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়
জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪১

হে কৃষ্ণ! অধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইলে কুলস্ত্রীগণ ভ্রষ্ট হয়; স্ত্রীলোক ভ্রষ্ট হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। ৪১

সঙ্করো নরকায়ৈব
কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং
লুপ্তপিণ্ডোদক-ক্রিয়াঃ॥ ৪২

কুলনাশকারীর ও কুলের নরকেরই কারণ হয়—এই সঙ্কর; ইহাদের পিতৃগণের পিণ্ড-দানের ক্রিয়া বা তর্পণ-ক্রিয়া লুপ্ত হয়; ইহা হইলে পিতৃপুরুষের পতন হয়। ৪২

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং
বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ
কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪৩

কুলনাশকারীদিগের বর্ণসঙ্কর-কারক এই দোষের ফলে জাতির বৈশিষ্ট্য এবং পরম্পরাগত পুরাতন কুলাচার বা নিয়ম-নিষ্ঠা উৎসন্ন (নষ্ট) হয়। ৪৩

উৎসন্নকুলধর্মাণাং
মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো
ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৪

হে জনার্দ্দন! যে মনুষ্যগণের কুল-ধর্ম উৎসন্ন হয় তাহাদিগের নিশ্চিতই নরকবাস হয়—আমরা এরূপ শুনিয়া আসিতেছি। ৪৪

অহো বত মহৎ পাপং
কর্ত্তুং ব্যবসিতা(ঃ) বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখ-লোভেন
হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৫

বড়ই খেদের কথা যে, আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনগণকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া মহাপাপ করিবারই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। ৪৫

যদি মাম্ অপ্রতীকারম্
অশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা(ঃ) রণে হন্যুস্
তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৬

প্রতীকার করিবার উদ্যোগ ত্যাগ করিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় অবস্থিত আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে বধ করে—তবে তাহা আমার অধিক মঙ্গলের বিষয় হইবে। ৪৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে
রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং
শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

সঞ্জয় বলিলেন—

শোকে (স্বজন-বিয়োগের দুঃখে) যাহার মন সম্যক্ ভীত ও চঞ্চল হইয়া গিয়াছে—সেই অর্জুন রণক্ষেত্রে এই প্রকার বলিয়া শর-সহিত ধনু ত্যাগ করিয়া রথের উপরে (ক্রোড়ে) বসিয়াপড়িলেন। ৪৭

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদেঽর্জুন-বিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—অর্জ্জুনের বিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগঃ

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্
অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তম্ ইদং বাক্যম্
উবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলম্ ইদং
বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্
অকীর্তিকরম্ অর্জুন॥ ২

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ
নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং
ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩

অর্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মম্ অহং সংখ্যে
দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি
পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় বলিলেন—

তাঁহাকে (অর্জুনকে) এই প্রকার দৌর্বল্যাক্রান্ত এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিষণ্ণ হইতে দেখিয়া শ্রীমধুসূদন এই (বক্ষ্যমাণ) বাক্য বলিলেন। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

সঙ্কটসময়ে এই মোহ কোথা হইতে তোমাকে পাইয়া বসিল (তোমাতে আসিল)? ইহা আর্যগণের দ্বারা সেবিত নহে, ইহা স্বর্গপ্রাপক নহে, কীর্তিবর্ধক নহে। ২

হে পার্থ! ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না, তোমাতে ইহা শোভা পায় না; হে শত্রুবিজয়িন্! তুচ্ছ এই হৃদয়-দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও। ৩

অর্জুন বলিলেন—

হে মধুসূদন, হে শত্রুনাশন! ভীষ্ম এবং দ্রোণ উভয়েই (আমার) পূজার যোগ্য, কেমন করিয়া তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে বাণের দ্বারা লড়িব? ৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরূন্ অহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যম্ অপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূন্ ইহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্-
তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকম্ উচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নম্ ঋদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং
গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দম্
উক্ত্বা তূষ্ণীম্ বভূব হ ॥ ৯

মহাপ্রভাবশালী গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভোজন করিয়া (বাঁচিয়া) থাকাও প্রশংসার বিষয়; পক্ষান্তরে, গুরুগণ অর্থকামী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমি (তাঁহাদেরই) রক্তলিপ্ত ভোগ ভোগ করিতে থাকিব। ৫

আমরা জয়লাভ করি বা তাঁহারা আমাদিগকে জয় করেন—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি গুরুতর (অর্থাৎ শ্রেয়স্কর) তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতেও ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়গণ সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ৬

দৈন্যের দ্বারা আমার স্বভাব (ঢাকা পড়িয়া) আবৃত হইয়া গিয়াছে, স্ব-ধর্ম-সম্বন্ধে আমার মন মূঢ় হইয়া গিয়াছে, এ জন্যই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; যাহা নিশ্চিত-রূপে মঙ্গলকর তাহাই আমাকে বল; আমি তোমার অনুশাসনের যোগ্য, শরণাগত, আমাকে উপদেশ দাও। ৭

পৃথিবীতে শত্রুহীন, সমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবতাদিগের রাজ্য পাইলেও আমি এমন কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছি না যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণকারী এই দুঃখ দূর করিয়া দিতে পারে। ৮

সঞ্জয় বলিলেন—

শত্রুদমন, আলস্যজয়ী অর্জুন ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়া এবং গোবিন্দকে 'আমি যুদ্ধ করিব না' বলিয়া নীরব হইলেন। ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তম্ উবাচ হৃষীকেশঃ
প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ মধ্যে
বিষীদন্তম্ ইদং বচঃ ॥ ১০

হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র)! উভয় সেনাদলের মধ্যে বিষণ্ণ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যেন হাসিয়া বলিলেন। ১০

শ্রীভগবান্ উবাচ।
অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ ত্বং
প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূন্ অগতাসূংশ্চ
নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—
যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে তুমি তাহাদের জন্য বিশেষভাবে শোক করিতেছ এবং জ্ঞানের কথা বলিতেছ; কাহারও প্রাণ চলিয়া গেলে বা কেহ জীবিত থাকিলে—(এই বিষয় লইয়া) জ্ঞানী ব্যক্তিগণ শোক করেন না অর্থাৎ বিশেষ আলোচনা (বা 'মাথা ঘামানর' বিষয় মনে) করেন না। ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং
ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ
সর্বে বয়ম্ অতঃ পরম্ ॥ ১২

আমি যে পূর্বে কখনও ছিলাম না, তুমি যে কখনও ছিলে না এবং এই রাজা ও ক্ষত্রিয়গণ যে কখনও ছিলেন না—এমন কখনও হয় নাই; আবার আমরা সকলে ইহার পরে থাকিব না—এমনও হইতে পারে না। ১২

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে
কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্
ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

যেমন দেহধারীর এই দেহে বাল্য, যৌবন ও জরা পর পর আসে, তেমনই অন্য দেহ-প্রাপ্তিও ঘটে; এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি মোহ-প্রাপ্ত হন না। ১৩

★

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়
শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্
তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

হে কুন্তীনন্দন! ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগেই বিষয় সকল শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে; ইহারা আসে, চলিয়া যায়—অতএব ইহারা অনিত্য; হে ভারত! ইহাদিগকে সহ্য কর। ১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে
পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং
সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সুখ ও দুঃখ যে-জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে সমান হইয়াছে, এবং এগুলি (বিষয়-সঙ্গ-জনিত শীতোষ্ণাদি) যাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না তিনি অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হন। ১৫

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসতো বিদ্যতে ভাবো
নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্
ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬

যাহা নাই তাহার সদ্ভাব হইতে পারে না, এবং যাহা আছে তাহার অভাব হইতে পারে না; তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষগণ-কর্তৃক 'সৎ' ও 'অসৎ'—এই উভয়ের সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়াছে। ১৬

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি
যেন সর্বম্ ইদং ততম্।
বিনাশম্ অব্যয়স্যাস্য
ন কশ্চিৎ কর্তুম্ অর্হতি॥ ১৭

যাঁহার দ্বারা এই জগৎ (টানা-পোড়েনের সুতার দ্বারা বস্ত্রের ন্যায়) ব্যাপ্ত তাঁহাকে (আত্মা) অবিনাশী জান; এই অব্যয়ের কেহ বিনাশ করিতে পারে না। ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা(ঃ)
নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য
তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮

যিনি (আত্মা) এই শরীর অধিকার করিয়া আছেন তিনি নিত্যই আছেন, তাঁহার নাশ নাই, তিনি সাধারণ প্রত্যক্ষানুমানের দ্বারা জ্ঞাতব্য নহেন;—তাঁহার এই শরীরগুলি নশ্বর—(শাস্ত্রাদিতে) এরূপ উক্ত হইয়াছে; অতএব হে ভারত! ('সৎ'-এর নাশ নাই, 'অসতের' নাশ ত হইবেই জানিয়া) তুমি যুদ্ধ কর। ১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং
যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

এই আত্মাকে যে হন্তা মনে করে এবং যে মনে করে যে, এই আত্মা হত হন,—ইহারা উভয়েই বিশেষ-কিছু জানে না; (কেন-না) এই আত্মা কাহাকেও বধ করেন না, (কাহারও দ্বারা) হত হন না। ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্-
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

এই আত্মা কখনও জন্মান না, কখনও মরেন না; আর ইহাও নহে যে, ইনি একবার হইয়া আর হইবেন না; ইনি জন্ম-রহিত, নিত্য, চিরকাল-স্থায়ী এবং সর্ব-পুরাতন; শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না। ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং
য এনম্ অজম্ অব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ
কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

যে ব্যক্তি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্ম-রহিত ও পরিবর্তন-রহিত বলিয়া জানিয়াছে—সে কাহাকে ('শরীরী') কেমন করিয়া বধ করাইবে বা কাহাকে বধ করিবে! ২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

যেমন মানুষ পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনই দেহী (আত্মা) পুরাতন জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করেন। ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

ইঁহাকে (এই আত্মাকে) অস্ত্রশস্ত্র ছিন্ন (কর্তিত) করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইঁহাকে সিক্ত করিতে বা গলাইয়া দিতে পারে না, বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্
অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুর্
অচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্বপদার্থে অবস্থিত, স্থির, অচল এবং চিরন্তন। ২৪

অব্যক্তোঽয়ম্ অচিন্ত্যোঽয়ম্
অবিকার্যোঽয়ম্ উচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং
নানুশোচিতুম্ অর্হসি॥ ২৫

এই আত্মা ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, মনের চিন্তার বিষয় নহেন, বিকার-অর্থাৎ পরিবর্তন-রহিত বলিয়া কথিত; অতএব আত্মাকে এইরূপ বুঝিয়া তোমার শোক করা উচিত নহে। ২৫

★

অথ চৈনং নিত্যজাতং
নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো
নৈনং শোচিতুম্ অর্হসি॥ ২৬

আর যদি এরূপ মনে কর যে, দেহের সহিত আত্মা সর্বদা জন্মেন বা সর্বদা মরেন—তাহা হইলেও, হে মহাবাহো! ইঁহার জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্
ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে
ন ত্বং শোচিতুম্ অর্হসি॥ ২৭

কেন-না যে জন্মায়, তাহার মৃত্যু নিশ্চিতই আছে, এবং যে মরে তাহার জন্ম নিশ্চিতই; অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নহে। ২৭

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্তাদীনি ভূতানি
ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব
তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

যাহা-কিছু হইয়াছে (ব্যক্ত, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই) তাহা পূর্বে ইন্দ্রিয়ের অগোচর ছিল, মধ্যে তাহা ব্যক্ত বা প্রকাশিত, শেষে আবার ইন্দ্রিয়ের অগোচরই হইবে; তবে কোন্ বিষয়ের জন্য শোক? ২৮

★

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনম্ অন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

এই আত্মাকে কেহ আশ্চর্য বলিয়া দেখে, অন্য কেহ আশ্চর্যবৎ ইঁহার বর্ণনা করে, অন্য কেহ আশ্চর্য মনে করিয়া ইঁহার বিষয় শ্রবণ করে; কিন্তু (দেখিয়া, বলিয়া) শুনিয়াও ইঁহাকে কেহ যথার্থতঃ জানে না। ২৯

দেহী নিত্যম্ অবধ্যোঽয়ং
দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি
ন ত্বং শোচিতুম্ অর্হসি ॥ ৩০

হে ভারত! সকলেরই দেহে যে দেহী (আত্মা) আছেন তিনি কখনও হত হইতে পারেন না (অবধ্য); অতএব কোনও পদার্থের (প্রাণীর) জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ৩০

★

স্বধর্মম্ অপি চাবেক্ষ্য
ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ
ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১

আরও, স্ব-ধর্মের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াও তোমার (এই সঙ্কটে) কম্পিত হওয়া উচিত নহে; কেন-না ধর্মের অনুগত (ধর্ম্য) যুদ্ধ-অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর অন্য কিছুই নাই। ৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং
স্বর্গদ্বারম্ অপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ
লভন্তে যুদ্ধম্ ঈদৃশম্ ॥ ৩২

আপনা-আপনি উপস্থিত এই যুদ্ধ হইতেছে—উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার; সুখী (ভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়গণই এইরূপ যুদ্ধের অবসর প্রাপ্ত হয়। ৩২

অথ চেৎ ত্বম্ ইমং ধর্ম্যং
সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ
হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

যদি তুমি এই ধর্মানুগত যুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করিয়া পাপ প্রাপ্ত হইবে। ৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকীর্তিং চাপি ভূতানি
কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্
মরণাদ্ অতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

আরও, সকল লোকই তোমার অক্ষয় অকীর্তি (চিরকালের জন্য) বলিতে থাকিবে (অযশ গাহিবে); সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তি হইতেছে মৃত্যু হইতেও অধিক (ক্লেশকর)। ৩৪

ভয়াদ্ রণাদ্ উপরতং
মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো
ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

যে মহারথগণের তুমি এখন মহামান্য, তাঁহারা মনে করিবেন যে, তুমি ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, এবং তাঁহাদের কাছে তুমি লঘুতা প্রাপ্ত হইবে (তোমার মান কমিয়া যাইবে)। ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্
বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্ তব সামর্থ্যং
ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া এমন কথা বলিবে যাহা বলা উচিত নহে; ইহার অপেক্ষা দুঃখজনক আর কি হইতে পারে? ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদ্ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়
যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

যদি যুদ্ধে হত হও, স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; যদি জয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াও। ৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা
লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব
নৈবং পাপম্ অবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে সমান (মনে) করিয়া লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হও; এইরূপ করিলে কোনও পাপই তুমি প্রাপ্ত হইবে না। ৩৮

★

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে
বুদ্ধির্, যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ
কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

‘সাংখ্য’-অনুসারে তোমাকে এই বুদ্ধির বা জ্ঞানের কথা বলা হইল; হে পার্থ! যে বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে কর্মবন্ধন প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করিতে পারিবে, কর্মযোগের এই বুদ্ধি (জ্ঞান) (এখন) শ্রবণ কর। ৩৯

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি
প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পম্ অপ্যস্য ধর্মস্য
ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

এই কর্মযোগে আরব্ধ কর্মের নাশ বা নিষ্ফলতা নাই, পরেও বিঘ্ন হয় না; এই ধর্মের অল্প অনুষ্ঠানও মহাভয় হইতে রক্ষা করে (মোক্ষের পথে লইয়া যায়)। ৪০

★

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্
একেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা(ঃ) হ্যনন্তাশ্চ
বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

হে কুরুনন্দন! এই কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান এক (অর্থাৎ একাগ্র) করিতে হয়; যাহাদের নিশ্চয় হয় নাই (বুদ্ধি স্থির হয় নাই) তাহাদের 'বুদ্ধি'গুলি অর্থাৎ বাসনা সকল বহু প্রকারে বিভক্ত হয় এবং অনন্ত হয়। ৪১

★

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং
প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ
নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা(ঃ)
জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং
ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং
তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ
সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

হে পার্থ! অপণ্ডিত ব্যক্তিরা বেদ-বাদরত (কর্মকাণ্ডের অর্থবাদে রত) হইয়া এই যে পুষ্পিত বাক্য বলে এবং আরও বলে যে, ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই; বাসনা-দ্বারা পরিচালিত ইহারা স্বর্গেরই প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া ইহাই বলে (পুষ্পিত বাক্য) যে, নানাবিধ যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা পুনঃ জন্মরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে এবং সেই সেই জন্মে ভোগ ও ঐশ্বর্য (প্রভুত্ব) লাভ হয়; এই (পুষ্পিত) উক্তির দ্বারা ইহাদের মন হৃত হয় এবং ইহারা কামভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি অধিক মাত্রায় আসক্ত থাকে বলিয়া ইহাদের নিশ্চয়-কারক জ্ঞান এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না। ৪২, ৪৩, ৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা(ঃ)
নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো
নির্যোগক্ষেম(ঃ) আত্মবান্ ॥ ৪৫

হে অর্জুন! (কর্মকাণ্ডাত্মক অর্থবাদ) বেদ ত্রিগুণের বিষয়ে সম্বদ্ধ; তুমি ত্রিগুণের অতীত হও; সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত থাক, সর্বদা সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাক; অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ও লব্ধ বিষয়ের রক্ষণে অতিমাত্রায় আসক্ত হইও না, আত্মনিষ্ঠ হও। ৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবানর্থ উদপানে
সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু
ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

সর্বস্থান জলের দ্বারা প্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে পরিনাণ প্রয়োজন, জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্মকাণ্ড-বিষয়ক অর্থ-বাদ-রূপ সমস্ত বেদে সেই পরিমাণ প্রয়োজন। ৪৬

★

কর্মণ্যেবাধিকারস্ তে
মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ ভূর্
মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ ৪৭

কর্মেই মাত্র তোমার অধিকার আছে; ফলে (ফলপ্রাপ্তিতে) তোমার অধিকার একেবারেই নাই; কর্মফলের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে হেতু (কারণ) করিয়া কর্ম করিও না; কর্ম-না-করার প্রতি যেন তোমার আসক্তি না হয়। ৪৭

★

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা
সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয়! আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি-বিষয়ে সমান হইয়া (সমান মনে করিয়া) 'যোগ'স্থ হইয়া কর্ম কর। এই সিদ্ধি-অসিদ্ধি-বিষয়ে সমভাবই 'যোগ' বলিয়া উক্ত হয়। ৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম
বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ
কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯

হে ধনঞ্জয়! সমবুদ্ধি-রূপ যোগ-অপেক্ষা সাধারণ কর্ম অবর অর্থাৎ নীচের স্তরের; এই সমবুদ্ধির আশ্রয় লও; ফলকেই লক্ষ্য করিয়া যাহারা কর্ম করে তাহারা দীন। ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ
উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব
যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ৫০

সমবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এই লোকে পাপ ও পুণ্য উভয়ই ত্যাগ করিতে পারে; অতএব যোগ অবলম্বন কর; (কর্ম করিয়াও পাপ-পুণ্য-রহিত থাকারূপ) কর্মে নিপুণতা বা কৌশলই যোগ বা কর্মযোগ। ৫০

★

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা(ঃ) হি
ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ-বিনির্মুক্তাঃ
পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

সমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দুঃখ-রহিত পদ প্রাপ্ত হন। ৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদা তে মোহকলিলং
বুদ্ধির্ ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং
শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ প
অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রুত এ
শ্রোতব্য বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য অনুভ
করিবে। ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে
যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্
তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি॥ ৫৩

নানাপ্রকার শ্রুতি অর্থাৎ বেদবাণী
দ্বারা বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন একাগ্রতা
স্থির হইবে ও অচল থাকিবে, তখনই তু
'যোগ' প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ কর্মযোগ করিতে
পারিবে। ৫৩

অর্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা
সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত
কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

অর্জুন বলিলেন—

হে কেশব! যাঁহার সমাধিতে বু
স্থির হইয়াছে তাঁহার লক্ষণ কি? স্থিত-
প্রজ্ঞ কি বলেন, কোথায় থাকেন, কেম
ভাবে চলেন? ৫৪

শ্রীভগবান্ উবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্
সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ
স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে পার্থ! যখন কেহ নিজের মনে
সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এ
আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখ
তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ
সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ
স্থিতধীর্ মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬

দুঃখ-পরম্পরা উপস্থিত হইলেও যাঁহা
মন উদ্বিগ্ন বা চঞ্চল হয় না, সুখ-পরম্পরা
যিনি ভোগেচ্ছাশূন্য, যাঁহার আসক্তি ব
অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ চলিয়া গিয়াছে,
সেই ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা হয়। ৫৬

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্
তৎ তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি
তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

যিনি সর্ববিষয়েই অধিক মাত্রায় আসক্তি-
শূন্য, যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত শুভ বা অশুভ লাভ
করিলেও যিনি তাহাতে আনন্দ বা দ্বে
করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা সুস্থির হইয়াছে
(তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়)। ৫৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদা সংহরতে চায়ং
কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্
তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

যেমন কচ্ছপ (বাহিরের সংস্পর্শ হইতে) নিজের হস্তপদাদি সকল দিক্ হইতে (ভিতরে) টানিয়া লয়, তেমনই যখন কেহ ইন্দ্রিয়ের বিষয় (শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি) হইতে (নিজের) ইন্দ্রিয়গুলিকে টানিয়া লয়, তখন তাহার বুদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (ইহা বলিতে হয়)। ৫৮

বিষয়া(ঃ) বিনিবর্তন্তে
নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য
পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

যিনি ইন্দ্রেয়ের বিষয় আহরণ করেন না—তাঁহার বিষয়গুলি (ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আসিয়া গ্রহীতার অভাবে) ফিরিয়া যায়, কিন্তু রস (অর্থাৎ স্বাভাবিক আকর্ষণ বা বাসনা) যায় না; তাঁহার সেই রসও (বিষয়-তৃষ্ণা) ফিরিয়া যায়—যখন তিনি ভগবান্‌কে দেখেন অর্থাৎ উপলব্ধি করেন। ৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয়
পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি
হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

হে কৌন্তেয়! (ইন্দ্রিয়ের সংযমে) প্রযত্নকারী বিদ্বান্ ব্যক্তিরও মনকে অতি-প্রবল ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। ৬০

তানি সর্বাণি সংযম্য
যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি
তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

আমাকে একান্ত অবলম্বন করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া, কর্মযোগযুক্ত থাকিতে হইবে; যাঁহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ
সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ
কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২

যে ব্যক্তি বিষয়ের চিন্তা করে তাহার বিষয়েতে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে ভোগ-বাসনা জন্মে, (বিঘ্ন হইলে) কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ৬২

ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ
সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো
বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

ক্রোধ হইতে (বিচার-বুদ্ধির নাশ হয়) মোহ আসে, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ হয়, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধি নষ্ট হয় এবং বুদ্ধি-নাশে সর্বনাশ হয়। ৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু
বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্ বিধেয়াত্মা
প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি॥ ৬৪

কিন্তু যাঁহার অন্তঃকরণ বশীভূত সে
ব্যক্তি আসক্তি- ও দ্বেষ-রহিত, এবং নিজে
অধীন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-সমূহে বিচর
করিলেও (চিত্তের) প্রসন্নতা (স্বচ্ছতা) প্রাপ্ত
হন। ৬৪

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং
হানির্ অস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু
বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

চিত্ত প্রসন্ন হইলে ঐ ব্যক্তির সম
দুঃখের নাশ হয়; প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি
সহজেই, শীঘ্রই স্থির হইয়া যায় (সে স্থিত-
প্রজ্ঞ হয়)। ৬৫

নাস্তি বুদ্ধির্ অযুক্তস্য
ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তির্
অশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬

যে ব্যক্তি যোগযুক্ত নহে তাহার বুদ্ধি
স্থির থাকে না; এরূপ ব্যক্তির ভাবনা (অর্থাৎ
বিশ্ব যে এক সৎপদার্থের দ্বারা ব্যাপ্ত তাহা
নিজের চিত্তের দ্বারা বুঝিয়া লইবার চেষ্টা)
হয় না; যে ভাবনা করিতে পারে না
তাহার শান্তি নাই; অশান্তের সুখলাভ
কেমন করিয়া হইবে? ৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং
যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং
বায়ুর্নাবম্ ইবাম্ভসি॥ ৬৭

যাহার মন বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের
অনুবর্তন করে, (এই যে ব্যাপার) ইহা তাহার
প্রজ্ঞা হরণ করে, যেমন বায়ু জলে নৌকাকে
(ইতস্ততঃ বিচলিত করিয়া নাশ করে)। ৬৭

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো
নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্
তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮

অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয়গণ
ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্বতোভাবে সংযত
হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে। ৬৮

যা নিশা সর্বভূতানাং
তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি
সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯

যাহা সকল লোকের পক্ষে রাত্রি (অর্থাৎ
তাহারা যাহা জানে না) তাহাতে সংযমী
স্থিতপ্রজ্ঞ জাগিয়া থাকেন (অর্থাৎ তাহা
জানেন); যে অবস্থাতে সকল প্রাণী জাগিয়া
থাকে (অর্থাৎ বিষয়ের গ্রহণ করে) সেখানে
দৃষ্টি-সম্পন্ন মননশীল (স্থিতপ্রজ্ঞ) ব্যক্তির
রাত্রি (অর্থাৎ ইনি বিষয় গ্রহণ করেন
না)। ৬৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপূর্যমানম্ অচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা(ঃ) যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিম্ আপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

সকল দিক্ হইতে নিয়ত পূর্ণ হইতে থাকিলেও যাহার প্রতিষ্ঠা (তীর) অতিক্রান্ত হয় না, সেই সমুদ্রে যেমন জলসমূহ প্রবেশ করে, সেইরূপ যে ব্যক্তিতে সমস্ত কামনার বিষয় প্রবেশ করে (অথচ তাঁহার চাঞ্চল্য বা বিক্ষেপ হয় না) তিনিই সত্যকার শান্তি প্রাপ্ত হন ; ভোগ্য বিষয়ের অভিলাষী এই শান্তি প্রাপ্ত হন না। ৭০

★

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্
পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ
স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥ ৭১

যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার কামনা ত্যাগ করিয়া স্পৃহাশূন্যভাবে কর্ম করেন, যিনি আমার-আমি-বোধ-শূন্য, তিনি শান্তি সম্পূর্ণ-রূপে লাভ করেন। ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ
নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যাম্ অন্তকালেঽপি
ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋচ্ছতি ॥ ৭২

হে পার্থ! ইহা ব্রাহ্মী স্থিতি অর্থাৎ অতি মহতী ভূমিতে অবস্থান ; ইহা পাইলে কেহ আর মূঢ় হয় না ; মৃত্যু-সময়ে এই স্থিতিতে অবস্থান করিতে পারিলে (জীব) ব্রহ্ম-নির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। ৭২

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **সাংখ্যযোগো নাম** **দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্মযোগঃ

অর্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে
মতা বুদ্ধির্ জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং
নিযোজয়সি কেশব॥ ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন
বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য
যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২

শ্রীভগবান্ উবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা
পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং
কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩

ন কর্মণামনারম্ভা-নৈষ্কর্ম্যং
পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব
সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণম্ অপি
জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম
সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

অর্জুন বলিলেন—

হে জনার্দন! সাম্য বুদ্ধিকে কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যদি তুমি মনে কর, তবে হে কেশব! আমাকে নিষ্ঠুর (যুদ্ধরূপ) কর্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ? ১

(শুনিতে) সন্দেহজনক বাক্যের দ্বারা তুমি যেন আমার বুদ্ধিকে মোহে টানিতেছ; অতএব তুমি নিশ্চয় করিয়া একটিমাত্র কথা বল যাহা-দ্বারা আমি মঙ্গল লাভ করিতে পারি। ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে (কর্মফলের প্রতি আসক্তিরূপ) ব্যসন-রহিত অর্জুন! পূর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে, এই লোকে দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে, যথা—সাংখ্য- (কর্ম-সংন্যাসী) দিগের জ্ঞানযোগের দ্বারা নিষ্ঠা এবং কর্মযোগীদিগের (কর্মফলত্যাগ-রূপ) কর্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা। ৩

কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কোনও লোক নৈষ্কর্ম্যলাভ করিতে পারে না; আবার, কর্মত্যাগ করিলেই কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ৪

কেন-না কর্ম না করিয়া কোনও ব্যক্তি কখনও এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজ গুণ-সকল, প্রকৃতির অধীন সকল মানুষকেই কর্ম করিতে বাধ্য করে। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য
য আস্তে মনসা স্মরন্‌।
ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা
মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

যে মূঢ় ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়গুলি স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাকে মিথ্যাচারী বলা হয়। ৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা
নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্‌
অসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

পক্ষান্তরে, হে অর্জুন! যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, অনাসক্ত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগ অনুষ্ঠান করে, তাহাকেই বিশেষ করিয়া ভাল বলা হয়। ৭

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং
কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে
ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮

নিজের জন্য নিয়ত অর্থাৎ শাস্ত্র-বিহিত কর্ম তুমি কর; কর্ম-না-করা-অপেক্ষা কর্মকরা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ; আরও, কর্ম না-করিলে তোমার শরীর-নির্বাহও হইতে পারিবে না। ৮

★

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র
লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয়
মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

যজ্ঞের (ত্যাগবৃত্তির পরিপুষ্টির সাধন—যজ্ঞ) জন্য ভিন্ন কৃত অন্য কর্ম এই লোকের বন্ধনের হেতু (এই লোক কর্মফল-দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে); হে কৌন্তেয়! সেই যজ্ঞের জন্য কর্ম তুমি আসক্তি-হীন হইয়া অনুষ্ঠান কর। ৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা
পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্‌
এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১০

পুরাকালে ব্রহ্মা যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে প্রজা (মনুষ্য) সৃষ্টি করিয়া বলিলেন—ইহার দ্বারাই তোমাদের বৃদ্ধি হউক, ইহা তোমাদের অভিলষিত সকল বস্তু দান করিতে সমর্থ (কামধেনুর ন্যায়) হউক। ১০

দেবান্‌ ভাবয়তানেন
তে দেবা(ঃ) ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ
শ্রেয়ঃ পরম্‌ অবাপ্‌স্যথ ॥ ১১

তোমরা দেবতাদিগকে ইহার দ্বারাই বাঁচাইয়া রাখ (দেবতাদের সত্তা বজায় রাখায় সাহায্য কর); সেই দেবতারাও তোমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুন; তোমরা একে অন্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়া চলিতে থাকিলে শ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভ করিবে। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা(ঃ)
দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্ দত্তান্ অপ্রদায়ৈভ্যো
যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

যজ্ঞের দ্বারা ভাবিত দেবতারা তোমাদের অভিলষিত ভোগ তোমাদিগকে দিবেন; তাঁহাদের দত্ত দ্রব্য তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে সে চোরই। ১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো
মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা(ঃ)
যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

যজ্ঞাবশেষ যাঁহারা ভোগ করেন তাঁহারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন; কিন্তু যাহারা কেবল নিজেদের জন্যই অন্ন পাক করে, তাহারা পাপই ভোজন করে। (যজ্ঞাবশিষ্টের নাম 'অমৃত'।) ১৩

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি
পর্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো
যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

অন্ন হইতে প্রাণীর উৎপত্তি হয়; পর্জন্য হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়; যজ্ঞ হইতে পর্জন্য উৎপন্ন হয়; কর্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। ১৪

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি
ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম
নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

ব্রহ্ম বা প্রকৃতি হইতে কর্মের উৎপত্তি হয়; অক্ষর বা ভগবান্, অচ্যুত হইতে প্রকৃতির উদ্ভব হয়; অতএব সকল পদার্থের ভিতরেই আছেন যিনি, এমন প্রকৃতি (ব্রহ্ম) সদাই যজ্ঞে অর্থাৎ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। [পরস্পরের মঙ্গলের জন্য ত্যাগবৃত্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মই সংসারের স্থিতির কারণ।] ১৫

এবং প্রবর্তিতং চক্রং
নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো
মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

হে পার্থ! এইরূপে প্রবর্তিত কর্মচক্র (বা যজ্ঞচক্র) যে ব্যক্তি না চালায় সে ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভোগকামী মাত্র, তাহার আয়ু পাপপূর্ণ; সে ব্যর্থজীবন যাপন করে। ১৬

★

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্
আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্
তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

(যদি কেহ মনে করেন যে,) যে হেতু তিনি আত্মাতেই-রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, অতএব তাঁহার নিজের কোনও কার্যই নাই; (কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন;) ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈব তস্য কৃতেনার্থো
নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু
কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮

এই জগতে নিজের জন্য কোনও কাজ করিলে বা না করিলে তাঁহার কোনও প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না, এবং সর্বপ্রাণীর সহিতই তাঁহার কোনও প্রয়োজনের সম্পর্ক নাই ; ১৮

তস্মাদ্ অসক্তঃ সততং
কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম
পরম্ আপ্নোতি পূরুষঃ॥ ১৯

(তবে আমি তাঁহাকে বলিব,)—অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়াই সকল কার্য সর্বদাই কর ; কেন-না যে ব্যক্তি আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। ১৯

★

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্
আস্থিতা(ঃ) জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহম্ এবাপি
সংপশ্যন্ কর্তুম্ অর্হসি॥ ২০

জনকাদিও কর্মের দ্বারাই নিশ্চিতই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন (কর্ম ত্যাগ করিয়া নহে)। লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও তোমার কর্ম করাই উচিত। [লোক= সুগঠিত সমাজ ; সংগ্রহ=যথাযথ শৃঙ্খলায় রক্ষণ ও পরিচালন।] ২০

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্
তৎ তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে
লোকস্তদনুবর্ততে॥ ২১

শ্রেষ্ঠ পুরুষ যাহা যাহা করেন, সাধারণ মানুষ তাহাই করিয়া থাকে ; তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, লোকে তাহারই অনুসরণ করে। ২১

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং
ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং
বর্ত এব চ কর্মণি॥ ২২

হে পার্থ! তিন লোকে আমার অবশ্য কর্তব্য কিছুই নাই, কেন-না আমার কোনও এমন অপ্রাপ্ত বস্তু নাই যাহা পাইতে হইবে ; তথাপি আমি কর্মেই প্রবৃত্ত আছি (কর্ম করিয়াই থাকি)। ২২

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং
জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে
মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২৩

যদি অনলস আমি কখনও কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি তবে, হে পার্থ! মনুষ্যেরা সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করিবে। ২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা(ঃ)
ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যাম্
উপহন্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

যদি আমি কর্ম না করি, তবে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে; আমি সঙ্করেরও কর্তা হইব এবং এই সমস্ত প্রজার (মনুষ্য-সমাজ) ধ্বংস করিব (ধ্বংসের কারণ হইব)। ২৪

★

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো
যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্
চিকীর্ষুর্ লোকসংগ্রহম্॥ ২৫

কর্মে (অর্থাৎ কর্মফলে) আসক্ত (সাধারণ) অজ্ঞান ব্যক্তিগণ যেমন করিয়া (যে পরিমাণ আগ্রহের সহিত) কর্ম করে, হে ভারত! জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া তেমনই (আগ্রহের সহিত) সকল কর্ম করিবেন,—লোকসংগ্রহ করিবার জন্যই। ২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্
অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি
বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

কর্মে আসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিতে কোনও প্রকারের ভিন্ন ভাব জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মাইবেন না, কিন্তু সাম্যবুদ্ধিযুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম করিতে থাকিয়া অনাসক্ত কর্মে তাহাদের প্রীতির ভাব জাগাইয়া দিবেন। (অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-দ্বারা তাহাদিগকে এমন প্রেরণা দিবেন যাহাতে তাহারাও ধীরে ধীরে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করাতে প্রীতিলাভ করিতে পারে।) ২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি
গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা
কর্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭

প্রকৃতির তিনগুণ-দ্বারাই সর্বপ্রকারের কর্ম চলিতেছে; 'অহং'-কার-দ্বারা বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে—'আমি কর্তা'। ২৭

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো
গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা(ঃ) গুণেষু বর্তন্ত—
ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

হে মহাবাহো! গুণ ও কর্মের বিভাগের তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি মনে করেন যে, গুণসকল গুণেতেই ক্রীড়া করিতেছে; এবং তিনি আসক্ত হন না। ২৮

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ
সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দান্
কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯

প্রকৃতির গুণ-দ্বারা মূঢ় ব্যক্তিরা গুণকর্মে আসক্ত হয়; সর্বতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি ঐ সকল অতত্ত্বজ্ঞদিগকে (স্বকর্ম-ত্যাগের উপদেশ দিয়া) বিচলিত করিবেন না। (৩।২৬ দ্রষ্টব্য।) ২৯

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি
সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা
যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সকল কর্ম (কর্মের ফল) আমাতে সমর্পণ করিয়া, ফলাশা ও মমত্ববোধ পরিহার করিয়া চিন্তা-ভয়-শূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০

★

যে মে মতম্ ইদং নিত্যম্
অনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো
মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥ ৩১

যে মানবগণ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এবং আমার মতের বিরোধ না করিয়া এই মত-অনুসারে নিত্য চলেন, সমস্ত কর্মের ফল তাঁহাদিগকে ত্যাগ করে। ৩১

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো
নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্
বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ॥ ৩২

কিন্তু যাহারা এই মতের দোষ অন্বেষণ করে এবং আমার মত-অনুসারে চলে না, সেই বিচার-শূন্য সর্বজ্ঞান-মূঢ় ব্যক্তিদিগকে নষ্ট বলিয়া জানিও। (তাহাদের স্থির স্থিতি হয় না।) ৩২

★

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ
প্রকৃতের্ জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি
নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি- (স্বভাব) অনুসারেই কর্মাদি করেন; সকল প্রাণীই নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুসরণ করে; এ ব্যাপারে বল-প্রয়োগে কি ফল হইবে? ৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে
রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশম্ আগচ্ছেৎ
তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে (শব্দাদিতে) ইন্দ্রিয়ের রাগ (ভাল-লাগা) এবং দ্বেষ (মন্দ-লাগা) দুই-ই স্বতন্ত্রভাবে আছে; এই দুই-এর বশীভূত হওয়া উচিত নহে; কেন-না উহারা মানুষের শত্রু। ৩৪

★

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ
পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫

পরধর্মের আচরণ সহজে অনুষ্ঠিত হইতে পারে—ইহা সম্ভব হইলেও তাহা অপেক্ষা নিজের ধর্ম দোষযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মঙ্গলকর; নিজের ধর্মানুষ্ঠানে মৃত্যুও মঙ্গলকর; পরের ধর্ম ভয়ের কারণ। ৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং
পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয়
বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

অর্জুন বলিলেন—

হে বৃষ্ণিবংশ-ধুরন্ধর! এখন বল,—মানুষ নিজে ইচ্ছা না করিলেও—যেন বলপূর্বক বাধ্য হইয়া—কিসের দ্বারা প্রেরিত হইয়া পাপ করে? ৩৬

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ
রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা
বিদ্ধ্যেনম্ ইহ বৈরিণম্॥ ৩৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

ইহা (এই প্রেরয়িতা) হইতেছে রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, বহুভোজী (বহুবৃত্তির দ্বারা পরিপুষ্ট) এবং মহাকুটিল কাম-ক্রোধ। ইহাকেই এ বিষয়ে শত্রু বলিয়া জান। ৩৭

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্
যথাঽঽদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্
তথা তেনেদম্ আবৃতম্॥ ৩৮

যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি, ধূলির দ্বারা দর্পণ এবং ক্লেদাকার অতি সূক্ষ্ম চর্ম-দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, তেমনই ইহার (কাম-ক্রোধ) দ্বারা ইহা (জ্ঞান) আবৃত থাকে। ৩৮

আবৃতং জ্ঞানম্ এতেন
জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয়
দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯

হে কৌন্তেয়! এই দুষ্পূরণীয় ও অগ্নি-সদৃশ, কামরূপী নিত্য শত্রুর দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞান আবৃত থাকে। ৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধির্
অস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ বিমোহয়ত্যেষ
জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০

ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি ইহার (কামের) অধিষ্ঠান অর্থাৎ লীলাক্ষেত্র; ইহা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া এইগুলির দ্বারা মনুষ্যকে মোহে টানিয়া লয়। ৪০

তস্মাৎ ত্বম্ ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ
নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং
জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্॥ ৪১

অতএব হে ভরতবংশ-শ্রেষ্ঠ! প্রথমেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশকারী এই কুটিলকে (শত্রুকে) বধ কর। ৪১

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুর্
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্
যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২

(স্থূল বিষয় হইতে) ইন্দ্রিয়গণ পৃথক্ ও সূক্ষ্ম—পণ্ডিতেরা এরূপ বলিয়াছেন; ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন আরও পৃথক্ ও সূক্ষ্ম; মন হইতে বুদ্ধি আরও পৃথক্ ও সূক্ষ্ম; যিনি বুদ্ধি হইতেও পৃথক্ ও সূক্ষ্ম 'তিনি' আত্মা। ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা
সংস্তভ্যাত্মানম্ আত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো
কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩

হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধি হইতেও পৃথক্ ও সূক্ষ্ম যিনি তাঁহাকে জানিয়া নিজেই নিজেকে সংযত করিয়া দুর্গ্রাহ্য কামরূপী শত্রুকে তুমি বধ কর। ৪৩

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **কর্মযোগো নাম** তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগ-শাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—**কর্মযোগ** নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং
প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ
মনুর্ ইক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্
ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা
যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য
যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি
রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৩

অর্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম
পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং
ত্বমাদৌ প্রোক্তবান্ ইতি॥ ৪

শ্রীভগবান্ উবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি
জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি
ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

এই সনাতন কর্মযোগ আমি সূর্যকে বলিয়াছিলাম; সূর্য মনুকে বলিয়াছেন; ম ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছেন। ১

এইরূপে (গুরুশিষ্য) পরম্পরাক্রমে এ কর্মযোগ রাজর্ষিগণ জানিয়াছেন; হে শত্রু তাপন! দীর্ঘকাল অতীত হওয়াতে এ কর্মযোগ এই লোকে নষ্ট হইয়াছে, হারাইয় গিয়াছে (অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজের বহু লোকে ইহার সন্ধান এখন জানে না)। ২

সেই-ই পুরাতন কর্মযোগ আজ আমা দ্বারা তোমাকে বলা হইল; তুমি যে আমার ভক্ত, সখাও বটে; আর ইহা যে সক রহস্যের শেষ-রহস্য। ৩

অর্জুন বলিলেন—

তোমার জন্ম ত পশ্চাৎ হইয়াছে, সূর্যের জন্ম যে পূর্বে হইয়াছে; আমি কেমন করিয়া বিশেষ-ভাবে বুঝিব যে, তুমি (এই কর্মযোগ) পূর্বে বলিয়াছ? ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে; আমি সেই সব জানি। হে শত্রুতাপন! তুমি তাহা জান না। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা
ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়
সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

আমি জন্মরহিত, সকল পদার্থের প্রভু বটে এবং আমার স্বরূপের কোনও পরিবর্তন হয় না বটে, তথাপি আমি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, নিজ (অচিন্ত্য) শক্তি-দ্বারা সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত হই। ৬

যদা যদা হি ধর্মস্য
গ্লানির্ ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য
তদাঽঽত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

হে ভারত! যে-যে সময়ে ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের প্রাবল্য হয় (অধর্ম মাথা-চাড়া-দিয়া উঠে) সেই সময়ে আমি নিজেকে (অব্যক্ত অবস্থা হইতে) ছাড়িয়া দিই (অর্থাৎ ব্যক্তরূপে প্রকাশিত হই)। ৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

সাধু-ব্যক্তিদিগের রক্ষার জন্য এবং দুষ্কৃত-কারীদিগের নাশের জন্য, যুগে যুগে ধর্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য আমি (ব্যক্ত) প্রকাশিত হই। ৮

★

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্
এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম
নৈতি মাম্ এতি সোঽর্জুন ॥ ৯

আমার জন্ম (প্রকাশ) ও কর্ম দিব্য (অপ্রাকৃত); যিনি যথার্থ-ভাবে এইরূপে (৭, ৮ শ্লোক) তাহা জানেন, তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি আমাতেই আসিয়া অবস্থিতি করেন। ৯

বীতরাগভয়ক্রোধা(ঃ)
মন্ময়া(ঃ) মাম্ উপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা
পূতা(ঃ) মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

যাঁহারা প্রীতি, ভয় ও ক্রোধের অতীত, আমাতেই অর্পিতচিত্ত, আমাকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন—এমন বহু লোক (আমি যেমন বলিয়াছি, সেইরূপে দিব্য জন্ম ও কর্ম বুঝিয়া লওয়া-রূপ) জ্ঞান- ও (পুনঃ পুনঃ আলোচনা-রূপ) তপস্যা-দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া আমার ভাব বা সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন (অথবা আমাতে ভাব বা ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন)। ১০

★

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে
মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১

যাহারা আমাকে যে ভাব লইয়া প্রপন্ন হয় আমি তাহাদিগকে সেইরূপ ফল দিয়াই ভজনা করি; হে পার্থ! মানুষেরা সর্ব-প্রকারেই আমারই পথে চলিতেছে। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং
যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে
সিদ্ধির্ ভবতি কর্মজা॥ ১২

কর্মফল কামনা করিয়া মানুষেরা ভি- ভিন্ন দেবতার পূজা করে। কর্ম-জনি- সিদ্ধি (অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি) মনুষ্যলোকে শীঘ্র পাওয়া যায়। ১২

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং
গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারম্ অপি মাং
বিদ্ধ্যকর্তারম্ অব্যয়ম্॥ ১৩

('সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ' এই) তি- গুণের ও তিনগুণ-জনিত কর্মের ভে- আমিই চারিবর্ণের ব্যবস্থা করিয়াছি ; ইহা- কর্তা বলিয়া আমাকেই জানিবে, আবা- অবিকারী আমাকে অকর্তা বলিয়াও জানিবে (প্রকৃতিতে ভেদ আছে, আমি সাজাই- দিই মাত্র।) ১৩

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি
ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি
কর্মভির্ ন স বধ্যতে॥ ১৪

কর্ম আমাতে লিপ্ত হয় না, (কেন-না কর্মফলে আমার ইচ্ছা নাই ; যে আমাকে এইরূপ সর্বতোভাবে জানে (অর্থাৎ জানি- আচরণ করে) সে কর্মের দ্বারা ব- হয় না। ১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম
পূর্বৈর্ অপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং
পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥ ১৫

এইরূপে জানিয়া পূর্বতন মুমুক্ষুগণও ক- করিয়াছেন ; অতএব পূর্বতন ব্যক্তিদিগে- কৃত পূর্বতর কর্মই (ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যা- করিয়া কর্ম) তুমি কর। ১৫

★

কিং কর্ম কিম্ অকর্মেতি
কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি
যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১৬

কর্ম কি আর কর্মের অভাব (বা ত্যাগ কি—এ বিষয়ে পণ্ডিতগণও ভ্রমে পতিত হ- অতএব কর্ম (কর্মের রহস্য) তোমাকে বিশেষ-ভাবে বলিব, যাহা জানিলে তু- (কর্মবন্ধন-রূপ) অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১-

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং
বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং
গহনা কর্মণো গতিঃ॥ ১৭

কর্মের বিষয়ও বুঝিতে হইবে, বিপরী- কর্মের কথাও বুঝিতে হইবে এবং কর্ম-না- করার তত্ত্বও বুঝিতে হইবে ; কর্মের গ- গভীর রহস্যাবৃত। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ্
অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু
স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ ১৮

যিনি কর্মে অকর্ম (বন্ধক হয় না এমন ভাবের কর্ম=অকর্ম) দেখেন এবং অকর্মেও (আপাত প্রতীয়মান কর্ম-শূন্যতায়) কর্ম (বন্ধকত্ব) দেখিতে পান—তিনি মনুষ্য-গণের মধ্যে জ্ঞানী, তিনি কর্মযোগযুক্ত এবং সমস্ত কর্মকর্তা। ১৮

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ
কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং
তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

যাঁহার সকল কর্ম ফলাশা-রহিত, জ্ঞান-রূপ অগ্নির দ্বারা যাঁহার কর্ম (কর্মের বন্ধকত্ব) দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন। ১৯

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং
নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি
নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

যিনি কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া সর্বদাই সন্তুষ্ট আছেন এবং যিনি কর্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন না, এরূপ ব্যক্তি কর্মে সর্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইলেও (কর্ম করিতে থাকিলেও) কিছুই করেন না। ২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা
ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম
কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১

ফলের আকাঙ্ক্ষাত্যাগী, সংযতচিত্ত, সর্ব-সঙ্গ-পরিত্যাগী পুরুষ শরীর- (কর্মেন্দ্রিয়) দ্বারা কর্ম করিতে থাকিলেও পাপ প্রাপ্ত হন না। ২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো
দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ
কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

যিনি যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বিষয়ে সন্তুষ্ট,—সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, মাৎসর্যহীন এবং কর্মের সাফল্য বা অসাফল্যকে সমানই মনে করেন—তিনি কর্ম করিয়াও বদ্ধ হন না। ২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য
জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম
সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

আসক্তি-রহিত, দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, সম-জ্ঞানে স্থিরমনা, যজ্ঞের জন্য (৩।৯) কর্মা-নুষ্ঠানকারীর সমস্ত কর্ম বিলীন হইয়া যায়। ২৩

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্
ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং
ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪

ব্রহ্মেই সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়াছেন—এই বুদ্ধিতে যিনি স্থির আছেন, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে, (কেন-না) তাঁহার দৃষ্টিতে যজ্ঞ-হোমের সাধন ব্রহ্ম, হোমের দ্রব্যও ব্রহ্ম, হোমের অধিকরণ অগ্নিও ব্রহ্ম এবং হোমের কর্তা-(হোতা)-ও ব্রহ্ম। (তাঁহার পৃথক্ কারক-বোধ থাকে না।) ২৪

দৈবম্ এবাপরে যজ্ঞং
যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং
যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫

অন্য কর্মযোগীরা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করেন; অন্যেরা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের যজন করেন। (৩।৯, ১০ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) ২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে
সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অন্য
ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬

অন্যেরা সংযম-রূপ অগ্নিতে শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে হোম করেন; অন্যেরা ইন্দ্রিয়-রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে হোম করেন। ২৬

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি
প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ
জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

অন্যেরা জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা সন্দীপিত আত্ম-সংযম-রূপ যোগাগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও প্রাণের ক্রিয়াকে হোম করেন। ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা(ঃ)
যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ
যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮

তীব্র-ব্রতধারী সংযত পুরুষেরা কেহ কেহ দ্রব্যরূপ যজ্ঞ, কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ, কেহ কেহ যোগরূপ যজ্ঞ, কেহ কেহ স্বাধ্যায়রূপ যজ্ঞ, কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন। ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং
প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা
প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ॥ ২৯

প্রাণায়াম-পরায়ণ কেহ কেহ প্রাণ (উচ্ছ্বাস) ও অপানের (শ্বাস) স্বাভাবিক গতি বন্ধ করিয়া অপানে (শ্বাসে) প্রাণ (উচ্ছ্বাস) কে হোম করেন (পূরক) এবং প্রাণে অপানকে হোম করেন (রেচক)। ২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরে নিয়তাহারাঃ
প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো
যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০

অন্যে আহারকে সংযত করিয়া প্রাণকে প্রাণাগ্নিতেই হোম করেন। (পূর্বোক্ত) সকলেই যজ্ঞের (৩।৯, ১০ ব্যাখ্যা) তত্ত্ব (ত্যাগের তত্ত্ব) জানেন এবং যজ্ঞের দ্বারা ইঁহাদের পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো
যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য
কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

যজ্ঞের শেষে যাহা থাকে—সেই 'অমৃত'-ভোজনকারীরা সনাতন ব্রহ্মে গমন করেন। যে যজ্ঞ করে না, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তাহার ইহলোকও নাই, (অন্য) পরলোক কোথায়? ৩১

এবং বহুবিধা(ঃ) যজ্ঞা(ঃ)
বিততা(ঃ) ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্
এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২

এই প্রকারের (পূর্বোক্ত) নানাবিধ যজ্ঞই ব্রহ্মেরই মুখে বিন্যস্ত হইয়া আছে; সে সকলকেই তুমি (কোন-না-কোন) কর্মজাত বলিয়া জান; এইরূপ জানিলে তুমি মুক্ত হইবে। ৩২

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্
জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ
জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

হে শত্রু-তাপন! দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ! জ্ঞানেই সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি হয়। ৩৩

★

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন
পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং
জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

প্রণিপাতের দ্বারা, যথাযথ প্রশ্নের দ্বারা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানকে জান; (এই উপায়ের দ্বারা তুষ্ট) তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ করিবেন। ৩৪

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্ মোহম্
এবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ
দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫

যে জ্ঞান লাভ করিলে, হে পাণ্ডব! তুমি আর এইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইবে না; যে জ্ঞানের দ্বারা তুমি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে নিজের আত্মাতে এবং আমাতেও দেখিতে পাইবে। ৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ
সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব
বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

যদি তুমি সকল পাপী হইতেও অধিক পাপী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ ভেলার সাহা তুমি সমস্ত পাপ (সাগর) উত্তীর্ণ হইবে। ৩

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্
ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি
ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি সমস্ত কাষ্ঠ ভস্ম করিয়া ফেলে, তেমনই জ্ঞানরূপ অগ্নি স কর্ম (কর্মের বন্ধকত্ব) ভস্মসাৎ করে। ৩

★

নহি জ্ঞানেন সদৃশং
পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ
কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

এই লোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র নিশ্চ অন্য কিছুই নাই। কর্মযোগ-সিদ্ধ ব্যা যথাসময়ে স্বয়ং এই জ্ঞান লাভ করেন। ৩

শ্রদ্ধাবাঁল্ লভতে জ্ঞানং
তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্
অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

জ্ঞানলাভে একান্ত ইচ্ছুক, সংযতেন্দ্রি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন ; জ্ঞানলা করিলেই অতি শীঘ্র তিনি পরমা শান্তি লা করেন। ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ
সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো
ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

জ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন, সন্দেহ-প্রভাবি ব্যক্তি নাশপ্রাপ্ত হয় ; সংশয়াত্মা ব্যক্তি ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই—সুখ নাই। ৪০

যোগসংন্যস্তকর্মাণং
জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি
নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

হে ধনঞ্জয়! কর্মযোগের অনুষ্ঠানে দ্বারা সমস্ত কর্ম- (ফল) ত্যাগীকে, জ্ঞানে দ্বারা সম্যক্ ছিন্নসংশয় ব্যক্তিকে, আত্ম (জ্ঞানের) অধিকারীকে কর্ম সকল (ফলে দ্বারা) বন্ধন করিতে পারে না। ৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাদ্ অজ্ঞানসম্ভূতং
হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগম্
আতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২

অতএব হে ভারত! অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, নিজের হৃদয়ে অবস্থিত এই সংশয়কে আত্মার জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছেদন করিয়া কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর, উঠিয়া দাঁড়াও। ৪২

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগ-শাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—**জ্ঞানযোগ** নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্মসংন্যাসযোগঃ

অর্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ
পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং
তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ।

সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ
নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ
কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২

★

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী
যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো
সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ
প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্
উভয়োর্ বিন্দতে ফলম্॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসংন্যাসযোগ

অর্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! তুমি কর্মের ত্যাগকে, আবা[র] কর্মের যোগকেও, উপদেশ করিতেছ; এ[ই] দুই-এর মধ্যে যেটি শ্রেয়ঃ সেটি নিশ্চয় করি[য়া] আমাকে বল। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

কর্মের ত্যাগ এবং কর্মযোগ এই দুইটি[ই] মোক্ষপ্রদ; কিন্তু এই দুইটির মধ্যে কর্মত্যা[গ] অপেক্ষা কর্মযোগের বিশিষ্টতা আছে। ২

যিনি কোনও-কিছু দ্বেষ করেন না, কোনও-কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাকে নিত্য-সংন্যাসী বলিয়া জানিতে হইবে; যে হেতু, হে মহাবাহো! যিনি দুই (সুখ-দুঃখ ইত্যাদি) বোধ হইতে মুক্ত তিনি অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ৩

বালকেরা (অজ্ঞেরা) বলে যে, (কর্ম-সংন্যাসরূপ) সাংখ্য এবং কর্মযোগ পৃথক্; পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন না। যে-কোনও একটিতে সম্যগ্-রূপে স্থিত হইলে (অনুষ্ঠান করিলে) উভয়ের ফল পাওয়া যায়। ৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং
তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ
যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

সাংখ্যমার্গী যে পদ প্রাপ্ত হন, তাহাই কর্মযোগীরাও প্রাপ্ত হন; সাংখ্য- ও কর্ম-যোগ যে (ফলতঃ) একই—ইহা যিনি জানেন তিনিই সম্যক্ জানেন। ৫

সংন্যাসস্তু মহাবাহো
দুঃখম্ আপ্তুম্ অযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ ব্রহ্ম
ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

হে মহাবাহো! যোগের (কর্মযোগের) অনুষ্ঠান বিনা সংন্যাস প্রাপ্ত হওয়া দুঃখের ব্যাপার; মননশীল কর্মযোগী শীঘ্রই ব্রহ্মলাভ করেন। ৬

★

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা
বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা
কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

যিনি কর্মযোগযুক্ত, শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব পদার্থের আত্মা যাঁহার আত্মা হইয়া গিয়াছে—তিনি কর্ম করিলেও (ফলে, সুখ-দুঃখে) লিপ্ত হন না। ৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি
যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যঞ্ শৃণ্বন্ স্পৃশঞ্ জিঘ্র-
ন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপঞ্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণ-
ন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু
বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, অশন, গমন, শয়ন, শ্বাস-গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুরুন্মীলন বা নিমীলন—সকল কর্ম করিতে থাকিলেও—এ সব ব্যাপারে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বিচরণ করিতেছে এই ধারণা করিয়া লইয়া, কর্মযোগী তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি মনে করেন—'আমি কিছুই করিতেছি না।' ৮, ৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি
সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন
পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০

যিনি ব্রহ্মে কর্ম (ফল) অর্পণ করিয়া (এবং) (ফলে) আসক্তি ত্যাগ করিয়া সকল কর্মই করেন, পদ্মপত্র যেমন জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না— তিনিও তেমনই পাপ-দ্বারা (শুভাশুভ ফলে) লিপ্ত হন না। ১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা
কেবলৈর্ ইন্দ্রিয়ৈর্ অপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি
সঙ্গং ত্যক্ত্বাঽঽত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১

কর্মযোগীরা, শরীর (কর্মেন্দ্রিয়) বা মন বা বুদ্ধি বা কেবল ইন্দ্রিয়েরও দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন। এই কর্মে তাঁহাদের আসক্তি পূর্বেই ত্যক্ত হইয়া থাকে; এই কর্মে আত্মশুদ্ধি হয়। ১১

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা
শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ
ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করিয়া নিশ্চলা শান্তি প্রাপ্ত হন; যে ব্যক্তি কর্মযোগী নহে, সে কামনা-দ্বারা ফলে আসক্ত হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ১২

সর্বকর্মাণি মনসা
সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী
নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩

মনের দ্বারা সকল কর্মের সংন্যাস করিয়া সংযত ব্যক্তি নবদ্বার-বিশিষ্ট নগরে (দেহে) কিছুই করেন না, করান্-ও না,—সুখে (আনন্দে) অবস্থান করেন। ১৩

★

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি
লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং
স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ১৪

আত্মা বা পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফলের সংযোগকে (নূতন করিয়া) সৃষ্টি করেন না; স্বভাব- (জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের সংস্কার-জনিত প্রকৃতি)-ই সকল করিয়া থাকেন। ১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং
ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং
তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

পরমেশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়া আছে, এ জন্যই জীবগণ মোহিত হয়। ১৫

★

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং
যেষাং নাশিতম্ আত্মনঃ।
তেষাম্ আদিত্যবজ্‌জ্ঞানং
প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬

কিন্তু যাঁহাদের অজ্ঞান আত্মার জ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত হয়, তাঁহাদের সেই জ্ঞান—সূর্য যেমন সকল বস্তু প্রকাশিত করে—তাঁহাদিগের নিকটে পরতত্ত্ব প্রকাশিত করে। ১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্‌-বুদ্ধয়স্‌ তদাত্মানস্‌
তন্নিষ্ঠাস্‌ তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং
জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭

★

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে
ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ
পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮

ইহৈব তৈর্‌ জিতঃ সর্গো
যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম
তস্মাদ্‌ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য
নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌।
স্থিরবুদ্ধির্‌ অসম্মূঢ়ো
ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা
বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্‌।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা
সুখম্‌ অক্ষয্যম্‌ অশ্নুতে॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা(ঃ) ভোগা(ঃ)
দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়
ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২

পরতত্ত্বই যাঁহাদের বুদ্ধির (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের) একমাত্র লক্ষ্য, পরতত্ত্বেই যাঁহাদের প্রযত্ন, পরতত্ত্বেই যাঁহাদের স্থিতি, পরতত্ত্বই যাঁহাদের পরম আশ্রয়—এবম্ভূত ব্যক্তিগণের সমস্ত পাপ জ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত হয়—ইঁহারা আর জন্মগ্রহণ করেন না। ১৭

বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে ও চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সমজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ১৮

যাঁহাদের মন (বিষম বস্তুতেও) সাম্যে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের দ্বারা ইহলোকেই সর্গ অর্থাৎ পুনর্জন্ম জয় করা হইয়াছে (জীবন্মুক্ত); কেন-না ব্রহ্ম সকল দোষরহিত এবং সর্বত্র সম (একই); অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত। ১৯

ব্রহ্মেই অবস্থিত, স্থিতপ্রজ্ঞ, মোহশূন্য, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ প্রিয় বস্তু পাইলেও হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু পাইলেও উদ্বিগ্ন হন না। ২০

বাহ্য বিষয়ের সংযোগে যাঁহার মন আসক্ত নহে, তিনি আত্মসুখ-লাভ করেন; ইঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত; ইনি যে সুখলাভ করেন তাহা কোন প্রকারেই ক্ষয় করা যায় না। ২১

(বাহ্য বিষয়ের) সংযোগে যে ভোগাদি উহারা দুঃখেরই কারণ; উহাদের আদি ও অন্ত আছে; জ্ঞানী ব্যক্তি উহাতে রত হন না। ২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং
প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং
স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩

শরীর ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত এই দেহে থাকিয়াই যে ব্যক্তি কাম-ক্রোধ-জনিত বেগ সহ্য করিতে সমর্থ, সে ব্যক্তিই যুক্ত এবং সে ব্যক্তিই সুখী। ২৩

★

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্
তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং
ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

যিনি অন্তঃকরণেই সুখী, আপনাতেই যিনি আরাম পান, যাঁহার অন্তরে আত্ম-প্রকাশ হয়, সেই কর্মযোগী ব্রহ্মস্বরূপ হন এবং ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্
ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা(ঃ) যতাত্মানঃ
সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫

সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন, পাপশূন্য, দ্বন্দ্বাতীত, সংযতাত্মা ব্যক্তিগণ সর্বভূতের মঙ্গল-সাধনে রত থাকেন এবং ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। ২৫

কামক্রোধবিযুক্তানাং
যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং
বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

কাম-ক্রোধ-হীন, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞানী যতি- (প্রযত্নকারী) দিগের উভয়তঃ (ইহলোকে ও পরলোকে) ব্রহ্মানন্দ (মোক্ষ) লাভ হয়। ২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ বাহ্যাংশ্
চক্ষুশ্ চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা
নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্
মুনির্ মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো
যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮

বাহ্য পদার্থের সংযোগকে বাহিরে রাখিয়া, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিয়া, নাসার দ্বারা উচ্ছ্বাস ও শ্বাস-এর গতি সমান করিয়া, উহাদিগকে ভিতরেই চলনশীল করিয়া এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া যে মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তি কামনা, ভয় ও ক্রোধকে ত্যাগ করিয়াছেন—তিনি নিত্যই মুক্ত। ২৭, ২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

★

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং
সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং
জ্ঞাত্বা মাং শান্তিম্ ঋচ্ছতি ॥ ২৯

আমিই (ভগবান্) সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সমস্ত সৃষ্ট ভুবনের প্রভু, সকল পদার্থের হিতৈষী সুহৃদ্—এইরূপ আমাকে যিনি জানেন, তিনি শান্তিলাভ করেন। ২৯

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **কর্মসংন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে— যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত— **কর্মসংন্যাসযোগ** নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং
কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ
ন নিরগ্নির্ ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্
যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো
যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

★

আরুরুক্ষোর্ মুনের্ যোগং
কর্ম কারণম্ উচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব
শমঃ কারণম্ উচ্যতে॥ ৩

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু
ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসংন্যাসী
যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪

★

উদ্ধরেদাত্মনাঽঽত্মানং
নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুর্
আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

কর্মফলকে (কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাকে) আশ্রয় না করিয়া যিনি অবশ্যকরণীয় কর্ম করেন, তিনিই সংন্যাসী এবং তিনিই কর্মযোগী; (অগ্নিহোত্রের) অগ্নিত্যাগী এবং কর্মত্যাগী ব্যক্তি এরূপ (সংন্যাসী ও কর্মযোগী) নহেন। ১

হে পাণ্ডব! (পণ্ডিতগণ) যাহাকে সংন্যাস বলেন, তুমি তাহাকেই কর্মযোগ জানিও; সংকল্প-সংন্যাস না করিলে কেহ কর্মযোগী হন না। ২

(কর্ম) যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক মননশীল ব্যক্তির কর্মই (শমের) কারণ; আবার যোগারূঢ় (কর্মযোগে আরূঢ়) ব্যক্তির পক্ষে শমই (সংকল্পের নিবৃত্তি) তাঁহার কর্মের কারণ। ৩

কেন-না যখন কর্মযোগী ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহে আসক্ত হন না, কর্মেও আসক্ত হন না, তখন সর্ব-সংকল্পত্যাগী তিনি যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন। ৪

মানুষ নিজেকে নিজেই উদ্ধার করিবে, নিজেকে অবসন্ন হইতে দিবে না; কেন-না মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুর্ আত্মাঽঽত্মনস্তস্য
যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্ তু শত্রুত্বে
বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

যে নিজে নিজেকে সংযত করিয়াছে, সে নিজের বন্ধু ; যে নিজেকে সংযত করে নাই, সে নিজেই নিজের শত্রুর ন্যায় আচরণ করে। ৬

★

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য
পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু
তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

যে নিজেকে সংযত করিয়াছে, এবং (সর্ব সংকল্প নিবৃত্ত করিয়া) প্রশান্ত হইয়াছে তাহার পরমাত্মা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমানে স্থির থাকেন। ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা
কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী
সমলোষ্টাশ্ম-কাঞ্চনঃ ॥ ৮

যাঁহার আত্মা জ্ঞান- ও বিজ্ঞান-দ্বারা তৃপ্ত, যিনি মূলে অবস্থিত, যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, মাটির ঢেলা বা প্রস্তর ও স্বর্ণে যাঁহার সমজ্ঞান সেই কর্মযোগীকে যুক্ত বলা হয়। ৮

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন-
মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু
সমবুদ্ধির্ বিশিষ্যতে ॥ ৯

(রাজনীতিশাস্ত্র-অনুসারে) সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু এবং সজ্জন ও দুষ্ট লোকের প্রতি সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরই বৈশিষ্ট্য আছে। ৯

★

যোগী যুঞ্জীত সততম্
আত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা
নিরাশীর্ অপরিগ্রহঃ ॥ ১০

কর্মযোগী নির্জনে একাকী অবস্থান করিয়া আত্মাকে ও চিত্তকে সংযত করিবেন এবং আকাঙ্ক্ষা-শূন্য ও পরিগ্রহ-শূন্য হইয়া নিত্যই নিজের 'যোগ'-সাধন করিবেন। ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য
স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং
চৈলাজিন-কুশোত্তরম্ ॥ ১১

ইনি পবিত্র স্থানে নিজের অচল আসন স্থাপন করিবেন ; এই আসন অতি-উচ্চ বা অতি-নিম্ন হইবে না ; ইহার উপর পর পর কুশ, মৃগচর্ম ও বস্ত্রখণ্ড (সূতার বস্ত্র বা রেশমী বস্ত্র) পাতিবেন। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা
যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্
যোগম্ আত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২

সেখানে মন ও ইন্দ্রিয় সংযত রাখিয়া, মনকে 'একাগ্র' করিয়া, আসনে উপবেশন করিয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য 'যোগ' অভ্যাস করিবেন। ১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং
ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং
দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩

শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সমরেখায় অচল-ভাবে রাখিয়া, স্থির হইয়া, নাসিকার অগ্রবর্ত্তী দূরে কোনও বস্তুতে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া এবং অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়া, ১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্
ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো
যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

শান্ত অন্তঃকরণে, ভয়শূন্য হইয়া, 'ব্রহ্ম-চর্য' অভ্যাস রাখিয়া, মনকে সংযত করিয়া, মনকে আমাতে লাগাইয়া, আমাকেই অবলম্বন করিয়া যুক্ত (৬।৮) হইয়া বসিবেন (বসিয়া ধ্যান করিবেন)। ১৪

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং
যোগী নিয়তমানসঃ ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং
মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি ॥ ১৫

এইরূপে সদা নিজেকে 'যোগ' করিতে থাকিলে, কর্মযোগী সংযতচিত্ত হইয়া, আমাতে নিত্যই অবস্থিত ব্রহ্মানন্দ-স্বরূ শান্তিলাভ করেন। ১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি
ন চৈকান্তম্ অনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য
জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬

হে অর্জুন! অতিভোজন-কারীর 'যো হয় না ; যিনি একেবারেই আহার করেন না তাঁহারও যোগ হয় না ; অতিনিদ্রাশীলে যোগ হয় না, নিত্য-জাগরণশীলের যো হয় না। ১৬

যুক্তাহারবিহারস্য
যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য
যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

যাঁহার আহার-বিহার পরিমিত, ক যাঁহার আচরণ বিধিবিহিত, নিদ্রা ও জাগর যাঁহার পরিমিত—এরূপ ব্যক্তির 'যো দুঃখনাশক হয়। ১৭

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদা বিনিয়তং চিত্তম্
আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো
যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮

যখন সংযতচিত্ত আত্মাতেই স্থির-ভাবে অবস্থান করে এবং সাধক যখন সকল প্রকার কামনাতে স্পৃহাশূন্য হইয়া যান—তখনই তিনি যুক্ত বলিয়া অভিহিত হন। ১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো
নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য
যুঞ্জতো যোগম্ আত্মনঃ ॥ ১৯

বায়ুর চলাচলশূন্য স্থানে দীপের শিখা যেমন নিশ্চল থাকে—সংযতচিত্ত যোগাভ্যাস-কারী 'যোগী'র এই উপমাই দেওয়া হইয়া থাকে। ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং
নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাঽঽত্মানং
পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

'যোগে'র অনুষ্ঠানের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত যাহাতে স্থির শান্ত হইয়া যায়, এবং যেখানে নিজেই আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেই তৃপ্ত হইয়া যায়; ২০

সুখম্ আত্যন্তিকং যৎ তদ্
বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং
স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

যেখানে ইন্দ্রিয়াতীত (অথচ) বুদ্ধিগম্য, নাশহীন সুখের অনুভব হয়, যেখানে স্থিত হইলে তত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না; ২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং
মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন
গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২

যাহা লাভ করিলে অন্য লাভকে তাহা হইতে অধিক মনে করে না, যেখানে স্থির হইতে পারিলে গুরু দুঃখ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না; ২২

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ-
বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো
যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩

তাহাকেই দুঃখের সংস্পর্শ হইতে বিয়োগরূপ 'যোগ' নামে অভিহিত জানিবে; অনুদ্বিগ্ন মনে এই 'যোগ'-এর অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। ২৩

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

DIgitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্
ত্যক্ত্বা সর্বান্ অশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং
বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪

শনৈঃ শনৈর্ উপরমেদ্
বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা
ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

যতো যতো নিশ্চলতি
মনশ্চঞ্চলম্ অস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদ্
আত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬

★

প্রশান্তমনসং হ্যেনং
যোগিনং সুখম্ উত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং
ব্রহ্মভূতম্ অকল্মষম্॥ ২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাঽঽত্মানং
যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্
অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে॥ ২৮

★

সর্বভূতস্থম্ আত্মানং
সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা
সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯

সংকল্প হইতে উদ্ভূত সমস্ত কামনা নিঃশেষে বর্জন করিয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চারিদিক্ হইতে মনের দ্বারা সংযত করিয়া, ২৪

ধারণা-বৃত্তির (১৮।৩৩) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধির সাহায্যে ক্রমে ক্রমে শান্ত হইতে হইবে, এবং মনকে আত্মাতে সম্যক্ প্রকারে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া কোনও বিষয়ের চিন্তা (আর) করিবে না (চিন্তা-শূন্য হইয়া যাইবে)। ২৫

(এইরূপ অভ্যাস করিবার সময়ে) চঞ্চল ও অস্থির মন যেখানে যেখানে চলিয়া যাইবে, সেখান সেখান হইতে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া আত্মারই বশে স্থাপন করিবে। ২৬

এই শান্তচিত্ত রজোগুণ- (জনিত বিক্ষেপ) শূন্য, নিষ্পাপ, ব্রহ্মভূত কর্মযোগীর নিকটে পরম সুখ (আপনা হইতেই) আগমন করে। ২৭

এই ভাবে নিত্য আত্মযোগের অনুষ্ঠানকারী কর্মযোগী নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত (এমন) সুখ অনায়াসে প্রাপ্ত হন যে সুখের শেষ হয় না। ২৮

যাঁহার আত্মা যোগযুক্ত, তাঁহার সর্বত্র সমদৃষ্টি হয় এবং তিনি দেখেন যে, আত্মা সর্বভূতে আছেন এবং সর্বভূত আত্মাতে আছে। ২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র
সর্বং চ ময়ি পশ্যতি :
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি
স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সবই আমাতে দেখেন তাহার নিকট হইতে আমি লুকাই (তে পারি) না, এবং তিনিও আমার নিকট হইতে লুকাইতে পারেন না (বিচ্ছিন্ন হন না)। ৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং
ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি
স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১

যিনি (সর্বভূতে) একত্ব বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে ভজনা করেন, সেই কর্মযোগী সকলপ্রকার কর্ম করিতে থাকিলেও আমাতেই বর্তমান থাকেন। ৩১

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র
সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং
স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

হে অর্জুন! যিনি, সুখ হউক বা দুঃখ হউক, নিজের তুলনায়, অপরেরও হয়—এইরূপ সর্বত্র সমান দেখেন, সেই কর্মযোগীই পরম অর্থাৎ উত্তম বলিয়া জ্ঞানিগণ মনে করেন। ৩২

অর্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ
সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি
চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

অর্জুন বলিলেন—

হে মধুসূদন! সাম্য (সমবুদ্ধিত্ব) অবলম্বন করিয়া এই যে কর্মযোগ তোমার দ্বারা উক্ত হইল, (মনের) চাঞ্চল্য-হেতু আমি ইহার স্থির স্থিতি দেখিতেছি না (বুঝিতেছি না)। ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ
প্রমাথি বলবদ্‌দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে
বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

কেন-না হে কৃষ্ণ! মন চঞ্চল, ক্ষোভকারী, অত্যন্ত বলবান্; বায়ুকে নিগ্রহ করার ন্যায় ইহার নিগ্রহ করা আমি অতিদুঃসাধ্য মনে করিতেছি। ৩৪

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো
মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়
বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে মহাবাহো! মন যে চঞ্চল এবং ইহাকে নিগ্রহ করা যে সুকঠিন—ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু, হে কৌন্তেয়! (যুগপৎ) অভ্যাস ও বৈরাগ্য- (বিচার) দ্বারা ইহাকে ধরিয়া রাখিতে (নিগ্রহ করিতে) পারা যায়। ৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংযতাত্মনা যোগো
দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা
শক্যোঽবাপ্তুম্ উপায়তঃ॥ ৩৬

অর্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো
যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং
কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্-
ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো
বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ
ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য
ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯

শ্রীভগবান্ উবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র
বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্
দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্
উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে
যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১

আমার এই অভিমত যে, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ সংযত নহে, তাহার পক্ষে এই যোগ (সাম্যেন যোগঃ) লাভ করা কঠিন; কিন্তু যাঁহার অন্তঃকরণ বশীভূত, তিনি চেষ্টা করিলে তাঁহার পক্ষে নির্দিষ্ট উপায়ে এই যোগ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। ৩৬

অর্জুন বলিলেন—

যিনি যম-নিয়মে সম্পূর্ণ যত্ন করিতে পারেন নাই, অথচ যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত, তাঁহার মন কর্ম-যোগ হইতে বিচলিত হইলে, তিনি—হে কৃষ্ণ! যোগের সাফল্য প্রাপ্ত না হইয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হইবেন? ৩৭

হে মহাবাহো! আমার ইহা জানিবার ইচ্ছা যে, এই ব্যক্তি ত মোহপ্রাপ্ত হওয়ার ব্রহ্মের পথে স্থির থাকিতে পারেন না, তবে কি ইনি ছিন্ন-ভিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় উভয় দিক্ হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যান? ৩৮

হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় তুমিই নিঃশেষে দূর করিতে সমর্থ; তুমি ব্যতীত এই সংশয়ের দূরীকর্তা অন্য কাহাকেও পাওয়া যাইবে না। ৩৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে পার্থ। ইহলোকে কি আর পরলোকে কি ঐ ব্যক্তির নাশ নাই; কেন-না হে তাত! কল্যাণকর কর্মের অনুষ্ঠাতা কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ৪০

পুণ্যকর্মকারীদিগের লোক সকল (স্বর্গাদি) প্রাপ্ত হইয়া বহু বৎসর যাবৎ সেখানে বাস করিয়া কর্মযোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, পবিত্রকর্মা শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন; ৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা যোগিনামেব
কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং
লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২

অথবা বুদ্ধিমান্ কর্মযোগীদিগেরই বংশে জন্মলাভ করেন ; এই প্রকার জন্ম ইহলোকে অতি দুর্লভ। ৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং
লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ
সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩

এই জন্মে তিনি পূর্বদেহে অবস্থান-কালীন বুদ্ধির সংযোগ প্রাপ্ত হন এবং হে কুরুনন্দন! সিদ্ধিলাভের জন্য পুনঃ প্রযত্ন করেন। ৪৩

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব
হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য
শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥ ৪৪

সেই পূর্বজন্মের অভ্যাসের দ্বারা স্বতঃই তিনি সিদ্ধির দিকে আকৃষ্ট হন। কর্মযোগের বিষয়ে যাঁহার জানিবার ইচ্ছা হইয়া গিয়াছে, তিনি শব্দব্রহ্ম (সংকল্পপূর্বক শ্রৌত-যজ্ঞাদি-সম্বন্ধে শ্রুতি) অতিক্রম করিয়া থাকেন। ৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্ তু
যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্
ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫

কর্মযোগী যত্নসহকারে চেষ্টা করিতে করিতে পাপশূন্য হইয়া, অনেক জন্মের পরে সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন। ৪৫

★

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী
তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥ ৪৬

তপস্বীদিগের (ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদি 'যোগ'-অভ্যাস-কারীদিগের) অপেক্ষা কর্মযোগী মহত্তর, জ্ঞানীদিগের (কর্মসন্ন্যাস-মার্গীদিগের) অপেক্ষাও কর্মযোগী মহত্তর; সাধারণ কর্মী অপেক্ষাও কর্মযোগী মহত্তর; অতএব হে অর্জুন! তুমি কর্মযোগী হও। ৪৬

যোগিনাম্ অপি সর্বেষাং
মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং
স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭

আবার, সকল কর্মযোগীদের মধ্যেও যিনি আমাতে অন্তঃকরণ সংলগ্ন করিয়া শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাকেই আমি যুক্ততম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মযোগী মনে করি। ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ
যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং
যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্
ইদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌
জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু
কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং
কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩

★

ভূমির্ আপোঽনলো বায়ুঃ
খং মনো বুদ্ধির্ এব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে
ভিন্না প্রকৃতির্ অষ্টধা॥ ৪

অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো
যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৫

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

আমাতে তোমার মন আসক্ত করিয়া ও আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে তুমি নিঃসংশয়ে, সম্পূর্ণ আমাকে যে প্রকারে জানিবে, তাহা শ্রবণ কর। ১

বিবিধ জ্ঞানের সহিত এই জ্ঞান তোমাকে নিঃশেষে বলিব—যাহা জানিলে ইহলোকে আর অন্য কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। ২

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোনও একজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে এবং চেষ্টাকারী বহু সিদ্ধের মধ্যে হয়ত একজন আমাকে সত্য-সত্যই জানে। ৩

ঘন পদার্থ, তরল পদার্থ, তেজঃ-পদার্থ, বায়বীয় পদার্থ, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ (এই পাঁচের যথাক্রমে দৃষ্টান্ত—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ)—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। ৪

ইহা অপরা প্রকৃতি,—ইহা হইতে ভিন্ন আমার আর এক পরা প্রকৃতি আছে জানিও; হে মহাবাহো! এই পরা প্রকৃতি হইতেছে জীবস্বরূপ (চেতনা), ইহার দ্বারা জগৎ ধৃত হইয়া আছে। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদ্-যোনীনি ভূতানি
সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ
প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬

সমস্ত পদার্থেরই এই দুই প্রকৃতি উদ্ভব-স্থান; সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ ও লুকাইবার (প্র-লয়) স্থান আমিই। ৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ
কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং
সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে ভিন্ন (স্বতন্ত্র) কোনও কিছুই নাই; সূত্রে (গ্রথিত) মণিসমূহের ন্যায় এই সমগ্র জগৎ আমাতে গ্রথিত। ৭

★

রসোহহম্ অপ্সু কৌন্তেয়
প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু
শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮

হে কৌন্তেয়! জলে আমি রস, চন্দ্র-সূর্যে আমি প্রভা (জ্যোতিঃ), সকল বেদে আমি প্রণব, আকাশে শব্দ, মনুষ্যে পৌরুষ, ৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ
তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু
তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

পৃথিবীতে আমি পুণ্যগন্ধ, অগ্নিতে আমি তেজঃ; সর্ব প্রাণীতে আমি জীবন, তপস্বিগণে আমি তপঃ। ৯

বীজং মাং সর্বভূতানাং
বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্ বুদ্ধিমতামস্মি
তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

হে পার্থ! সকল পদার্থের সনাতন বীজ (কারণ) আমাকেই জান; বুদ্ধিমান্দিগের আমি বুদ্ধি, তেজস্বিগণের আমিই তেজ (শৌর্য); ১০

বলং বলবতামস্মি
কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু
কামোহস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১

বলবান্দিগের কামনা-ও আসক্তি-বর্জিত বল আমিই; হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সর্ব প্রাণীতে ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম আমিই। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে চৈব সাত্ত্বিকা(ঃ) ভাবা(ঃ)
রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি
ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২

সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস যে-যে পদার্থ আছে তাহা আমা হইতেই উদ্ভূত জান ; তাহারা আমাতে আছে, কিন্তু আমি সে সকলে নাই। ১২

★

ত্রিভির্ গুণময়ৈর্ ভাবৈর্
এভিঃ সর্বম্ ইদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি
মাম্ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ম্॥ ১৩

এই তিন ('সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ') গুণ-বিকার-সমূহ-দ্বারা এই সমস্ত সংসার মোহিত হইয়া (আছে বলিয়া), ইহা হইতে (গুণ হইতে) অতীত, অবিকারী (যে আমি, সেই) আমাকে জানে না। ১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী
মম মায়া দুরত্যয়া।
মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে
মায়াম্ এতাং তরন্তি তে॥ ১৪

আমার এই গুণাত্মিকা নিত্য ক্রীড়াশীলা (ক্রিয়াশীলা) মায়া দুরতিক্রমণীয়া ; আমাকে যাহারা প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করিয়া থাকে। ১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ
প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা(ঃ)
আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ॥ ১৫

মায়ার দ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, সেই মূঢ় দুষ্কৃতকারিগণ আসুরভাব অবলম্বন করে বলিয়া আমাকে আশ্রয় করে না। ১৫

★

চতুর্বিধা(ঃ) ভজন্তে মাং
জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুর্ অর্থার্থী
জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! সুকৃতকারী চারিপ্রকার মনুষ্য আমাকে ভজনা করিয়া থাকে, যথা—(১) আর্ত অর্থাৎ কোনও প্রকার বিপদে পতিত, (২) জ্ঞানলাভেচ্ছু, (৩) কোনও প্রয়োজনের অভিলাষী এবং (৪) জ্ঞানী। ১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত
একভক্তির্ বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্
অহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭

ইহাদের মধ্যে, 'এক' যে-আমি সেই আমাতে ভক্তিশীল, সদাই সাম্যবুদ্ধিতে অবস্থিত জ্ঞানীরই বৈশিষ্ট্য আছে ; আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় (আপন) এবং সেও আমার প্রিয় (আপন)। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদারাঃ সর্ব এবৈতে
জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা
মাম্ এবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮

ইহারা সকলেই উদার, কিন্তু জ্ঞানী হইতেছে আমার আত্মাই; কেন-না সে যুক্তচিত্ত হইয়া শেষ-গন্তব্য-স্বরূপ আমাতেই অবস্থিত। ১৮

বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে
জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি
স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯

বহু জন্মের পরে এই জ্ঞান হয় যে, 'বাসুদেবই সব';—এইরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আমার শরণাগত হয়; এরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ। ১৯

★

কামৈস্-তৈস্-তৈর্ হৃতজ্ঞানাঃ
প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মম্ আস্থায়
প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০

নিজ নিজ প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন কামনার দ্বারা হৃত-জ্ঞান হইয়া সাধারণ লোকে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অবলম্বন করিয়া অন্য দেবতাগণের শরণ লয়। ২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ
শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং
তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১

যে-যে ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত যে-যে বিগ্রহ অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে উহাদের সেই শ্রদ্ধাকেই আমি অচল (স্থির) করিয়া দিই। ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্
তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্
ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

সে ঐ শ্রদ্ধার দ্বারা যুক্ত হইয়া ঐ-ঐ বিগ্রহের উপাসনা করিতে থাকে; পরে সে আমার দ্বারাই বিহিত কাম (ভোগ) লাভ করে। ২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং
তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি
মদ্-ভক্তা(ঃ) যান্তি মাম্ অপি॥ ২৩

কিন্তু ঐ অল্পবুদ্ধিদিগের (অর্চনার) ফলের শেষ হয়; দেবতার ভজনশীল ব্যক্তিরা দেবতার কাছে যায়, আর আমার (একের) ভজনশীলেরা আমাকে পায়। ২৩

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্তং ব্যক্তিম্ আপন্নং
মন্যন্তে মাম্ অবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবম্ অজানন্তো
মমাব্যয়ম্ অনুত্তমম্॥ ২৪

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা আমার সর্বোত্তম, অবিকারী, শ্রেষ্ঠ স্বরূপ না জানিয়া, অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তত্বপ্রাপ্ত (ব্যক্ত) মনে করে। ২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য
যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি
লোকো মাম্ অজম্ অব্যয়ম্॥ ২৫

আমি যোগমায়ার দ্বারা (যেন) আবৃত আছি বলিয়া সকলের নিকটে প্রকাশিত নহি; মূঢ় এই (জগতের) লোকে জন্ম-রহিত, বিকার-রহিত আমাকে সম্যগ্‌রূপে জানে না। ২৫

বেদাহং সমতীতানি
বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি
মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬

হে অর্জুন! যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা হইতেছে এবং যাহা হইবে—সকল পদার্থকে আমি জানি, আমাকে কেহ জানে না। ২৬

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন
দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং
সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭

হে ভারত! পরন্তপ! এই সৃষ্ট জগতে সকল প্রাণী রাগ ও দ্বেষ হইতে উৎপন্ন (সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ আদি) দ্বন্দ্বের (দুই-দুই ভাবের) মোহে মূঢ় হয়। ২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং
জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা(ঃ)
ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮

যে পুণ্যকর্মকারীদিগের পাপের শেষ হইয়াছে, সেই দৃঢ়ভাবে নিয়ম-পালনকারীরা দ্বন্দ্বের মোহমুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে। ২৮

★

জরামরণমোক্ষায়
মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নম্
অধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥ ২৯

আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা জরা-মরণ হইতে মুক্তির জন্য যত্ন করে, তাহারা সমগ্র ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম এবং সকল কর্মই জানে। ২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধিভূতাধিদৈবং মাং
সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং
তে বিদুর্ যুক্তচেতসঃ॥ ৩০

এবং যাহারা অধিভূত-, অধিদৈব- এবং অধিযজ্ঞ-সহিত আমাকে জানে, তাহারা (নিত্য আমার সহিত) যুক্তচিত্ত বলিয়া মৃত্যু-সময়েও আমাকেই জানে (আমারই জ্ঞান লইয়া দেহত্যাগ করে)। ৩০

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—**জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ** নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অক্ষরব্রহ্মযোগঃ

অর্জুন উবাচ।

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিম্ অধ্যাত্মং
কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্
অধিদৈবং কিম্ উচ্যতে॥ ১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র
দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং
জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং
স্বভাবোঽধ্যাত্মম্ উচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো
বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ
পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহম্ এবাত্র
দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪

অন্তকালে চ মাম্ এব
স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং
যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্মযোগ

অর্জুন বলিলেন—

হে পুরুষোত্তম! ঐ ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত কাহাকে বলা হইয়াছে, অধিদৈব কাহাকে বলা হয়? অধিযজ্ঞ কেমন? হে মধুসূদন! এই দেহে কে (অধিদেহরূপী) আছেন? সংযতেন্দ্রিয়গণের দ্বারা মৃত্যু-সময়ে তোমাকে কিরূপে জানা যায়? ১, ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

আমার শ্রেষ্ঠ অক্ষর- (অব্যয়) তত্ত্বই ব্রহ্ম; (প্রত্যেক পদার্থের মূল সূক্ষ্ম তত্ত্ব) স্বভাবই অধ্যাত্ম; পদার্থ-সমূহের নানাভাবে বি-সৃষ্টি বা উৎপাদনই কর্ম। ৩

সূক্ষ্মেরই স্থূলবস্তুরূপে (অনিত্যরূপে) প্রকাশই অধিভূত; ভূতে চেতন-সত্তা অধিদৈব; সকল যজ্ঞেরই ভোক্তৃরূপে আমি অধিযজ্ঞ; সকল দেহেই অন্তর্যামিরূপে আমিই অধিদেহ। ৪

এবং মৃত্যু-সময়ে আমাকেই স্মরণ করিয়া (অনেক প্রকার ভূত, তাহাদের পরিচালক দেবতা, বস্তুর সূক্ষ্মতত্ত্ব আত্মা, যজ্ঞের ভোক্তা, বিশ্বসৃষ্টির মূল ব্যাপার কর্ম, দেহের অন্তর্যামী চৈতন্য, অব্যয় অক্ষর-তত্ত্ব—সবই আমি, এই আমাকেই স্মরণ করিয়া) দেহত্যাগ করিয়া যে (দেহী) যায়, সে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং
ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তম্ এবৈতি কৌন্তেয়
সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬

হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি যে-যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে শেষ-সময়ে দেহত্যাগ করে, সদা পোষিত ভাবের দ্বারা তাহার সত্তা নিরূপিত হয় (বলিয়া), সে সেই-সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু
মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্
মাম্ এবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৭

অতএব সর্ব সময়ে আমার অনু-স্মরণ কর, যুদ্ধও কর; আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়া (যুদ্ধ করিলেও) নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে। ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন
চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং
যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮

অভ্যাস-রূপ কৌশলের সাহায্যে মন অনন্যগতি হয়,—এই মনের দ্বারা হে পার্থ! আমার অনু-স্মরণ করিতে করিতে মনুষ্য দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ৮

★

কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্
অণোর্ অণীয়াংসম্ অনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুতো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্॥ ১০

যে ব্যক্তি মৃত্যু-সময়ে, স্থির মন এবং (আত্মনিগ্রহরূপ) যোগ-সামর্থ্যের সাহায্যে (নিশ্চলীকৃত) ভক্তি-দ্বারা যুক্ত হইয়া, উভয় ভ্রূর মধ্যে প্রাণকে আবিষ্ট করাইয়া—সর্বজ্ঞ, সনাতন, শাসনের (নিয়মের) কর্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সকলের (পদার্থের ও ব্যাপারের) বিধান-কর্তা (বা পরিপোষক), তর্কের অগোচর, প্রকৃতি হইতে দূরে অবস্থিত, স্বপ্রকাশ পুরুষকে অনু-স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। ৯, ১০

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১

বেদতত্ত্বজ্ঞগণ যাহাকে অক্ষর বলেন, আসক্তি-বর্জিত যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন, যাহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় (ব্রহ্মচারীরা) ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিব। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য
মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণম্
আস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম
ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং
স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩

সকল (ইন্দ্রিয়রূপ) দ্বার সংযত করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া, নিজের প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করিয়া, সমাধি-যোগে অবস্থিত যে ব্যাক্তি 'ওঁ' এই একাক্ষর জপ করিতে করিতে আমাকে অনুস্মরণ করিয়া দেহত্যাগ-পূর্ব্বক যাত্রা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন। ১২, ১৩

★

অনন্যচেতাঃ সততং
যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ
নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

হে পার্থ! যে ব্যক্তি সতত অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে নিত্যই স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত কর্ম্মযোগীর নিকট আমি সহজে লভ্য। ১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম
দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ
সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫

আমাকে প্রাপ্ত হইলে, উত্তম-সিদ্ধি-প্রাপ্ত মহাত্মা ব্যক্তিগণ দুঃখের আলয়, অনিত্য পুনর্জন্ম লাভ করেন না। ১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ
পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়
পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকেরই (ভুবন) (তথায় গত জীবের) পুনরাবর্ত্তন হয়; কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৬

★

সহস্রযুগপর্য্যন্তম্
অহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং
তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

যাহারা সহস্র-মহাযুগে ব্রহ্মার যে এক দিন হয় তাহা জানে, ব্রহ্মার রাত্রিও যে সহস্র মহাযুগব্যাপী, ইহাও জানে—সেই মানুষেরাই অহোরাত্রের পরিমাণ তত্ত্বতঃ জানে। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ
প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে
তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

দিন (ব্রহ্মার দিন) আগত হইলে অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে সকল ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় (বাহিরে আসে); রাত্রি আসিলে ঐ অব্যক্ত নামক প্রকৃতিতেই লীন হইয়া যায়। ১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং
ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ
প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

হে পার্থ! এই সৃষ্টপদার্থ সকল বারবার উৎপন্ন হইয়া, রাত্রি আসিলেই অবশ হইয়া যায়; এবং দিন আসিলেই উৎপন্ন হয়। ১৯

★

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো-
ঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু
নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

কিন্তু (এই) অব্যক্ত হইতেও দূরে (উপরে) অন্য এক সনাতন অব্যক্ত আছেন; সকল ভূতের নাশ হইলেও ইঁহার নাশ হয় না। ২০

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্
তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে
তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

এই অব্যক্তকে 'অক্ষর' বলা হয়; জ্ঞানিগণ ইহাকেই শেষ-গন্তব্য স্থান বলিয়াছেন; যাহা পাইলে জীবেরা আর ফিরিয়া আসে না, তাহাই আমার শ্রেষ্ঠ স্থান (বা গৃহ) বা জ্যোতিঃ। ২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ
ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি
যেন সর্বম্ ইদং ততম্ ॥ ২২

যাঁহার ভিতরে সকল সৃষ্ট পদার্থই আছে, যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই (সকল-শেষের) শ্রেষ্ঠ পুরুষ (উত্তম পুরুষ= 'পুরুষোত্তম') অনন্যা ভক্তির দ্বারা লভ্য। ২২

★

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্
আবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা(ঃ) যান্তি তং কালং
বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে সময়ে (দেহ-ত্যাগের পর) যাত্রা করিলে যোগিগণ আর ফিরিয়া আসেন না এবং (যে সময়ে যাত্রা করিলে) ফিরিয়া আসেন—সেই সময়ের বিষয় তোমাকে বলিতেছি। ২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নির্ জ্যোতির্ অহঃ শুক্লঃ
ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা(ঃ) গচ্ছন্তি
ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪

অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ—ছয়মাস, এই সময়ে যাত্রা করিলে ব্রহ্মবিৎ জনগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ
ষণ্মাসা(ঃ) দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্
যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ ২৫

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন-ছয়মাস, এই সময়ে (যাত্রা করিলে) যোগী চন্দ্রলোক-প্রাপ্তির পরে ফিরিয়া আসেন। ২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে
জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্
অন্যয়াঽঽবর্ততে পুনঃ॥ ২৬

শুক্ল এবং কৃষ্ণ,—এই দুইটি নিত্য পথ জগতের আছে; একটিতে গমন করিলে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অপরটিতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ২৬

★

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্
যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু
যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ২৭

এই দুইটি পথের কথা জানিলেও, কোনও কর্মযোগী মোহপ্রাপ্ত হন না; অতএব হে অর্জুন! সকল সময়েই (উত্তরায়ণ-বা দক্ষিণায়ন-ভেদ করিবার প্রয়োজন নাই) কর্মযোগযুক্ত (কর্মযোগের অনুষ্ঠানরত) হও। ২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বম্ ইদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানম্ উপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

এইসমস্ত তত্ত্ব জানিলে—বেদ, যজ্ঞ, তপ এবং দানে যে পুণ্যফল প্রদর্শিত হইয়াছে—কর্মযোগী ঐ সকল অতিক্রম করেন এবং ইহাদের উপরে আদ্যস্থান (মূল বা 'পরং পদং') প্রাপ্ত হন। ২৮

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—অক্ষরব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবমোঽধ্যায়ঃ

রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং
প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং
যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং
পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং
সুসুখং কর্তুম্ অব্যয়ম্॥ ২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা(ঃ)
ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে
মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩

★

ময়া ততম্ ইদং সর্বং
জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি
ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি
পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো
মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫

৫

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

একণে, আমার বাক্যে বিশ্বাসী তোমাকে (যে দোষাবিষ্কার করে না) গোপনীয়তম বিশেষজ্ঞান-সহিত জ্ঞান বলিব, যাহা জানিয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১

এই জ্ঞান সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল গুহ্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, উৎ-তম (সর্বশেষের জ্ঞান), প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ সহজ), অব্যয়, ইহা সহজে অনুষ্ঠেয় এবং ধর্ম হইতে অবিছিন্ন। ২

হে শত্রুতাপন! এই ধর্মের প্রতি যাহারা শ্রদ্ধাশীল নহে, তাহারা আমাকে না পাইয়া জন্ম-মৃত্যু-রূপ সংসার-পথে ফিরিয়া আসে। ৩

অব্যক্ত-মূর্তিতে আমার দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত; সমস্ত পদার্থ আমাতে (বিধৃত) আছে, কিন্তু আমি উহাতে নাই (পরিছিন্ন বা সীমাবদ্ধ নহি)। ৪

আবার, ভূতসকল আমাতে (লাগিয়া) নাই; আমার ঐশ্বরিক সামর্থ্য দেখ (বুঝিয়া লও); সমস্ত ভূতের উদ্ভাবয়িতা আমার আত্মা ভূত সকলকে ধারণ-পোষণ করিয়াও ভূতে নাই। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাঽঽকাশস্থিতো নিত্যং
বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি
মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬

সর্বত্র প্রবহণশীল মহান্ বায়ু যেমন সর্বদা আকাশেই থাকে, তেমনই সকল পদার্থ আমাতে আছে, ইহা বুঝিয়া লও। ৬

★

সর্বভূতানি কৌন্তেয়
প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে, পুনস্তানি
কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭

হে কৌন্তেয়! কল্পের শেষে সকল ভূত আমার প্রকৃতিতে আসিয়া থাকে, আবার কল্পের আদিতে (৮।১৮) আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিই। ৭

প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টভ্য
বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামম্ ইমং কৃৎস্নম্
অবশং প্রকৃতের্ বশাৎ ॥ ৮

নিজের প্রকৃতিকে অধিকার করিয়া আমি প্রকৃতির বশেই এই সমগ্র পরাধীন ভূত-সমূহকে পুনঃ পুনঃ ‘সৃষ্টি’ করি। ৮

ন চ মাং তানি কর্মাণি
নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনম্
অসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯

কিন্তু এই সৃষ্টি-রূপ ক্রিয়াতে অনাসক্ত আমি উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করি বলিয়া, ঐ কর্ম-সমূহ আমাকে বন্ধন করে না। ৯

ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ
সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনাঽনেন কৌন্তেয়
জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০

আমি দেখিতে থাকি (আমার চোখের উপর) বলিয়া প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গম প্রসব করে; হে কৌন্তেয়! এই কারণে জগৎ বিপরিবর্তিত হয় (উল্টায়-পাল্টায়, সৃষ্ট ও লীন হয়)। ১০

★

অবজানন্তি মাং মূঢা(ঃ)
মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্।
পরং ভাবম্ অজানন্তো
মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

আমার যে-শ্রেষ্ঠ স্বরূপ সকল পদার্থের মহান্ ঈশ্বর, তাহা না জানিয়া মূঢ় লোকেরা মানব-বিগ্রহ-ধারী আমাকে অনাদর করে। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোঘাশা(ঃ) মোঘকর্মাণো
মোঘজ্ঞানা(ঃ) বিচেতসঃ।
রাক্ষসীম্ আসুরীং চৈব
প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২

ইহাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ, কর্ম ব্যর্থ, জ্ঞান ব্যর্থ, ইহারা ভ্রষ্টচিত্ত; ইহারা মোহনকারী রাক্ষস- ও অসুর-স্বভাবপ্রাপ্ত। ১২

★

মহাত্মানস্ তু মাং পার্থ
দৈবীং প্রকৃতিম্ আস্থিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো
জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্ অব্যয়ম্॥ ১৩

কিন্তু হে পার্থ! দৈব স্বভাব-অবলম্বনকারী মহাত্মগণ আমাকে সর্বভূতের অব্যয় কারণ জানিয়া অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন; ১৩

সততং কীর্তয়ন্তো মাং
যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা
নিত্যযুক্তা(ঃ) উপাসতে॥ ১৪

নিয়মনিষ্ঠা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া, ইঁহারা যত্নশীল ও নিত্য (কর্ম-) যোগযুক্ত হইয়া সদা আমার (গুণাবলী) কীর্তন করিতে থাকেন ও ভক্তি-সহকারে আমাকে প্রণাম করেন এবং উপাসনা করেন। ১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে
যজন্তো মাম্ উপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন
বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫

আবার, অন্য কেহ কেহ একরূপে বা পৃথগ্‌রূপে জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারা নানাভাবে যজন করিয়া সর্বতঃপ্রকাশ আমাকে উপাসনা করেন। ১৫

★

অহং ক্রতুর্ অহং যজ্ঞঃ
স্বধাহম্ অহম্ ঔষধম্।
মন্ত্রোঽহম্ অহম্ এবাজ্যং
অহম্ অগ্নির্ অহং হুতম্॥ ১৬

(যজ্ঞাদি কর্ম করিবার) দৃঢ়সংকল্প আমি, যজ্ঞ আমি, স্বধা আমি, (সোমযাগে ব্যবহৃত) সোমলতা আমি, মন্ত্র আমি, ঘৃত আমি, অগ্নি আমি, অগ্নিতে আহুত দ্রব্য আমি। ১৬

পিতাহম্ অস্য জগতো
মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কার
ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭

এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ আমি, পবিত্র জ্ঞেয় আমি, ওঙ্কার, ঋক্, সাম ও যজুঃ আমি। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতির্ ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী
নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং
নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্ ॥ ১৮

(সকলের) গন্তব্য, পালক, ঈশ্বর, (সকল কর্মের) সাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়, হিতৈষী বন্ধু আমি; উৎপত্তি, লয় ও স্থিতির কারণ আমি; সকলের বিশ্রান্তির স্থান আমি, অব্যয় বীজও আমি। ১৮

তপাম্যহম্ অহং বর্ষং
নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ
সদসচ্চাহম্ অর্জুন ॥ ১৯

আমি তাপ দিই, (বৎসরের কয়েক মাস) বর্ষণকে নিগ্রহ করিয়া রাখি, আবার (কয়েক মাস) আমিই বর্ষণ করি; হে অর্জুন! আমি অমৃত ও মৃত্যু, সৎ এবং অসৎও আমি। ১৯

★

ত্রৈবিদ্যা(ঃ) মাং সোমপাঃ পূতপাপা(ঃ)
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

তিন বেদের বিধান-অনুসারে কর্মকারী, সোমপায়িগণ নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞের দ্বারা আমার যজন করিয়া স্বর্গে গমনের ইচ্ছা করে; তাহারা ইন্দ্রের পুণ্যলোকে গিয়া স্বর্গে দেবতাদের ভোগ্য সকল ভক্ষণ করে। ২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মম্ অনুপ্রপন্না(ঃ)
গতাগতং কামকামা(ঃ) লভন্তে ॥ ২১

তাহারা ঐ বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, পুণ্যের ক্ষয় হইলে জন্মমৃত্যুর লোকে পুনঃ প্রবেশ করে। ভোগই (কামনার বিষয়) যাহাদের কাম (আকাঙ্ক্ষা), তাহারা এইরূপে তিন বেদের দ্বারা বিহিত (যজ্ঞানুষ্ঠান-রূপ) ধর্মকে আশ্রয় করিয়া (স্বর্গে ও মর্ত্যে) গতাগতি প্রাপ্ত হয়। ২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং
যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং
যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২

অনন্যমনা হইয়া আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যাঁহারা আমার ভজনা করেন, সেই নিত্য-কর্মযোগের অনুষ্ঠানকারীদের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপণের এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণের ভার আমিই বহন করি। ২২

★

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা(ঃ)
যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়
যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩

হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতার ভক্ত যাহারা যজন করে—তাহারা আমারই যজন করে—কিন্তু সেই যজন বিধিপূর্বক নহে (অর্থাৎ সংকল্পশূন্য হইয়া ভগবৎপ্রীতির জন্য কর্ম করে না); ২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং
ভোক্তা চ প্রভুর্‌ এব চ।
ন তু মাম্‌ অভিজানন্তি
তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

কেন-না আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও পতি। উহারা এই আমাকে যথার্থতঃ সম্যগ্‌রূপে জানে না, এ জন্যই উহারা (মোক্ষফল হইতে) বিচ্যুত হয়। ২৪

যান্তি দেবব্রতা(ঃ) দেবান্‌
পিতৃন্‌ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা(ঃ)
যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্‌ ॥ ২৫

দেবপূজক দেবলোকে যায়, পিতৃপূজক পিতৃলোকে যায়, ভূতপূজক ভূতলোকে যায়; আমার যজনকারীরা আমাতেই যায়। ২৫

★

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং
যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্‌
অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

যে আমাকে ভক্তির সহিত পত্র, পুষ্প, ফল বা জল দিয়া থাকে, সেই সংযত-মনা ব্যক্তির ভক্তি-উপহার আমি ভক্ষণ করিয়া থাকি। ২৬

★

যৎ করোষি যদশ্নাসি
যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়
তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্‌ ॥ ২৭

হে কৌন্তেয়! যে কোনও কর্ম—ভক্ষণ, হোম, দান, তপস্যা, যাহাই কর না কেন তাহা আমাকে অর্পণ করিয়াই (ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে) কর। (মদর্পণম্‌—ক্রি. বিণ.) ২৭

শুভাশুভফলৈর্‌ এবং
মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা
বিমুক্তো মাম্‌ উপৈষ্যসি ॥ ২৮

এই ভাবেই, যে কর্মবন্ধন সকল শুভ- এবং অশুভফল-যুক্ত তাহা হইতে মুক্ত হইবে। কর্মফলত্যাগ-রূপ কৌশলের সহিত মনকে যুক্ত করিলেই বিমুক্ত হইয়া আমাতেই আসিবে। ২৮

★

সমোঽহং সর্বভূতেষু
ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা
ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ ২৯

সর্বভূতেই আমি সমানভাবে আছি, আমার কেহ হেয় নাই, কেহ উপাদেয় নাই; কিন্তু যাহারা ভক্তির সহিত আমাকে ভজনা করে তাহারা আমাতে আছে এবং আমিও তাহাদিগতে আছি। ২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপি চেৎ সুদুরাচারো
ভজতে মাম্ অনন্যভাক্ ।
সাধুর্ এব স মন্তব্যঃ
সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

অত্যন্ত দুরাচারীও যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে, তবে তাহাকে সৎ-ই মনে করিতে হইবে, কেন-না সে স্থিরবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে। ৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা
শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি
ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

সে শীঘ্র ধর্মপ্রাণ হইয়া যায় এবং নিত্য-শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয় ! তুমি প্রতিজ্ঞা কর (প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলকে দৃঢ়ভাবে বল) যে, আমার ভক্ত (সৎপথ হইতে) ভ্রষ্ট হয় না। ৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য
যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্
তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২

হে পার্থ! যাহারা পাপযোনিতেও (নীচকুলে) জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারাও এবং স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্রেরাও আমাকেই আশ্রয় করিয়া পরমা গতি লাভ করে। ৩২

কিং পুনর্ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা(ঃ)
ভক্তা(ঃ) রাজর্ষয়স্তথা ।
অনিত্যম্ অসুখং লোকম্
ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩

পবিত্র কর্মকারী ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণের কথা আর কি বলিব? তুমি এই অনিত্য, দুঃখবহুল (মর্ত্য) লোকে আসিয়াছ বলিয়া আমাকে ভজনা কর। ৩৩

★

মন্মনা(ঃ) ভব মদ্‌ভক্তো
মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মাম্ এবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবম্
আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

মনে আমারই চিন্তা কর, আমাকেই ভালবাস, আমার (প্রীতির) জন্যই যাগাদি সকল কর্ম কর, আর আমার কাছে নিজেকে (অহঙ্কারকে) নত কর। এইভাবে মনকে লাগাইয়া (দিলে) এবং আমিই যে তোমার শ্রেষ্ঠ চরম গন্তব্যস্থান—এই বুদ্ধিতে স্থির থাকিলে আমাতেই তুমি আসিবে। ৩৪

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—**রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ** নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমোঽধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো
শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায়
বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ
প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহম্ আদির্ হি দেবানাং
মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ॥ ২

যো মাম্ অজম্ অনাদিং চ
বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩

★

বুদ্ধির্ জ্ঞানম্ অসম্মোহঃ
ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো
ভয়ং চাভয়মেব চ॥ ৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্
তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা(ঃ) ভূতানাং
মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥ ৫

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে মহাবাহো! আমার প্রতি ও আমার উপদেশের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন তোমাকে, তোমার মঙ্গলার্থে আবার একটি শ্রেষ্ঠ (উচ্চধরণের) কথা বলিব, তাহা শ্রবণ কর। ১

দেবগণ এবং মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তি জানেন না; কেন-না দেবগণের ও মহর্ষিগণের আমিই সর্বপ্রকারে আদি (অর্থাৎ কারণ)। ২

জন্মরহিত, আদিরহিত, সর্বসৃষ্ট ভুবনের মহান্ ঈশ্বর আমিই—যে ইহা জানে, মানুষের মধ্যে সে-ই সর্বপ্রকার মোহশূন্য হয় এবং সকল পাপ তাহাকে ত্যাগ করে। ৩

বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহশূন্যতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, নাশ, ভয় অভয়, ৪

অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ, অযশ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ প্রকারের মানসিক অবস্থা যাহা প্রাণীদিগের হয়—তাহা আমা হইতেই হয়। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষয়ঃ সপ্ত, পূর্বে
চত্বারো, মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা(ঃ) মানসা(ঃ) জাতা(ঃ)
যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬

সাতজন মহর্ষি (মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ), তাঁহাদেরও পূর্ববর্তী চারিজন (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ) এবং মনুগণ [স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত ; (এবং পরে সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি)]—ইঁহারা আমারই মানসভাব হইতে উৎপন্ন ; ইঁহাদিগের হইতেই এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। ৬

★

এতাং বিভূতিং যোগং চ
মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন
যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

আমার এই বিশেষ রূপে প্রকাশ (হওন) এবং অচিন্তনীয় সামর্থ্য যিনি যথার্থভাবে জানেন, তিনি অবিচলিত কর্মযোগে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ৭

অহং সর্বস্য প্রভবো
মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং
বুধা(ঃ) ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮

আমি সকলেরই উৎপত্তি-স্থান, আমা হইতেই সকলের প্র-বৃত্তি হয়—ইহা জানিয়া জ্ঞানিগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে (৭।১৯) ভজনা করেন। ৮

মচ্চিত্তা(ঃ) মদ্‌গতপ্রাণা(ঃ)
বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং
তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

আমাতে চিত্ত এবং প্রাণ অর্পণ করিয়া ইঁহারা পরস্পরকে (আমারই কথা) বুঝাইতে থাকেন এবং আমার (কথা) কীর্তন করিতে করিতে সন্তোষ ও আনন্দ প্রাপ্ত হন। ৯

তেষাং সততযুক্তানাং
ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং
যেন মাম্ উপযান্তি তে॥ ১০

ঐ সকল নিত্যকর্ম যোগানুষ্ঠানকারিগণকে এবং প্রীতিসহকারে আমার ভজনকারিগণকে আমি এমন বুদ্ধি-কৌশল (সমত্ববুদ্ধি) দিয়া থাকি যাহার সাহায্যে তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ১০

তেষাম্ এবানুকম্পার্থম্
অহম্ অজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো
জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

তাঁহাদিগের (হৃদয়তন্ত্রীতে আমারই সুরের) অনুকম্পন হউক—এই উদ্দেশ্যে আমি তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ বর্তিকার দ্বারা অজ্ঞান-জাত অন্ধকার দূর করিয়া থাকি। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম
পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্
আদিদেবম্ অজং বিভুম্॥ ১২

আহুস্ ত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্বে
দেবর্ষির্ নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ
স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

সর্বম্ এতদ্ ঋতং মন্যে
যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং
বিদুর্ দেবা(ঃ) ন দানবাঃ॥ ১৪

স্বয়ম্ এবাত্মনাহহত্মানং
বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ
দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫

বক্তুম্ অর্হস্যশেষেণ
দিব্যা(ঃ) হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ বিভূতিভির্ লোকান্
ইমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬

কথং বিদ্যাম্ অহং যোগিংস্-
ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু
চিন্ত্যোহসি ভগবন্ ময়া॥ ১৭

অর্জুন বলিলেন—

তুমিই পরম ব্রহ্ম, পরম পদ (বা জ্যোতিঃ), পরম পবিত্র বস্তু; সকল ঋষিগণ, নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস তোমাকে সনাতন পুরুষ, দিব্য, আদিদেব, জন্মরহিত, সর্বব্যাপী বলিয়া থাকেন; তুমি নিজেও আমাকে এইরূপই বলিতেছ। ১২,১৩

হে কেশব! তুমি আমাকে যেরূপ বলিতেছ সে সবই আমি সত্য মনে করি; হে ভগবন্! দেবগণ বা দানবগণ তোমার (সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে) প্রকাশ জানে না। ১৪

হে পুরুষোত্তম! ভূতের উৎ-পাদক! হে ভূতেশ্বর! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি স্বয়ংই আপনাকে আপনি জান। ১৫

তোমার সকল প্রকাশই দিব্য; যে-যে প্রকাশের দ্বারা তুমি এই সকল ভুবন ব্যাপ্ত করিয়া আছ তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাকে তুমি বল (তোমার বলা উচিত)। ১৬

হে অচিন্ত্য-সামর্থ্যযুক্ত! তোমাকে সর্বদা সম্যক্ চিন্তা করিতে করিতে আমি কিরূপে তোমাকে জানিব? হে ভগবন্! কোন্ কোন্ প্রকাশে (প্রকাশ অবলম্বন করিয়া) আমি (আমার শিক্ষা-দীক্ষা- ও সামর্থ্য-অনুসারে) তোমার চিন্তা করিব? ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তরেণাত্মনো যোগং
বিভূতিং চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্ হি
শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

হে জনার্দন! তোমার নিজের বিবিধ প্রকাশ ও যোগসামর্থ্য তুমি আবার সবিস্তার বল; অমৃতবাণী শুনিতে থাকিলেও আমার যে (এখনও) তৃপ্তি হয় নাই (শুনিবার অভিলাষ মিটিয়া যায় নাই)। ১৮

শ্রীভগবান্ উবাচ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি
দিব্যা(ঃ) হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ
নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

বেশ; হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার দিব্য প্রকাশের প্রধান-প্রধান-গুলির উল্লেখ করিয়া তোমাকে বলিব; কেন-না আমার বিস্তরের (প্রকাশের) ত শেষ (সীমাসংখ্যা) নাই। ১৯

অহম্ আত্মা গুড়াকেশ
সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহম্ আদিশ্চ মধ্যং চ
ভূতানাম্ অন্ত এব চ ॥ ২০

হে গুড়াকেশ! সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আমি আত্মা; আমি সর্বভূতের আদি, মধ্য এবং অন্ত।—মূলসূত্র। ২০

(ক) ২১-৩৫ সমজাতীয় অনেকের মধ্যে নির্বাচিত একটি 'বিভূতি'—

আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুর্
জ্যোতিষাং রবির্ অংশুমান্।
মরীচির্ মরুতাম্ অস্মি
নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী ॥ ২১

(ভূলোকের ব্যাপক আকাশে বুদ্ধি-গ্রাহ্য, আপাত-অপ্রতীয়মান সূর্যাবস্থান-জনিত দ্বাদশ ভাগের) আদিত্যের মধ্যে অচল স্থির যে সূর্যাবস্থান-বিন্দু, বিষ্ণু—তাহাই আমি স্বয়ং (Zenith point, মস্তকের উর্ধ্বে ৯০°)। আবার, (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) জ্যোতিষ্ক-সমূহের মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য; (৭×৭ সংখ্যক) মরুদ্‌গণের মধ্যে আমি মরীচি নামক মরুৎ; (আপাত-দৃশ্য, অল্প-দীপ্তিমান্ পদার্থ) নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র। ২১

বেদানাং সামবেদোঽস্মি
দেবানাম্ অস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি
ভূতানাম্ অস্মি চেতনা ॥ ২২

(তত্ত্বনির্দেশক) ঋক্‌বেদ, (তত্ত্বের সহিত সংযোগ-স্থাপনের উপায়-নির্দেশক) যজুর্বেদ এবং (আনন্দ-প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন-নির্দেশক) সামবেদের মধ্যে আমি সামবেদ; দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন; ভূতগণের মধ্যে [উপহিত চৈতন্য একটা ভূত (হওয়ার মত বস্তু)] আমি চেতনা নামক ভূত। ২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি
বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি
মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্॥ ২৩

(ভূবর্লোকের দেবতাগণের) রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর; যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আমি কুবের; (ভূলোকের দেবতা অগ্নির অষ্ট প্রকার ভেদের) বসুগণের মধ্যে আমি পাবক; উচ্ছ্রায়-বিশিষ্টের মধ্যে আমি মেরু। ২৩

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং
বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনাম্ অহং স্কন্দঃ
সরসাম্ অস্মি সাগরঃ॥ ২৪

হে পার্থ! (যাঁহাদের স্থান সর্ব্বাগ্রে এমন) পুরঃ-হিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া আমাকেই জান; সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয়; জলাশয়দিগের মধ্যে আমি সাগর। ২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুর্ অহং
গিরাম্ অস্ম্যেকম্ অক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি
স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫

মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু; শব্দসমূহের মধ্যে একাক্ষর (mono-syllable) প্রণব আমি; সকল যজ্ঞের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ আমি; সকল পর্বতের মধ্যে আমি হিমালয়। ২৫

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং
দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ
সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬

সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ; সকল দেবর্ষির মধ্যে আমি নারদ; গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ; সিদ্ধগণের মধ্যে (দেবহূতি-নন্দন) কপিল মুনি আমি। ২৬

উচ্চৈঃশ্রবসম্ অশ্বানাং
বিদ্ধি মাম্ অমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং
নরাণাং চ নরাধিপম্॥ ২৭

অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমন্থন কালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা আমাকে জান; শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে আমাকে ঐরাবত জান এবং মানুষের মধ্যে রাজা বলিয়া আমাকে জান। ২৭

আয়ুধানাম্ অহং বজ্রং
ধেনূনাম্ অস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ
সর্পাণাম্ অস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮

অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র; গাভীগণের মধ্যে কামধেনু; (উৎপাদকগণের মধ্যে) প্রজা-উৎপাদক কন্দর্প আমি; সর্পণ-সমর্থ সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি। ২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং
বরুণো যাদসাম্ অহম্।
পিতৃণাম্ অর্যমা চাস্মি
যমঃ সংযমতাম্ অহম্॥ ২৯

গতিহীনের মধ্যে আমি অন্-অন্ত (যাহার শেষ নাই, অতএব গতি নাই—আকাশ); জলচরগণের মধ্যে (জলদেবতা) আমি বরুণ; পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা; নিয়ন্ত্রণকারী-দিগের মধ্যে আমি যম (সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ-কারী)। ২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং
কালঃ কলয়তাম্ অহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং
বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ; সংখ্যানকারী অর্থাৎ গণনাকারীদের মধ্যে আমি কাল; পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ; পক্ষিগণের মধ্যে আমি বিনতানন্দন গরুড়। ৩০

পবনঃ পবতাম্ অস্মি
রামঃ শস্ত্রভৃতাম্ অহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি
স্রোতসাম্ অস্মি জাহ্নবী॥ ৩১

শোধনশীলগণের মধ্যে আমি বায়ু; শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে আমি রাম; মৎস্যসমূহের মধ্যে আমি মকর; নদীগণের মধ্যে আমি গঙ্গা। ৩১

সর্গাণাম্ আদির্ অন্তশ্চ
মধ্যং চৈবাহম্ অর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং
বাদঃ প্রবদতাম্ অহম্॥ ৩২

হে অর্জুন! সৃষ্টিসমূহের মধ্যে আমি আদি, অন্ত এবং মধ্যও; বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি সেই বিদ্যা যাহার দ্বারা এই জ্ঞান হয় যে, আত্মাতেই সমস্ত বিধৃত; নানাবিষয়ে আলোচনকারীর মধ্যে সত্যনির্ণয়ার্থ তর্ক-‘বাদ’ আমি। ৩২

অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি
দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহম্ এবাক্ষয়ঃ কালো
ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩

স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে আমি অকার; সমাসসমূহের মধ্যে (উভয়-পদ-প্রধান) আমি দ্বন্দ্বসমাস; আমিই পরিবর্তন-রহিত (নিত্য একভাবে অবস্থিত) কাল; আমিই বিধান-কর্তা, আমার প্রকাশ সর্বদিকে। ৩৩

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্
উদ্‌ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্ বাক্ চ নারীণাং
স্মৃতির্ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪

সর্বপদার্থের (চোরয়িতা) নাশয়িতা মৃত্যু আমি; আবার, পরে যাহারা উদ্ভূত হইবে তাহাদের উৎপত্তি-স্থানও আমি; নারীদের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা (তত্তদভিমানিনী দেবতা) আমি। ৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং
গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্
ঋতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

'সাম'-সমূহের মধ্যে 'বৃহৎ'-নামক সাম আমি; ছন্দঃসমূহের মধ্যে (আদি, ২৪ অক্ষরের) গায়ত্রী ছন্দঃ আমি; মাসসমূহের মধ্যে (মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণিমা-যুক্ত) মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) আমি। ঋতুর মধ্যে পুষ্পভূয়িষ্ঠ বসন্ত আমি। ৩৫

(খ) প্রধান গুণ বা শক্তি বা ঐশ্বর্য বা সামর্থ্য—

দ্যূতং ছলয়তাম্ অস্মি
তেজস্ তেজস্বিনাম্ অহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি
সত্ত্বং সত্ত্ববতাম্ অহম্॥ ৩৬

ছলনাকারীদের (অবলম্বনীয় উপায়) দ্যূত আমি; তেজস্বিগণের তেজ আমি; (জয়ী ব্যক্তির) জয়, (নিশ্চয় সিদ্ধান্ত-কারীর) নিশ্চয়বোধ আমি; সত্ত্ব-যুক্তদিগের সত্ত্ব আমি। ৩৬

পুনঃ (ক) সমজাতীয় অনেকের মধ্যে নির্বাচিত একটি 'বিভূতি'—

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি
পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনাম্ অপ্যহং ব্যাসঃ
কবীনাম্ উশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭

বৃষ্ণিবংশোদ্ভূতগণের মধ্যে বাসুদেব আমি; পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় আমি; মুনিগণের মধ্যে ব্যাস আমি; কবিগণের মধ্যে কবি-পুত্র কাব্য উশনা আমি। ৩৭

পুনঃ (খ) প্রধান গুণ বা শক্তি বা ঐশ্বর্য বা সামর্থ্য—

দণ্ডো দময়তাম্ অস্মি
নীতির্ অস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং
জ্ঞানং জ্ঞানবতাম্ অহম্॥ ৩৮

দণ্ডকর্তাদের দণ্ডবিধি আমি; পররাষ্ট্র-জয়েচ্ছুদিগের রাজনীতি (সন্ধি, বিগ্রহ ইত্যাদি বিচার-অনুসারে কর্তব্য-নির্ধারণ-রীতি) আমি; গোপনীয়সমূহের মধ্যে (গোপনের মুখ্য উপায়) মৌন আমি; জ্ঞানীদিগের জ্ঞান আমি। ৩৮

পুনঃ মূলসূত্র (১০।২০ দ্রষ্টব্য)—

যচ্চাপি সর্বভূতানাং
বীজং তদহম্ অর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্
ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯

হে অর্জুন! সকল সৃষ্ট পদার্থের যাহা মূল কারণ তাহা আমি; এমন কোনও জঙ্গম বা স্থাবর পদার্থ নাই, আমি বিনা যাহার অস্তিত্ব (সিদ্ধ) হইয়াছে। ৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং
বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো
বিভূতের্ বিস্তরো ময়া॥ ৪০

হে পরন্তপ! আমার দিব্য (১০।১৬) প্রকাশ ও সামর্থ্যের ('ক' ও 'খ') ত শে নাই; বিভূতিসমূহের এই বহুল বর্ণন কেবল উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে তোমার চিন্তা অবলম্বন প্রদর্শন-অভিপ্রায়ে, (১০।১৭) আমার দ্বারা উক্ত হইল। ৪০

★

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং
শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং
মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১

যে-যে বস্তু বা প্রাণীকে বিশেষ শক্তিমান্ বা সৌন্দর্যবান্ বা তেজস্বী বলিয়া দেখিবে, তাহাই আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিও। ৪১

অথবা বহুনৈতেন
কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নম্
একাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

অথবা, হে অর্জুন! তোমার এই বহুল বিস্তার জানিবার প্রয়োজন কি? (এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে,) আমি আমার একাংশ-দ্বারাই সমগ্র বিশ্বকে (ধারণ করিয়া) ব্যাপিয়া আছি। ৪২

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগ-শাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—**বিভূতিযোগ** নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ

অর্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং
গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন
মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং
শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ
মাহাত্ম্যম্ অপি চাব্যয়ম্॥ ২

এবম্ এতদ্ যথাত্থ ত্বম্
আত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি তে রূপম্
ঐশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং
ময়া দ্রষ্টুম্ ইতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং
দর্শয়াত্মানম্ অব্যয়ম্॥ ৪

শ্রীভগবান্ উবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি
শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি
নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শনযোগ

অর্জুন বলিলেন—

আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য (আমাকে তোমার কাছে টানিয়া লইবার জন্য) অধ্যাত্ম-সংজ্ঞক যে শ্রেষ্ঠ রহস্য বাক্য তোমার দ্বারা উক্ত হইল তাহাতে আমার বর্তমান মোহ প্রায় চলিয়া গিয়াছে। ১

হে পদ্মপলাশলোচন! ভূতসকলের উদ্ভব ও লয়ের বিষয় তোমার নিকট বহুলভাবে আমি শুনিয়াছি, তোমার সনাতন মহিমাও শুনিলাম। ২

হে পরমেশ্বর! তুমি নিজেকে যেরূপ বর্ণনা করিলে তাহা যথার্থ বটে; হে পুরুষোত্তম! তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩

হে প্রভো! তুমি যদি মনে কর যে, ঐ প্রকার রূপ আমি দেখিতে সমর্থ তবে, হে যোগেশ্বর! তুমি তোমার অব্যয় স্বরূপ আমাকে দেখাও। ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে পার্থ! আমার নানা-বিধ, নানা-বর্ণের, নানা-আকৃতির, শত-শত সহস্র-সহস্র অলৌকিক রূপ দেখ। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্
অশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি
পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬

আদিত্যগণকে, বসুগণকে, রুদ্রগণকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এবং মরুদ্‌গণকেও দেখ; হে ভারত! পূর্বে কখনও যাহা দেখ নাই এরূপ অনেক আশ্চর্য রূপ দেখ। ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং
পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ
যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি ॥ ৭

হে গুড়াকেশ! আজ (এখনই) জঙ্গম ও স্থাবর সহিত সমস্ত জগৎ আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত দেখ; আরও অন্য যাহা-কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা দেখ। ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্
অনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ
পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্ ॥ ৮

কিন্তু তোমার নিজের স্থূল চক্ষুর দ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে না; আমি তোমাকে অলৌকিক (রূপগ্রহণে সমর্থ) চক্ষু (অনুভব শক্তি) দিতেছি, আমার ঐশ্বরিক সামর্থ্য দেখ। ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবম্ উক্ত্বা ততো রাজন্
মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায়
পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

সঞ্জয় বলিলেন—

হে রাজন্! অচিন্ত্য-সামর্থ্য-সম্পন্ন হরি এই প্রকার বলিয়া অর্জুনকে স্বকীয় শ্রেষ্ঠ ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন। ৯

অনেকবক্ত্রনয়নম্
অনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং
দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং
দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবম্
অনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

ঐ রূপে ছিল—অনেক মুখ ও চক্ষু, অনেক আশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু, অনেক অলৌকিক অলঙ্কার; অনেক অলৌকিক অস্ত্রে তাহা সজ্জিত; অলৌকিক মালা ও বস্ত্র এই রূপ ধারণ করিয়াছিল; অলৌকিক অঙ্গরাগাদি দ্বারা লিপ্ত ছিল ঐ রূপ; সর্ব্বতোমুখ ঐ অনন্তে সকল আশ্চর্যের সমাবেশ হইয়াছিল। ১০, ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবি সূর্যসহস্রস্য
ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্
ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২

আকাশে যদি সহস্র সূর্যের একই সময়ে উদয় হয় তবে তাহার ভাতি ঐ মহাত্মার ভাতির (কিছু) সমান হয়। ১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং
প্রবিভক্তম্ অনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য
শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩

তখন পাণ্ডব অর্জুন দেবদেবের শরীরে সমস্ত জগৎ অনেক ভাগে বিভক্ত অথচ একত্র অবস্থিত দেখিলেন। ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো
হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং
কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

তখন ধনঞ্জয় অর্জুন বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন, তাঁহার রোমাঞ্চ হইল; তিনি দেবতাকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন ও করযোড়ে বলিলেন,—১৪

অর্জুন উবাচ।

অর্জুন বলিলেন—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্বান্ উরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

হে দেব! তোমার দেহে আমি দেখিতেছি—সকল দেবতাকে, নানাবিধ প্রাণিগণকে, পদ্মাসনে উপবিষ্ট প্রভু ব্রহ্মাকে, সকল ঋষিকে এবং অলৌকিক উরগগণকে (সর্পগণকে)। ১৫

অনেক-বাহূদরবক্ত্র-নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥ ১৬

অনেক-হস্ত-উদর-মুখ-নয়নশালী, অনন্ত-রূপ তোমাকে সর্বদিকেই দেখিতেছি; হে বিশ্বেশ্বর! তোমার অন্ত, মধ্য, আদি—কিছুই ত দেখিতেছি না; বিশ্বরূপ তোমাকে দেখিতেছি। ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ অপ্রমেয়ম্॥ ১৭

কিরীট-গদা-চক্র-ধারী, চক্ষুর দ্বারা দর্শনের অশক্য, প্রজলিত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন, পরিমাপের অশক্য, সর্বতোভাবে জাজ্বল্যমান তেজোরাশি, তোমাকে সকল দিকেই যে দেখিতেছি। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বম্ অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বত-ধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

তুমি চরম জ্ঞেয় অক্ষর, তুমিই এ বিশ্বের চরম বিশ্রান্তি-স্থান, তুমি অবিকারী, তুমিই বিশ্ব-পরিচালনার নিত্য-বর্তমান নিয়মের রক্ষক, তুমিই সকল জীবের ভিতরে নিত্য-বর্তমান পুরুষ (অন্তর্যামী)—ইহ আমি জানিতেছি। ১৮

অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশ-বক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বম্ ইদং তপন্তম্॥ ১৯

আদি-মধ্য-অন্ত-হীন, অনন্ত-শক্তিশালী, অনন্ত-বাহুযুক্ত, চন্দ্র-সূর্য-রূপ-নয়ন-সম্পন্ন, প্রজ্বলিত-বহ্নি-রূপ-মুখ-যুক্ত এবং নিজ তেজো-দ্বারা এই বিশ্বকে তাপদানকারী তোমাকে আমি দেখিতেছি। ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোর্ ইদম্ অন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপম্ উগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০

দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে এই অবকাশ (অন্তরীক্ষ) এবং দিক্-সমূহ এক তোমার দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে; হে মহাত্মন্! তোমার এই অদ্ভুত, উগ্র রূপ দেখিয়া ত্রিলোকী অত্যন্ত ভয়-চঞ্চল হইয়াছে। ২০

অমী হি ত্বাং সুরসংঘা(ঃ) বিশন্তি
কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

অই দলবদ্ধ দেবতারা তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন; কেহ কেহ ভীত হইয়া করযোড়ে তোমার (গুণ) বর্ণনা করিতেছেন; 'স্বস্তি' হউক বলিয়া মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ তোমাকে প্রচুর স্তবের দ্বারা স্তব করিতেছেন। ২১

রুদ্রাদিত্যা(ঃ) বসবো যে চ সাধ্যা(ঃ)
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব-যক্ষাসুরসিদ্ধ-সংঘা(ঃ)
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ এবং বসুগণ, যাঁহারা 'সাধ্য' নামে অভিহিত তাঁহারা, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্‌গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, 'সিদ্ধ'-সমূহ—সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

হে মহাবাহো! তোমার বহু-মুখ-নয়ন-যুক্ত, বহু-বাহু-উরু-পাদ-যুক্ত, বহু-উদর-যুক্ত, বহু-বিকট-দন্ত-জন্য ভয়ঙ্কর এই বিপুল (বিরাট্) রূপ দেখিয়া সকল লোক ভয়-চঞ্চল হইয়াছে, আমিও (চঞ্চল) হইয়াছি। ২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নভঃস্পৃশং দীপ্তম্ অনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্ত-বিশাল-নেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো॥ ২৪

আকাশস্পর্শী, দীপ্তিশালী, অনেকবর্ণ, বিস্তৃত-মুখ, উজ্জ্বল-বিশাল-নয়ন-যুক্ত তোমাকে দেখিয়া, হে ব্যাপক! আমার অন্তরাত্মা ভয়-চঞ্চল হইতেছে; আমি ধৃতি (ধৈর্য) হারাইতেছি, শান্তিও হারাইতেছি। ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানল-সন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

তোমার বিকট-দশন-জন্য ভয়ানক এবং প্রলয়কালীন অনল-সদৃশ তোমার মুখসকল দেখিয়াই আমার দিগ্‌ভ্রান্তি হইতেছে, আমি যে মঙ্গল দেখিতে পাইতেছি না (আমার অমঙ্গল বোধ হইতেছে)। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও। ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপাল-সংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈর্ অপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা(ঃ) বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না(ঃ) দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈর্ উত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭

রাজসমূহের সহিতই অই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অই সূতপুত্র কর্ণ, আমাদেরও পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের সহিত, তোমার দ্রংষ্ট্রাভীষণ ভয়ানক মুখ-গুলিতে ত্বরান্বিত হইয়া প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া তোমার দন্তের মধ্যে (ফাঁকে) লাগিয়া রহিয়াছে। ২৬, ২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রম্ এবাভিমুখা(ঃ) দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা(ঃ)
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥ ২৮

নদী সকলের বহু জলস্রোত যেমন সমুদ্রের দিকেই চলিতে থাকে, তেমনই অই নরবীরগণ তোমার সর্বতোভাবে প্রজ্বলিত মুখ-সমূহে প্রবেশ করিতেছে। ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা(ঃ)
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্
তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯

পতঙ্গগণ যেমন মরিবার জন্যই প্রদীপ্ত অগ্নিতে ত্বরান্বিত হইয়া প্রবেশ করে, তেমনই সমস্ত লোক মরিবার জন্যই তোমার মুখ-সমূহেও ত্বরান্বিত হইয়া প্রবেশ করিতেছে। ২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্ জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভির্ আপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবান্ উগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ভবন্তম্ আদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথাঽন্যান্ অপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা(ঃ)
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্ বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

জ্বলন্ত মুখ-সমূহের দ্বারা চারিদিক্ হইতে লোক-সমূহকে গ্রাস করিতে করিতে তুমি বারবার তাহাদের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছ (জিভ দিয়া বারবার চাটিতেছ); হে বিষ্ণো! তোমার উগ্র প্রভা-সমূহ সমগ্র জগৎকে তেজের দ্বারা পূর্ণ করিয়া উজ্জ্বল রূপে বিরাজ করিতেছে। ৩০

ভীষণ-রূপধারী তুমি কে, আমাকে ব (তোমার নাম বল); হে দেবশ্রেষ্ঠ তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রস (স্বচ্ছ) হও; আদিপুরুষ তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি; তোমার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

কাল আমি, লোকক্ষয়কারি-রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত; এখানে আমি লোক সকলকে সংগ্রহ করিতে (গুটাইতে) উদ্যত হইয়াছি; তুমি কিছু না করিলেও, বিরুদ্ধ পক্ষে উপস্থিত যোদ্ধারা কেহই (জীবিত) থাকিবে না। ৩২

অতএব তুমি উঠিয়া দাঁড়াও, যশোলাভ কর, শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর; আমার দ্বারাই ইহারা সকলে পূর্বেই হত হইয়া রহিয়াছে; হে সব্যসাচিন্ তুমি (বধের) নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

কি দ্রোণ, কি ভীষ্ম, কি জয়দ্রথ কি কর্ণ, এবং অন্য বীর যোদ্ধৃগণও আমার দ্বারা হত হইয়াই রহিয়াছে; তুমি তাহাদিগকে আঘাত কর; চঞ্চল হইও না; যুদ্ধ কর, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিবেই। ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন—

কেশবের এই বাক্য শ্রবণপূর্বক অর্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রণাম করিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া কৃষ্ণকে পুনঃ প্রণাম করিয়া গদ্গদ স্বরে বলিলেন,— ৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥ ৩৬

অর্জুন বলিলেন—

হে হৃষীকেশ! জগৎ তোমার প্রকৃষ্ট কীর্ত্তির দ্বারা যে আনন্দিত হয়—অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণ যে ভীত হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করে এবং সকল সিদ্ধগণ যে তোমাকে নমস্কার করিতেছে—ইহা উপযুক্তই (উচিতই) বটে। ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বম্ অক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ॥ ৩৭

হে মহাত্মন্! ব্রহ্মারও আদি কারণ এবং তাঁহা হইতেও (গুরুতর) মহীয়ান্ তোমাকে তাঁহারা কেনই-বা নমস্কার না করিবেন? হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমিই যে অক্ষর; 'সৎ' (ব্যক্ত জগৎ) তুমি, অসৎও (অব্যক্ত, কারণ) তুমি,—তাহারও পরে যাহা তাহাও তুমি (কারণের কারণ)। ৩৭

ত্বম্ আদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্
ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বম্ অনন্তরূপ॥ ৩৮

তুমি প্রথম জ্যোতিঃ, সনাতন 'পুরুষ', তুমি এই বিশ্বের চরম আশ্রয়, তুমিই হও জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ পদ; হে অনন্তরূপ! তুমিই এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছ। (৯।৪) ৩৮

বায়ুর্ যমোঽগ্নির্ বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, ব্রহ্মা এবং প্রপিতামহও তুমি; তোমাকে আমার সহস্রবার প্রণাম; আবার পুনঃ পুনঃ তোমাকে প্রণাম। ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্ত-বীর্যামিতবিক্রমস্ ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥ ৪০

তোমাকে সম্মুখে প্রণাম, পশ্চাতেও প্রণাম; হে সর্ব! তোমাকে সকল দিকেই প্রণাম; তোমার বীর্যের অন্ত নাই, তোমার পদক্ষেপের (বি-ক্রম) পরিমাপ হয় না; তুমি সবই সম্যগ্‌রূপে পাইয়া বসিয়া আছ,—অতএব তুমি 'সর্ব'। ৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং (তবেমং)
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১

তোমার প্রতি ভালবাসার জন্যই,—হয়ত-বা ভুলের জন্যও,—আমি জানিতাম না যে, এই বিশ্ব তোমারই মহিমা (বা তুমিই যে সব—এই মহিমা)। তাই, তুমি আমার সখামাত্রই (অন্য কিছু নহ) মনে করিয়া তোমাকে সম্বোধন করিবার সময় জোর দিয়া যে বলিয়াছি—'ওরে কৃষ্ণ!' (কখনও-বা) 'ওহে যদুবংশের দুলাল!' (কখনও-বা) 'ও সখা!'। ৪১

যচ্চাবহাসার্থম্ অসৎকৃতোঽসি
বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বাম্ অহম্ অপ্রমেয়ম্॥ ৪২

আবার, হে অচ্যুত! ক্রীড়ায়, শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে—তুমি (আমার কাছে) একাকী থাকার সময়ে বা অন্যের সমক্ষে, হাস্য-পরিহাস করিতে গিয়া,—আমার দ্বারা তুমি যে তুচ্ছীকৃত হইয়াছ—সেজন্য আজ আমি সর্বপ্রকারে অপরিমেয়—(যে-তুমি, সেই) তোমাকে বলিতেছি, 'আমাকে ক্ষমা কর।' ৪২

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বম্ অস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্ গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম-প্রভাবঃ॥ ৪৩

এই জঙ্গম-স্থাবরাত্মক জগতের তুমিই পিতা, তুমিই ইহার পূজনীয় এবং শ্রেষ্ঠ গুরু; ত্রিভুবনে তোমার সমান কেহই নাই—তোমার অপেক্ষা অধিক (গুরুতর) কোথা হইতে পারে? তোমার শক্তির যে তুলনা হয় না। ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহম্ ঈশম্ ঈড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪

এই জন্যই (এখন), প্রভু তোমাকে, স্তবনীয় তোমাকে প্রণাম করিয়া, তোমার সম্মুখে (আমার) দেহকে পাতিয়া দিয়া, আমি তোমার প্রসন্নতা অর্জনের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের [প্রমাদ (ভুলভ্রান্তি) সহ্য করেন], সখা যেমন সখার [প্রমাদ (ভুলভ্রান্তি) সহ্য করেন], তেমনই হে দেব! নিজ জন তুমি আপন-জনের (আমার প্রমাদ) সহ্য কর (সহ্য করা তোমার শোভা পায়)। ৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫

পূর্ব্বে যে রূপ দেখি নাই তাহা দেখিয়া আমি রোমাঞ্চিত হইয়াছি এবং ভয়ে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে; হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও; হে দেব! সেই (আমার অতি পরিচিত) রূপই আমাকে দেখাও। ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুম্ অহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬

পূর্ব্বের ন্যায়ই কিরীটধারী, গদাধারী, চক্রপাণি তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি; হে বিশ্বমূর্ত্তে! (এখন তুমি) সহস্র-বাহু-যুক্ত। সেই (পূর্ব্বের) চতুর্ভুজ-রূপেই (লক্ষিত হও) প্রকাশিত হও। ৪৬

শ্রীভগবান্ উবাচ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতম্ আত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

হে অর্জুন! স্বচ্ছ হইয়াছি যে-আমি, সেই আমার দ্বারা নিজের অপূর্ব সামর্থ্য অবলম্বন করিয়া, তোমার সম্মুখে আমার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখানো হইল; সেই প্রকাশ জ্যোতিঃ-স্বরূপ, সর্ব্ব, অন্তহীন মূলকারণ; তুমি ব্যতীত অন্যের দ্বারা ইহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ ন দানৈর্
ন চ ক্রিয়াভির্ ন তপোভির্ উগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮

হে কুরুপ্রবীর! তুমি ব্যতীত অন্যজন-কর্ত্তৃক, মনুষ্যলোকে, বেদ, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান, ক্রিয়া বা উগ্রতপস্যা-দ্বারা (করণ) এই প্রকার প্রকাশ-বিশিষ্ট আমাকে দেখিতে পারা যায় না। ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরম্ ঈদৃঙ্‌মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপম্ ইদং প্রপশ্য॥ ৪৯

আমার এই—এরূপ ভীষণ রূপ দেখিয়া তোমার যে ভয়-চাঞ্চল্য তাহা থাকিবে না, বিমূঢ় ভাব থাকিবে না; বিগতভয় হইয়া বেশ শান্তমনে তুমি সেই (তোমার পরিচিত) রূপই এই আবার ভাল করিয়া দেখ। ৪৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ মহাত্মা॥ ৫০

সঞ্জয় বলিলেন—

বাসুদেব অর্জুনকে এই প্রকার বলিয়া পুনঃ স্বীয় রূপ (পূর্বপরিচিত) দেখাইলেন; এবং মহাত্মা (উগ্র রূপ সংবরণ করিয়া) আবার শান্তমূর্তি হইয়া ভীত অর্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৫০

অর্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং
তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীম্ অস্মি সংবৃত্তঃ
সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

অর্জুন বলিলেন—

হে জনার্দন! তোমার এই শান্ত নর-রূপ দেখিয়া এখন আমি মনকে ফিরিয়া পাইলাম এবং প্রকৃতিস্থ হইলাম। ৫১

শ্রীভগবান্ উবাচ।

সুদুর্দর্শম্ ইদং রূপং
দৃষ্টবান্ অসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য
নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

তুমি আমার যে রূপ (প্রকাশ) দেখিয়াছ তাহা দর্শন করা অত্যন্ত কষ্টকর; দেবতারাও এই রূপ দর্শনের জন্য নিত্যই ইচ্ছা করেন। ৫২

নাহং বেদৈর্ ন তপসা
ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং
দৃষ্টবান্ অসি মাং যথা॥ ৫৩

তুমি আমাকে যেমন দেখিয়াছ—ঐ রূপ-বিশিষ্ট আমাকে বেদ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ-দ্বারা কেহই দেখিতে পারে না। ৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য
অহম্ এবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন
প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ ৫৪

হে অর্জুন! কিন্তু (যে-ভালবাসার ভিতরে আমি ভিন্ন অন্য বোধ থাকে না—সেই) অনন্যা ভক্তির (ভালবাসার) দ্বারা এই প্রকারের আমাকে যথার্থ-ভাবে (ঠিক ঠিক ভাবে) জানা যায়, দেখা যায়, এবং হে শত্রুতাপন! আমাতে প্রবেশ করিতেও পারা যায়। ৫৪

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো
মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু
যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

হে পাণ্ডব! সকল কর্ম যে আমারই জন্য করে, আমাকেই যে পরম (চরমতত্ত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠ) বলিয়া জানে, আমাকেই যে ভালবাসে, সর্বত্র আসক্তিবিহীন সে ব্যক্তি সর্বভূতে শত্রুভাবশূন্য (দ্বেষশূন্য অর্থাৎ সর্বভূতহিতে রত) হইয়া আমাতেই আসিয়া থাকে। ৫৫

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগ-শাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—**বিশ্বরূপদর্শন** নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ

অর্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা(ঃ) যে
ভক্তাস্ ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরম্ অব্যক্তং
তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং
নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্
তে মে যুক্ততমা(ঃ) মতাঃ ॥ ২

যে ত্বক্ষরম্ অনির্দেশ্যম্
অব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগম্ অচিন্ত্যং চ
কূটস্থম্ অচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিযম্যেন্দ্রিয়গ্রামং
সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব
সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্
অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্ দুঃখং
দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

অর্জুন বলিলেন—

এইরূপে (১১।৫৫, ৯।৩৪, ৯।২৭) সর্ব কর্মযোগযুক্ত হইয়া যে সকল ভক্ত তোমাকে (ব্যক্ত) সর্বতোভাবে উপাসনা করে এবং যাহারা অক্ষর অব্যক্তের (৮।১১, ৭।২৬, ৭।১৯) উপাসনা করে—তাহাদিগের মধ্যে কাহারা কর্মযোগের তত্ত্ব সর্বোত্তমরূপে বুঝিয়াছে? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

ব্যক্তরূপ আমাতে মনকে নিবি করাইয়া পরমশ্রদ্ধাশীল যে সকল নিত্য কর্মযোগী আমার উপাসনা করে তাহারাই শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী—আমি এইরূপ মনে করি। ২

কিন্তু যাহারা অপরিবর্তনীয়, সাধার প্রমাণের অগোচর, সর্বত্রগামী, অচিন্তনীয় মূলে অবস্থিত, স্থিরনিশ্চল অব্যক্তের উপাসনা করে, ৩

তাহারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করিয়া সর্বভূতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া যখন সর্বভূতের মঙ্গলানুষ্ঠানে রত হয় (এবং আনন্দ লা করে) তখন তাহারা আমাকেই প্রা হয়। ৪

অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়া তাহাদের কষ্টের পরিমাণ অধিক ; কেন দেহধারীদিগের দ্বারা অব্যক্ত তত্ত্বে পৌঁছি অতিকষ্টেই সম্পন্ন হয়। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে তু সর্বাণি কর্মাণি
মযি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন
মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬

কিন্তু যাহারা আমাতে সমস্ত কর্ম (কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা) সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যযোগে আমার ধ্যান করিতে করিতে আমাকে ভজনা করে, ৬

তেষাম্ অহং সমুদ্ধর্তা
মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ
মষ্যাবেশিত-চেতসাম্॥ ৭

আমাতে নিবেশিত-চিত্ত সেই সকল ব্যক্তিদিগকে জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে—হে পার্থ! আমিই শীঘ্র উদ্ধার করিয়া থাকি। ৭

ময্যেব মন আধৎস্ব
মযি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব
অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ ৮

আমাতেই মনকে ধারণ কর, আমাতেই বুদ্ধিকে প্রবেশ করাও; এই দেহত্যাগের পরে আমাতেই তুমি বাস করিবে,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৮

★

অথ চিত্তং সমাধাতুং
ন শক্নোষি মযি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো
মাম্ ইচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯

হে ধনঞ্জয়! যদি এমন হয় যে, তুমি চিত্তকে আমাতে স্থিরভাবে ধারণ করিতে না পার, তবে অভ্যাস-রূপ কৌশলের (বার-বার প্রযত্ন) সাহায্যে আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর (পাইবার আশা রাখ)। ৯

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি
মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি
কুর্বন্ সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি॥ ১০

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার জন্যই সকল কর্ম কর; আমার জন্য (ভজন, পূজন, দান, যজ্ঞ ইত্যাদি) কর্ম করিতে থাকিলেও সিদ্ধিলাভ করিবে। ১০

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি
কর্তুং মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং
ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১

আর, ইহা করিতেও যদি তুমি অসমর্থ হও, তবে আমাতে কর্মসমর্পণ-রূপ-যোগ অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্তকে সংযত করিয়া সকল কর্মের ফল ত্যাগ কর। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্ অভ্যাসাজ্
জ্ঞানাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্
ত্যাগাচ্ছান্তির্ অনন্তরম্॥ ১২

★

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং
মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ
সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী
যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধির্
যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো
লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্
মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্ দক্ষ
উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী
যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী
ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭

কেবল অভ্যাস অপেক্ষা (অর্থাৎ যন্ত্রের ন্যায় কর্ম-অভ্যাস অপেক্ষা) জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান- (সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা বা অধ্যাত্মচিন্তা)এর বৈশিষ্ট্য আছে (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ)। ধ্যান হইতেই কর্মফল-ত্যাগ (সম্ভব) হয়; তৎপরেই ত্যাগ হইতেই শান্তিলাভ হয়। ১২

সর্বভূতেরই প্রতি দ্বেষরহিত, মিত্রতা-সম্পন্ন, দয়ালু যিনি, একমাত্র নিজের বলিতে যাঁহার কিছুই নাই, যিনি অহঙ্কার- (অহং-বোধ) শূন্য, যাঁহার সুখদুঃখে সমভাব, যিনি সহিষ্ণু, ১৩

যিনি সর্বদা সন্তুষ্ট, সংযতমনা, সিদ্ধান্তে অটল, আমাতে যিনি মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়া দিয়াছেন—এমন কর্মযোগী ভক্ত (আমাকে ভালবাসেন যিনি) আমার আপন জন। ১৪

যাঁহা হইতে (যাঁহার আচরণে) কেহ উদ্বেগ বোধ করে না, কোনও লোক হইতে যিনি উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, হর্ষ-অসহন-(ক্রোধ) ভয়-উদ্বেগ হইতে মুক্ত যিনি, তিনিও আমার আপন জন। ১৫

যিনি কোনও-কিছুরই প্রত্যাশা রাখেন না, যিনি কায়মনে পবিত্র, যিনি নিপুণ (কর্তব্য-কর্মরত), ফলে যিনি উদাসীন, সকল চাঞ্চল্য-রহিত যিনি, এবং যিনি কর্মী অথচ ফলকামনা-ত্যাগী হইয়া আমাকে ভাল-বাসেন, তিনি আমার আপন জন। ১৬

যিনি (অনুকূল-লাভে) হৃষ্ট হন না, (প্রতিকূল-লাভে) দ্বেষ করেন না, যিনি শোকও (দুঃখ) করেন না, আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না; যিনি পুণ্য ও পাপ দুইটিকেই পরিত্যাগ করিয়াছেন (এবম্ভূত) যিনি (ব্যক্ত সকলেতেই) প্রীতিসম্পন্ন—তিনি আমার আপন জন। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ
তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু
সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮

শত্রু ও মিত্রে যিনি সমভাব, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ যাঁহার নিকটে সমান, যিনি সর্ববিষয়েই আসক্তি-শূন্য, ১৮

তুল্যনিন্দাস্তুতির্ মৌনী
সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্
ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯

নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার নিকটে সমান, যিনি অল্পভাষী (যিনি বাচাল নহেন), যদৃচ্ছালাভেই যিনি সন্তুষ্ট, (সাধারণ মানুষের যাহা আশ্রয় অর্থাৎ কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা সেই) আশ্রয় যাঁহার নাই, যাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াগিয়াছে, (ব্যক্ত সকল ভূতে) প্রীতি-সম্পন্ন সেই মানুষ আমার আপন জন। ১৯

★

যে তু ধর্ম্যামৃতম্ ইদং
যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা(ঃ) মৎপরমা(ঃ)
ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

ধর্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং অমৃতত্বদানে সমর্থ এই উপদেশ আমি যেমন যেমন বলিলাম তাহা, যাঁহারা শ্রদ্ধাশীল হইয়া, আমাকেই চরম তত্ত্ব বা স্থান মনে রাখিয়া এবং ব্যক্ত সকল ভূতে প্রীতিমান্ হইয়া সর্ব্বতোভাবে আচরণ করেন তাঁহারা আমার অত্যন্ত আপন জন। ২০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগ-শাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয়
ক্ষেত্রম্ ইত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি
সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং
যৎ তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ ২

★

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ
যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ
তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩

ঋষিভির্ বহুধা গীতং
ছন্দোভির্ বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব
হেতুমদ্ভির্ বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪

★

মহাভূতান্যহঙ্কারো
বুদ্ধির্ অব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ
পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং
সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন
সবিকারম্ উদাহৃতম্॥ ৬

★

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

এই শরীর 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত; এই 'ক্ষেত্র'কে যিনি জানেন তাঁহাকে জ্ঞানীরা বলেন 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। ১

সকল ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞও বলিয়া জানিও, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান—তাহাই আমার (পরমেশ্বরের) জ্ঞান—ইহাই সর্বশাস্ত্র ও ঋষিগণের সম্মত। ২

ঐ ক্ষেত্র যাহা, যে-প্রকার, যে-যে পরিবর্তনযুক্ত, ইহাতে যাহা হইতে যাহা হয়,—আবার, ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা এবং কি তাঁহার প্রভাব—ইহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩

এই বিষয় বিবিধ ছন্দে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঋষিগণ-কর্তৃক গীত হইয়াছে; এবং সংশয়-শূন্য যুক্তিবহুল ব্রহ্মসূত্রগুলিতেও প্রদর্শিত হইয়াছে। ৪

মহাভূত (৭।৪), অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয় এবং এক মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতির একত্রাবস্থান, চেতনা (১০।২২), ধৃতি,—ইহাকে সংক্ষেপে সবিকার (পরিবর্তন-সহ) ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে। ৫, ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্
অহিংসা ক্ষান্তির্ আর্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং
স্থৈর্যম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্
অনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-
দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ
পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বম্
ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

ময়ি চানন্যযোগেন
ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বম্
অরতির্ জনসংসদি ॥ ১০

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং
তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্
অজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

মান-বোধ-হীনত্ব, দম্ভ-হীনত্ব, হিংসা-রাহিত্য, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, পবিত্রতা, ধীরতা, মনঃ-সংযম, বিষয়-সমূহে বিরক্তি, অহংবোধ-হীনত্ব, জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধত্ব-রোগ—এ সবেতেই যে দুঃখরূপ দোষ (ত্রুটি) আছে তাহা ভাল করিয়া (তলাইয়া) বুঝিয়া লওয়া, কর্মে অনাসক্তি, পুত্র-স্ত্রী-গৃহাদিতে অতি-মাত্রায় আসক্তির অভাব, অভিলষিত বা অনভিলষিত লাভেও চিত্তের সমত্ব, আমাতে অনন্যভাবে স্থিরা প্রীতি, নির্জন স্থানে বাসের অভ্যাস (অর্থাৎ একাকী থাকার অভ্যাস), জনতার মাঝে আনন্দ না পাওয়া, সর্বদা ইহা জানা যে—আত্মাতেই সকল বিধৃত, তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন—এই সমস্তকে বলে জ্ঞান (জ্ঞানের সাধন); ইহার বিপরীত যাহা তাহা অজ্ঞান। ৭—১১

★

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি
যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম
ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২

যাহা জানিতে হইবে তাহা তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিব, যাহা জানিয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে; তাহার আদি নাই, আমিই (বাসুদেবাখ্য) তাহার শেষ, তাহা ব্রহ্ম (অথবা তাহার আদি নাই, তাহা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম); তাহা (স্থূলের ন্যায়) সৎ নহে, তাহা যে নাই—তাহাও নহে—এরূপ বলা হইয়া থাকে। ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ
সর্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে
সর্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

তাঁহার সকল দিকে হস্তপদ আছে; সকল দিকে চক্ষু, মস্তক, মুখ আছে; সকল দিকে কর্ণ আছে; তিনিই এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ১৩

সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং
সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব
নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪

তাঁহাতে সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ দীপ্তি পাইতেছে (বর্ত্তমান আছে), কিন্তু তিনি সর্ব-ইন্দ্রিয়-রহিত; তিনি কাহারও সহিত লগ্ন নহেন অথচ সকলকে ভরণ করিতেছেন; তিনি (সত্ত্ব, রজঃ ও তমের) গুণের অতীত অথচ সকল গুণকে ভোগ করেন। ১৪

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্
অচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং
দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

তিনি সর্বভূতের বাহিরে, অন্তরেও বটেন; স্থাবরও তিনি, জঙ্গমও তিনি; সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) বিজ্ঞেয় নহেন; তিনি অতি দূরে, নিকটেও বটেন। ১৫

অবিভক্তং চ ভূতেষু
বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং
গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬

ভূতসমূহে তিনি বিভক্ত না হইয়াও যেন বিভক্তরূপে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপে আছেন; তাঁহাকে ভূতের পালক, নাশক ও উৎপত্তির কারণ বলিয়াই জানিতে হইবে। ১৬

জ্যোতিষাম্ অপি তজ্‌জ্যোতিস্
তমসঃ পরম্ উচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং
হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

তাঁহাকে জ্যোতিরও জ্যোতিঃ, প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত বলা হয়; তিনি চিৎস্বরূপ; তিনি জ্ঞেয় (১৩।১২) জ্ঞানের (১৩।৭-১১) দ্বারা তিনি লভ্য; তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। ১৭

★

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং
জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায়
মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮

ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়—সংক্ষেপে বলা হইল; আমার ভক্ত ইহা বিশেষরূপে জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। ১৮

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব
বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব
বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯

প্রকৃতি এবং পুরুষ দুইটিকেই অনাদি বলিয়া জান, কিন্তু পরিবর্তনগুলি এবং গুণগুলি প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া জান। ১৯

কার্যকারণকর্তৃত্বে
হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং
ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০

শরীর- ও ইন্দ্রিয়-কর্মের কর্তৃত্ব ব্যাপারে (জড়) প্রকৃতিকেই কারণ বলা হয়; কিন্তু সুখ-দুঃখের ভোগের কর্তৃত্ব ব্যাপারে (অজড়) পুরুষকেই কারণ বলা হয়। ২০

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি
ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য
সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২১

পুরুষই প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহ উপভোগ করেন, প্রকৃতির গুণসমূহের সঙ্গই পুরুষের উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ। ২১

★

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ
ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো
দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২

(প্রকৃতির কার্যের) দর্শক, অনুমোদন কর্তা, ভরণকর্তা ও ভোক্তা যে পরম পুরুষ এই দেহে আছেন তাঁহাকে মহেশ্বর এবং পরমাত্মাও বলা যায়। ২২

য এবং বেত্তি পুরুষং
প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি
ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৩

এইরূপে (নির্গুণ) পুরুষকে এবং গুণ-সহিত প্রকৃতিকে যে জানে, সে সর্বপ্রকারের কর্ম করিতে থাকিলেও পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে না। ২৩

★

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি
কেচিদাত্মানম্ আত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন
কর্মযোগেন চাপরে॥ ২৪

কেহ কেহ ধ্যান-দ্বারা আত্মাকে আপনাতেই আপনি দেখেন; অন্যেরা জ্ঞানযোগের দ্বারা (দেখেন); আবার কেহ কেহ কর্মযোগের দ্বারা দেখেন। ২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যে ত্বেবম্ অজানন্তঃ
শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব
মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৫

আবার অন্যেরা এই প্রকারে (২৩, ২
না জানিয়া অন্যের (গুরু বা ভক্তশ্রে
লোকের) নিকট শ্রবণ করিয়া, শ্রুতবি
পরম শ্রদ্ধাশীল হইয়া উপাসনা (ভজনা) কর
তাঁহারাও মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া যা
(মুক্তি লাভ করেন)। ২৫

★

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ
সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ
তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্থাবর বা জঙ্গম
কোনও বস্তুই জাত হইয়াছে, তাহা যে ক্ষে
ক্ষেত্রজ্ঞের সহযোগ হইতেই হইয়াছে—
জান। ২৬

সমং সর্বেষু ভূতেষু
তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং
যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭

যিনি সকল ভূতে যুগপৎ অবস্থি
আছেন, ভূতের বিনাশ হইলেও যাঁহার বিনা
হয় না—এমন পরমেশ্বরকে যিনি দেখিয়াছে
(জানিয়াছেন)—তিনি সত্যই দেখিয়াছে
(তাঁহার জ্ঞানই সার্থক)। ২৭

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র
সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাঽঽত্মানং
ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৮

সর্বত্র যুগপৎ সমানভাবে অবস্থি
ঈশ্বরকে যিনি দেখেন—তিনি 'নি
নিজেকে হনন' করেন না; পরে তি
শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন। ২৮

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি
ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্
অকর্তারং স পশ্যতি॥ ২৯

প্রকৃতির দ্বারাই সর্বপ্রকারের সক
কর্ম কৃত হইতেছে এবং আত্মা ক
নহেন — এইরূপ যিনি দেখেন, তিনি
ঠিক দেখেন (তাঁহার দর্শন সার্থক)। ২

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্
একস্থম্ অনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং
ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩০

যখন ভূতের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা একে
স্থিত থাকাকে এবং তাহা হইতেই ভূ
বিস্তার হওয়াকে কেহ অন্তর্দৃষ্টি-সাহা
বুঝিয়া লন—তখন তিনি ব্রহ্মীভূত হ
যান। ৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ
পরমাত্মায়ম্ অব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়
ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১

হে কৌন্তেয়! এই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি এবং নির্গুণ বলিয়া, শরীরে অবস্থিত থাকিলেও কিছুই করেন না এবং গুণ-কর্মের দ্বারাও লিপ্ত হন না। ৩১

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদ্
আকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে
তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২

যেমন সর্বগত আকাশের সূক্ষ্মত্ব-হেতু কোনও-কিছুরই লেপ উহাতে লাগে না, তেমনই আত্মা দেহে সর্বত্র থাকিলেও কোনও কিছুরই লেপ উহাতে লাগে না। ৩২

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ
কৃৎস্নং লোকম্ ইমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং
প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৩

যেমন এক সূর্য (জ্যোতির্ময়ত্ব-হেতু) সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, তেমনই হে ভারত! ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) (চিন্ময় বলিয়া, স্বপ্রকাশ বলিয়া) সকল ক্ষেত্রকেই প্রকাশিত করেন। ৩৩

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ এবম্
অন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ
যে বিদুর্ যান্তি তে পরম্॥ ৩৪

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের এইরূপ প্রভেদ যাঁহারা জ্ঞানরূপ চক্ষুর দ্বারা জানেন, এবং প্রকৃতি হইতে ভূত সকলের মোক্ষও জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা জানেন—তাঁহারা শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন। ৩৪

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে— যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি
জ্ঞানানাং জ্ঞানম্ উত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে
পরাং সিদ্ধিম্ ইতো গতাঃ ॥ ১

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য
মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে
প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

★

মম যোনির্ মহদ্ ব্রহ্ম
তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং
ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

সর্বযোনিষু কৌন্তেয়
মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনির্
অহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

★

সত্ত্বং রজস্তম ইতি
গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো
দেহে দেহিনম্ অব্যয়ম্ ॥ ৫

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়-বিভাগযোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

আমি এখন পুনঃ জ্ঞানের মধ্যে শ্রে... যে (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞান তাহা বলিব ; ইহা জানি... মুনিগণ ইহলোক হইতেই পরম সিদ্ধি লা... করিয়াছেন। ১

এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া আমার সমা... ধর্ম (গুণাতীতত্ব ১৩।১৪) প্রাপ্ত ব্যক্তি... সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রল... কালেও চঞ্চল হন না। ২

হে ভারত! প্রকৃতি আমারই যোনি... আমি তাহাতে গর্ভাধান করি ; তা... হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। ৩

হে কৌন্তেয়! সর্বপ্রকার যোনিতে ... যে মূর্তি (আত্মা যেন জমাট বাঁধিয়া) জ... গ্রহণ করে, তাহাদের যোনি হইতে... প্রকৃতি, আমি হইতেছি বীজ-আধান-কা... পিতা। ৪

হে মহাবাহো! প্রকৃতি হইতে জা... সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ অবিকা... আত্মাকে (জীবকে) শরীরে বন্ধন করে।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ
প্রকাশকম্ অনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি
জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

হে অনঘ! এই গুণগুলির মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া প্রকাশক ও নির্দোষ; ইহা জীবকে সুখের সহিত সংযোগ করাইয়া এবং জ্ঞানের সহিত সংযোগ করাইয়া বন্ধন করে। ৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি
তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়
কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

রজোগুণকে রাগস্বভাব জানিও; ইহাই তৃষ্ণা (বাসনা) ও আসক্তির উৎপত্তির কারণ; হে কৌন্তেয়! ইহা জীবকে কর্ম্মের সহিত সংযোগ করাইয়া বন্ধন করে। ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি
মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্
তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮

আর তমোগুণকে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং সকল জীবের মোহকর জানিও; হে ভারত! ইহা (জীবকে) প্রমাদ (ভ্রান্তি, অনবধানতা), আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা বন্ধন করে। ৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি
রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানম্ আবৃত্য তু তমঃ
প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯

হে ভারত! সত্ত্বগুণ সুখে সঙ্গ করাইয়া দেয় (সুখে আসক্তি লাগাইয়া দেয়), রজোগুণ কর্মে সঙ্গ করাইয়া দেয়, আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দিয়া প্রমাদে (ভ্রান্তিতে, অসতর্কতায়) সঙ্গ করাইয়া দেয়। ৯

*

রজস্তমশ্চাভিভূয়
সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব
তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

(কখনও কখনও) রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া (দাবাইয়া রাখিয়া) সত্ত্বগুণ (নিজ স্বভাবই প্রধানভাবে) আত্মপ্রকাশ করে; (কখন-ও-বা) সত্ত্ব ও তমোগুণকে (দাবাইয়া রাখিয়া) রজঃ (আত্মপ্রকাশ করে); আবার (কখনও-বা) সত্ত্ব ও রজোগুণকে (দাবাইয়া রাখিয়া) তমঃ (আত্মপ্রকাশ করে)। ১০

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্
প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্
বিবৃদ্ধং সত্ত্বম্ ইত্যুত ॥ ১১

এই দেহে সকল ইন্দ্রিয়গণে যখন (বাধা-নির্মুক্ত ভাবে) জ্ঞানের উদয় হয়, তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে—এরূপই বুঝিতে হইবে। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোভঃ প্রবৃত্তির্ আরম্ভঃ
কর্মণাম্ অশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে
বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রা
হইলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি ও উহার আর
মনে অস্থিরতা, অত্যধিক স্পৃহা—এগু
জন্মে। ১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ
প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে
বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রা
হইলে—অপ্রকাশ (কিছুই ভাল করিয়া না
বুঝা), কর্মে অনিচ্ছা, প্রমাদ (ভ্রান্তি)
এবং মোহও জন্মে। ১৩

*

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু
প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকান্
অমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি-সময়ে দেহী যদি দেহত্যা
করে তবে সে উত্তম-জ্ঞানীদিগের নির্ম
লোকে (যথা—স্বর্গে) গমন করে। ১৪

রজসি প্রলয়ং গত্বা
কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্ তমসি
মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

রজোগুণের বৃদ্ধি-সময়ে দেহত্যাগ করি
জীব কর্মে আসক্তি-যুক্তদিগের মধ্যে জন্মগ্র
করে (যথা—মনুষ্য লোকে) এবং তমোগুণে
বৃদ্ধি-সময়ে দেহত্যাগ করিলে জীব মূ
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে (যথা—তির্য
প্রাণীর মধ্যে)। ১৫

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ
সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্ তু ফলং দুঃখম্
অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

শাস্ত্রাদিতে এরূপ বলা হইয়াছে যে, পুণ্য
কর্মের ফল নির্মল সাত্ত্বিক; রজোগুণ-দ্বা
প্রচোদিত কর্মের ফল দুঃখ, এবং তমোগুণে
কর্মের ফল অজ্ঞান। ১৬

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং
রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো
ভবতোঽজ্ঞানম্ এব চ ॥ ১৭

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, রজঃ হইতে
লোভই জন্মে; তমঃ হইতে প্রমাদ ও মো
হয়, অজ্ঞানও জন্মে। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা(ঃ)
মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা
অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বে (স্বর্গাদিতে) যায়; রাজস ব্যক্তিগণ মধ্যে (মনুষ্যলোকে) থাকে; নিন্দনীয়গুণে বর্তমান তামস ব্যক্তিগণ নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। ১৮

*

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং
যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি
মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯

যখন দ্রষ্টা বিচার করিয়া বুঝিয়া লয় যে, গুণসকল হইতে পৃথক্ অন্য কোনও কর্তা নাই এবং যখন তিনগুণের বাহিরে কেহ একজন আছেন তাঁহাকে জানে—তখন সে আমার ভাব (সত্তা) পাইয়া থাকে। ১৯

গুণান্ এতান্ অতীত্য ত্রীন্
দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্
বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০

দেহী (জীব), দেহের উৎপত্তির কারণ এই তিনগুণ অতিক্রম করিলে, জন্ম-মৃত্যু-জরার দুঃখ-সকল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, সে মুক্ত হইয়া অমৃত লাভ করে। ২০

অর্জুন উবাচ।

কৈর্ লিঙ্গৈস্ ত্রীন্ গুণান্ এতান্
অতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্
ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে॥ ২১

অর্জুন বলিলেন—

হে প্রভো! তিনগুণকে অতিক্রম করিয়াছেন এমন মানুষ কোন্ কোন্ লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত হন? তাঁহার আচরণ কিরূপ? তিনি কেমন করিয়া এই তিনগুণকে অতিক্রম করিয়া থাকেন? ২১

শ্রীভগবান্ উবাচ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ
মোহম্ এব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি
ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

প্রকাশ (সত্ত্বগুণের ফল) বা প্রবৃত্তি (রজোগুণের ফল) বা মোহ (তমোগুণের ফল) প্রবৃত্ত হইলেও উদ্বিগ্ন হন না—'নিবৃত্ত' হউক এই কামনাও যিনি করেন না; ২২

উদাসীনবদাসীনো
গুণৈর্ যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব
যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩

যিনি উদাসীনের ন্যায় থাকেন; গুণের (প্রকাশের) দ্বারা বিচলিত হন না; গুণসকল স্ব স্ব কর্ম করিতেছে ইহা বুঝিয়া লইয়া যিনি স্থির থাকেন, চঞ্চল হন না; ২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ
সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্
তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪

দুঃখ-সুখে (বিষয়-সংযোগে আসিয়া থাকে তাহাতে) সমভাব যাঁহার আছে, যিনি নিজেই নিজেতে অবস্থান করিতেছেন (স্ব সম্পূর্ণ), মাটির ঢেলা, প্রস্তর, স্বর্ণ সকল বস্তুতেই যাঁহার সমবুদ্ধি, নিজের নিন্দায় ও প্রশংসায় যিনি সমান (যিনি বিচলি নহেন), যিনি স্থির-বুদ্ধি; ২৪

মানাপমানয়োস্তুল্যস্
তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী
গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫

মান ও অপমানেও যিনি সমা (অবিচলিত), বন্ধু- ও শত্রু-পক্ষের প্রতি যাঁহার সমভাব, সকল কর্মের ফলাশা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন—তিনিই গুণাতীত বলিয় কথিত হন। ২৫

*

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ
ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্
ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬

আর, অনন্য-ভক্তিযোগের দ্বারা যিনি আমার সেবা করেন, তিনিও এই গু সকলকে সম্যগ্‌ভাবে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম ভাব পাইবার যোগ্য হন; ২৬

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্
অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য
সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

কেন-না অমৃত, বিকার-রহিত ব্রহ্মের আশ্রয় আমি; নিত্য, সনাতন ধর্মের আমিই প্রতিষ্ঠা; নিরবচ্ছিন্ন সুখের (বা পরমা নন্দের) আমিই প্রতিষ্ঠা। ২৭

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথি উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত— গুণত্রয়-বিভাগযোগ নামক চতুর্দশ অধ্যা সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তমযোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ঊর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখম্
অশ্বত্থং প্রাহুর্ অব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি
যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১

★

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা(ঃ)
গুণপ্রবৃদ্ধা(ঃ) বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২

★

ন রূপম্ অস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা(ঃ) ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

ঋষিগণ (সংসারকে) অনন্ত অশ্বত্থ বলেন; ইহার মুল ঊর্ধ্বে (অর্থাৎ আদিকারণ পরমাত্মা), ইহার শাখা নীচের দিকে (প্রপঞ্চে বিস্তৃত); বেদসকল ইহার পত্র; যিনি ইহাকে (এইরূপ অশ্বত্থকে) জানেন, তিনিই বেদবিৎ। ১

তিন গুণ-(সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,) দ্বারা উপচিত বিষয়-রূপ প্রবালযুক্ত শাখাগুলি নীচের দিকে (মানুষ, তির্যক্ প্রাণী পর্যন্ত) এবং উপরের দিকে (দেবযোনি পর্যন্ত) ছড়াইয়া আছে; আবার যেমন-যেমন কর্ম মানুষে করিয়াছে তৎ-তৎ-কর্মফল-নিবন্ধন মূলগুলি, মানুষের জগতে, নীচের দিকে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ২

কিন্তু এই লোকে উহার এরূপ রূপ উপলব্ধ হয় না; ইহার অন্ত বা আদি বা সম্যক্ স্থিতিও উপলব্ধ হয় না। অতি-দৃঢ়-বদ্ধ-মূল-বিশিষ্ট এই অশ্বত্থকে অতিদৃঢ় (অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠ) আসক্তি-রাহিত্য-রূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া, ৩

পরে, যেখানে পৌঁছিয়া কেহ আর ফিরিয়া আসেন না সেই পরমস্থান (তত্ত্ব) সর্বতোভাবে অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে; (মনে এই ভাব রাখিতে হইবে) যাঁহা হইতে শাশ্বত সনাতন সংসারের (অব্যয় অশ্বত্থ) প্রবৃত্তি ও বিস্তৃতি হইয়াছে সেই-ই আদি পুরুষকে আশ্রয় করিলাম। ৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্মানমোহা(ঃ) জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা(ঃ) বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্ বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদম্ অব্যয়ং তৎ ॥ ৫

যাঁহাদের মান ও মোহ নষ্ট হইয়াছে, সঙ্গ বা আসক্তির কুফল সম্পূর্ণরূপে জয় কর হইয়াছে, যাঁহারা আত্মায় নিত্যই সুপ্রতিষ্ঠি বলিয়া যাঁহাদের কাম (অর্থাৎ সর্বপ্রকারে ব্যক্তিগত ইচ্ছা) ফিরিয়া গিয়াছে, সুখ ও দুঃখ নাম যাহাদের—এমন দুই-দুই ভা যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এম মোহমুক্তগণ শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হন। ৫

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো
ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে
তদ্ ধাম পরমং মম ॥ ৬

যে স্থানে গমন করিলে জীবেরা কে 'সংসারে' ফিরিয়া আসেন না, তাহা আমার সর্বোত্তম স্থান (বা জ্যোতিঃ); সূর্য তাহাকে প্রকাশিত করে না, চন্দ্র তাহাকে প্রকাশিত করে না, অগ্নি তাহাকে প্রকাশি করে না। ৬

★

মমৈবাংশো জীবলোকে
জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি
প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

আমারই শাশ্বত অংশ দেহে জীব হইয়াছে—ইহা প্রকৃতিতে অবস্থিত পঞ্চ ইন্দ্রি ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করে (এবং তদ্দ্বারা সংসারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে)। ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি
যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি
বায়ুর্ গন্ধান্ ইবাশয়াৎ ॥ ৮

যেমন বায়ু গন্ধের আধার হইতে নানা প্রকারের গন্ধ লইয়াই যায়, তেমনই জীব যখন শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীর গ্রহণ করে তখন এগুলি (মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়) সঙ্গে লইয়াই যায়। ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ
রসনং ঘ্রাণম্ এব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং
বিষয়ান্ উপসেবতে ॥ ৯

কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা এবং মনে অধিষ্ঠিত হইয়া জীব বিষয়গুলি ভোগ করে। ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি
ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া(ঃ) নানুপশ্যন্তি
পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০

প্রকৃতিস্থ-গুণ-যুক্ত এই জীবকে, এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীরে গমনোন্মুখকে বা শরীরে স্থিতকে বা গুণ-ভোক্তাকে মোহ প্রাপ্ত জনগণ (বিচার করে না বলিয়া) দেখে না; জ্ঞানই যাঁহাদের চক্ষু তাঁহারা সর্বদা দেখেন। ১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং
পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো
নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১

প্রযত্নকারী যোগিগণ ইঁহাকে (এই আমাকে) নিজেরই ভিতরে স্থির রূপে বর্তমান দেখেন; কিন্তু যাহারা মনকে বশীভূত করে নাই সেই অজ্ঞানীরা চেষ্টা করিয়াও ইঁহাকে (এই আমাকে) দেখিতে পায় না। ১১

★

যদাদিত্যগতং তেজো
জগদ্‌ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ
তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২

সূর্যের ভিতরের যে তেজ সর্বজগৎকে প্রকাশিত করে, চন্দ্রে যে তেজ, অগ্নিতেও যে তেজ, সেই তেজ আমারই বলিয়া জান। ১২

গাম্ আবিশ্য চ ভূতানি
ধারয়াম্যহম্ ওজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ
সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩

আরও, আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া (স্বীয়) শক্তির দ্বারা সকল ভূতের ধারণ-পোষণ করি, রসস্বরূপ চন্দ্র হইয়া আমিই সকল ওষধিকে (অর্থাৎ উদ্ভিদ্-জগৎকে) পুষ্ট করি। ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা
প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ
পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪

আরও, সর্বপ্রাণীর দেহে স্থিত বৈশ্বানর নামক অগ্নি হইয়া আমিই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-রূপ-বায়ু-সংযোগে-প্রদীপ্ত থাকিয়া চতুর্বিধ অন্ন পচন (পাক) করিয়া থাকি। ১৪

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্ জ্ঞানম্ অপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈর্ অহম্ এব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫

সকলের হৃৎপিণ্ডেও আমি সম্যক্ প্রকারে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছি; স্মৃতি, জ্ঞান এবং সংশয়-বিতর্কাদির দূরীকরণ আমা হইতেই হইয়া থাকে; সকল বেদ-দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্য; বেদের সিদ্ধান্ত (নিঃসংশয়-রূপে) আমিই দেখাইয়া দিই—বেদের যথার্থ তত্ত্ব আমিই জানি। ১৫

★

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে
ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি
কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬

সংসারে এই দুইটি পুরুষ (আছে); একটি পরিবর্তনশীল (ক্ষর) এবং অন্যটি (অপেক্ষাকৃত) অপরিবর্তনশীল (অক্ষর); যাহা-কিছু হইয়াছে (ভূত) তাহা ক্ষর, যাহা মূলে আছে তাহাকে 'অক্ষর' বলা হয়। ১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ
পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়ম্ আবিশ্য
বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

কিন্তু ইহাদের পরেও অন্য পুরু আছেন; ইনি পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হই থাকেন; এই পরিবর্তনহীন প্রভু ত্রিভুবনে প্রবেশ করিয়া ত্রিভুবনকে পোষ করেন। ১৭

যস্মাৎ ক্ষরম্ অতীতোঽহম্
অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ
প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

যে হেতু আমি 'ক্ষর' পুরুষকে অতিক্র করিয়া আছি, 'অক্ষর' পুরুষেরও পরে স্থিত— অতএব লোকে এবং বেদে আমি 'পুরু উত্তম' বলিয়া প্রখ্যাত। ১৮

*

যো মাম্ এবম্ অসম্মূঢ়ো
জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং
সর্বভাবেন ভারত॥ ১৯

যিনি 'অহন্তা', 'মমতা' প্রভৃতির দ্বার মোহ প্রাপ্ত না হইয়া এইভাবে (যে বলিলাম) আমাকে (অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে জানেন, তিনি হন সর্বজ্ঞ; হে ভারত! তিনি সর্বতোভাবে (৬।৪৭, ৯।৩৪, ১১।৫৫, ১৪।২৬ …) আমাকে (পুরুষোত্তমকে ভজনা করেন। ১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্
ইদম্ উক্তং ময়ানঘ।
এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ
কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

হে ব্যসনহীন! এইরূপে আমার দ্বার এই অতিগোপনীয় শাসনবাক্য (যাহাকে মান্য করিতেই হয়) বলা হইল; ইহ জানিয়া (বুঝিয়া) লইলেই বুদ্ধিমান (জ্ঞানী) হওয়া যায়, এবং হে ভারত! যাহা করিবার জন্য জীব এই জগতে আসিয়াছে, তাহা করা হইয়া যায় (কিছুই অবশিষ্ট থাকে না)। ২০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথি উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে,—যাহ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত— **পুরুষোত্তমযোগ** নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্
জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ
স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১

অহিংসা সত্যম্ অক্রোধস্
ত্যাগঃ শান্তির্ অপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং
মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্
অদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম্
অভিজাতস্য ভারত॥ ৩

★

দম্ভো দর্পোঽতি(ভি)মানশ্চ
ক্রোধঃ পারুষ্যম্ এব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য
পার্থ সম্পদম্ আসুরীম্॥ ৪

★

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়
নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীম্
অভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫

★

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

ভয়শূন্যতা, সত্ত্বগুণের শুদ্ধতা, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের পৃথক্ পৃথক্ উপযোগিত্ব, দান, দম, যজ্ঞ, শাস্ত্রাদির আলোচনা, তপ অর্থাৎ স্বধর্মানুষ্ঠান, সরলতা, ১

হিংসাশূন্যতা, সত্যকথন, ক্রোধত্যাগ, ত্যাগ (১৮।৪) অর্থাৎ কর্মফলের ত্যাগ, শান্তি, খলতাশূন্যতা, ভূতে দয়া, নির্লোভত্ব, মৃদুতা, (অন্যায় কর্মে ও চিন্তায়) লজ্জা, চপল-কর্ম-বর্জন, ২

তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শুচিতা, দ্রোহপরিহার, (জাতি, রূপ, ধন ইত্যাদির) অভিমান পোষণ না করা—হে ভারত! যে ব্যক্তি দৈবী প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার উক্ত ভাব বা গুণগুলি প্রধান হয়। ৩

পরকে দেখাইবার জন্য ধার্মিকত্বাদি, পরকে আঘাত দিবার জন্য 'অহং'-খ্যাপন, জাতি, রূপ, ধন প্রভৃতিতে অতিমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ, ক্রোধ, কর্কশ ব্যবহার, বিপরীতবুদ্ধি,—হে পার্থ! যে ব্যক্তি আসুরী প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার এই ভাবগুলি প্রধান হয়। ৪

দৈবী প্রকৃতি মোক্ষের কারণ এবং আসুরী প্রকৃতি বন্ধের কারণ বলিয়া জ্ঞানীরা জানেন; হে পাণ্ডব! তুমি সংশয় রাখিও না—তুমি দৈবী প্রকৃতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্
দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত
আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬

এ জগতে সৃষ্টপদার্থ (বিশেষ কঃ মানুষ) দুই প্রকারের, যথা—দৈব ও আসুর; দৈবের বর্ণনা বিস্তরশঃ ক হইয়াছে; হে পার্থ! আমার নিকট আসুরে বর্ণনা শ্রবণ কর। ৬

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ
জনা(ঃ) ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো
ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

প্রবৃত্তি (কি কর্তব্য) বা নিবৃত্তি (কি করা উচিত নহে) তাহা আসুর-ভাব-বিশি মানুষেরা জানে না; কি শুচিভাব, কি সদাচার, কি সত্য—উহাদের ভিতে থাকে না। ৭

অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠং তে
জগদাহুর্ অনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং
কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

ইহারা বলে, জগতে 'সত্য' (Reality) নাই, ইহার কোনও আশ্রয় নাই, ইহা কেহ নিয়ন্তা নাই; প্রকৃতি-পুরুষে সহযোগিতায় ইহা উৎপন্ন নহে (১৪।৩,৪) ভোগের জন্যই জগৎ সৃষ্ট; আর কি আছে? ৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য
নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ
ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

এই প্রকার জ্ঞান (মতবাদ) অবলম্ব করিয়া অল্পবুদ্ধি, নষ্টস্বভাব ইহারা সকলে শত্রু হয়; ক্রূর-কর্মশীল ইহারা জগতে ধ্বংসের জন্য সমস্ত সামর্থ্য বিস্তার করে। ৯

কামম্ আশ্রিত্য দুষ্পূরং
দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্
প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০

দম্ভ-মান-মদ-বিশিষ্ট ইহারা দুষ্পূরণী কামনাকে আশ্রয় করিয়া, মিথ্যা মতবাদে একান্তভাবে ধরিয়া থাকে; ইহাদের জীবনে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র এবং ইহারা তদনুরূপ জীবন যাপন করে। ১০

চিন্তাম্ অপরিমেয়াং চ
প্রলয়ান্তাম্ উপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা
এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১

ইহারা আমরণ অপরিমেয় সুখচিন্তাকে অবলম্বন করিয়া থাকে; ভোগ্যের ভোগ মাত্র ইহাদের চরম লক্ষ্য; ইহারা স্থি করিয়া রাখিয়াছে যে, এই ত সব (ভোগ ত পরম লাভ, আর ত কিছুই নাই)। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশাপাশশতৈর্ বদ্ধাঃ
কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থম্
অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২

শত প্রকার আশাবন্ধনে বদ্ধ, কাম-ক্রোধ-পরায়ণ ইহারা, ভোগ্য-ভোগের উদ্দেশ্যে অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া অর্থসঞ্চয়ে প্রযত্ন করিয়া থাকে। ১২

ইদম্ অদ্য ময়া লব্ধম্
ইমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদম্ অস্তীদম্ অপি মে
ভবিষ্যতি পুনর্ ধনম্॥ ১৩

(ইহারা চিন্তা করে) এখন আমি ইহা পাইয়াছি, আরও ইহা পাইব; এই ধন আমার আছে, আরও ধন আমার হইবে; ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্
হনিষ্যে চাপরান্ অপি।
ঈশ্বরোঽহম্ অহং ভোগী
সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪

ঐ শত্রু আমার দ্বারা হত হইয়াছে,—অন্য শত্রুকেও বধ করিব; সমস্ত ঐশ্বর্য আমার, আমি ভোগের কর্তা, আমি সিদ্ধ-পুরুষ, আমি বলবান্, আমি সুখী; ১৪

আঢ্যোঽভিজনবান্ অস্মি
কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য—
ইত্যজ্ঞান-বিমোহিতাঃ॥ ১৫-

আমি ধনবান্, আমি কুলীন, (বা কত লোক আমার অধীন), আমার সমান অন্য কে আছে! আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব (তাহা দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইবে), আমি আমোদ-প্রমোদ-সম্মোদ ভোগ করিব; এই সব ইহারা বলে, কেন-না ইহারা যে অজ্ঞান-কর্তৃক বিমূঢ় হইয়া গিয়াছে (ইহা জানে না)। ১৫

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা(ঃ)
মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু
পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

অনেক প্রকার চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত, মোহরূপ জালে বদ্ধ, বিষয়ের ভোগে প্রকৃষ্টরূপে আসক্ত ইহারা অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা(ঃ)
ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে
দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ ১৭

আত্মশ্লাঘাকারী, গর্বিত, ধন-মান-মদ-বিশিষ্ট ইহারা দম্ভবশতঃ শাস্ত্রবিধি না মানিয়া, নামে মাত্র যজ্ঞ করে। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহঙ্কারং বলং দর্পং
কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মাম্ আত্মপরদেহেষু
প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ আশ্রয় করিয়া থাকার ফলে নিজের অপরের দেহে বর্তমান (সর্বাত্মা যে-আ সেই) আমাকে (আত্মাকে) দ্বেষ করে নিন্দা করে। ১৮

তান্ অহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্
সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রম্ অশুভান্
আসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

সেই সকল দ্বেষী ও নিষ্ঠুর অশু কর্মকারী নরাধমগণকে আমি সংসা আসুরী যোনিতেই অনবরত (যত দিন তাহাদের দৈব ভাবকে আশ্রয় করিবার ই হয়) নিক্ষেপ করি। ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না(ঃ)
মূঢ়া(ঃ) জন্মনি জন্মনি।
মাম্ অপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়
ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

হে কৌন্তেয়! এই মূঢ় ব্যক্তিগণ, জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া এ আমাকে লাভ না করিয়াই, আরও নিম্নগ প্রাপ্ত হয়। ২০

★

ত্রিবিধং নরকস্যেদং
দ্বারং নাশনম্ আত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্
তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তি প্রকারের নরক-দ্বার আছে; এই তিন হইতেছে আত্মার নাশক (আত্মার স স্বীকারে বাধা দেয়); অতএব এই তিন ত্যাগ করা উচিত। ২১

এতৈর্ বিমুক্তঃ কৌন্তেয়
তমোদ্বারৈস্ ত্রিভির্ নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্
ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২

হে কৌন্তেয়! এই তিন নরক-দ্বা হইতে মুক্ত যে মানুষ (যে ইহাদিগকে ত বা দমন করার অভ্যাস করিয়াছে), নিজের কল্যাণ-কর্ম অনুষ্ঠান করে; শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়। ২২

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য
বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি
ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

যে শাস্ত্রবিধি না মানিয়া, আপন ইচ্ছানুসারে চলে তাহার কর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, সুখ হয় না, শ্রেষ্ঠ গতিও লাভ হয় না। ২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে
কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং
কর্ম কর্তুম্ ইহার্হসি॥ ২৪

অতএব কোন্‌টি কর্তব্য, কোন্‌টি কর্তব্য নহে—এ বিষয়ের পার্থক্য-সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার ব্যাপারে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ (পথিপ্রদর্শক-রূপে গণনীয়) ; শাস্ত্র-বিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা জানিয়া ও বুঝিয়া লইয়া, এই মনুষ্য-দেহে থাকিয়া তোমার সেই কর্মই করা উচিত। ২৪

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—**দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগ** নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ

অর্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য
যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ
সত্ত্বম্ আহো রজস্তমঃ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা
দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব
তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য
শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো
যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্
যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে
যজন্তে তামসা(ঃ) জনাঃ॥ ৪

★

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং
তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ
কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ

অর্জুন বলিলেন—

যাঁহারা শাস্ত্রবিধান না মানিয়া অথ[...] শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া (শাস্ত্রোক্ত দেবতার[...] যজন করেন, হে কৃষ্ণ! তাঁহাদের মনের স্থি[...] কোথায়? সত্ত্বে, না রজে, না তমে? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

দেহধারী জীবের স্বভাব হইতে জা[...] এই শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়, যথা—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী; তা[...] আমার নিকট শ্রবণ কর। ২

হে ভারত! সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ-নি[...] অন্তঃকরণ- বা স্বভাব-অনুসারেই হই[...] থাকে; মানুষ শ্রদ্ধাময়; যাহার শ্র[...] যেরূপ, সে নিজেও তাহাই। ৩

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ (শাস্ত্রোক্ত সূর্য, ই[...] ইত্যাদি) দেবগণের যজন করে, রাজস[...] (কুবের, রাহু ইত্যাদি) যক্ষ-রক্ষোগণে[...] যজন করে, আর ইহা ভিন্ন অন্য তামস[...] প্রেতযোনিতে অবস্থিত স্থূলশরীর-শূন্য [...] দেহ-বিশিষ্ট ভূতগণের যজন করে। ৪

আর, যে (অল্পবুদ্ধিযুক্ত শ্রদ্ধাহীন[...] ব্যক্তিগণ দম্ভ-অহঙ্কার-সংযুক্ত (১৬।৮-১[...] ও কাম-রাগ-বল-যুক্ত (১৬।১১) হইয়া, [...] শাস্ত্রবিহিত নহে এরূপ ভয়ানক তপস্যা ক[...]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ষ(র্শ)য়ন্তঃ শরীরস্থং
ভূতগ্রামম্ অচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং
তান্ বিদ্ধ্যাস্থুরনিশ্চয়ান্॥ ৬

শরীরস্থ সমস্ত ভূতগণকে (১৩।৫) এবং অন্তরে অবস্থিত আমাকেও আকর্ষণ করে (বা দুর্বল করে),—তাহারা আসুর ভাবই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছে (১৬।১৯), এরূপই তাহাদিগকে জানিবে। (তাহাদিগকে সাত্ত্বিক বা রাজস বা তামস কিছুই বলা যায় না।) ৫, ৬

*

আহারস্ ত্বপি সর্বস্য
ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্ তপস্ তথা দানং
তেষাং ভেদম্ ইমং শৃণু॥ ৭

সকলেরই আহার, স্ব-স্ব রুচি-অনুসারে তিন প্রকারের হয়; এইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও (তিন প্রকারের); তাহাদের বক্ষ্যমাণ প্রভেদ শ্রবণ কর। ৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-
সুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা(ঃ) হৃদ্যা
আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮

দীর্ঘজীবন, সত্ত্ববুদ্ধি, শারীর ও মানস সামর্থ্য, নীরোগ থাকা, সন্তোষ এবং প্রেমভাব বৃদ্ধি পায় যাহার দ্বারা এমন রসবহুল (দুগ্ধাদি), স্নেহবহুল (নবনীতাদি) সারাংশ-বহুল (আমিক্ষাদি, ছানা) হৃদয়-রমণীয় (সুপক্ক পবিত্র ফলাদি)—এরূপ আহার সাত্ত্বিক-বৃত্তি-সম্পন্ন লোকের রুচিকর। ৮

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-
তীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা(ঃ) রাজসস্যেষ্টা(ঃ)
দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯

তিক্ত, টক, লবণাক্ত, অতিগরম, ঝাল, শুষ্ক, জ্বালাকর—এরূপ আহার রাজস ব্যক্তির রুচিকর; এরূপ আহারের ফল—দুঃখ, অনুতাপ, রোগ। ৯

যাতযামং গতরসং
পূতি পর্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং
ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০

যাহা শীতল হইয়া গিয়াছে, যাহার রস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যাহা দুর্গন্ধযুক্ত, যাহা বাসি (পাকের পর রাত্রি গত হইয়াছে), ভোজনাবশিষ্ট, অপবিত্র—এরূপ আহার তামসগণের রুচিকর। ১০

★

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্ যজ্ঞো
বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ
সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১

যে যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতগণের দ্বারা, যাগ-করিতে-হইবে—মাত্র এই বুদ্ধিতে মন স্থির রাখিয়া, শাস্ত্র-বিধান-অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক (যজ্ঞ)। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিসন্ধায় তু ফলং
দম্ভার্থম্ অপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ
তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২

কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলের দি… দৃষ্টি রাখিয়াই এবং অন্যের নিকটে খ্যাতি… খ্যাপনের জন্যও (১৬।৪) বটে, যে য… অনুষ্ঠান হয় তাহাকে রাজস ব… জান। ১২

বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নং
মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং
তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

শাস্ত্রবিধি না মানিয়া যে যজ্ঞ, অ… বিতরণ না করিয়া যে যজ্ঞ, মন্ত্র য… উচ্চারণ না করিয়া যে যজ্ঞ, (বিত… করিয়া) যথাযথ দক্ষিণা না দিয়া যে য… শ্রদ্ধাহীন যে যজ্ঞ (অনুষ্ঠিত হয়)—এরূপ যজ্ঞ… জ্ঞানিগণ তামস বলেন। ১৩

★

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-
পূজনং শৌচম্ আর্জবম্।
ব্রহ্মচর্যম্ অহিংসা চ
শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪

দেবতার, ব্রাহ্মণের, পিতা, মাতা, আ… প্রভৃতি গুরুজনের,—জ্ঞানী ব্যক্তি… পূজা ও সম্মাননা, শারীরিক পবিত্রতা-র… ঋজুতা (সোজা বসা, দাঁড়ানো, চলা-ফের… মৈথুন-ত্যাগ, নিজ দেহ-দ্বারা কাহারও অ… না করা—ইহাকে শারীর তপস্যা বলা হয়।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং
সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব
বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫

অন্যের উদ্বেগ না হয় এমন বাক্য ক… সত্য কথন, প্রিয় ও হিতজনক আলা… প্রত্যহ বেদাদি গ্রন্থের অংশ-বি… (অভাবে সদ্‌গ্রন্থাদি) পাঠ—ইহাকে বা… তপস্যা বলে। ১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং
মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধির্ ইত্যেতৎ
তপো মানসম্ উচ্যতে॥ ১৬

মনকে প্রসন্ন (স্বচ্ছ) রাখা, অ… রাখা, উচ্চধরণের চিন্তায় রত রাখা, ম… সংযম, ভাবের অর্থাৎ অন্তঃকরণের শোধ… ইহাকে মানস তপস্যা বলে। ১৬

★

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং
তপস্ তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্ যুক্তৈঃ
সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

এই তিন প্রকারের তপ… ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, যোগযুক্ত ব্যক্তি… দ্বারা পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হ… তাহাকে জ্ঞানিগণ সাত্ত্বিক ত… বলেন। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎকারমানপূজার্থং
তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং
রাজসং চলম্ অধ্রুবম্॥ ১৮

নিজের সৎকার, মান বা পূজার উদ্দেশ্যে, অথবা দম্ভের সহিত (১৬।৪) যে তপস্যা করা হয়, সেই অস্থির- ও অনিশ্চিত-ফলদ তপস্যাকে এই শাস্ত্রে রাজস তপস্যা বলা হয়। ১৮

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ
পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা
তৎ তামসম্ উদাহৃতম্॥ ১৯

সম্যক্ বিচার না করিয়া, নিজেকে ক্লেশ দিয়া, অথবা অপরের অনিষ্ট করিবার জন্য, যে তপস্যা করা হয়, তাহাকে তামস তপস্যা বলা হয়। ১৯

★

দাতব্যম্ ইতি যদ্দানং
দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ
তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০

দান-করিতে-হয় এই বুদ্ধিতে, উপকার প্রত্যাশা না রাখিয়া (যিনি উপকার করিবেন তাঁহাকে নহে), শাস্ত্রোক্ত স্থানে, কালে ও পাত্র বুঝিয়া যে দান করা হয় তাহা সাত্ত্বিক দান বলিয়া পরিচিত। ২০

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং
ফলম্ উদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং
তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১

কিন্তু প্রত্যুপকার-লাভের আশায় অথবা কোনওরূপ ফলের উদ্দেশ্যে, ক্লেশের সহিত (চাপে পড়িয়া বা ভয়ে) যে দান করা হয় তাহা রাজস বলিয়া পরিচিত। ২১

অদেশকালে যদ্দানম্
অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতং
তৎ তামসম্ উদাহৃতম্॥ ২২

অযোগ্য স্থানে ও কালে এবং দানের অনুপযুক্ত পাত্রে, সৎকার বিনা, বিরক্ত হইয়া, যে দান তাহাকে তামস দান বলা হয়। ২২

★

ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো
ব্রহ্মণস্ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্ তেন বেদাশ্চ
যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩

ব্রহ্মের নাম বা উল্লেখ শাস্ত্রে তিন প্রকারে করা হইয়াছে, যথা—'ওঁ' 'তৎ' 'সৎ'। পুরাকাল হইতেই বেদ সকল (বেদপাঠ), ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকল (ব্রাহ্মণগ্রন্থ-দর্শিত অনুষ্ঠান), এবং যজ্ঞ সকল (যজ্ঞের অনুষ্ঠান) [দৃষ্টান্ত তৈ. উপ. ১।৮] এই ব্রহ্মের উল্লেখের সহিতই (করিতে হয় এরূপ) বিধান করা হইয়াছে। ২৩

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাদোম্ ইত্যুদাহৃত্য
যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ
সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪

এই জন্যই, ব্রহ্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম, যাহাদের অনুষ্ঠান-বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'ওঁ' এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই সর্বদা করা হইয়া থাকে। (তাঁহার প্রীত্যর্থ) ২৪

তদিত্যনভিসন্ধায়
ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ
ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫

'তৎ' উচ্চারণ করিয়া, ফলাশা না রাখিয়া মোক্ষাভিলাষিগণ যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও অন্যান্য বিবিধ কর্ম করিয়া থাকেন। (ফলাশা ত্যাগ) ২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ
সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা
সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬

'সৎ' এইটি প্রযুক্ত হয় সত্তা বা অস্তিত্ব এবং সাধুতা অর্থে; হে পার্থ! প্রশংসার যোগ্য কর্মকেও বুঝাইবার সময়ে 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ('সৎ'—প্রাপ্তি) ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ
স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং
সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানে নিষ্ঠাকেও সৎ বলা হয়; এবং ইহাদের জন্য কৃত কর্মকেও সৎ-ই বলা হইয়া থাকে।

['ওঁ' 'তৎ' 'সৎ' উচ্চারণ করিয়া কর্মযোগী তৎপ্রীত্যর্থে ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত হইয়া সকল (শাস্ত্রোক্ত) কর্ম করিলে তাহা সৎ (ব্রহ্মের) প্রাপক হইবে।] ২৭

*

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং
তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ
ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮

শ্রদ্ধাহীন হইয়া যে হোম, দান, তপস্যা করা হয় তাহাকে অসৎ বলা হয়; হে পার্থ! তাহা মৃত্যুর পরে বা ইহলোকে—কোথায়ও স্থিতিলাভ করে না। ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।**

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—**শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ** নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষসংন্যাসযোগঃ

অর্জুন উবাচ।

সংন্যাসস্য মহাবাহো
তত্ত্বম্ ইচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ
পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং
সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং
প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

★

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে
কর্ম প্রাহুর্ মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম
ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র
ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র
ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪

যজ্ঞদানতপঃকর্ম
ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব
পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষসংন্যাসযোগ

অর্জুন বলিলেন—

হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! আমি সংন্যাসের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি; হে কেশিনিষূদন! ত্যাগেরও তত্ত্ব পৃথক্‌ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

কাম্যকর্ম সকলের (স্বরূপতঃ) ত্যাগকে জ্ঞানিগণ সংন্যাস বলিয়া জানেন; পণ্ডিতগণ সর্বকর্মের ফলত্যাগকেই ত্যাগ বলেন। ২

একদল মনীষী বলেন যে, কর্ম হইতেছে দোষযুক্ত (বন্ধের কারণ) এ জন্য তাহা ত্যাগ করাই উচিত; যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, এইরূপ বলেন অন্যেরা। ৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ত্যাগ-সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর: হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগ তিন প্রকারের বলা হইয়াছে। ৪

যজ্ঞ-, দান- এবং তপস্যা-ত্যাগ ত করিতেই হইবে না, তাহাদের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। বুদ্ধিমান্‌দিগের পক্ষে পবিত্রতা-সম্পাদকই হইতেছে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা। ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতান্যপি তু কর্মাণি
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ
নিশ্চিতং মতম্ উত্তমম্॥ ৬

আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং ফলত্যাগ করিয়া এই কর্ম সকলও করিতেই হইবে, ইহাই আমার বিশেষ বিচারের পরে উপনীত চরম- বা শেষ-সিদ্ধান্ত। ৬

★

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ
কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্
তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ৭

(বর্ণ-আশ্রম-বিচারে) যে কর্ম কাহারও স্বধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কর্মের ত্যাগের কোনও যুক্তি নাই; মোহবশতঃ সেই কর্মের ত্যাগ 'তামস' বলিয়া বিশেষ ভাবে কথিত। ৭

দুঃখম্ ইত্যেব যৎ কর্ম
কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং
নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮

(কর্ম) বড় কষ্টকর—এই মনে করিয়া যদি কেহ শরীরের ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ করে, তবে সেই ত্যাগ 'রাজস'; এরূপ ত্যাগ করিয়া ত্যাগের ফল (শান্তি) সে পায় না। ৮

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম
নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব
স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

হে অর্জুন! করিতেই হইবে—এই বুঝিয়া আসক্তিত্যাগ ও ফলত্যাগ করিয়া (১৮।৬) যে নিয়ত (১৮।৭) কর্ম করা হইয়া থাকে তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া বুঝিতে হয়। ৯

★

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম
কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো
মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০

(দৃশ্যতঃ) অকল্যাণকর কর্মকে যিনি দ্বেষ করেন না, (দৃশ্যতঃ) কল্যাণ কর্মেও আসক্তি রাখেন না, সেই বুদ্ধিমান্, সন্দেহ-রহিত, সত্ত্ব-গুণান্বিত (কর্মযোগী) ব্যক্তিই ত্যাগী (বা সংন্যাসী) বলিয়া পরিজ্ঞাত। ১০

ন হি দেহভৃতা শক্যং
ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী
স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

কেন-না দেহধারী ব্যক্তি নিঃশেষে সকল কর্মত্যাগ করিতে পারে না; কিন্তু যিনি কর্মফলত্যাগে অভ্যস্ত তিনিই ত্যাগী (সংন্যাসীও) এইরূপ কথিত হন। ১১

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং চ
ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য
ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২

কর্মের তিন প্রকারের ফল—(১) অভিলষিত, (২) অনভিলষিত, (৩) দুই-ই মিশ্রিত—মৃত্যুর পরে তাহাদেরই (ভোগ করিতে) হয় যাহারা কর্মফল ত্যাগ করিতে অভ্যস্ত নহে; কিন্তু সংন্যাসীর (ত্যাগীর) কোথায়ও (ইহ- বা পর-লোকে) ইহা (কর্মফলভোগ) হয় না। ১২

★

পঞ্চৈতানি মহাবাহো
কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি
সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩

হে মহাবাহো! সকল কর্মের সিদ্ধির (ফলদাতৃত্বের) নিমিত্ত (বলিয়া)—কর্মের তত্ত্বপ্রদর্শনকারী জ্ঞানশাস্ত্রে এই পাঁচটি কারণ দেখানো হইয়াছে, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর: ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা
করণং চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা(ঃ)
দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

কর্মানুষ্ঠানের স্থান, কর্মকর্তা, ভিন্ন ভিন্ন সাধন, কর্তার বিবিধ পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা এবং এ বিষয়ে পঞ্চম কারণ দৈব। ১৪

শরীরবাঙ্মনোভির্ যৎ
কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা
পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

মানুষ কায়মনোবাক্যের দ্বারা শাস্ত্রানুকূল বা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ যে কর্মই আরম্ভ করে, এই পাঁচটিই উহার (ঐ কর্মের) কারণ। ১৫

★

তত্রৈবং সতি কর্তারম্
আত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বা-
ন্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬

(কর্ম-সিদ্ধির ব্যাপারে রহস্য) এইরূপ হওয়ায়, যে ব্যক্তি অপরিমার্জিত বুদ্ধির জন্য একমাত্র নিজেকেই কর্তা বলিয়া দেখে (মনে করে), সেই দুর্বুদ্ধি কিছুই বুঝে না। ১৬

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো
বুদ্ধির্ যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্
ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭

যাহার এই ভাবনা আছে—আমি কর্তা নহি,—যাহার বুদ্ধি (কোনও পদার্থে বা কামনায়) লিপ্ত নহে, সে এই সমস্ত লোককে মারিলেও—কাহাকেও মারে না, (এবং) (কর্মফলের দ্বারা) বদ্ধ হয় না। ১৭

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা
ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি
ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনের মানসিক বিচারই কর্মে প্রেরণা দেয় ; করণ, কর্ম ও কর্তা—এই তিন হইল কর্মসংগ্রহ—যখন বাহ্য ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ১৮

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ
ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে
যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯

জ্ঞান (ত্রিবিধ), কর্ম (ত্রিবিধ) ও কর্তা (ত্রিবিধ) গুণের ভেদ-অনুসারে তিন-প্রকারেরই হয়—ইহা ত্রিগুণের আলোচনা-কারক শাস্ত্রে (সাংখ্যে) বলা হইয়াছে; সেগুলি যেমন যেমন তাহাও শ্রবণ কর। ১৯

★

সর্বভূতেষু যেনৈকং
ভাবম্ অব্যয়ম্ ঈক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু
তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০

পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট পদার্থে অবিভক্ত অবিকারী একটি সত্তাকে যে জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জান। ২০

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং
নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু
তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

যে জ্ঞানের দ্বারা সকল পদার্থে বিভিন্ন প্রকারের অনেক ভাব পৃথক্ পৃথক্ বলিয়াই জানা যায় তাহাকে রাজস জ্ঞান বলিয়া জান। ২১

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্
কার্যে সক্তম্ অহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ
তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

যে বিচারশূন্য তুচ্ছ জ্ঞান, সত্য তত্ত্ব না জানিয়া, 'ইহাই ত সব' এরূপ মনে করিয়া (কারণের কোনও সন্ধান না রাখিয়া) কোনও একটি 'কার্যে' (শরীরাদিতে) আসক্ত হয়—তাহা তামস নামে অভিহিত। ২২

★

নিয়তং সঙ্গরহিতম্
অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম
যৎ তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে॥ ২৩

যে কর্ম শাস্ত্র-নির্দিষ্ট, আসক্তি-শূন্য, ভাল-লাগা বা মন্দ-লাগার ভাব হইতে যাহা অনুষ্ঠিত নহে, এমন কর্ম এবং ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছাহীন ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত যে কর্ম—সেই কর্ম সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়। ২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম
সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং
তদ্ রাজসম্ উদাহৃতম্॥ ২৪

যে কর্ম ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং (ফলাকাঙ্ক্ষা থাকায়) বহু পরিশ্রমে অনুষ্ঠিত—তাহা রাজস বলিয়া পরিচিত। ২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্
অনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম
যৎ তৎ তামসম্ উচ্যতে॥ ২৫

পরে কি হইতে পারে, নাশ হইবে কি-না, অন্যের অনিষ্ট হইবে কি-না, নিজের সামর্থ্য কতটুকু—এ সমস্তই বিচার না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা তামস বলিয়া উক্ত হয়। ২৫

★

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী
ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্ নির্বিকারঃ
কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬

যিনি আসক্তি-শূন্য, 'আমিই কর্তা' ইহা যিনি বলেন না, কর্মের সাফল্য-বৈফল্য-সম্বন্ধে যিনি মানসিক পরিবর্তন-রহিত, অথচ অধ্যবসায়- ও উৎসাহ-যুক্ত (হইয়া কর্ম করেন) এরূপ কর্তা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হন। ২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্
লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা
রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ২৭

বিষয়াসক্ত, কর্মফলে অভিলাষী, লোভী, অন্যের অনিষ্ট হইলেও নিজের ইষ্টসাধন-স্বভাব-বিশিষ্ট, অপবিত্র, কর্ম-সাফল্যে আনন্দিত ও কর্মের অসাফল্যে দুঃখিত—এরূপ কর্তা রাজস বলিয়া সর্বত্র খ্যাত। ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ
শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ
কর্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮

অস্থিরবুদ্ধি, সাধারণ অসভ্য, গর্বিত, কপট, নিষ্ঠুর, অলস, সদাই বিষণ্ণ, দীর্ঘসূত্রী—এরূপ কর্তা তামস বলিয়া উক্ত হয়। ২৮

★

বুদ্ধের্ ভেদং ধৃতেশ্চৈব
গুণতস্ ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ
পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধির এবং ধৃতিরও,—গুণানুসারে তিন প্রকার ভেদ হয়; পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নিঃশেষে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ
কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি
বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০

যয়া ধর্মম্ অধর্মং চ
কার্যং চাকার্যম্ এব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি
বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১

অধর্মং ধর্মম্ ইতি যা
মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ
বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২

★

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে
মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা
ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩

যয়া তু ধর্মকামার্থান্
ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী
ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং
বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা
ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩৫

★

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কোন্‌টি করা উচিত, কোন্‌টি উচিত নহে, কাহাকে ভয় করিতে হইবে, কাহাকে ভয় করিতে হইবে না, কি কারণে বন্ধন হয়, কি উপায়েই বা বন্ধন হইতে মুক্তি হয়,—যে বুদ্ধি (বিচার করিয়া) ইহা জানে, হে পার্থ! তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। ৩০

হে পার্থ! যাহার দ্বারা ধর্ম-অধর্ম, কার্য-অকার্য (বিচার করা হইলেও) ঠিক ঠিক ভাবে জানা হয় না—এমন বুদ্ধি রাজসী। ৩১

হে পার্থ! যে বুদ্ধি তমোগুণ-দ্বারা অভিভূত হইয়া অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করে এবং সমস্ত বিষয়ই বিপরীত (উল্টা) বুঝে—সেই বুদ্ধি তামসী। ৩২

যে অবিচলিত 'ধৃতির' (মনের ধারণা-বৃত্তির) সাহায্যে (সাত্ত্বিক) কর্তা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে (সাম্যবুদ্ধি বা কর্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ-রূপ) যোগের দ্বারা ধরিয়া থাকেন; হে পার্থ! তাহা সাত্ত্বিক 'ধৃতি'। ৩৩

হে অর্জুন! আসক্ত ও ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তি যে 'ধৃতি'র দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কামকে (আঁকড়াইয়া) ধরিয়া থাকে,—হে পার্থ! তাহা রাজসী 'ধৃতি'। ৩৪

হে পার্থ! যে 'ধৃতি' থাকাতে দুর্বুদ্ধি মানুষ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষণ্ণতা এবং (ধন-জন-কুল-নিমিত্ত) গর্বকে ত্যাগ করিতে পারে না (যেন পোষণ করিয়া থাকে), তাহা তামসী 'ধৃতি'। ৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং
শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র
দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

যৎ তদগ্রে বিষমিব
পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্
আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

হে ভরতর্ষভ! এখন তিন প্রকারের সুখের তত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর।

অভ্যাসের ফলেই মানুষ যাহাতে তৃপ্তি পায় এবং দুঃখ-নিবৃত্তি লাভ করে; যাহা প্রথমে বিষের ন্যায় (অনুপাদেয়) (হইলেও) শেষে অমৃতের ন্যায় (উপাদেয়), নিজের বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন এমন যে-সুখ তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত। (৬।২১, ২২ দ্রষ্টব্য।) ৩৬, ৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্
যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব
তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

বিষয়-সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগে উৎপন্ন যে সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় (হইলেও) শেষে বিষের ন্যায়, সেই সুখ রাজস বলিয়া পরিচিত। ৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ
সুখং মোহনম্ আত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং
তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ৩৯

আর, যে সুখ প্রথমে এবং শেষেও আত্মার অর্থাৎ কর্তার মোহকারী এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ (অনবধানতা, ভ্রান্তি) হইতে উপজাত—তাহা তামস বলিয়া উক্ত হয়। ৩৯

★

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা
দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্ মুক্তং
যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্ গুণৈঃ ॥ ৪০

পৃথিবীতে, আকাশে বা দেবতার ভিতরেও (দেবলোকেও) এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ হইতে মুক্ত। ৪০

★

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং
শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি
স্বভাবপ্রভবৈর্ গুণৈঃ ॥ ৪১

হে শত্রুতাপন! প্রকৃতিজাত গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্মসমূহের ভেদ হইয়াছে। ৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শমো দমস্তপঃ শৌচং
ক্ষান্তির্ আর্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যং
ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ ৪২

প্রকৃতি হইতে জাত ব্রাহ্মণকর্ম হইতেছে—অন্তরেন্দ্রিয়-সংযম, বহিরিন্দ্রিয়-সংযম, স্বধর্মানুষ্ঠানে ক্লেশস্বীকার, বাহ্য-আন্তর-পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, অধ্যাত্মজ্ঞান, বিবিধ শাস্ত্রের জ্ঞান এবং (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ হইতে পৃথক্ অন্য) **কিছু আছে** এই বোধ। ৪২

শৌর্যং তেজো ধৃতির্ দাক্ষ্যং
যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানম্ ঈশ্বরভাবশ্চ
ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩

প্রকৃতি হইতে জাত ক্ষত্রিয়কর্ম হইতেছে—শূরতা, প্রভাব, 'ধৃতি' (ধৈর্য), দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব করার ভাব। ৪৩

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং
বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম
শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

প্রকৃতি হইতে জাত বৈশ্যকর্ম হইতেছে—কৃষি, গোপালন ও অন্যান্য পশুপালন এবং বাণিজ্য ; প্রকৃতিজাত শূদ্র-কর্ম হইতেছে (অকপট) সেবা। ৪৪

★

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ
সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং
যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

নিজ নিজ স্বভাব-বিহিত কর্মে সর্বতোভাবে নিযুক্ত (এবং আনন্দ পাইতে অভ্যস্ত) মনুষ্য (ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ) চরম সিদ্ধিলাভ করে ; স্বকর্মে-নিরত মনুষ্য যে হেতুতে, যে যুক্তিতে, যে রূপে সিদ্ধি লাভ করে তাহা শ্রবণ কর। ৪৫

যতঃ প্রবৃত্তির্ ভূতানাং
যেন সর্বম্ ইদং ততম্।
স্বকর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য
সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

যাঁহা হইতে সমস্ত পদার্থের (মনুষ্যেরও) উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা এই সব ব্যাপ্ত (যিনি জগৎরূপ বস্ত্রের 'টানা'ও বটেন, 'পোড়েন'ও বটেন), তাঁহাকে মানুষ নিজ স্বধর্মানুষ্ঠান-দ্বারা সর্বতোভাবে পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে (অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়)। ৪৬

★

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ
পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম
কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

(অতএব) সহজে অনুষ্ঠিত অন্যের ধর্ম হইতে নিজের ধর্ম (স্বধর্ম) দোষযুক্ত (বলিয়া কাহারও মনে) হইলেও স্বধর্ম প্রশস্ততর ; কেন-না স্বভাব- (অর্থাৎ গুণস্বভাব) দ্বারা নির্দিষ্ট (১৮|৪১-৪৫) স্বকর্ম করিতে থাকিলে কেহই পাপ প্রাপ্ত হয় না। ৪৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহজং কর্ম কৌন্তেয়
সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা(ঃ) হি দোষেণ
ধূমেনাগ্নির্ ইবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

হে কৌন্তেয়! যে কর্ম সহ-জ (অর্থাৎ জন্মের সময়েই গুণকর্ম-দ্বারা নির্দিষ্ট) তাহা দোষযুক্ত (কাহারও দৃষ্টিতে হীন) হইলেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে; যেমন অগ্নি (কিছু-না-কিছু) ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই সকল প্রকারের কর্ম কোন-না-কোনও দোষের (ত্রুটির) দ্বারা আবৃত (সংশ্লিষ্ট) থাকে। ৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র
জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং
সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

কোনও কিছুতে আসক্তি না রাখিয়া, মনকে জয় করিয়া, কামনাত্যাগ করিয়া, কর্মফলের ত্যাগের দ্বারা মানুষ নিষ্কর্মতা-(কর্ম করা সত্ত্বেও কর্মফলের দ্বারা বন্ধনের অভাব) রূপ সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধি অধিকার করিয়া থাকে। ৪৯

★

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম
তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয়
নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০

পূর্বোক্ত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি-প্রাপ্ত মানুষ যে রীতিতে, জ্ঞানের যাহা শেষ-প্রতিষ্ঠা সেই ব্রহ্ম—প্রাপ্ত হন, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট বুঝিয়া লও। ৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো
ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা
রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১

শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধারণাশক্তির দ্বারা অন্তঃকরণকে সংযত করিয়া, শব্দাদি বিষয়-সমূহ ত্যাগ করিয়া এবং রাগ-দ্বেষকে বিশেষ-ভাবে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ৫১

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী
যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং
বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

পবিত্র স্থানে একান্তে থাকার অভ্যাস করিয়া, লঘুভোজনকারী হইয়া, কায়মনো-বাক্যকে সংযত করিয়া সর্বদা অধ্যাত্ম-চিন্তাশীল থাকিয়া, বৈরাগ্যকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া, ৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং
কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো
ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, ভোগের উদ্দেশ্যে ভোগ্য পদার্থের সংগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, 'আমার'-বোধ ত্যাগ করিয়া, যিনি সকল প্রকার বিক্ষেপ-রহিত হইয়াছেন—তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হন। ৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু
মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ৫৪

ব্রহ্মভূত ব্যক্তির মন প্রসন্ন (স্বচ্ছ) হইয়া যায়, তিনি (কোনও-কিছুর প্রতি) দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা রাখেন না; তিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া 'আমার' প্রতি সর্বোত্তম ভক্তি অর্থাৎ প্রীতির ভাব লাভ করেন। ৫৪

ভক্ত্যা মাম্‌ অভিজানাতি
যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা
বিশতে তদনন্তরম্‌॥ ৫৫

এই ভক্তির সাহায্যে তিনি সর্বতোভাবে আমাকে জানিতে পারেন—আমি যত বড় বা যত ক্ষুদ্র, সত্য সত্যই যাহা আমি; তখন তত্ত্বতঃ আমাকে জানিয়া তৎকালেই আমাতে প্রবেশ করেন। ৫৫

সর্বকর্মাণ্যপি সদা
কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদ্‌ অবাপ্নোতি
শাশ্বতং পদম্‌ অব্যয়ম্‌॥ ৫৬

আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্বদা সকল প্রকার কর্ম করিতে থাকিলেও মানুষ আমার অনুগ্রহে নিত্য, অবিকারী স্থান প্রাপ্ত হয়। ৫৬

*

চেতসা সর্বকর্মাণি
ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগম্‌ উপাশ্রিত্য
মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭

মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম (কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা) আমাতে সংন্যাস (সমর্পণ) করিয়া, মৎপরায়ণ তুমি সমবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া সর্বদা মন আমাতে লাগাইয়া রাখ। ৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি
মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বম্‌ অহঙ্কারা-
ন্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮

মন আমাতে লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, তুমি আমার অনুগ্রহে সকল সঙ্কট (শুভ-অশুভের বন্ধন) অতিক্রম করিবে, আর যদি অহঙ্কার অবলম্বন করিয়া ইহা না শোন (কর্মযোগের রহস্য জানিয়া যদি নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠান না কর) তবে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে (তত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইবে)। ৫৮

★

যদহঙ্কারম্‌ আশ্রিত্য
ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে
প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ ৫৯

অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যে, মনে করিতেছ—'যুদ্ধ করিব না'—তোমার এই সিদ্ধান্ত বৃথা; কেন-না তোমার প্রকৃতি (স্বভাব,—যাহা তোমার সহ-জ ধর্ম দিয়াছে) তোমাকে (যুদ্ধে) নিযুক্ত করিবেই। ৫৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাবজেন কৌন্তেয়
নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ
করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০

হে কৌন্তেয়! তোমার স্বভাবজ কর্ম-দ্বারা বদ্ধ তুমি; মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, নিজে অবশ থাকিয়াও (প্রকৃতির বশে) তুমি তাহা করিবেই। ৬০

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং
হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি
যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১

হে অর্জুন! ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; (নিজ) মায়ার দ্বারা, যন্ত্রে আরোপিত (পুত্তলিকার) ন্যায়, সকল পদার্থকেই তিনি ভ্রমণ করাইতেছেন। ৬১

তম্ এব শরণং গচ্ছ
সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং
স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২

হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁহাকেই আশ্রয় কর; তাঁহার প্রসাদে সর্বোত্তম শান্তি, নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। ৬২

ইতি তে জ্ঞানম্ আখ্যাতং
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ
যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

এরূপে, আমার দ্বারা, গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তর অতি গূঢ় জ্ঞান তোমাকে বলা হইল; এই জ্ঞানের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা কর। (তোমার ইচ্ছা এখন আর 'অযথা' থাকিতে পারে না।) ৬৩

★

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ
শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়ম্ ইতি
ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪

সকল গুহ্য বিষয়ের মধ্যে অতিগুহ্য আমার শেষ-কথা পুনঃ শোন; তুমি যে আমার অতিশয় অভিলষিত, এ জন্যই তোমায় হিতকর কথা বলিব। ৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো
মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মাম্ এবৈষ্যসি সত্যং তে
প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫

তোমার সকল মনন, সকল ভজন, সকল যজন আমাকে কেন্দ্র করিয়া চলিতে থাকুক—তুমি এরূপ হও; আমার কাছে তুমি (তোমার অহঙ্কার) নত হও; আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমাতেই আসিবে; তুমি যে আমার আপন জন। ৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য
মাম্ একং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

(অহিংসা, যাগযজ্ঞ, ইষ্টাপূর্ত, দান, সত্য-কথন, অস্তেয়, অক্রোধ, চতুর্থাশ্রমের সংন্যাস-ধর্ম প্রভৃতি) সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া, (বহুর, নানার, বিভক্তের মধ্যেও) এক যে আমি—সেই আমাকে (এককে) আশ্রয় কর; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ (কর্মবন্ধন) হইতে মুক্ত করিব ; (নানা ধর্মের ত্যাগে) দুঃখ করিও না, ভয় করিও না। ৬৬

*

ইদং তে নাতপস্কায়
নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং
ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ৬৭

যে তপস্যা (তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা) করে না, যে (এক অদ্বয় তত্ত্বকে) ভজন করে না (ভালবাসে না), যে এসব কথা শুনিতে চাহে না—তাহাকে ইহা বলা উচিত নহে; আর, যে আমাকে (ইন্দ্রিয়াতীত, অধোক্ষজ, পরম সত্যকে) দ্বেষ করে তাহাকেও ইহা বলা উচিত নহে। ৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং
মদ্‌ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা
মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮

যিনি এই পরমগোপনীয় তত্ত্ব আমার ভক্তদিগকে (যাহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, প্রীতি-সম্পন্ন তাহাদিগকে) বুঝাইয়া বলিবেন, তিনি সর্বসংশয়-শূন্য হইয়া আমাতে ভক্তিলাভ করিয়া আমাতেই আসিবেন। ৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু
কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদ্
অন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯

এই ব্যক্তি অপেক্ষা মনুষ্যগণ-মধ্যে আমার প্রিয়-কর্মকারী আর কেহই নাই; এই ব্যক্তি অপেক্ষা পৃথিবীতে অন্য কেহ আমার বেশী আপন হইবে না। ৬৯

*

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং
ধর্ম্যং সংবাদম্ আবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহম্
ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ॥ ৭০

তোমার-আমার মধ্যে এই যে ধর্মপোষক (ধর্মানুগত) কথোপকথন হইল ইহা যিনি অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহার দ্বারা আমি জ্ঞান-রূপ যজ্ঞে পূজিত হইব—ইহাই আমি মনে করি। ৭০

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ
শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্
প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥ ৭১

শ্রদ্ধাশীল এবং দ্বেষবুদ্ধি-শূন্য যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে, সেও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যানুষ্ঠানকারীদের শুভলোক সকল প্রাপ্ত হইবে। ৭১

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ
ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ
প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

হে পার্থ! আমি জানিতে চাহি, তুমি অবিক্ষিপ্ত মনে ইহা শুনিয়াছ কি-না; হে ধনঞ্জয়! আরও জানিতে চাহি, তোমার অজ্ঞান-জনিত মোহ সম্পূর্ণ সরিয়া গিয়াছে কি-না। ৭২

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্ লব্ধা
ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ
করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

অর্জুন বলিলেন—

হে অচ্যুত তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ (২।৭) সরিয়া গিয়াছে, স্মৃতি পুনঃ লাভ করিয়াছি (আমি যে ক্ষত্রিয়, ধর্ম্যযুদ্ধ যে আমার স্বভাবজ কর্ম—এই বোধ ফিরিয়া পাইয়াছি); দণ্ডায়মান হইয়াছি; সন্দেহ (২।৪, ৬) দূর হইয়া গিয়াছে; তোমার আদেশ পালন করিব। ৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য
পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদম্ ইমম্ অশ্রৌষম্
অদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

সঞ্জয় বলিলেন—

বাসুদেব এবং মহাত্মা অর্জুনের এই অদ্ভুত রহস্যযুক্ত রোমাঞ্চকর কথোপকথন আমি সাক্ষাৎ শুনিয়াছি। ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবান্
এতদ্ গুহ্যম্ অহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ
সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

এই পরম গূঢ় কর্মযোগতত্ত্ব, (অচিন্তনীয় সামর্থ্যবান্) যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজে বলিতেছিলেন তখনই সাক্ষাৎ তাঁহার মুখ হইতে, ব্যাসদেবের অনুগ্রহে, আমি শুনিয়াছি। ৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য
সংবাদম্ ইমম্ অদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং
হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬

হে রাজন্! কেশব ও অর্জুনের এই অদ্ভুত, পবিত্রতাসম্পাদক কথোপকথন যতই স্মরণ করিতেছি, ততই বারবার আমি রোমাঞ্চিত হইতেছি। ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য
রূপম্ অত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্
হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

আরও, শ্রীহরির সেই অতি আশ্চর্য বিশ্বরূপ যতই স্মরণ করিতেছি, ততই হে রাজন্! আমার বিস্ময় হইতেছে; পুনঃ পুনঃ আমি রোমাঞ্চিত হইতেছি। ৭৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো
যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্
ধ্রুবা নীতির্ মতির্ মম ॥ ৭৮

যে ব্যাপারে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যে ব্যাপারে গাণ্ডীবধারী অর্জুন আছেন, সে ব্যাপারে, (সে স্থানে) শোভা, জয়লাভ, ঐশ্বর্য, সম্পৎ এবং অচলা সন্নীতি (অটল ন্যায়ধর্ম) বর্ত্তমান আছে—ইহাই আমার, সঞ্জয়ের অভিমত। ৭৮

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **মোক্ষসংন্যাসযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥**

ওঁ তৎ সৎ

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—মোক্ষসংন্যাসযোগ (কাম্য কর্ম সংন্যাস) নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ওঁ তৎ সৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা

'গীতা' শব্দের ও গ্রন্থের নামের ব্যাখ্যা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষৎ। উপনিষৎ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা।

গীতা কি? গীতা=√গৈ+ক্ত + স্ত্রী, আ, বিশেষণ পদ; উপনিষৎ শব্দের বিশেষণ গীতা; উপনিষৎ শব্দ হইতেছে স্ত্রীলিঙ্গ।

বিশেষণের দ্বারাই বিশেষ্য-প্রতিপত্তি হইলে অর্থাৎ বিশেষ্য বুঝাইলে বিশেষ্যের প্রয়োগ না করিলেও চলে; এই জন্যই উপনিষৎ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া শুধু 'গীতা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

গীতা শব্দের অর্থ, যাহা গান করা হইয়াছে; যে উপনিষৎ-বিদ্যা মধুর করিয়া বলা হইয়াছে তাহা **গীতা**। কে এই গান করিয়াছেন? শ্রীমান্ সর্বশক্তিশালী, সর্বজ্ঞানময় ভগবান্ এই গান করিয়াছেন। সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, সম্পৎ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাঁহার আছে তিনি ভগ-বান্।

গ্রন্থের পূরা নাম—'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষৎ'; সংক্ষেপে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা; আরও সংক্ষেপে, **গীতা**।

শঙ্করাচার্য স্বীয় শারীরকমীমাংসাভাষ্যে গীতার উল্লেখ করিয়াছেন—'ভগবদ্‌গীতা' বলিয়া, যথা—ব্রহ্ম. সূ. ১।৩।২৩—'স্মর্যতে ভগবদ্‌গীতাসু,' এবং 'ঈশ্বরগীতা' বলিয়া, যথা—ব্র. সূ. ২।১।১৪—'তথেশ্বরগীতাসু', 'তথাচেশ্বরগীতাসু'—গৌরবে বহুবচন, যেমন প্রত্যেক অধ্যায়-শেষে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু'।

মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ২৫-৪২ অধ্যায়—এই ১৮ অধ্যায়—গীতা।

প্রথম অধ্যায়

১। কুরুক্ষেত্র (মহা. শল্য. ৫৩) প্রাচীন কাল হইতেই ধর্মক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। সমবেতাঃ—মিলিত। মামকাঃ—আমার পুত্রগণ (মমক + অণ্; তবক-মমকৌ একবচনে)। পাণ্ডবাশ্চৈব—পাণ্ডুনন্দনগণ। কিমকুর্বত—কি করিয়াছিল; অতীত কাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুদ্ধের ১০ দিন অতীত হইবার পর ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন। ভীষ্ম তখন আহত হইয়াছেন। সঞ্জয়—ব্যাসের নিকট দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মহা. ভীষ্ম. ২), (গীতা ১৮।৭৫)।

যুযুৎসবঃ —যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ; যাহারা যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা লইয়া সমবেত, তাহারা ত যুদ্ধই করিবে ; অতএব 'কিমকুর্বত'—এ প্রশ্নের তাৎপর্য এই—ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে দুর্যোধন কি পাণ্ডবদিগকে ন্যায্য রাজ্য দিল,—যুধিষ্ঠিরাদি কি সন্ধি করিয়া ফিরিয়া গেলেন?

২। ব্যূঢ়ং—ব্যূহে সন্নিবেশিত ; ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস-ভঙ্গীতে সজ্জিত ; দণ্ড, বজ্র, শকট, বরাহ প্রভৃতি নানা আকারে ব্যূহ-রচনার কথা মহাভারতে, মনুসংহিতায় (৭ম অধ্যায়) দেখা যায়।

৩। দ্রুপদপুত্রেণ—ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা।

৪। মহেষ্বাসাঃ—মহা + ইষু + আসাঃ —মহাধনুর্ধর। যুযুধানঃ—সাত্যকি। কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্—বীর্যবান্ কাশিরাজ। মহারথাঃ—পারিভাষিক শব্দ, প্রকাণ্ড বীর।

৫। পুরুজিৎ-কুন্তিভোজঃ—কুন্তিভোজপুত্র পুরুজিৎ।

৭। সংজ্ঞার্থং—নাম জানাইবার জন্য তাহাদের উল্লেখ করিতেছি।

৮। সমিতিঞ্জয়ঃ—রণজয়ী কৃপ। সৌমদত্তিঃ—সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা।

১০। অপর্যাপ্তম্—অ + পরি + আপ্তম্—অসংখ্য। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্—ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত। √ভী + নিচ্—ষুক্, আত্মনেপদ—স্বয়মেব ভীষয়তে, যিনি স্বয়ং ভয়ের কারণ, তিনি ভীষ্ম। √ভী + নিচ্, পরস্মৈপদ—যিনি অন্য বস্তুর দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন, তিনি ভীম। ভীমাভিরক্ষিতম্— (১।৩) ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা বজ্রব্যূহ রচিত হইলেও—ভীম ব্যূহের পুরোভাগে অবস্থান করিতেছিলেন।

১১। অয়নেষু—ব্যূহের প্রবেশদ্বারে। যথাভাগং অবস্থিতাঃ—আপনাদের নিজের নিজের নিয়োগ-অনুসারে থাকিয়া। ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু—আপনারা ভীষ্মকেই রক্ষা করুন। শিখণ্ডীকে দেখিলেই ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করিতে পারেন, অতএব আপনারা শিখণ্ডী হইতে তাঁহাকে রক্ষা করুন। অন্য সকল যোদ্ধাকে স্বয়ং ভীষ্মই বধ করিতে সমর্থ।

১২। বিনদ্য—শব্দ করিয়া, গর্জন করিয়া।

১৪। শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে—চারিটি শ্বেত-অশ্ব-যুক্ত রথে। তিনটি না হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কৃতে বহুবচন হয় না; তিনটি হয় (অশ্ব) জুতিলে ঠিকমত চালানো যায় না, তাই এখানে ৪ অশ্বই অর্থ।

১৭। কাশ্যশ্চ—কাশিরাজও।

২০। ব্যবস্থিতান্—সজ্জিত। কপিধ্বজঃ—অর্জুনের রথের চিহ্ন হনুমান্। প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে—শস্ত্রপাতের সময় উপস্থিত হইলে। ধনুঃ উদ্যম্য—গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়া।

২২। যাবৎ—যতক্ষণ। নিরীক্ষে—আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখি (ততক্ষণ রথ রাখ)। যোদ্ধুকামান্—যোদ্ধুং কামঃ যেষাং তান্ (তুং কামমনসোরপি, তুমের সঙ্গে কাম ও মনস্ শব্দের সমাস হয়)—যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা যাহাদের।

২৪। হৃষীকেশঃ—হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং ঈশঃ—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। গুড়াকেশেন—অর্জুনের দ্বারা; গুড়াকা—নিদ্রা; গুড়াকেশঃ—যিনি নিদ্রা- বা আলস্য-জয়ী।

২৮। পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ—অত্যন্ত দৌর্বল্যের দ্বারা আবিষ্ট, আক্রান্ত হইয়া; অত্যন্ত দুর্বলতা অর্জুনের মন ও দেহকে আক্রমণ করায়; মন ও দেহের সর্বাংশে প্রবেশ (আ+√বিশ্) করায়; √কৃপ্—দৌর্বল্যে, চুরাদিগণীয়; ধাতুপাঠ, ৩৫।১৭। [২।১ ও ২।৩ দ্রষ্টব্য]। বিষীদন্—বিষণ্ণ হইয়া। দুর্বলতার লক্ষণ—

২৯। গাত্রাণি সীদন্তি—অঙ্গ সকল অবসন্ন, শিথিল হইতেছে।

৩০। সংস্রতে—স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। অবস্থাতুং ন শক্নোমি—দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না (√স্থা=দাঁড়ান); রথে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করাই রীতি ছিল। (১।৪৭ 'উপাবিশৎ'—বসিয়া পড়িলেন।) মনঃ ভ্রমতি ইব—মন যেন ঘুরিতেছে।

৩১। বিপরীতানি নিমিত্তানি পশ্যামি—আমি দুর্লক্ষণ-সমূহ দেখিতেছি। ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি—মঙ্গল দেখিতে পাইতেছি না; স্বজনবধে কল্যাণ হইবে না।

৩২। রাজ্যেন ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্? রাজ্য, উপভোগের ব্যবস্থা—এমন কি প্রাণ থাকিলেই-বা তাহার দ্বারা আমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? (ব্যাকরণ—কিম্ যোগে তৃতীয়া।)

৩৩। প্রাণান্ ত্যক্ত্বা—প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া।

৩৫। ঘ্নতঃ—(√হন্+শতৃ, দ্বিতীয়া বহুবচন) ইহারা আমাকে মারিতে থাকিলেও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৬। আততায়িনঃ—যদিও ইহারা আততায়ী।

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ॥

—গৃহে অগ্নিদাতা, বিষদানকারী, মারিবার জন্য শস্ত্রধারী, সম্পত্তি-হরণ-কর্ত্তা, ক্ষেত্র বা জমির হরণকারী এবং পত্নীহরণকারী—এই ছয় জন আততায়ী ; ইহাদের বধে পাপ নাই।

৩৮। ইহারা ত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তবে তোমার এ চিন্তা কেন? লোভোপহত-চেতসঃ—লোভে যাহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৪০। কুলক্ষয়ে দোষ। অধর্মঃ কৃৎস্নং কুলং অভিভবতি—অধর্ম সমগ্র কুলের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে।

৪১। বর্ণসঙ্করঃ—পারিভাষিক শব্দ ; সাধারণ অর্থ এখানে যাহা বিবক্ষিত তাহা এই,—স্ত্রীলোকগণ বিপথগামী হইলে পুরুষান্তর-সংযোগে তাহাদের সন্তানাদি হয়। ফলে—

৪২। সঙ্করঃ নরকায় এব—সঙ্কর নরকেরই কারণ হয়। পিতরঃ পতন্তি—পিতৃপুরুষের পতন হয়। লুপ্তপিণ্ডোদক-ক্রিয়াঃ—পিতৃগণের পিণ্ডদানাদি বা তর্পণাদি লুপ্ত হয়। কে কাহার শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিবে?—অনেক ক্ষেত্রেই ত পিতার পরিচয় পর্যন্ত সঙ্করেরা জানিবে না।

৪৩। জাতিধর্মাঃ—জাতির বৈশিষ্ট্য। শাশ্বতাঃ কুলধর্মাঃ—পুরাতন কুলাচার, পরম্পরাগত নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি।

৪৫। রাজ্যসুখলোভেন—রাজ্যসুখের লোভে। মহৎপাপং কর্তুং ব্যবসিতাঃ—আমরা মহাপাপ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। [২।৩৮ যুদ্ধ করা অথচ পাপভাগী না হওয়ার উপায়।]

৪৬। অশস্ত্রং—শস্ত্রপরিত্যাগকারী আমাকে। শস্ত্রপাণয়ঃ—শস্ত্রধারীরা। হন্যুঃ—যদি আমাকে মারিয়া ফেলে। ক্ষেমতরং ভবেৎ—তাহা আমার পক্ষে অধিক মঙ্গলের বিষয় হইবে। (২।৬ 'গরীয়ঃ' দ্রষ্টব্য।) 'কৃপা'-বিষ্ট অর্জুন যেন একটা সিদ্ধান্তকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহেন।

৪৭। শোকসংবিগ্নমানসঃ—শোকে (স্বজন-বিয়োগের দুঃখে) যাঁহার মন একেবারে ভীত, চঞ্চল হইয়াছে। [√ওবিজী ভয়-চলনয়োঃ।] এই অবস্থা দয়া বা করুণার ফল নহে। ইহা দুর্বলতার লক্ষণ। উপস্থ—ক্রোড়দেশ ; রথোপস্থে—রথের ভিতরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাবিশৎ—বসিয়া পড়িলেন (১৮।৭৩—দাঁড়াইলেন); রথে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করাই তখন রীতি ছিল।

এইরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত, উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগশাস্ত্রে—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন-রূপে প্রকাশিত—অর্জুনের বিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

*

প্রত্যেক অধ্যায়ের নামকরণ করা হইয়াছে এবং নামের শেষে 'যোগ' কথাটি বসানো হইয়াছে। এই যোগ কথাটিকে যদি ব্যুৎপত্তি-গত অর্থে (√যুজ্ হইতে যোগ) লওয়া যায় তবে এরূপ বুঝায়, যে-ব্যাপারে কোনও ব্যক্তি অন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে তাহা 'যোগ'। অর্জুন ভীত, বিষণ্ণ হইয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিজের বক্তব্য নিবেদন করিয়া (অর্থাৎ তাঁহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া) পথের নির্দেশ চাহিতেছেন।

বিষাদের কথা নিবেদন করিয়া অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; ইহা অতি সাধারণ যোগ বা সম্বন্ধ; তথাপি অন্য কাহারও সহিত যোগ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যোগ—'এহো' ভাল নহে কি?

F. T. Brooks এই যোগের অনুবাদ করিয়াছিলেন—'*At-one-ment.*'

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। কৃপয়া আবিষ্টং—১।২৮ দ্রষ্টব্য। তথা—সেই প্রকারে—১।২৭-৩০। বিষীদন্তং—বিষীদন্ (১।২৮)+২য়া একবচন।

২। অনার্যজুষ্টম্—যাহা আর্যগণদ্বারা সেবিত **নহে**, অস্বর্গ্যম্—যাহা স্বর্গপ্রাপক **নহে**, অকীর্তিকরম্—যাহা কীর্তিকর **নহে**; এই তিন শব্দেরই 'নেতি'- বাচক অর্থ; অনার্যগণের দ্বারা সেবিত—এরূপ অর্থ নহে। ১৭।৫—'অশাস্ত্রবিহিতং' দ্রষ্টব্য; যাহা শাস্ত্রবিহিত **নহে**, ইহাই অর্থ। যাহা-কিছু সুন্দর, পবিত্র, মহৎ ইত্যাদি তাহাই প্রাচীন কালে 'আর্য' শব্দের দ্বারা সূচিত হইত। অন্যায়, অনিষ্টকর কিছু ঘটিলে লোকে চীৎকার করিত 'অনার্যং', 'অনার্যম্' (অর্থাৎ ইহা ভদ্রলোকের উচিত কার্য নহে)। কশ্মলম্—মোহ। মহাভারতে নানাস্থানে এই শব্দ আছে।

৩। পার্থ! —পৃথা+ষ্ণ সম্বোধনে; পৃথা-(কুন্তী, পিসীমা) র পুত্র! পরন্তপ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—শত্রুবিজয়িন্ ! ক্লৈব্যং, হৃদয়দৌর্বল্যং—অর্জুনের কৃপাবিষ্ট ভাবকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিলেন—ক্লীবত্ব, দৌর্বল্য বলিয়া।

৪। সংখ্যে—যুদ্ধে। পূজার্হৌ—পূজার যোগ্য যে দুইজন।

(বিণ) (বি)
৫। **অন্বয়**। মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা হি ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ
(বিণ) (বি)
অর্থকামান্ গুরূন্ হত্বা তু ইহৈব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়। ৯।২১ শ্লোকে 'কামকামাঃ' দ্রষ্টব্য। 'অর্থকামাঃ' এবং 'কামকামাঃ' দুই-ই বহুব্রীহি সমাস, এবং দুইটিই বিশেষণ।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য যে অর্থের বশীভূত, এ বিষয়ে তাঁহাদেরই উক্তি প্রমাণ। তাঁহারা 'অর্থকামাঃ' অর্থাৎ অর্থকামী বা অর্থলোলুপ। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের উক্তি—মহা. ভীষ্ম.—৪৩।৩৫,৫০,৭৬

অর্থস্য পুরুষো দাসো (পুরুষ অর্থের দাস,)
দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। (অর্থ কাহারও দাস নহে।)
ইতি সত্যং মহারাজ ! (মহারাজ ! এই সত্য বলিতেছি,)
বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ (কুরুগণ-কর্তৃক আমি অর্থের বন্ধনে বদ্ধ আছি।)

অর্জুনের মনে দুইটি ভাবের তুলনা—

(বিণ) (বি)
(১) মহানুভাবান্ গুরূন্ **অহত্বা**—মহানুভাব গুরুজনকে **না মারিয়া**, ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ—ইহজগতে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া খাওয়া, বাঁচিয়া থাকাও মঙ্গলকর।

(বিণ) (বি)
(২) অর্থকামান্ গুরূন্ **হত্বা তু**—পক্ষান্তরে অর্থকামী গুরুজনকে **মারিয়া**, ইহৈব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়—ইহজগতেই রক্তলিপ্ত ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিতে হইবে।

তবেই 'অর্থকামান্' সমাসটি বহুব্রীহি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যথা—কাম্যতে (যাহা অভিলষিত)=কামঃ ; সমাস-বাক্য—**অর্থঃ কামঃ** যেষাং তে—অর্থকামাঃ ; এখন দ্বিতীয়ার বহুবচনে **অর্থকামান্** ; অর্থ—অর্থলোলুপ-, অর্থকামী (-দিগকে)। এরূপ ৯।২১ শ্লোকে **কামঃ কামঃ** যেষাং তে 'কামকামাঃ'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শ্লোকে 'তু' শব্দ লক্ষণীয়। 'তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষ-ব্যাবর্তকঃ'; অর্থাৎ যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে (না মারিয়া) তাহার বিপরীত কথা (বা অন্য কথা 'মারিয়া') দ্বিতীয় অর্ধে বলা হইতেছে, ইহাই 'তু' শব্দের অর্থ। তু—পক্ষান্তরে।

দ্রষ্টব্য—দুর্যোধনের অন্নে (অর্থে) প্রতিপালিত ভীষ্মাদি নিজদিগকে অর্থের দাস বলা সত্ত্বেও, তাঁহারা যে বিপদের সময় দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করিলেন না, ইহা তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার—মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। একদিনও যাঁহার অন্ন খাইয়া কেহ বাঁচিয়াছে—তাঁহার ঋণ কখনও শোধ করা যায় না। যুধিষ্ঠিরের পক্ষ ন্যায়-পক্ষ বটে, কিন্তু ভীষ্মাদি দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করিবেন কেন? এক্ষেত্রে ত্যাগ করা যে কৃতঘ্নতা। কৃতজ্ঞতা যে মানুষেরই ধর্ম।

৬। কতরৎ গরীয়ঃ—কোন্‌টি গুরুতর? দুইটিই গুরু; অর্জুনের মনে সংশয় হইয়াছে, কোন্‌টি গুরুতর।

৭। স্বভাব—১৮ অধ্যায় ৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কার্পণ্য—কৃপণতা=দীনতা। শিষ্য—উপদেশের পাত্র (√শাস্+ক্যপ্)। শাধি—√শাস্ লোট্ (অনুজ্ঞা) হি (তুমি উপদেশ দাও)।

৮। অসপত্নম্—শত্রুহীন, নিষ্কণ্টক।

'আত্মা নিত্য'—এই জ্ঞানের অভাবে শোকের উদয় হয়। বড় বড় কথা বলা, কিন্তু ঠিক ঠিক কাজ না করা—ইহাই ত সকল অসামঞ্জস্যের মূল।

১০। ইব—যেন; যেন হাসিয়া।

১১। প্রথমার্ধ: কর্ম ও জ্ঞানের অসামঞ্জস্য; ইহাই দূর করিতে পারে গীতার শিক্ষা বা উপদেশ। ১৮।৭৮ সঞ্জয়ের উক্তির উপরে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ১২।১৩ ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য।

১২। জাতু—কদাচিৎ, কখনও।

১৩। দেহীর দেহে কৌমার-এর পরে আসে যৌবন, কেহ কি দুঃখ করে? পরে আসে জরা; তেমনই আবার দেহীর অন্য দেহ গ্রহণ হয়। এই পরিবর্তন যে স্বাভাবিক। এই পরিবর্তন কেহ রোধ করিতে পারে না; তবে দুঃখ কিসের?

১৪। মাত্রাঃ—মীয়ন্তে আভিঃ ইতি মাত্রাঃ=ইন্দ্রিয়াণি। মীয়ন্তে যাঃ তাঃ মাত্রাঃ= বিষয়াঃ। ইন্দ্রিয়সংযোগে বিষয়গুলি সুখ দেয়, দুঃখও দেয়; ইহা সহ্য করিতে হইবে।

১৫। ব্যথয়ন্তি—চঞ্চলং কুর্বন্তি। (√ব্যথ্ চলনে।)

১৬। অন্তঃ—সিদ্ধান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭। ততম্—√তন্+ক্ত। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার। কাপড়ের 'টানা' মনে রাখিতে হইবে; তনয় (পুত্র)—যে নাম, যশ, বংশ ইত্যাদি বিস্তার করে।

১৮। অপ্রমেয়স্য—সাধারণ প্রমাণের দ্বারা যিনি জ্ঞাতব্য নহেন, তাঁহার।

২০। নায়ং ভূত্বা··· আমাদের সাধারণ জ্ঞান এই যে, 'অস্তিত্ববান্' হইতে গেলেই পূর্বে জন্ম হওয়া চাই; জগতের সকল পদার্থ-সম্বন্ধে এ কথা খাটে; কিন্তু আত্মা সেরূপ নহেন।

পদার্থের ছয় অবস্থা—'জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।'

২১। য এনং বেদ—যিনি ইহাকে জানিয়াছেন (নিত্য অবিনাশী বলিয়া)।

২২। জীর্ণানি শরীরাণি—প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয়ের জন্যই দেহ-ধারণ। প্রারব্ধ কর্মের শেষই শরীরের পক্ষে জীর্ণত্ব। মানুষের বিচারে ২।৫।২০।৫০।৬০ প্রভৃতি বৎসর বয়স্ এখানে বিবেচ্য নহে।

২৩। শস্ত্র, অগ্নি, জল, বায়ু সকল পদার্থেরই বিকারের (নাশের) হেতু।

২৪। প্রসিদ্ধ নাশকগুলি ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

২৫। ইহার অর্থাৎ দেহীর বা আত্মার যখন নাশ নাই, তখন শোক করা উচিত নহে।

২৬। **অথ চ**—অন্যরূপ কথা এখানে বলা হইতেছে।

২৭। অপরিহার্য—যাহা এড়ানো যায় না—তাহার জন্য দুঃখ বৃথা।

২৮। ভূতানি—√ভূ+ক্ত—যাহা হইয়াছে অর্থাৎ যাহা প্রকাশিত, যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; সকল পদার্থ, সকল জীব ইত্যাদি।

২৯। আশ্চর্য—আঃ চর্য; আঃ+চর্ ধাতু। যখনই মানুষ বিস্মিত হয় তখনই বলিয়া উঠে 'আঃ'! এই 'আঃ' বলিবার মত ব্যাপার বা বস্তুই আশ্চর্য। আশ্চর্যবোধের ভিতরে মনে ভয়, শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম এবং খানিকটা না-জানা, না-বুঝা ভাব থাকে। আ ইতি—কেনোপনিষৎ ৪।৪ দ্রষ্টব্য। এই আত্মার তত্ত্ব সকলে বুঝে না, আশ্চর্য হইয়া শোনে বা বলে।

৩০। আত্মা নিত্য, ইহা জানিলে ত শোক দূরীকৃত হয়। বেশ কথা, কিন্তু অন্যের দেহ-নাশ কেন করিব? উত্তর—তুমি যে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছ, যুদ্ধ যে তোমার পক্ষে কর্তব্য (৩১-৩৮)।

৩১-৩৮। এখন স্বধর্মানুষ্ঠানের কথার অবতারণা। আত্মা অজ, অবধ্য ইত্যাদি, দেহ মরিবেই—বেশ কথা; তবু অর্জুন সেই দেহকে (যাহা মরিবেই) মারিবেন কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং দেহকে বধ করিলে ত পাপ হইবে ? ৩৮ শ্লোকে দেখানো হইল—যুদ্ধ করিলেও পাপ হইবে না, যদি 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা' যুদ্ধ করা হয়।

৩৯। 'তু'—সাংখ্যে বুদ্ধিঃ অভিহিতা। যোগে 'তু' ইমাং (বুদ্ধিং) শৃণু॥ যোগঃ—কর্মযোগঃ। প্রহাস্যসি—প্র+√হা—ভবিষ্যৎ, মধ্যম পুরুষ, একচবন। '√ ওহাক্ ত্যাগে' হা+ক্ত=হীনঃ ; প্রহাস্যসি অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করিবে। কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি—কর্ম করিলেও কর্মের বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে।

৪০। অভিক্রমঃ—কর্মের আরম্ভ ; অভিক্রমস্য নাশঃ =অভিক্রমনাশঃ, আরব্ধ কর্মের নাশ বা নিষ্ফলতা। মহাভয়াৎ—মৃত্যুভয়াৎ ; ত্রায়তে—রক্ষা করে অর্থাৎ মোক্ষের পথে লইয়া যায়। (৬।৪০-৪৬)

৪১। কর্মযোগের অনুষ্ঠানকামীর নিকটে ভগবানের দাবী হইতেছে—'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ' অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা জ্ঞান। বুদ্ধিঃ একা ; বুদ্ধিঃ=বোধ, জ্ঞান (WILL), বুদ্ধয়ঃ অনন্তাঃ—এখানে বুদ্ধয়ঃ=কামনাঃ, বাসনাঃ (DESIRES).

ব্যবসায়ঃ আত্মা যস্যাঃ সা ব্যবসায়াত্মিকা (আত্মা—স্বরূপ, উপাদান, স্বভাব) ; বি+অব+√সো+ঘঞ্=ব্যবসায়ঃ। সো ধাতুর অর্থ—'অন্তকর্মণি' (ক্রিয়া) অর্থাৎ **শেষ** করা। একেবারে শেষ করিয়া বিচার করিয়া জানা। 'অবসান' শব্দ মনে রাখিতে হইবে।

ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি কামনা থাকিলে বুদ্ধি স্থির থাকে না।

(ভোগ=Possession ; ঐশ্বর্য=Power)

৪২-৪৪। পুষ্পিতা বাক্ ইত্যাদি। প্রশ্ন—তবে কি বৈদিক কর্ম করিতে হইবে না ? ভগবান্ কি বেদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করিতেছেন ? কর্মকাণ্ডও ত তাঁহারই মুখ-নিঃসৃত, তবে তিনি নিন্দা করিবেন কেন ? উত্তর খুঁজিতে হইবে 'বেদবাদরতাঃ'-র ভিতরে, 'নান্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ'-র ভিতরে। ইহার পরে 'পুষ্পিতা'র অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। পুষ্পিতা—যাহাতে পুষ্প ধরিয়াছে। বাক্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ; যেন একটি লতা, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে, দেখিতে মনোরম হইয়াছে, তাহা দেখিয়া দ্রষ্টা মোহিত হইয়াছে, এবং ভুলিয়া গিয়াছে, যে, **ফুলের পশ্চাতে** আছে সত্যকার **ফল**। বেদবাক্যের—পুষ্প ও ফল কি ?

(যাস্ক) নিরুক্ত—(১) 'যাজ্ঞ-দৈবতে পুষ্পফলে,' (২) 'দৈবতাধ্যাত্মে বা'।

(১) বেদমন্ত্রের যজ্ঞীয় অর্থই **পুষ্প**—দেবতা-সম্বন্ধীয় অর্থই **ফল** ; (২) বেদমন্ত্রের দেবতা-সম্বন্ধীয় অর্থই **পুষ্প**, অধ্যাত্ম অর্থই **ফল**।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দুই মতেরই 'পুষ্প'কে সত্য বলিয়া মনে না করিয়া অধ্যাত্ম 'ফল'কেই সত্য বলিয়া মানা উচিত। তবেই, বেদোক্ত কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদক 'শ্রুতির' উদ্দেশ্য হইতেছে—যজ্ঞকারীকে যজ্ঞীয় ও দৈবত অর্থের উপরে অধ্যাত্ম অর্থের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে আহ্বান করা; যাঁহারা বেদের এই অধ্যাত্ম অর্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়া যজ্ঞীয় বা দৈবত অর্থকেই স্বীকার করিয়া লইয়া 'নান্যৎ অস্তি ইতি' বলেন তাঁহারা 'বেদবাদরতাঃ'।

[পুষ্পিত বাক্যে মোহিত ব্যক্তির ভগবৎকথা শুনিতেও রুচি হয় না—ভাগবত ১১।২১।৩৪—

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।
মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্তাপি ন রোচতে॥]

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং—যাহাদিগের বিশেষ আসক্তি ভোগ ও ঐশ্বর্যের দিকে।

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তিই—(passion for possession and power) এ জগতে সমস্ত অনিষ্ট ও অশান্তির মূল। এই তিনটি ইংরাজী শব্দকে P. P. P. বলিয়া মনে রাখিলে ত্রিপাপচক্রের সম্পর্কে মানুষ সাবধান হইতে পারে।

৪৫। সর্বোত্তম ভোগের স্থান স্বর্গ; সেই স্বর্গ লাভ হয় কামনামূলক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে; যজ্ঞ-সম্পর্কীয় বেদবিধি—ত্রিগুণাত্মক; অতএব কামনা পূরণের জন্য যে বুদ্ধি নানাবিষয়ে ধাবিত হয়—তাহাকে স্থির করিতে হইলে ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইবে, সত্ত্ব-কে আশ্রয় করিতে হইবে।

৪৬। যাবান্ অর্থঃ=যে পরিমাণ প্রয়োজন, [যৎ+পরিমাণ অর্থে বতুপ্ প্রত্যয়=যাবান্]। তাবান্ অর্থঃ=সেই পরিমাণ প্রয়োজন; [তৎ+পরিমাণ অর্থে বতুপ্ প্রত্যয়=তাবান্]। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে=সর্ব্বস্থান জলের দ্বারা প্লাবিত হইলে—উদপানে=ক্ষুদ্র জলাশয়ে। বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য=জ্ঞান-সম্পন্ন (অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ) ব্রাহ্মণের। সর্বেষু বেদেষু=সমস্ত বেদে (এখানে কর্মকাণ্ড-বিষয়ক বেদমন্ত্রে)। **অন্বয়**—

সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে (সতি) উদপানে **যাবান্** অর্থঃ।
বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্বেষু বেদেষু **তাবান্** অর্থঃ॥

—সমস্ত স্থান জলে পরিপূর্ণ হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে পরিমাণ প্রয়োজন, জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদে (এখানে কামনা-সম্পর্কীয় কর্মকাণ্ডাত্মক বেদমন্ত্রে) সেই পরিমাণ-প্রয়োজন।

৪৭। কর্মযোগতত্ত্বের ৪টি সূত্র—পরস্পর সংলগ্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) কর্মণি এব তে অধিকারঃ। (মানুষ তুমি, কর্মেই তোমার অধিকার।) (২) ফলেষু কদাচন মা (ন) (অধিকারঃ)। (ফলে অধিকার নাই।) (যে হেতু, নানা 'নিমিত্তের' উপর ফল নির্ভর করে; 'নিমিত্ত' আয়ত্ত নহে।) অতএব (৩) কর্মফলহেতুঃ মা ভূঃ। (ফলের আকাঙ্ক্ষাই যেন তোমার কর্মের প্রেরয়িতা না হয়।) কিন্তু সাবধান, (৪) অকর্মণি তে সঙ্গঃ মা অস্তু। (তবে, কর্ম কেন করিব—এ বুদ্ধিও যেন না হয়।)

অধিকার শব্দের অর্থে সৌভাগ্য এবং দায়িত্বও স্থচিত। **অধিকার অর্জন করিতে হয়।** মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করায় এই অধিকার লব্ধ হইয়াছে। মনুষ্য-জন্ম বহু পুণ্যেরই ফল।

৪৮। যোগঃ—সিদ্ধি-অসিদ্ধি-বিষয়ে সমভাব।

৪৯। বুদ্ধিযোগাৎ—সমবুদ্ধিরূপ যোগ অপেক্ষা সাধারণ কর্ম (যাহা কোনও বিচার প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত নহে—এমন কর্ম) অবর অর্থাৎ নীচের স্তরের। কর্ম-সম্বন্ধে 'বুদ্ধি'র আলোচনা ২।৩৯ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কৃপণাঃ=দীনাঃ, তাহারা দীন, কৃপার পাত্র; 'আহা বেচারা' ইত্যাদি প্রয়োগ ইহাদের সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। 'হতভাগা'!

৫০। যুজ্যস্ব—'লেগে পড়'। উদ্যম-সহকারে চেষ্টা কর। যোগায়—কর্মযোগের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, কর্মযোগে অধিকারী হইবার জন্য। উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে জহাতি—পাপ-পুণ্য দুইটিকেই ত্যাগ করে অর্থাৎ পাপপুণ্য-হীন হয়। ইহ=ইহ জগতে, এই দেহে থাকিয়াই অর্থাৎ মোক্ষের জন্য মৃত্যুর পর পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। যোগঃ কর্মসু কৌশলম্—কর্মে নিপুণতা- (অর্থাৎ কর্ম করিয়াও পাপপুণ্য-রহিত বা বন্ধন-রহিত থাকার কৌশল) কেই যোগ (বা কর্মযোগ) বলে। কৌশলম্—কুশল+অণ্; কুশল=কুশ+লা+কঃ—কুশল তিনি যিনি নিজের হাতের অঙ্গুলি বাঁচাইয়া অর্থাৎ অঙ্গুলিতে ক্ষত না আনিয়া, রক্তপাত না করিয়া মাঠ হইতে কুশ কুঁটিতে পারেন; এই কুশল হইতে ভাববচন (abstract) বিশেষ্য হইল কৌশলম্। কর্মসু কৌশলম্—কর্ম করা হইতেছে, কিন্তু কর্ম ফলের দ্বারা বন্ধন হইতেছে না।

৫১। অনাময়ং পদম্—দুঃখশূন্য অবস্থা বা ভাব।

৫২। নির্বেদং—বিরক্তভাব; √রঞ্জ্ অর্থ হইতেছে রাঙ্গাইয়া দেওয়া বা 'রং ফলানো'; স্বচ্ছ কাচের কাছে রক্তবর্ণ দ্রব্য রাখিলে কাচ লাল দেখায়; পাত্রে রং গুলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই জলে বস্ত্র ডুবাইলে বস্ত্র ঐ রং-এ রঞ্জিত হয়। রঞ্জিত না হওয়াই 'বিরক্তি' বা বৈরাগ্য। নির্বেদ অর্থে ইহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। অতএব নির্বেদ=ঔদাসীন্য।

৫৩। যোগ—সমত্বরূপ কৌশল। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—নানা প্রকার শ্রুতি অর্থাৎ বেদ-বাণীর দ্বারা এদিক্-ওদিকে বিক্ষিপ্ত। সমাধৌ—২।৪৪ 'সমাধৌ' দ্রষ্টব্য ; একাগ্রতা ; এক বিষয়ে বুদ্ধি নিশ্চল হইবে, ভিন্ন বেদবাদের দ্বারা চঞ্চল হইবে না, তখনই তুমি যোগ (সমত্ব) প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ কর্মযোগের রহস্য অধিকৃত করিবে এবং কর্মযোগ করিতে পারিবে।

৫৪। ভাষা=লক্ষণ (মেদিনীকোষ)। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ-এর সহিত তুলনা করিতে হইবে দ্বাদশ অধ্যায়ের 'ভক্তের' লক্ষণ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের 'গুণাতীতের' লক্ষণ।

প্রভাষেত, আসীত, ব্রজেত—স্থিতপ্রজ্ঞের কথা, অবস্থান, কর্মাদি জানিলে তাঁহাকে চেনা সহজ।

৫৬। অনুদ্বিগ্নমনাঃ—অনুদ্বিগ্নং মনঃ যস্য সঃ, অচঞ্চল মন যাহার সে ; ন উদ্বিগ্নং—অনুদ্বিগ্নং। উৎ+√বিজ্+ক্ত ; √বিজ্ ধাতুর অর্থ **ভয়** পাওয়া বা **চঞ্চল** হওয়া। [√ওবিজী ভয়-চলনয়োঃ।] দুঃখেষু—দুঃখপরম্পরা উপস্থিত হইলেও। স্পৃহা—ভোগেচ্ছা। বিগতস্পৃহঃ—ভোগেচ্ছাশূন্য। বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ—যাহার আসক্তি বা অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ চলিয়া গিয়াছে। স্থিতধীঃ—স্থিতপ্রজ্ঞঃ (২।৫৫)। মুনিঃ—মননশীল।

৫৭। 'অনভিস্নেহঃ' = ন+অভিস্নেহঃ ; অভি=**সর্বতোভাবে,** বেশী করিয়া ; স্নেহঃ—তৈলাক্তভাব ; তেলমাখা থাকিলে বেশ একটা চটচটে ভাব দেখা যায়, যেন লাগিয়া আছে। এইরূপ **সর্ব**বিষয়ে বেশী স্নেহভাবকে বলা হইতেছে **অভিস্নেহ**। পরে বহুব্রীহি সমাসে,—নাই অভিস্নেহ যাহার সে 'অনভিস্নেহঃ'। (যিনি কোনও বিষয়ে বেশীমাত্রায় 'মাখামাখি' করেন না।) 'স্নেহ' (মধু বা তৈল বা ঘৃত) লাগিয়াই থাকে।

['স্নেহভাণ্ডং রিচ্যমানং ন সর্বাত্মনা রিচ্যতে, ভাণ্ডানুসার্যেব কশ্চিৎ স্নেহলেশোঽবতিষ্ঠতে'—ব্রহ্ম. সূ. ভাষ্য—৩।১।৮ ; 'স্নেহের' ভাঁড় খালি করিতে গেলে দেখা যায় যে, ভাঁড় সম্পূর্ণ খালি হয় না, ভাঁড়ের ভিতরে কিছু-না-কিছু লাগিয়াই থাকে।]

৫৯। নিরাহারস্য—'আহার'-শূন্যের ; আহারঃ—আ+√হৃ+ঘঞ্, আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ। আহ্রিয়তে—যাহা সংগ্রহ করা হয় বা **আহরণ** করা হয়, অতএব নিরাহার অর্থে এমন লোক যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি আহরণ করেন না অর্থাৎ বিষয়সেবায় যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্রবৃত্ত। বি-নি-বর্তন্তে (নিবৃত্ত)—ফিরিয়া যায়। বিষয়াঃ=শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ (২।৬২ ব্যাখ্যা); বিষয়গুলি 'নিরাহার' ব্যক্তির নিকট হইতে ফিরিয়া যায়। রসবর্জং—রস ব্যতীত। বিষয় নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু বিষয়ের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ মানুষের আছে, তাহা সহজে নিবৃত্ত হয় না। রসোঽপি—সেই রস অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণাও নিবৃত্ত হয় যখন সাধক 'পরং'কে অর্থাৎ ভগবান্‌কে দেখেন অর্থাৎ উপলব্ধি করেন বা ভগবান্‌কে আত্মসমর্পণ করেন।

ইন্দ্রিয় সংযম করার অভ্যাস ত করিতেই হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিতে হইবে।

৬০। প্রমাথীনি=মন্থন করিতে সমর্থ ইন্দ্রিয়গণ। দ্রষ্টব্য—মন্মথঃ শব্দের অর্থ মনে রাখা ভাল : মতঃ (মনের) মথঃ (মন্থনকারী)=মন্মথঃ। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হইয়াছে 'মন্মথমন্মথঃ'—মন্মথেরও মন্মথ।

৬১। মৎপরঃ—অহং পরং যস্য—আমিই যাহার একান্ত অবলম্বন।

৬২। বিষয়াঃ—বি+√সিঞ্‌+অচ্‌। সি ধাতুর অর্থ বন্ধন করা; তবেই, যাহা বন্ধন করে তাহাই বিষয়। [বি উপসর্গের পর সি ধাতু থাকায় দন্ত্য 'স'টা মূর্ধন্য ষ হইয়া যায়।] দৃষ্টান্ত—শীতকালে লেপ ছাড়িয়া উঠিতে না পারা ; কে যেন ধরিয়া রাখিয়াছে, (শীতের ভয়ে) লেপ যেন গাত্রচর্মকে ধরিয়া রাখিয়াছে, কর্তাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

৬৩। স্মৃতিবিভ্রমঃ—কর্তা যে নিজে কি এবং কি তাহার স্বরূপ তাহা ভুলিয়া যাওয়া। দ্রষ্টব্য—১৮ অধ্যায়ের ৭৩ '**স্মৃতিঃ লব্ধা**'। মোহবশতঃ অর্জুনের স্মৃতি নষ্ট হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তিনি স্মৃতি (পুনঃ) **লাভ করিলেন**।

৬৪। রাগ—ভাল-লাগার ভাব। বিধেয়াত্মা—যাহার চিত্ত বশীভূত। দ্বেষ—ভাল-না-লাগার ভাব। প্রসাদ—স্বচ্ছতা, প্রসন্নভাব ; চিত্তের প্রসন্নতা। দ্রষ্টব্য—২।৬৫তে 'প্রসন্নচেতসঃ' আছে ; প্রসাদ—বিশেষ্য, আর, প্রসন্ন হইতেছে বিশেষণ।

৬৫। প্রসন্ন-চেতসঃ—যাহার চিত্ত প্রসন্ন, এমন লোকের। বুদ্ধিঃ পরি-অব-তিষ্ঠতে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি 'স্থিতপ্রজ্ঞ' হয়। (২।৫৪, ২।৫৮, ২।৬১, ২।৬৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬৬। ভাবনা—√ভূ+নিচ্+যুচ্ (অন) স্ত্রীলিঙ্গ। দ্রষ্টব্য—৩।১১ ভাবয়ত, ভাবয়ন্তঃ, ভাবয়ন্তু; ৩।১২ যজ্ঞভাবিতাঃ; অর্থ—বিশ্ব যে এক সৎপদার্থের দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহা নিজে চিত্তের দ্বারা বুঝিয়া লইবার চেষ্টা।

৬৭। অনু (পশ্চাৎ) -বি-ধীয়তে (কর্মবাচ্য)—বশীভূত দাসের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। **বি-ধীয়তে—বিধেয়াত্মা** (২।৬৪ দ্রষ্টব্য)। বিধেয়ঃ—বশীভূত, ভৃত্য। চরতাং হি ইন্দ্রিয়াণাং মনঃ অনুবিধীয়তে ইতি যৎ, তৎ বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব অস্য প্রজ্ঞাং হরতি। অর্থ—(যাহার) মন বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্তন করে—এই যে ব্যাপার, ইহা তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে, যেমন বায়ু জলে নৌকাকে (ইতস্ততঃ বিচলিত করিয়া নাশ করে)।

৭০। আপূর্যমাণং—আ+√পৃ—কর্মবাচ্যে শানচ্, দ্বিতীয়া ১ব; পৃ ধাতু অর্থ পূর্ণ করা। আ=সর্বতোভাবে, সকল দিক্ হইতে; শানচ্ **বর্তমান কালকে** নির্দেশ করিতেছে, ক্রিয়া এখনও **থামিয়া যায় নাই**। অর্থ—যাহা সকল দিক্ হইতে পরিপূর্ণ হইতেছে।

৭১। চরতি—কাজ করে অর্থাৎ কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে, কর্মত্যাগ করে না; কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম করে। নির্মমঃ—মম-(ত্ব)-বোধশূন্য; 'আমার'-বোধশূন্য। নিরহঙ্কারঃ—'আমি'-বোধশূন্য।

৭২। ব্রহ্মনির্বাণং—ব্রহ্মানন্দ, পরমানন্দ। (৫।২৪, ২৫, ২৬ দ্রষ্টব্য।)

তৃতীয় অধ্যায়

১। মতা তে—তুমি মনে কর।

২। ব্যামিশ্রেণ—সন্দেহজনক, 'গোলমেলে'। ইব (দুই বার)—যেন। অর্জুন বুঝেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভুলপথে লইয়া যাইবেন না।

৩। হে অনঘ! হে 'অঘ'শূন্য! অঘম্—'দুঃখৈনোব্যসনেষ্বঘম্'—দুঃখ+এনঃ +ব্যসনেষু+অঘম্; অঘম্ বলিতে বুঝায়—দুঃখ, পাপ, নেশা।

হে বিরক্তকার্যব্যসন! আশা করিতেছি,—কর্মফলে আসক্তিযুক্ত হইয়াই কর্ম করিবার আগ্রহ (নেশা) তোমার এখন আর নাই। অতএব কেমন করিয়া, কোন্ ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া, কর্ম করিতে হইবে সেই কৌশল অর্থাৎ কর্মযোগ এখন বিস্তার করিয়া বলিব (তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ)। নিষ্ঠা—স্থিতি, মার্গ; যে মার্গে চলিলে শেষে সিদ্ধিলাভ হয়।

৪। নৈষ্কর্ম্যম্=নিষ্কর্ম+ষ্যঞ্, কর্ম না করার ভাব অর্থাৎ কর্ম করিলেও কর্মফলের দ্বারা বদ্ধ না হওয়ার অবস্থা।

ন অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যম্ অশ্নুতে—দুইটি 'না' এক বাক্যে থাকিলে 'হাঁ'-কে বেশ জোর দিয়া বলা হয়।

'সম্ভাব্য-নিষেধ-নিবর্তনে দ্বৌ নঞৌ প্রযোক্তব্যৌ'—সম্ভাবনীয় 'না'-কে পুনঃ না করিতে হইলে অর্থাৎ সম্ভাব্য-নিষেধ দূর করিতে হইলে দুইটি 'না' প্রয়োগ করিতে হয়।

[শকুন্তলা বল্কল-ধারিণী; (বল্কলং) 'ন পুনঃ অলঙ্কার-শ্রিয়ং ন পুষ্যতি'—ইহাতে যে অলঙ্কার-পরিধান-জনিত শোভা হয় নাই তাহা নহে অর্থাৎ ইহাতেই অলঙ্কারের শোভা খুব ভাল করিয়া হইয়াছে।]

কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই নৈষ্কর্ম্য লাভ হয়—এই অর্থ বেশ জোর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে নিম্নলিখিত বাক্যে, যথা—কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্য লাভ করা যায় না।

৫। গুণের সাম্যাবস্থা গুণের ক্রিয়াবস্থা

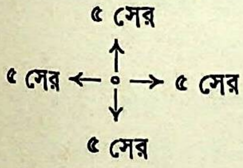

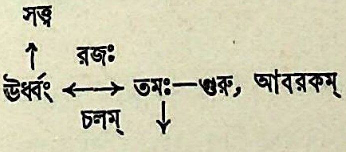

প্রকৃতিজাঃ গুণাঃ —১৪।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য (প্রকৃতি-সম্ভবাঃ), এবং ১৮।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। অবশঃ —নিজে স্বাধীন নহে; প্রকৃতির অধীন। এই তিনগুণ হইতেছে তিন শক্তি। 'ত্রিশক্তিধৃক্' ভাগবত, ২।৬।৩২, গুণ—(যেন রজ্জু) force.

৬। মিথ্যাচারঃ —দাম্ভিক, hypocrite.

৭। বিশিষ্যতে—সাধারণ হইতে পৃথক্ করা হয়, কোনও বিশিষ্ট গুণ- বা কর্ম-দ্বারা অর্থাৎ সাধারণ হইতে উৎকৃষ্ট।

৮। নিয়তং কর্ম—নিয়তম্—নি+√যম্+ক্ত—যাহা ঝোঁকের দ্বারা পরিচালিত নহে; অর্থাৎ যাহা নিয়মের দ্বারা পরিচালিত; শাস্ত্র-বিধির দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮ অধ্যায়ের ৭ শ্লোক 'নিয়তস্য কর্মণঃ' এবং ৯ শ্লোক 'যৎ কর্ম নিয়তং' দ্রষ্টব্য।

শরীরযাত্রাপি—শরীর নির্বাহও ; জীবনধারণের ন্যায় অতি স্থূল ব্যাপারও কর্ম-শূন্যতার দ্বারা সিদ্ধ হয় না, অন্যান্য উচ্চ ধরণের ব্যাপারের ত কথাই নাই।

৯। যজ্ঞার্থাৎ—যজ্ঞের জন্য ভিন্ন। এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ অগ্নিতে আহুতি-দ্বারা সম্পাদ্য বৈদিক যজ্ঞ **মাত্রই** নহে।

যজ্ঞ করিতে হইলে নিজের অর্জিত ধন ও দ্রব্যাদি ত্যাগ করিতে হয় ; অবশ্য যজ্ঞে সংকল্প থাকে। এই শ্লোকে এবং **ইহার পরবর্তী অনেক শ্লোকে** যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে যে **ত্যাগ** আবশ্যক—সেই **ত্যাগকেই** অর্থাৎ মনের ভিতরে **ত্যাগের বৃত্তিকেই** (Spirit of Sacrifice) **লক্ষ্য** করা হইয়াছে। সকল কর্মই করিতে হইবে—ত্যাগের সহিত ; ত্যাগের অর্থাৎ স্বার্থত্যাগের উদ্দেশ্যে, **স্বার্থসিদ্ধির** উদ্দেশ্যে **নহে**। এই জন্যই চতুর্থ পংক্তিতে বলা হইয়াছে 'মুক্তসঙ্গঃ সমাচর'—আসক্তিশূন্য হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম কর, ত্যাগ অভ্যাসের জন্য অর্থাৎ ত্যাগবৃত্তির পরিপুষ্টির জন্য কর্ম কর। সংকল্প লইয়া বৈদিক যজ্ঞ-সম্পাদনে স্বর্গলাভ হয় বটে—**কিন্তু** বৈদিক যজ্ঞও **অনাসক্তভাবে** করিতে করিতে মোক্ষ-লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায়—ইহাই গীতার অভিমত।

১০। যজ্ঞ—**সৃষ্ট জগৎ**কেও যজ্ঞ বলা হয়। **সৃষ্টিকর্তা**কেও যজ্ঞ বলে। 'যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ' (ঋগ্‌বেদ—পুরুষসূক্ত) (যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাঃ) তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।

অনুবাদ। **দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের যাগ করিয়াছিলেন।** [ভগবান্ ঈশ্বর নিজ দেহ হইতেই জগৎ সৃষ্টি করেন—ইহা জানিয়া ও বুঝিয়া দেবতারা সমস্ত জগৎ (যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা) ভগবান্‌কেই নিবেদন করিয়াছিলেন।] **ইহাই হইল ধর্মের প্রথম অনুষ্ঠান।**

যাঁহার সৃষ্ট জগৎ, তাঁহাকেই তাহা নিবেদন করিয়া অনাসক্তভাবে তাঁহার দত্ত ভোগ-সুখাদি ভোগ করিতেই হইবে। যজ্ঞের মূলতত্ত্ব বা উদ্দেশ্য ইহাই।

১১। ভাবয়ত—√ভূ+নিচ্+লোট ত। √ভূ সত্তায়াম্। ভাবয়ন্তঃ—√ভূ+নিচ্+শতৃ, ১মা বহুবচন।

১২। অপ্রদায়…—দেবতার দত্ত দ্রব্য দেবতাকে দান—ইহাই যজ্ঞের বৈশিষ্ট্য। না দেওয়া অন্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩। যজ্ঞের অবশিষ্টকে বলে 'অমৃত'; (৪।৩১); অতিথি-ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে বলে 'বিঘস' (মনু. ৩।২৮৫); 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী'—ঋগ্বেদ ১০।১১৭।৬ (যে নিজের জন্যই পাক করিয়া তাহা ভোজন করে সে পাপভাক্।)

১৫। ব্রহ্ম—প্রকৃতি [প্রকৃতির তিনগুণ সকল সময়ে ক্রিয়াশীল; কাজেই কর্ম প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন।] অক্ষর=ভগবান্, পরব্রহ্ম, অচ্যুত……অক্ষর হইতে প্রকৃতির উদ্ভব। [সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ-এর মধ্যে কোনই সম্পর্ক নাই; গীতা এই মত মানেন না।]

সর্বগতং ব্রহ্ম—সকল পদার্থের ভিতরে আছে যে, এমন প্রকৃতি। যজ্ঞ—ত্যাগ; পরস্পরের মঙ্গলের জন্য ত্যাগবৃত্তি-দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মই সংসারের স্থিতির কারণ।

১৭, ১৮। **পূর্বপক্ষ**। যদি কেহ মনে করেন…অমুক অমুক কারণে তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কিছুই নাই—অতএব তিনি কর্মত্যাগ করিতে পারেন—তাহার উত্তরে ভগবান্ **সিদ্ধান্ত** দিতেছেন—

'তু শব্দ' পূর্বপক্ষ-জ্ঞাপক

১৯। 'তস্মাৎ' =অতএব ৩।১৯ শ্লোকে,—অসক্ত হইয়া তিনিও কর্ম করিবেন, এবং

২০। ৩।২০ শ্লোকে এরূপ কর্মযোগীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেন। সে দৃষ্টান্ত—রাজর্ষি জনক।

কর্মণা—করণে তৃতীয়া; কর্ম-দ্বারাই, কর্ম ছাড়িয়া নহে; [সাধক-তমং করণম্] এব=ই; হি=নিশ্চিতই। **লোকসংগ্রহ**—লোক=সুগঠিত সমাজ, সংসার… সংগ্রহ=যথাযথ শৃঙ্খলায় রক্ষণ ও পরিচালন।

দৃষ্টান্ত—গলিত ঘৃত-বিন্দু জলে ফেলিলে তাহা 'সংগৃহ্যতে', 'তরল ঘৃত জমাট বাঁধে'; এই **জমজমাটই** সংগ্রহ। লোকসংগ্রহ শব্দের অর্থ বুঝিতে হইলে ইহার বিপরীত শব্দটি মনে রাখিতে হইবে; তাহা হইতেছে **'লোকনিগ্রহ'**।

২২, ২৪। আরও একটি দৃষ্টান্ত,—**নিজের** (শ্রীকৃষ্ণের) **দৃষ্টান্ত**। বর্ত এব চ কর্মণি=বর্তে এব চ কর্মণি—আমি কর্মেই বর্তমান থাকি। আমার নিজের অভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না থাকিলেও, প্রয়োজন না থাকিলেও (কেবল লোক-সংগ্রহের জন্যই) কর্ম করিয়া থাকি। উৎসীদেয়ুঃ, কুর্যাম্, স্যাম্, উপহন্যাম্—এইগুলি 'বিধিলিঙ্',—সম্ভাবনা অর্থে প্রয়োগ।

ভগবান্ কর্ম **করিয়াই** থাকেন; কর্ম বন্ধ করার কোনও সম্ভাবনা নাই—এটুকু মনে রাখিয়া পরে বুঝিতে হইবে—যদি তিনি কর্ম না করিতেন—তবে কি ফল হইতে পারিত; সেই অনিষ্ট ফল হয় না, যে হেতু তিনি কর্ম বন্ধ করেন না: তিনি নিজে বলিয়াছেন—(২২ শ্লোকে)—**বর্তে এব চ কর্মণি।**

২৫। তবে মনে কোন্ ভাব লইয়া কর্ম করিতে হইবে? ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্মে হয়ত অনাগ্রহ আসিয়া পড়িবে, কাজে ঢিলা পড়িতে পারে,—এই সংশয়। **[পরে ১৮।২৬ দ্রষ্টব্য।]**

এখানে ২৫ শ্লোকে ভগবানের নির্দেশ—বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি নিজের কার্য যেমন আগ্রহের সহিত করিয়া থাকেন,—**সেইরূপ আগ্রহের সহিতই** অনাসক্ত ব্যক্তিও কর্ম করিবেন।

এরূপ অনাসক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য কি থাকিবে? সেই উদ্দেশ্য হইতেছে—'লোক-সংগ্রহ'। চিকীর্ষুঃ—কৃ ধাতুর উত্তর ইচ্ছা-অর্থে 'সন্' বসাইলে কর্তার **করিবার ইচ্ছা** বুঝায়; তারপর 'উ' প্রত্যয় বসাইলে বুঝায়—যে-মানুষের **করিবার ইচ্ছা** হইয়াছে।

জোষয়েৎ (ভাল লাগা'বে)—যেন তাহারা অনাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় কর্ম করিয়া প্রীতিলাভ করে—এই ব্যবস্থা করিবে। 'জুষ্' ধাতুর অর্থ—প্রীতি পাওয়া—সেবা করা—√জুষ প্রীতিসেবনয়োঃ। গীতা ২।২—'অনার্য-জুষ্টং' দ্রষ্টব্য।

২৮। গুণেষু—বিষয়েষু, বিষয়ে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। (২।৫৯,৬২ বিষয়)

৩০। অধ্যাত্মচেতসা = অধ্যাত্মং চেতঃ (মন) তেন। অধ্যাত্মম্—অধি+ **আত্মন্** (সমাস); আত্মনি (আত্মাতে) (অধি)—এই অর্থে অধ্যাত্মম্। যে মন সকল বিষয়েই আত্মাকে দেখিতেছে অর্থাৎ যাহা-কিছু ঘটিতেছে তাহা আত্মারই কোনরূপ সম্পর্ক লইয়া বুঝিতেছে, আত্মাই সর্বত্র বিরাজিত [এখানে প্রকৃতিও আত্মারই (শক্তি বা) সৃষ্ট ও বশীভূত, অতএব প্রকৃতির লীলাও এক হিসাবে আত্মারই লীলা]—এইরূপ বুঝিয়া লইতে পারে যে মন বা চেত তাহাকে 'অধ্যাত্মচেতঃ' বলা যায়। নিরাশীঃ—আশাশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩১। অনসূয়ন্তঃ—যাহারা আমার এই মতের (ন অসূয়ন্তঃ) বিরোধ না করে,—আমার মতের দোষ বাহির না করে ..... । ১৮।৬৭ ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি : ১৮।৭১ অনসূয়ঃ···দ্রষ্টব্য। অসূয়া—গুণেও দোষ আবিষ্কার করা ; সরল অর্থ—নিন্দা করা, অগ্রাহ্য করা, তাচ্ছিল্য করা।

৩৩। তবে সকলে ভগবানের 'মত'-অনুসারে কর্ম করে না কেন? ইহারই উত্তর ৩।৩৩ শ্লোক। স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ—নিজ প্রকৃতির ; প্রকৃতি—জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের সংস্কারকে এখানে প্রকৃতি (বা স্বভাব) বলা হইয়াছে।

৩৪। পরিপন্থিনৌ—শত্রু, বাধাদায়ক।

৩৫। সকলেই যদি প্রকৃতির অধীন, তবে জীব কেমন করিয়া কর্মযোগের পথ ধরিবে? তাহার প্রকৃতি ত তাহাকে বশীভূত করিয়াই রাখিয়াছে? এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ ৩।৩৫ শ্লোক বলিলেন—স্বধর্ম আচরণ করা প্রত্যেকেরই উচিত।

সাধারণ ধর্ম ও স্বধর্ম—সকলের পক্ষে নির্বিশেষে যাহা ধর্ম তাহা সাধারণ ধর্ম। বর্ণভেদে, আশ্রমভেদে, সমাজে পদভেদে···যাহা কোনও একজনের জন্য বিহিত ধর্ম, তাহা স্বধর্ম। স্বধর্ম= ∠স্বকর্ত্তব্য, DUTY ; এই স্বধর্ম নিয়মিত হয় নিজ নিজ স্বভাব-দ্বারা, প্রকৃতি-দ্বারা (৩।২৭,২৯ দ্রষ্টব্য)।

অর্জুনের পক্ষে স্বধর্ম হইতেছে ধর্মযুদ্ধ (২।৩৬)—অর্জুন তাহাই বুঝিয়াছেন। অর্জুন ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ;—এইরূপ জন্মের নিশ্চয়ই কারণ আছে ; সেই কারণ হইতেছে,—পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম-সংস্কার-দ্বারা নির্দিষ্টা প্রকৃতি ; অতএব সেই প্রকৃতি-দ্বারা নিয়মিত বা নির্দিষ্ট যে ধর্ম তাহাই তাঁহার স্বধর্ম। এইরূপ সকলের পক্ষেই বুঝিতে হইবে।

অধুনাতন সমাজে স্ব-স্ব বৃত্তি-অনুসারে নির্দিষ্ট ধর্মই (DUTY) স্বধর্ম।

৩৭। কাম ক্রোধ—একই দোষের দুই নাম, অবস্থা-ভেদে। মহাশনঃ—বহু-ভোজী অর্থাৎ নানা বিভিন্ন ভাবের ও বৃত্তির দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট। একবচন লক্ষণীয়। মহাপাপ্মা—অতি কুটিল অর্থাৎ ইহাকে ধরা বড় কঠিন।

পাপ্মানং—এই কুটিলকে। (পাপ্মা বা কুটিলা মতিঃ) পাপ্মা বা অভিমাতিঃ (শত্রু)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৩। কঠ-উপনিষৎ ৩।১০, ৬।৭, ৮ দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ৩।১০
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৬।৭
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥ ৬।৮

চতুর্থ অধ্যায়

১। ইমং—এই, যাহা তৃতীয় অধ্যায়ে (এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ হইতে) বলা হইয়াছে। যোগং—কর্মযোগ। অব্যয়ম্—শাশ্বত, সনাতন।

২। নষ্টঃ—লুকাইয়া বা হারাইয়া গিয়াছে অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজের বহুলোক এখন ইহার সন্ধান জানে না।

৩। **সঃ অয়ং—সেই** (পুরাতন যোগ) **এই** অদ্য (আজ) আমার দ্বারা উক্ত হইল। এব=ই। উত্তমং রহস্যম্—সর্ব রহস্যের **শেষ** রহস্য অর্থাৎ যাহার অপেক্ষা রহস্য আর নাই।

ব্যাকরণে—সে=সঃ, প্রথম পুরুষ; তুমি=ত্বং, মধ্যম পুরুষ; আমি= অহং **উত্তম** পুরুষ; গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে **'চৈলাজিনকুশোত্তরম্,'**— 'উত্তরম্' দ্রষ্টব্য; এক দ্রব্যের পরে অন্য দ্রব্য থাকিলে তাহা প্রথম দ্রব্যের **'উত্তর'** দ্রব্য; তাঁহার পরের দ্রব্যও তদপেক্ষা উত্তর…এইরূপে সর্ব্বশেষের দ্রব্য হইল **'উত্তম'**।

গীতা ১৫ অধ্যায় ১৭ শ্লোকে **'উত্তমঃ পুরুষঃ'** দ্রষ্টব্য; ক্ষর এবং অক্ষর পুরুষের **পরে** যে পুরুষ তাহাকে পরমাত্মা বলা হয়; উত্তমঃ—শেষে স্থিত।

আরও দ্রষ্টব্য—তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত
জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। (ভাগবত)

—**'উত্তম'** শ্রেয়ঃ জানিবার ইচ্ছুক ব্যক্তি গুরুর শরণ লইবে; শ্রেয়ঃ=মঙ্গল, উত্তমং =সর্বশেষের; প্রথমঃ—FIRST, উত্তমঃ—LAST.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। অপরং—পশ্চাৎ। কথম্—কেমন করিয়া। বি-জানীয়াম্—বিশেষ ভাবে জানিতে (বুঝিতে) পারি।

৬। সন্—√অস্ + শতৃ, প্রথমা একবচন, পুংলিঙ্গ ; √অস্—হওয়া বা থাকা ; শতৃ = বর্ত্তমানতা—হইতেছে, যাইতেছে……ইত্যাদি।

(ক) প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায়—নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া ; (খ) আত্মমায়য়া—নিজ শক্তি-দ্বারা ; মায়া, যোগমায়া অথবা যোগ (যেমন ১০।৭, ১০।১৮, ১১।১৮) ভগবানের সেই অচিন্তনীয় শক্তিকে বুঝায় যাহা 'অব্যক্ত'কে 'ব্যক্ত' করিতে পারে ; সম্ভবামি—সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত হই।

এখানে (১) কি, (২) কিরূপে ও (৩) কেন—এই তিনটি প্রশ্ন উঠিতে পারে ; (১) কি ?—উত্তর অবতার, (২) কিরূপে ?—উত্তর উপরে লিখিত (ক) ও (খ), (৩) কেন ?—উত্তর পরবর্ত্তী ৭, ৮ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

ভগবানের হয় (আবিস্ ভাবঃ=আবির্ভাবঃ) প্রকাশ এবং (তিরস্ ভাবঃ=তিরোভাবঃ) অপ্রকাশ ; **জীবের হয়**—জন্ম ও মৃত্যু।

৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে—ভগবানের জন্ম (ও কর্ম) কি ভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। 'এবং যো বেত্তি'—এইরূপে যে জানে বা বুঝে।

৭। আত্মানং সৃজামি অহম্—√সৃজ্ অর্থ বিসর্গ বা ত্যাগ করা ; আমি নিজেকে (সূক্ষ্ম অব্যক্ত অবস্থা হইতে) ছাড়িয়া দিই অর্থাৎ স্থূল ব্যক্ত-রূপে প্রকাশিত হই ; ইহাই আমার জন্ম ; মানুষের জন্মের ন্যায় আমার জন্ম 'প্রাকৃত' নহে। আমার জন্ম 'দিব্য' (৪।৯)।

৯। দিব্য=অ-প্রাকৃত ; জীবের মঙ্গলের জন্যই প্রকাশ হয় ; কর্মও দিব্য =অপ্রাকৃত। 'কর্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলম্ আপ্তকামঃ' (ভাগবত, ১১।১।১০) ; গীতা ৩।২২—বর্ত্তে এব চ কর্মণি। তত্ত্বতঃ—ঠিক ঠিক ভাবে, নিজের মন-গড়া ভাবে নহে ; তৎ+ত্ব+তঃ—(তৎ) ∠সেই+(ত্ব) ∠ভাবে+(তঃ) ∠পঞ্চমী,—যাহা যা', তাহাকে তা'ই বলিয়া বুঝিবার ভাব হইতেছে তত্ত্বম্।

১০। বীত=বি+√ই (চলিয়া যাওয়া)+ক্ত=বিগত। মদ্-ভাবম্ আগতাঃ=আমার (ভগবানের) ভাব (সত্তা, প্রকৃতি) (১) প্রাপ্ত হইয়াছে ; (২) ময়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আমাতে) ভাব (ভক্তি) পাইয়াছে। জ্ঞানতপসা—জ্ঞান-রূপ তপস্যার দ্বারা; দিব্যং জন্ম দিব্যং কর্ম চ যো এবং বেত্তি তত্ত্বতঃ (৪।৯)—আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য—ইহা আমি (৪।৭, ৮) যেমন বলিয়াছি, সেইরূপে বুঝিয়া (জ্ঞান) ও পুনঃ পুনঃ আলোচনা-বিচার- (তপস্যা) দ্বারা—এই জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা—পবিত্রীকৃত হইয়া বহু সাধক আমাকে লাভ করিয়াছে।

১১। সর্বশঃ—সর্বপ্রকারে। মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে—আমারই পথে চলিতেছে। [৩।২৩ শ্লোকেও এই পঙ্‌ক্তি আছে, কিন্তু ভিন্ন অর্থে।]

১৩। চাতুর্বর্ণ্যং=**চত্বারঃ বর্ণাঃ**+ভাবে **ষ্যঞ্‌** প্রত্যয়; চারিবর্ণে যে ভেদ তাহার মূল সূত্র বা **নীতি** হইতেছে তিনগুণ এবং তিনগুণের অনুসারে কর্ম। ৩।২৮ শ্লোকে 'গুণকর্মবিভাগয়োঃ' দ্রষ্টব্য; ৩।২৯ শ্লোকে 'গুণকর্মসু' দ্রষ্টব্য।

এখানে, গুণকর্মবিভাগশঃ—এই শস্‌ প্রত্যয়ও লক্ষণীয়। ১৮।৪২-৪৪ শ্লোকে শম, দম ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; এগুলি **গুণ** নহে, গুণের অনুসারে **কর্ম**। ৪১ শ্লোকে 'কর্মাণি', এবং ৪২, ৪৩, ৪৪ শ্লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের 'কর্ম' লিখিত আছে; শম, দম, শৌর্য, ধৃতি, দাক্ষ্যং, কৃষি, পরিচর্যা—সবই হইতেছে 'কর্ম'।

তিনগুণের অল্প বা অধিক পরিমাণে বিকাশ-অনুসারে কর্মের বিভাগ হয়; এই প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য-এর হিসাবে জগতের সব পদার্থেরই বিভাগ হইয়া থাকে। কেবল মানুষে নহে, সকল পদার্থেই এই বিভাগ আছে; এবং এই বিভাগ প্রকৃতির দ্বারাই হইয়া থাকে, আমি সাজাইয়া দিই মাত্র; তাই আমি কর্তা (এক হিসাবে) হইয়াও (অন্য হিসাবে) অকর্তা। ১৮।৪২ 'মন্তব্য' দ্রষ্টব্য।

১৪। অভিজানাতি—সর্বতোভাবে জানে অর্থাৎ আমি যে কর্মফলে ইচ্ছা রাখি না অথচ কর্ম করি—ইহা জানিয়া তদনুসারে কর্ম করে।

১৬। অকর্ম—কর্মের অভাব; অ-কর্ম (ন কর্ম)। কবয়ঃ—ক্রান্তদর্শিনঃ; যাঁহারা অভিজ্ঞ; জগতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা যাঁহারা জানেন।

১৭। কর্মণঃ, বিকর্মণঃ, অকর্মণঃ—কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মের তথ্য বুঝিতে হইবে। বিকর্ম—বিপরীত কর্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮। কর্ম করিলেই কি বন্ধন হয় ?—ফলাশাশূন্য কর্ম বন্ধক হয় না ; বাহিরে কর্মশূন্য হইলেও কখনও কখনও প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়, যথা—সম্মুখে অনুষ্ঠিত অন্যায় দেখিয়া নিষ্ক্রিয় থাকা।…

১৯। সমারম্ভাঃ=কর্মসকল।

২০। নিরাশ্রয়ঃ—আশ্রয়শূন্য ; মানুষ কর্মের ফলকেই অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির আশাকেই আশ্রয় করিয়া এই সংসারে থাকে ; অতএব নিরাশ্রয় অর্থে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন। (৬৷১ অনাশ্রিতঃ কর্মফলং দ্রষ্টব্য।)

কর্মণি—কর্মেতে ; অভিপ্রবৃত্তঃ অপি সর্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইলেও, কর্ম করিতে থাকিলেও। ন এব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ—সে কিছুই **করে না** অর্থাৎ কর্মফলের দ্বারা বদ্ধ হয় না ; **এইরূপ 'কিছু-না-করার'** নামই কর্মশূন্যতা ; কর্মত্যাগ করাটা কর্মশূন্যতা নহে।

কর্মত্যাগ করা যায় না, ইহা গীতায় উক্ত আছে।—৩৷৪, ১৮৷১১…

২৪। ব্রহ্মকর্মসমাধিনা—যিনি ব্রহ্মেই সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়াছেন—**এই বুদ্ধিতে** স্থির আছেন, তাঁহার দ্বারা। ব্রহ্ম এব **তেন** গন্তব্যং—ব্রহ্মপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে।

এই বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে—(ব্যাকরণের) (৪) কর্তা, (২) কর্ম, (১) করণ, (৩) অধিকরণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারকের বোধ আর থাকে না, যথা—

(১) ব্রহ্মার্পণং 'করণ'=যাহার দ্বারা অর্পণ করা যায় তাহা অর্পণ, (করণ, যথা—স্রুক্, স্রুব ইত্যাদি); ইঁহার দৃষ্টিতে করণও ব্রহ্মই।

(২) ব্রহ্ম হবিঃ 'কর্ম'=আহুতির দ্রব্য ; ইঁহার দৃষ্টিতে ঘৃত, যব ইত্যাদিও ব্রহ্ম।

(৩) ব্রহ্মাগ্নৌ 'অধিকরণ'=যাহাতে আহুতি দেওয়া হয় সেই অগ্নি অধিকরণ ; এই অধিকরণও ব্রহ্ম।

(৪) ব্রহ্মণা হুতম্ 'কর্তা—যিনি আহুতি দিতেছেন সেই কর্তাও ব্রহ্ম।

তবেই, ক্রিয়া (এখানে, দৃষ্টান্তে যজ্ঞ) হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়ার সাধক কোনও কারকের বোধ **এই বুদ্ধি**-সম্পন্ন কর্মযোগীর নাই।

ব্যাকরণ। ক্রিয়ার সহিত যাহার সম্পর্ক আছে তাহাকে কারক বলে। (১) যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে সে **কর্তা**, (২) যাহার দ্বারা করা হয় তাহা করণ, (৩) দেওয়া, দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি ক্রিয়ায় যাহা দেওয়া হয়, দেখা যায় ইত্যাদি তাহা **কর্ম**, (৪) দান বুঝাইলে যাহাকে (স্বত্ব ত্যাগ করিয়া) দেওয়া হয় তাহা **সম্প্রদান**, (৫) বিশ্লেষণ, পৃথক্‌করণ ইত্যাদি ক্রিয়ায় যাহা হইতে বিশ্লেষণ হয় তাহা **অপাদান**, (৬) যে স্থানে বা যে কালে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা **অধিকরণ**।

২৫-৩১। নানাপ্রকারের যজ্ঞকথা। এই সকল যজ্ঞই পরার্থে অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষেরই কারণ হয়।

২৬। (১) ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়া কর্ম করে; (২) বিষয়গুলির বোধ একেবারে নষ্ট হয়।

২৭। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হয়।

৩১। ৩।১৩ যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ —ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩২। সকল প্রকার যজ্ঞই কর্মজাত; কর্মত্যাগ করিলেই যজ্ঞ ত্যাগ করা হয়; যজ্ঞ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষের কারণ হয়; সেই যজ্ঞও কর্মজাত; অতএব কর্মত্যাগ করা চলে না—কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে হয়।

৩৩। কর্মত্যাগ করা চলে না; কর্ম করা, যজ্ঞ করা উচিত—জ্ঞান-সহকারে নিষ্কাম হইয়া।

৩৪। ৩৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, সকল কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। এই জ্ঞান কোথায়, কেমন করিয়া পাওয়া যায়? ইহার উত্তর এই ৩৪ শ্লোকে। — তৎ বিদ্ধি (১) প্রণিপাতেন, (২) পরিপ্রশ্নেন, (৩) সেবয়া।

৩৫। জ্ঞানের স্বরূপ—নিজেতে এবং আমাতে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের দর্শন।

৩৬। জ্ঞানরূপ ভেলা বা নৌকার সাহায্যে পাপরূপ সমুদ্র পার হওয়া যায়।

৩৭। সর্বকর্মাণি—সকল কর্মই অর্থাৎ কর্মের ফল।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, **'প্রারব্ধ'** কর্ম নষ্ট হয় না। যে কর্ম-সমূহের ফল-দ্বারা ইহ জীবনের আরম্ভ হইয়াছে— (১) তাহা 'প্রারব্ধ'। কর্তা জ্ঞানলাভের পরে প্রারব্ধ-জনিত সুখদুঃখের অতীত থাকিতে পারেন, প্রারব্ধ কিন্তু ফল দিয়াই যাইবে। (২) ক্রিয়মাণ কর্ম এবং (৩) সঞ্চিত কর্ম জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয়। ৫।১০ ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৩ দ্রষ্টব্য। ভস্মসাৎ—ভস্ম+সাতি প্রত্যয়; 'দেয়ে ত্রা চ', 'বিভাষা সাতিঃ কার্ৎস্ন্যে'—দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝাইলে 'ত্রা' প্রত্যয় হয়, যথা—দেব-কে দেওয়া হইয়াছে—দেবত্রা; ব্রাহ্মণকে (ব্রহ্মন্) দেওয়া হইয়াছে—ব্রহ্মত্রা (বাঙ্গালায় দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর বলে); কার্ৎস্ন্য বা সমগ্রতা বুঝাইলে 'সাতি' প্রত্যয় বসে, যথা—সব লবণটাই জল করা হইল—জলসাৎ, সব দ্রব্যই ভস্ম করা হইল—ভস্মসাৎ।

৩৮। যোগসংসিদ্ধঃ—যোগ=কর্মযোগ।

৪২। যোগম্—কর্মযোগ। আতিষ্ঠ—অনুষ্ঠান কর, অবলম্বন কর। উত্তিষ্ঠ—উঠিয়া দাঁড়াও।

[১।৪৭—'উপাবিশৎ'—বসিয়া পড়িলেন; ১৮।৭৩—'স্থিতোঽস্মি'—দাঁড়াইয়াছি।]

পঞ্চম অধ্যায়

১। ৪।৪১ শ্লোকে **'যোগসংন্যস্তকর্মাণং'** দ্রষ্টব্য; ৪।৪২ শ্লোকে **'যোগম্ আতিষ্ঠ'** দ্রষ্টব্য; ৪।৩৮ শ্লোকে 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' দ্রষ্টব্য; এই সব শুনিয়া অর্জুনের মনে এই সংশয় উপস্থিত হওয়া সম্ভব,—'কর্মের সংন্যাস', 'কর্মের যোগ'—দুই-ই যেন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন।

'জ্ঞান-এর ন্যায় পবিত্র আর নাই,'—এই উক্তির ভিতরে কি জ্ঞান-মার্গীর প্রচারিত কর্মত্যাগের কথা আছে?……তাই অর্জুনের প্রশ্ন এই ৫।১।

২। বিশিষ্যতে—কর্মযোগের বিশিষ্টতা আছে।

৩। সুখং—ক্রিয়াবিশেষণ, অর্থ—অনায়াসে। বন্ধাৎ—বন্ধন হইতে। বন্ধন কি? ভাল-লাগা, ভাল-না-লাগা, সুখবোধ, দুঃখবোধ, শীতবোধ, উষ্ণবোধ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ দুই-দুই ভাব) যাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে—তিনি বদ্ধ। তবেই বন্ধন হইতেছে—এই 'দুই' বোধ। যিনি **নির্দ্বন্দ্ব,** তিনি অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

৪। সাংখ্যম্—জ্ঞানম্ (যেমন ২য় অধ্যায় **সাংখ্যযোগ** নামে অভিহিত)। এই জ্ঞানই যাঁহাদের লক্ষ্য—তাঁহারা কর্মত্যাগের উপদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে—কর্মত্যাগ করিতে নাই, **নিষ্কাম হইয়া কর্ম করিতে হয়।** এই নিষ্কাম কর্ম-কারীই কর্ম-যোগী।

৫। পশ্যতি—তিনি ঠিকই দেখেন বা জানেন।

৭। কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে—করিতে থাকিলেও কর্মফলে লিপ্ত হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। লিপ্যতে ন স পাপেন—তিনি পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না। ব্রহ্মসূত্র—৪।১।১৩ দ্রষ্টব্য।

'তদধিগমে **উত্তর-পূর্বয়োরঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ** তদ্ব্যপদেশাৎ।' তাঁহাকে জানিলে (**জ্ঞান-লাভের**) **পরে** কৃত কর্মের ফলজনিত অঘ বা পাপ কর্তাতে **লাগিয়া যায় না, পূর্বে** কৃত কর্মের ফলজনিত অঘ বা পাপের **বিনাশ** হয়।

১২। যুক্ত=কর্মযোগী। নৈষ্ঠিকী=নিষ্ঠা+ষ্ণিক+ঈপ্‌; নিষ্ঠা=স্থিরতা, স্থির থাকার অবস্থা, অতএব নৈষ্ঠিকী=নিশ্চলা।

১৪। স্বভাবঃ=প্রকৃতিঃ; জীবের জন্ম-জন্মান্তরে কৃতকর্মের সংস্কার-জনিত প্রকৃতি। প্রভুঃ—জীবের আত্মা (১৫ শ্লোকে বিভুঃ=বিশ্বাত্মা)।

১৮। সমদর্শিনঃ—যাঁহারা একই দর্শন করেন, এক বলিয়াই বুঝেন। বাহ্য চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিলে ব্রাহ্মণ, গাভী, হাতী, কুকুর ও চণ্ডাল কখনই এক বলিয়া প্রতিভাত হয় না। দৃশ্যতঃ নানার ভিতরেও 'এক' অবস্থান করিতেছেন,—নানা হইতেছে 'এক'-এরই বিকাশ মাত্র—এই বোধ যাঁহার হইয়াছে তিনিই জ্ঞানী পণ্ডিত, তিনি 'ব্রহ্মে' অবস্থিত।

১৯। সর্গঃ=সৃষ্টিঃ। ইহৈব=ইহ+এব—এই দেহে থাকিয়াই। সাম্যে=সমভাবে। এই দেহে থাকিয়াই (অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিয়াই) 'জীবন্‌' (√ জীব্‌+শতৃ), সুখদুঃখাদির হাত হইতে 'মুক্তঃ'='জীবন্মুক্তঃ'।

[মুক্তের কোথায়ও যাইতে হয় না; ব্রহ্মকে 'গন্তব্য' বলা যায় না; সর্বগতে আবার গমন কি? বন্ধ-নিবৃত্তিই মুক্তি। ব্রহ্ম. সূ. ৪।৩।৭-১৪ (কার্যাধিকরণ) দ্রষ্টব্য; আরও, ৪।৪।১ 'সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ', ৪।৪।২ 'মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ' দ্রষ্টব্য।]

২০। এরূপ 'সম'দর্শীর আচরণ প্রিয়াপ্রিয়লাভে হর্ষোদ্বেগের অভাব; 'স্থিতপ্রজ্ঞ,' 'ভক্ত' ও 'গুণাতীত'—২।৫৫-৬৮, ১২।১৩-১৯, ১৪।২২-২৫ দ্রষ্টব্য।

২১। আত্মনি যৎ সুখং—আত্মাতে যে সুখ।

সুখম্‌ অক্ষয্যম—অক্ষয্য সুখ (যে সুখের ক্ষয় করা যায় না); ইহাই আনন্দ; গীতাতে আনন্দ শব্দটি নাই। কেন নাই? সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে অনুকূল-বেদন-বোধ তাহাকে বলা হয় 'সুখ'; তাহার শেষ আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে,—অথচ অন্তরে অন্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সুখ-এর বোধ হয়—তাহার শেষ নাই। সাধারণ মানুষ 'সুখ' বুঝে, তাই সুখ শব্দই প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সঙ্গে 'অক্ষয্য' এই বিশেষণ বসাইয়া বুঝানো হইল,—সাধারণ ক্ষরী সুখের সহিত এই অক্ষয্য সুখের পার্থক্য কোথায়। আনন্দ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে হয়ত সাধারণ মানুষের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইত। উপনিষদে অবশ্য 'আনন্দ' শব্দই আছে।

ব্যাকরণ। পাণিনি-সূত্র—'ক্ষয্য-জয্যৌ শক্যার্থে।' √ ক্ষি + যৎ প্রত্যয় ও √ জি+যৎ প্রত্যয় বসিলে (১) ক্ষেয় এবং (২) ক্ষয্য ও (১) জেয় এবং (২) জয্য এই দুইটি পদ হয়। (১) ক্ষেয় এবং জেয় অর্থে বুঝায় ক্ষয় করা উচিত, জয় করা উচিত; (২) ক্ষয্য এবং জয্য অর্থে বুঝায় ক্ষয় করিতে পারা যায়, জয় করিতে পারা যায়; অতএব অক্ষয্য অর্থে যাহা ক্ষয় করিতে পারা যায় না।

২২। ২।১৫ দ্রষ্টব্য।

২৩। ৫।১৯ দ্রষ্টব্য।

২৪। ব্রহ্মনির্বাণম্—ব্রহ্ম-আনন্দ। নির্বাণ শব্দে বৌদ্ধরা বুঝেন—নিবিয়া যাওয়া; গীতায় নির্বাণ অর্থে অনির্বচনীয় আনন্দ। গীতা ২।৭২ শ্লোকে 'ব্রহ্মনির্বাণ' দ্রষ্টব্য। (৫।২৫, ২৬ দ্রষ্টব্য।)

২৫। মুক্তের লক্ষণ কি? সকলের মঙ্গল-করণে রতত্ব বা রতি। ঋষয়ঃ—সম্যগ্-দৃষ্টিসম্পন্ন। ছিন্নদ্বৈধাঃ—ছিন্নসংশয়। সর্বভূতহিতে রতাঃ—সকল সৃষ্ট পদার্থের মঙ্গলে রত অর্থাৎ যাঁহারা সকলেরই মঙ্গল করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। রম্ ধাতুর অর্থ রমণ করা, আনন্দ পাওয়া। ১২।৪—'সর্বভূতহিতে রতাঃ' দ্রষ্টব্য।

২৬। অভিতঃ—সর্বদিকেই; ইহলোকে, পরলোকেও।

২৭, ২৮। কর্মযোগের সিদ্ধির জন্য কিছু ধ্যানযোগ আবশ্যক, ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে; এখানে তাহার 'উপক্রমণিকা' করিয়া রাখা হইল।

২৯। ভগবান্‌ই সর্ব-যজ্ঞাদির ভোক্তা (অপর কেহ নহে), তিনিই সর্বজগতের মালিক, তিনিই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের এবং মহৎ হইতেও মহৎ ভূতের পরম বন্ধু,—এইরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে জানিলে (শুধু শুনিলে বা মুখে বলিলে নহে) শান্তিলাভ হয়। সমস্ত কর্মের, সমস্ত পূজার, সমস্ত সাধনার ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। কর্মযোগের সিদ্ধির জন্য চিত্তজয়ের আবশ্যকতা। এই চিত্তজয় ধ্যানযোগের দ্বারাও হইয়া থাকে; অতএব স্ব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ-নিমিত্ত, কর্মযোগীর কিছু ধ্যানযোগ অভ্যাস করিয়া লইলে ভাল হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকে এই ধ্যানযোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কর্মযোগ এবং কর্ম-সংন্যাস পৃথক্—এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কর্মত্যাগের রহস্যও প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে। 'সংন্যাসী'র প্রধান বাহ্য লক্ষণ এই যে, তিনি অগ্নিহোত্র হোম করেন না এবং সাধারণ কর্ম করেন না। শ্রীকৃষ্ণ প্রথম শ্লোকে বলিলেন,—না, তাহাই মাত্র সংন্যাসীর লক্ষণ নহে।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং—কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা **যেন** বদ্ধজীবের **গৃহ**, সেই গৃহত্যাগ করিলেই সংন্যাসী বলা চলে; তাহাকে কর্মযোগীও (২য় শ্লোকে) বলা চলে। ৪।২০ 'নিরাশ্রয়ঃ' দ্রষ্টব্য। কার্যং কর্ম—√কৃ+ণ্যৎ=কার্যং—অবশ্যকরণীয়ম্।

৩। যোগং=কর্মযোগং। আরুরুক্ষোঃ—যিনি আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার। কর্ম কারণমুচ্যতে=কর্মই সহায়ক হেতু বলা হইয়া থাকে। শমঃ কারণম্—শমঃ অর্থাৎ **শান্তি**; কর্ম করিবার যে **সংকল্প** (কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা) **তাহার নিবৃত্তিই** যোগারূঢ়ের (এখনও) **কর্ম করিবার হেতু**।

যোগে (কর্মযোগে) আরোহণ-ইচ্ছুক ব্যক্তির 'কর্মই' কারণ; আবার, কর্মযোগে আরূঢ় ব্যক্তির কর্ম করিবার কারণ হইতেছে 'শম'। তস্যৈব=তস্য এব=সেই কর্মেরই। কর্ম পরিত্যাজ্য নহে—এই তত্ত্বই গীতার মান্য। 'যোগারূঢ়' ব্যক্তি কর্ম করিবেন কেন বা কিরূপে? শম অর্থাৎ কর্মফলাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিই তাঁহার কর্মের কারণ। ৬।৪ যোগারূঢ়ের ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

৪। ৬।৩-এ 'যোগারূঢ়' শব্দ আছে; এই (চতুর্থ) শ্লোকে সেই 'যোগারূঢ়' শব্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা ভগবান্ দিতেছেন, যথা—যখন কর্মযোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহে আসক্ত হন না, কর্মেও আসক্ত হন না—তখন সকল কর্ম-সংকল্প-ত্যাগী তিনি যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন।

'কর্মেতেও আসক্ত হন না'—এইটুকু বলাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি কর্মত্যাগ করেন নাই,—কর্ম করিতেছেন। (কর্ম না থাকিলে কর্মেতে আসক্তি-অনাসক্তির প্রসঙ্গই আসে না।) তবে তিনি কি ত্যাগ করিলেন?—সর্বসংকল্প ত্যাগ করিলেন। এই যে সর্বসংকল্পের নিবৃত্তি—ইহাই তৃতীয় শ্লোকে 'শম' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তবেই দাঁড়াইল এই যে,—যোগে আরোহণেচ্ছুর কর্মই কারণ—আর, যোগে আরূঢ় ব্যক্তির সেই কর্মেরই কারণ শম।

তস্যৈব=তস্য কর্মণ এব। (সেই কর্মেরই)

৮। কূটস্থ—(১৫।১৬ দ্র.); কূট=ভিত্তি, প্রধান,—যাহার দৃশ্যতঃ কোনও পরিবর্তন নাই।

সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু—

রাজনীতি শাস্ত্রে বলে যে, যিনি রাজা হইবেন ও অন্য রাজ্য জয়ের ইচ্ছা রাখিবেন—তাঁহাকে অনেকগুলি 'রাজ্যে'র বা 'রাষ্ট্রের' সংবাদ ভাল করিয়া রাখিতে হইবে। এই অনেকগুলি 'রাজ্যের' সংখ্যা ১২ বলিয়া রাজনীতি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে; যথা—

দ্বাদশং রাজমণ্ডলম্।

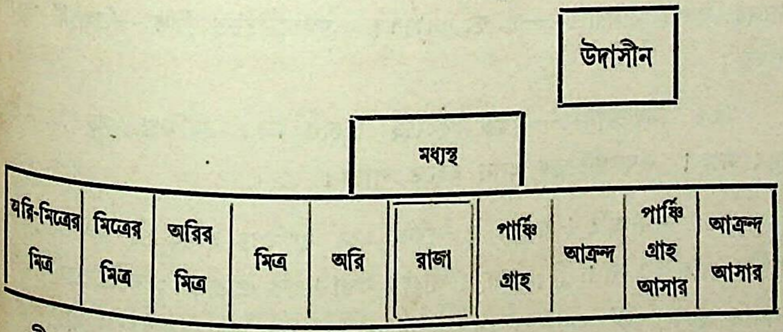

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাজা এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিৎ, অর্জুনও রাজভ্রাতা এবং রাজনীতিজ্ঞ; এজন্যই রাজনীতির কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সমবুদ্ধিত্ব ভাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া বুঝাইলেন। যে-মানুষের জ্ঞানের বিষয় যাহা, তাহার উল্লেখ করিয়া তাহাকে বুঝাইলে সে সহজে বুঝে।

১০। যুঞ্জীত—চিত্তের সমাধির জন্য 'যোগ' অভ্যাস করিবে।

১১। নাত্যুচ্ছ্রিতং—অতি উচ্চ না হয়; নাতিনীচং—অতি নিম্ন না হয়, অর্থাৎ ভূমি হইতে সামান্য উচ্চ কাঠের তৈয়ারী চৌকির মত কিছু স্থাপন করিয়া তদুপরি কুশ, তদুপরি মৃগাদি চর্ম, তদুপরি ক্ষৌম (রেশমী) অথবা সূতার বস্ত্র পাতিয়া তাহাতে উপবেশন করিবে।

১২। যোগম্—ধ্যানযোগ।

১৩। নাসিকাগ্রং—নাসিকার সম্মুখে কিছু দূরে দৃষ্টি রাখিয়া। দিশশ্চ অনবলোকয়ন্—কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়া। যদি নাসিকারই অগ্রভাগ-দর্শন এখানে বিহিত হইত, তবে তাহাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত; 'অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়া'—এটুকু বলিবার আবশ্যকতা হইত না; এবং ২৫ শ্লোকে বলিতেন না, 'অন্য কিছু চিন্তা করিবে না।' নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে গেলে প্রযত্ন হয় এবং মন সেখানে চলিয়া যায়। কিছু দূরের কোনও দ্রব্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার উপদেশ; ইহাতে আসে-পাশে দৃষ্টি পরিচালনা সম্ভব; এজন্যই নিষেধ—'দিশশ্চ অনবলোকয়ন্'।

১৪। আসীত—বসিবে। দাঁড়াইয়া, চলিতে চলিতে বা শয়ন করিয়া ধ্যান হয় না। বসিয়া ধ্যান করিলে মন সমাধিস্থ হওয়া সম্ভব। ব্রহ্মসূত্র—'আসীনঃ সম্ভবাৎ'—বসিয়া ধ্যানের কথাই বলিয়াছেন—ব্র. সূ. ৪।১।৭। ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ—'ব্রহ্মচর্য' অভ্যাস রাখিয়া।

১৫। নিয়তমানসঃ—সংযত হইয়াছে যাহার মন। বিক্ষিপ্ত, মূঢ় চিত্তে ধ্যান সম্ভব নহে। একাগ্রচিত্তেই ধ্যান হইতে পারে।

১৬। ন+অতি+অশ্নতঃ তু—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অতি ভোজনকারীর যোগ হয় না। [√অশ্ (আহার করা+শতৃ প্রত্যয়); করিতেছে যাইতেছে ইত্যাদি স্থলে 'শতৃ' বসাইতে হয়।] ন চ একান্তম্ অন্+অশ্নতঃ...যোগঃ অস্তি। যে একেবারেই আহার করে না তাহার যোগ হয় না। অতি স্বপ্নশীলস্য—যে বেশী ঘুমায় তাহার যোগ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭। এই শ্লোকে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ পুরুষের ইঙ্গিত করা হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে,—ধর্মানুষ্ঠান, যোগসাধন, অন্যপ্রকার আধ্যাত্মিক চিন্তা বা কার্য (এমন কি সাধারণ সাংসারিক ও সামাজিক কার্য) **সেই**-ই করিতে পারে **যাহার** স্বাস্থ্য উত্তম। তবেই দাঁড়াইল এই যে,—**স্বাস্থ্য ধর্মের, কর্মের, সাধনার মূল।**

১৮। যুক্তঃ—**এখানে** ধ্যানযোগে প্রতিষ্ঠিত, এই অর্থ।

১৯। ধ্যানযোগীর নিশ্চলতার দৃষ্টান্ত।

২০। নিরুদ্ধং—যাহার নিরোধ করা হইয়াছে। 'যোগে'র লক্ষণ এইরূপ—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'।

২৭। উত্তমং সুখং—সর্বশেষের যে সুখ তাহা অর্থাৎ পরম সুখ বা আনন্দ।

২৮। অত্যন্তং—যাহার অন্ত নাই, যাহা শেষ হয় না। ব্রহ্মসংস্পর্শং—যেন ব্রহ্ম সুস্পষ্টভাবে যোগীকে স্পর্শ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আছেন—এইরূপ সাক্ষাৎ অনুভব হয়।

সুখেন—অনায়াসে, সহজে।

৩১। যোগী=কর্মযোগী।

৩২। যোগী=কর্মযোগী।

৩৩। সাম্যেন যোগঃ—সমতা অবলম্বন করিয়া যে যোগ অর্থাৎ ইহা কর্মযোগ, ধ্যানযোগ নহে।

প্রমাথি—মন্থনদণ্ডের ন্যায় ক্ষোভকারী, আলোড়নকারী।

৩৫। অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ—এখানে 'চ' শব্দের অর্থ যুগপৎ অর্থাৎ এক-সঙ্গেই দুইটি কাজ চলিবে।

৩৬। যোগঃ—সাম্যেন যোগঃ অর্থাৎ **কর্মযোগ।**

৩৭। অযতিঃ—যম-নিয়মে যিনি যত্ন করেন ও অভ্যাস করেন তিনি যতি; যিনি তাহা করিতে পারেন নাই তিনি অযতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৮। কচ্চিৎ (অব্যয়)—'কামপ্রবেদনে'; আমার ইচ্ছা এইটি জানি—এইরূপ ইচ্ছার প্রকাশ করা হয় কচ্চিৎ শব্দ দ্বারা। (১৮।৭২)

৪০। ২।৪০ দ্রষ্টব্য।

৪১। শ্রীমতাং—ধনিগণের। (বিলাতের কোনও মহাজ্ঞানী ব্যক্তি হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, বৎসরে ৬০০ পাউণ্ড (=৯০০০৲) আয় না থাকিলে অনাসক্তভাবে কর্ম করা সম্ভব নয়। ইহা অবশ্য বিলাতে!)

৪৩। পূর্বদেহে অবস্থানসময়ে বুদ্ধির যে পরিমাণ পরিণতি বা পরিপক্বতা হইয়াছিল—এ দেহে তাহা লাভ করা যায়।

৪৪। হ্রিয়তে—আকৃষ্ট হয়, সিদ্ধির দিকে। শব্দব্রহ্ম—কর্মকাণ্ডপ্রতিপাদক শ্রুতি। অতিবর্ত্ততে—এই ব্যক্তিকে শব্দব্রহ্ম ফলাশাযুক্ত কর্মের সংকল্পে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

৪৭। যোগিনাং—কর্মযোগীদিগের মধ্যে। শ্রদ্ধাবান্ মাং ভজতে—শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাকে (৭।১৯) যে ভজনা করে; যন্ত্রচালিতের ন্যায় নহে,—কিন্তু বাসুদেবকে ভালবাসিয়া তৎপ্রীতির জন্যই কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে। যুক্ততমঃ—শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। (১২।২)

সপ্তম অধ্যায়

১। সমগ্রং মাং—সম্পূর্ণ আমাকে। এই 'আমি' বলিতে কি বুঝিতে হইবে তাহা সপ্তম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। (৭।১৯ দ্র.) যথা জ্ঞাস্যসি—যে রূপে জানিবে।

২। সবিজ্ঞানম্—বিজ্ঞানের সহিত; বিজ্ঞান=বি+জ্ঞান, বিবিধ বা বিশেষ জ্ঞান।

সাধারণ ব্যাখ্যা। জ্ঞান=শাস্ত্রাদি বা গুরুমুখে যাহা জানা হইয়াছে; বিজ্ঞান=ঐ জ্ঞানের তত্ত্ব নিজে উপলব্ধি বা অনুভব করিয়া বুঝিয়া লওয়া হইয়াছে এমন জ্ঞানই বিজ্ঞান। গীতার 'বিজ্ঞান' ১৩।৩০ এবং ১৮।২০ দ্রষ্টব্য।

৩। সহস্রেষু—সহস্র সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে। কশ্চিৎ—কোনও একজন (অনিশ্চয় অর্থে চিৎ)। তত্ত্বতঃ—সত্য সত্যই; সত্যই আমি যাহা সেই রূপে বেত্তি—জানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরা প্রকৃতি

৪। ১ ভূমিঃ—ঘন পদার্থ (পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) ; দৃষ্টান্ত—পৃথিবী
২ আপঃ—তরল পদার্থ (চার-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) ; দৃষ্টান্ত—জল
৩ অনলঃ—তেজঃপদার্থ (তিন-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) ; দৃষ্টান্ত—অগ্নি
৪ বায়ুঃ—বায়বীয় পদার্থ (দুই-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) ; দৃষ্টান্ত—বাতাস
৫ খং—অতি সূক্ষ্ম পদার্থ (এক-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য) ; দৃষ্টান্ত—আকাশ
৬ মনঃ—(ভিতরের) সংকল্প-কারী ইন্দ্রিয়
৭ বুদ্ধিঃ—(ভিতরের) সিদ্ধান্ত-কারী শক্তি
৮ অহঙ্কারঃ—(ভিতরের) 'আমি'—এই বোধ।

অষ্টধা—অষ্টন্ শব্দ+প্রকারার্থে ধাচ্ ; [তুলনা—'একং সৎ বিপ্রা বহুধা-বদন্তি'।]
প্রকৃতি—স্বভাব।

৫। **পরা প্রকৃতি**—জীব অর্থাৎ চেতন।

গীতায় উক্ত প্রকৃতি এবং সাংখ্যে (দর্শনে) উক্ত প্রকৃতি এক নহে—ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

৬। যোনি—উৎপত্তি স্থান। প্রভব—উৎপত্তি স্থান বা কারণ। প্রলয়—জগতের লুকাইবার স্থান। প্রলয় **অর্থে ধ্বংস নহে।**

৭। পরতরং—আমা হইতে ভিন্ন (বা বাহিরে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত) কোনও পদার্থ নাই।

রসঃ=রস্যতে ইতি রসঃ (পরমাণুগুলিকে যাহা ধরিয়া রাখে—ADHESION)

৮। প্রণবঃ—প্র (প্রকৃষ্টরূপে) নূয়তে (**স্তব করা যায় বা বর্ণনা করা যায়**) যাহার (**ইহার দ্বারা**)।
ওঁ=যে অক্ষরের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দেশ করা যায়—
অ=ঋগ্‌বেদের সার (সঙ্কেত, SYMBOL)
উ=যজুর্বেদের সার („ „)
ম=সামবেদের সার („ „)
দ্রষ্টব্য—এই প্রণবই (ওঁ) হইতেছে সর্ববেদের সার মহা 'মহাবাক্য'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩। মাম্ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ম্—ইহাদিগের হইতে পৃথক্ অবিকারী আমাকে; ৯।১১—'পরং ভাবম্ অজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।' দ্রষ্টব্য।

১৪। দৈবী—(√দিব্ ক্রীড়া অর্থ)। যে মায়া সদাই ক্রীড়াশীলা [ভাগবত- ১।৩।৩৪ 'দেবী' সংসারচক্রেণ ক্রীড়ন্তী 'এষা মায়া'—শ্রীধরটীকা।] মম—আমার দৈবী শব্দের অর্থ যদি দেব অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বলা হয় তবে আবার 'মম' প্রয়ো কেন? ভগবানের এই মায়া সর্ব্বদাই ক্রীড়াশীলা, কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে না, সে জন্যই তাহাকে দৈবী বলা হইয়াছে। দুরত্যয়া—দুঃখে অর্থাৎ অতি কষ্টে, প্রয়ো অতিক্রম করা যায়। গুণময়ী—গুণেরই সমষ্টি, গুণেরই প্রকাশ, গুণ-দ্বারাই (যে নির্মিত। ময়ট্ প্রত্যয়; যথা—মৃন্ময়ী প্রতিমা। ভগবানের শক্তি **যখন** (?) তিনগুণে বিভক্ত হয় ('গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ') **তখন** (?) তাহার নাম দেওয়া হয় 'মায়া' ইহা **সকল সময়েই** প্রকাশিত, **সকল সময়েই** ক্রিয়াশীল। ইহার 'যখন'-'তখন' নাই। ভগবানের শক্তির প্রকাশিত অবস্থাই মায়া।

শরণ লইলেই মায়া অতিক্রম করা যায়। বেশ ত? শরণ লইলেই যা কাহারা ভগবানের শরণ লয় না?

১৫। ন প্রপদ্যন্তে—শরণ লয় না। আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ—৯।১২ দ্র.

১৬। জ্ঞানী—যিনি ভগবান্‌কে জানিয়াছেন; জানিয়াছেন বলিয়াই ভাল বাসিয়াছেন, তাই ভজনা করেন। TO KNOW GOD IS TO LOVE HIM.

১৭। প্রিয়ঃ—(বৈদিক প্রিয় শব্দ-এর অর্থে প্রযুক্ত ১১।৪৪ দ্র.।)=নিজের। ভগ- বানের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই—এরূপ উক্তি গীতাতে আছে (৯।২৯)। তা মীমাংসা কি? জ্ঞানী ভগবৎ-তত্ত্ব জানিয়া সর্ব্বত্রই আমাকে দেখিতে পান অর্থা নিজেকেই যেন দেখিতে পান; ভগবান্ (আত্মা) তাঁহার বড় আপন এই বো তাঁহার হয়। তেমনই, যিনি ভগবৎ-তত্ত্ব জানিয়াছেন তাঁহাকেও ভগবানের 'আপন' বোধ হয়। (১১।৪৪ 'প্রিয়'র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) ৭।১৮ 'জ্ঞানী তু আত্মা এব মে' দ্রষ্টব্য।

১৮। অনুত্তমাং গতিং। অন্-উত্তমা—যাহার পরে আর গন্তব্য কিছু নাই।

১৯। জ্ঞানবান্—কি জ্ঞান? বাসুদেবঃ সর্বম্=বাসুদেবই সব, এই জ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০। স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ—নিজ নিজ প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া (নি+যম্+ক্ত)।

প্রকৃতিঃ—বহু বহু জন্মের কর্মের দ্বারা যে অদৃষ্ট সৃষ্ট হইয়াছে—তাহাই এ জন্মে (কোনও) জীবের প্রকৃতি।

তৈঃ তৈঃ কামৈঃ—সেই সেই কামনার দ্বারা; হৃতজ্ঞানাঃ—যাহাদের জ্ঞান হৃত হইয়াছে।

২১। তনুং—বিগ্রহ, মূর্তি, দেবতার মূর্তি।

২২। ময়া এব বিহিতান্ হি তান্—সেই সেই কর্মের ফল আমার দ্বারাই বিহিত হয়। কর্মফলদাতা আমি ছাড়া কেহ নাই।

['ফলমত উপপত্তেঃ'—ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩৮—৪১]

২৪। অব্যক্ত—যাহা অপ্রকাশিত। ব্যক্তি—প্রকাশ; আপন্ন—পাইয়াছি। বি+√অঞ্জ্+ক্তি=ব্যক্তি; ন+বি+অঞ্জ্+ক্ত=অব্যক্ত। পরম্—শেষ, শ্রেষ্ঠ। ভাব—সত্তা। অজানন্তঃ—যাহারা জানে না।

২৫। প্রশ্ন—কেন এরূপ হয়? কেন লোকে তাঁহাকে ধরিতে পারে না?

উত্তর—তিনি 'যোগমায়া'-সমাবৃত বলিয়া।

'যোগমায়া'র ব্যাখ্যা অনেক প্রকারে হইতে পারে; অতি সহজভাবে ব্যাখ্যা গ্রহণ করার চেষ্টা করা ভাল; যথা—

যোগ-যুক্ত যে মায়া তাহা যোগমায়া। এই মায়া তাঁহাতে নিত্যই আছে এবং নিত্যই তাঁহাকে **যেন** আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মায়া হইতেছে তাঁহার শক্তি; এই শক্তিরই প্রকাশ আছে, এই শক্তি হইতেই জগৎ সৃষ্ট,—এই শক্তিকর্তৃক সৃষ্ট-জগতের মানুষ শক্তির পশ্চাতে অবস্থিত যিনি, তাঁহার সন্ধান কিরূপে পাইবে!

দৃষ্টান্ত—সূর্য—উষা।

সূর্য যখন দিক্‌চক্রবালের (Horizon) নিম্নে অবস্থিত, তখন সূর্যেরই রশ্মি ইন্দ্রধনু রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া দিক্‌চক্রবালের উপরে উষা-রূপে দেখা দেয়। সূর্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চাতে না থাকিলে উষার অস্তিত্বই থাকে না। আমরা উষার সুন্দর রূপ দেখিয়া (ক) মোহিত হই এবং তখন ভুলিয়া যাই যে, উষা আর কিছুই নহে সূর্যেরই রশ্মির প্রকাশিত অবস্থা। অথচ **যতক্ষণ উষাকে (১) দেখি, ততক্ষণ সূর্যকে দেখি না;** সূর্যকে দেখিবামাত্র অর্থাৎ **সূর্যের উদয় হওয়া-মাত্রই** উষাকে আর দেখিতে (২) পাই না, উষা যেন পলায়ন করে।

যতক্ষণ (১) উষা, ততক্ষণ সূর্য যেন নাই, অর্থাৎ উষা সূর্যকে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে, আবৃত করিয়া আছে; তবেই, উষা অর্থাৎ সূর্য-রশ্মির প্রকাশিত অবস্থা সূর্যকে ঢাকা দিয়াছে;—উষা মায়া, সূর্য মায়ী;—মায়া মায়ীকে যেন ঢাকা দিয়াছে; অথচ উষা আর কিছুই নহে (ক) সূর্যেরই রশ্মিমাত্র।

আবার (২) **যখনই** সূর্য উদিত হইলেন **তখনই** উষা পলাইল; অর্থাৎ মায়ীর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার অন্তর্ধান হইল।

এইরূপ, ভগবানের শক্তির প্রকাশের নাম মায়া, তাহা নিত্যই ভগবানের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া তাহা যোগ-মায়া; এই যোগমায়া (উষার সূর্যকে আবরণ করার ন্যায়) ভগবানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের উদয়ের **সঙ্গে সঙ্গে** (সূর্যের উদয়ের **সঙ্গে সঙ্গে** উষার পলায়নের ন্যায়) মায়াও পলাইয়া যায়, অপসারিত হয়।

আগে সূর্যোদয় **পরে** উষার পলায়ন এরূপ **আগে-পরে** নহে; সূর্যের উদয় অর্থ-ই হইতেছে উষার পলায়ন বা তিরোভাব। ঠিক তেমনই—ভগবানের প্রকাশ অর্থ-ই হইতেছে মায়ার তিরোভাব।

ঋগ্‌বেদে উষাকে সূর্যের মায়া বলা হইয়াছে, যথা—

ঋতস্য বুধ্ন উষসামিষণ্যন্
বৃষা মহী রোদসী আ বিবেশ।
মহী মিত্রস্য বরুণস্য **মায়া**
চন্দ্রেব ভানুং বিদধে পুরুত্রা ॥

ঋগ্‌বেদ—অ.৩।অ.৪।ব.৮।ঋ.৭

উষা হইতেছেন মিত্র ও বরুণের **মহতী মায়া।**

চক্রমিব নব্যসী আ ববৃৎস্ব। —ঐ ৩।৪।৮।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্য নূতন রূপে তুমি, উষা, চক্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হও। সূর্যেরই (দুই দিক্ হইতে) দুই নাম (বেদে) **মিত্র এবং বরুণ**। দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা=মিত্র রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা=বরুণ।

২৬। সমতীতানি বর্তমানানি ভবিষ্যাণি চ অহং বেদ—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আমি জানি।

জীব কালের অধীন, ভগবান কালের অধীন নহেন; তাঁহার নিকটে কালের ভেদ নাই—এক অনন্ত বর্তমানতাই আছে; মোহবশতঃ জীব বর্তমানতাকেই তিনভাগে ভাগ করিয়া লইতে চাহে। কিন্তু তিন ভাগের মধ্যে কি প্রাচীর গাঁথা যায়? যায় না; তবে ভেদ কিরূপে হয়?

ঘটনার স্মৃতির নাম 'অতীত'; ঘটনার আকাঙ্ক্ষার নাম 'ভবিষ্যৎ'। আমরা—ছিল, আছে, হইবে—এই সব বলিয়া থাকি—কিন্তু 'আছে',—মাত্র এই-টুকুই সত্য করিয়া বলা যায়। অর্থাৎ বর্তমানতারই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। (সময়) কাল যাঁহার অধীন, তাঁহাকে কালের অধীন জীব কেমন করিয়া জানিবে?

জীবের জ্ঞান যে কালের জ্ঞান-দ্বারা সীমাবদ্ধ। ১০।৩৩ 'অক্ষয় কাল' ব্যাখ্যা দ্র.।

২৭। (১) ইচ্ছা-(২) দ্বেষ-সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন—'দুই'এর জ্ঞান-রূপ মোহ।

২৮। যেষাং পুণ্যকর্মণাং তু পাপং অন্তগতম্—যে পুণ্যকর্মকারীদের পাপের শেষ হইয়াছে। দৃঢ়ব্রতাঃ—নিয়মকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিয়া; কখনও নিয়মলঙ্ঘন না করিয়া; দৃঢ় নিশ্চয় ব্যক্তিরা।

২৯। অধ্যাত্মম্—আত্মনি (আত্মাতে এই অর্থে)=অধ্যাত্মম্ (অব্যয়ীভাব), যথা—হরৌ=(হরিতে এই অর্থে) অধি-হরি। অখিলং কর্ম চ—সমস্ত কর্মও (জানিতে পারে)। ৪।১৬ এবং ৮।৩ দ্রষ্টব্য।

৩০। (কর্ম, অধ্যাত্ম, ব্রহ্ম) অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ; ৮ম অধ্যায়ে ১-৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অর্জুনের প্রশ্ন এবং ভগবানের উত্তর দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

১-২। ব্রহ্ম, কর্ম—ব্রহ্ম কি? কর্ম কি? অধ্যাত্মম্, অধিভূতম্, অধিদৈবম্, অধিযজ্ঞ···। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহার আধার (কারণ) কি? জড়ের **শেষ কি জড়ই?** দৈব (দেবশক্তি)র পশ্চাতে কি আছে? দৈবই কি শেষ? ··· ইত্যাদি··· ···

৭।২৯ ও ৭।৩০ শ্লোকে ভগবান্ বলিলেন, আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা যত্ন করে—তাহারা ব্রহ্ম জানে, সমগ্র অধ্যাত্ম জানে, অখিল কর্ম জানে; **আমাকেই** অধিভূতের সহিত, অধিদৈবের সহিত, অধিযজ্ঞের সহিত···যাহারা **জানে**···তাহারা প্রয়াণসময়েও আমাকেই জানিতে পারে। ···

এখন অর্জুনের প্রশ্ন,—তবে ব্রহ্ম, কর্ম, অধ্যাত্ম··ইত্যাদি বলিতে কি কি বুঝিতে হইবে?

ব্রহ্ম, কর্ম, অধ্যাত্ম—৭।২৯ **সম্বন্ধে প্রশ্ন।** অধিভূতম্, অধিদৈবম্, অধিযজ্ঞ ···ইত্যাদি—৭।৩০ **সম্বন্ধে প্রশ্ন।**

৩-৪। ভগবানের উত্তর—

আমার অক্ষর অর্থাৎ অব্যয় তত্ত্বই ব্রহ্ম। প্রত্যেক বস্তুরই মূল সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্বভাবই অধ্যাত্ম। পদার্থসমূহের নানাভাবে **বি**-সৃষ্টি বা উৎপাদনই কর্ম। সূক্ষ্মেরই স্থূলবস্তুরূপে (অনিত্যরূপে) প্রকাশ অধিভূত। ভূতে চেতন-সত্তা অধিদৈব। সকল যজ্ঞেরই ভোক্তৃরূপে আমিই অধিযজ্ঞ।

দৃষ্টান্ত। দর্শনক্রিয়াব্যাপারে—জড়-পদার্থের রূপ—অধিভূত; চক্ষুরিন্দ্রিয়—অধ্যাত্ম; সূর্য—অধিদৈব। তুলনীয় ভাগ° ১১।২২।৩১ 'দৃগ্‌রূপমার্কং······'

সাধিভূতাধিদৈবং মাং······ইত্যাদিতে ভগবান্ বলিলেন যে,-অনেক প্রকার ভূত, তাহাদের পরিচালক দেবতা, বস্তুর সূক্ষ্মতত্ত্ব, আত্মা, যজ্ঞের ভোক্তা, বিশ্বসৃষ্টির মূল ব্যাপার কর্ম, দেহের অন্তর্যামি চৈতন্য অব্যয় অক্ষরতত্ত্ব—সবই আমি। এইভাবে আমাকে জানিলে মৃত্যুসময়েও আমাকেই জানিতে পারা যায়। কোনও প্রকার ভ্রমদ্বারা এই জ্ঞান ব্যাহত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। কলেবরং মুক্ত্বা—দেহ ত্যাগ করিয়া। যঃ যাতি - যে যায় অর্থাৎ দেহী, জীবাত্মা।

৬। যং যং ভাবং স্মরন্—যে যে ভাব স্মরণ করিয়া। তং তং এব এতি—সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।

ভাবভাবিত ঃ—ভাবের দ্বারা তাহার সত্তা নিরূপিত হইয়া থাকে; (√ভূ+ণিচ্ +ক্ত) (√ভূ=হওয়া, √ভাবি=হওয়ান) 'ভাবো হি ভবকারণম্' (ভাগবত)।

৭। সর্বেষু কালেষু—মৃত্যু-সময় পর্যন্ত সকল সময়ে। 'আ প্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্' (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১২); 'আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ' (ব্র.সূ, ৪।১।১)। অনুস্মর—আমাকে অনু-স্মরণ কর; স্মরণ-এর পর স্মরণ, তাহার পরে স্মরণ…… =অনুস্মরণ। যুধ্য চ—যুদ্ধও কর; কেবল ভগবানের স্মরণ করিলেই হইবে না, কর্তব্যও সেই সঙ্গে করিতে হইবে। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ=মন এবং বুদ্ধি আমাতে যিনি অর্পণ করিয়াছেন [মন ও বুদ্ধির গতির 'মোড় ফিরাইয়া' দিয়াছেন]। অর্পিত—'ঋ'ধাতুর অর্থ যাওয়া; ঋ+ণিচ্=অর্পি ধাতু=যাওয়ান। অসংশয়ম্—সংশয়স্য অভাব —এই অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস। এ বিষয়ে কোনও সংশয়ই থাকিতে পারে না, এই অর্থ। মামেবৈষ্যসি—মাম্+এব+এষ্যসি।

৮। অভ্যাস ইত্যাদি—'আবৃত্তিঃ অসকৃৎ…' দ্রষ্টব্য; [ব্র. সূ. ৪।১।১,—৮।৭ ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য] নান্যগামিনা চেতসা—যে মন অন্য দিকে না যায় এমন মনের দ্বারা (৮।৭ অর্পিত দ্রষ্টব্য)। অনুচিন্তয়ন্—'অনুস্মর' (৮।৭) দ্রষ্টব্য (অনুস্মরণ করিতে করিতে)। দিব্যং পরমং পুরুষং যাতি=দ্যুতিমান্ প্রকাশবান্ (সর্ব সময়ে স্বপ্রকাশ), পরম=সর্ব শেষের, পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ('মামেবৈষ্যসি' দ্রষ্টব্য)।

৯। কবিঃ—ক্রান্তদর্শী, সর্বজ্ঞ। অনোঃ অনীয়ান্—সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম [তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ]। অচিন্ত্যরূপং—যাহার স্বরূপ তর্কের গোচর নহে। আদিত্যবর্ণং —স্বপ্রকাশ। তমসঃ—প্রকৃতি হইতে। পরস্তাৎ—দূরে।

১১। সংগ্রহেণ—সংক্ষেপে।

১৩। ওম্ ইতি একাক্ষরং—একবারে উচ্চারিত একস্বরযুক্ত শব্দ একাক্ষর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা—কি, কৈ, হাঁ, না……; দ্ব্যক্ষর, যথা—রামঃ, ভীমঃ, যাগঃ, মনঃ, বেদঃ, দেবঃ……; ত্র্যক্ষর—লক্ষ্মণঃ, অর্জুনঃ, বালকঃ, বালিকা,……। দ্র.:—প্রণবঃ সর্ববেদেষু—৭।৮।

১৪। যোগিনঃ—কর্মযোগীর নিকটে।

১৭। গীতা ১০।৩০ 'কলয়তাং কালঃ' এবং গীতা ১০।৩৩ 'অক্ষয়ঃ কালঃ' ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ১০।৩০ 'কালে'র হিসাবে ব্রহ্মার দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যকে যিনি নিজের কালের ধারণার মধ্যে গণনা করেন—তিনি **অহোরাত্রবিৎ**, তিনি কালের পরিমাপ কিছু জানেন। মানুষের হিসাবের দিন-রাত্রির পরিমাপ ত অতি তুচ্ছ।

(মানুষের ১ মাস=পিতৃগণের ১ দিন+রাত্রি; কৃষ্ণপক্ষ=দিন, শুক্লপক্ষ=রাত্রি।) মানুষের ১ বৎসর=দেবতার একদিন+রাত্রি; উত্তরায়ণ=দিন, দক্ষিণায়ন=রাত্রি। **এরূপ** অহোরাত্র×৩৬০=১ দেববর্ষ=মানুষের ৩৬০ বর্ষ।

সত্য	(৪০০ সন্ধি	+৪,০০০ যুগমান	+৪০০ সন্ধ্যংশ),
ত্রেতা	(৩০০ „	+৩,০০০ „	+৩০০ „),
দ্বাপর	(২০০ „	+২,০০০ „	+২০০ „),
কলি	(১০০ „	+১,০০০ „	+১০০ „),

=১২,০০০ দেববর্ষে (মানুষের ৪,৩২,০০০ বর্ষে) এক মহাযুগ; হাজার মহাযুগে ব্রহ্মার এক দিন, হাজার মহাযুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি। মনু ১।৭৩

১৮। প্রলীয়ন্তে—প্রলয় হয়=লুকাইয়া পড়ে। অব্যক্তসংজ্ঞকে - যাহাকে অব্যক্ত এই নামে অভিহিত করা হয় তাহাতে। অব্যক্ত=প্রকৃতি।

১৯। ভূতগ্রামঃ—ভূত (সৃষ্ট পদার্থ) সকল; গ্রামঃ=সমূহঃ।

২০। ভাবঃ **অন্যঃ অব্যক্তঃ অব্যক্তাৎ** তস্মাৎ পরঃ **সনাতনঃ**—সেই অব্যক্ত হইতেও অন্য একটি সনাতন অব্যক্ত সত্তা আছে। √ভূ+ঘঞ্=ভাবঃ=অস্তিত্ব, সত্তা, চিরকাল থাকার ভাব=অর্থাৎ সত্যই যাহা আছে; চিরকাল যাহা সত্যই আছে তাহা সনাতন; সনা (সদা)+তন প্রত্যয়=সনাতন; (যেমন—সায়ং+তন=সায়ন্তন, প্রাক্+তন=প্রাক্তন, ইদানীন্তন, অধুনাতন, অদ্যতন)। ভগবান্ সনাতন ভাব বলিয়াই বেদে তাঁহার নাম দিয়াছে—'সৎ' (যাহা আছে); ওঁ (হাঁ) তৎ (সেটি) সৎ (আছে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১। অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ —৮।২০র অব্যক্তের পরেও যে 'অন্য অব্যক্ত' সেই অব্যক্তকে **অক্ষর** বলা হয়; ১৫।১৭ শ্লোকে ইহাকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে, কিন্তু ১৫।১৬-তে 'কূটস্থকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে (৮।২০র অব্যক্তকে) 'অক্ষর' পুরুষ বলা হইয়াছে। এই ৮।২১-এর 'অক্ষর' এবং ১৫।১৬-র 'অক্ষর'-সম্বন্ধে অর্থ বিশেষভাবে সতর্ক হইয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। গতিঃ —গন্তব্য, যে স্থানে যাইতে হইবেই। পরমা গতিঃ —ইহার পরে আর যাইবার স্থান নাই। ধাম—স্থান, গৃহ, জ্যোতি।

২২। পরঃ পুরুষঃ=পুরুষোত্তমঃ (১৫।১৮ দ্রষ্টব্য)। অনন্যয়া ভক্ত্যা—অনন্যা ভক্তির দ্বারা; অনন্যা—যেখানে অন্য নাই—(অন্+অন্যা) ন বিদ্যতে অন্যঃ যত্র।

২৩-২৬। উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন-ভেদে বৎসররূপী কালের (বা প্রজাপতির) দুই ভেদ আছে; এবং এই দুই কালের একটিতে দেহান্ত হইলে এক প্রকার গতি হয়, অন্যটিতে দেহান্ত হইলে অন্যপ্রকার গতি হয়। তাহা হউক, কিন্তু :—৮।২৭

২৭। কর্মযোগীর এরূপ কাল-ভেদের জন্য কোনও প্রকারে কোনও বিঘ্ন হয় না; তিনি যে কালেই দেহত্যাগ করুন না কেন, তাঁহার মুক্তিই হয়। সৃতী—গতী (৮।২৬) (দ্বিবচন) জানন্—জানিলেও। যোগযুক্তঃ —কর্মযোগযুক্ত অর্থাৎ নিত্যই কর্মযোগের অনুষ্ঠান-নিরত হও; [ব্র. সূ. ৪।২।২০ 'অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে' অনুসন্ধেয়]।

২৮। প্রদিষ্টম্—প্র+√দিশ+ক্ত, প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগী=কর্মযোগী।

নবম অধ্যায়

১। ইদং তু তে প্রবক্ষ্যামি—তোমাকে আরও বলিব। অনসূয়বে—অনসূয়ু শব্দের চতুর্থী একবচন, অসূয়া—দোষাবিষ্কার, অসূয়ু—যে দোষ আবিষ্কার করে, অন্ অসূয়ু—যে দোষ আবিষ্কার করে না; অর্জুন ভগবানের বাক্যে বিশ্বাস করিতেছেন। গুহ্যতমং—গোপনীয়তম, উত্তম রহস্য। জ্ঞানং—উপদেশ, যাহার দ্বারা তত্ত্ব জানা যায়। বিজ্ঞান সহিতং—বিজ্ঞানের সহিত; বিজ্ঞানং=বি+জ্ঞানং=বিশিষ্ট জ্ঞান; সাধারণতঃ বিজ্ঞান বলিতে অনুভূতি বা উপলব্ধি বুঝায়, কিন্তু ১৩।৩০, ১৮।২০ দ্রষ্টব্য; ইহাই গীতার 'বিজ্ঞান'। অশুভাৎ মোক্ষ্যসে—অশুভ হইতে মুক্তি পাইবে; অশুভ—(ব্রহ্মকে ভুলিয়া থাকার ফলে) অনবরত সংসারে যাতায়াত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। রাজবিদ্যা—বিদ্যার রাজা (বিদ্যানাং রাজা)। রাজগুহ্যং—গুহ্যের (গোপনীয়ের) রাজা (গুহ্যানাং রাজা); ব্যাকরণ বিধি-অনুসারে উক্তরূপ সমস্তপদ (সমাস) হয়,—যেমন দন্তানাং রাজা=রাজদন্তঃ। প্রত্যক্ষাবগমং—বুঝিতে বেশ সহজ, সুস্পষ্ট। কর্তুং সুসুখম্—অনুষ্ঠান সহজ সাধ্য।

[৯।৩৪ দ্রষ্টব্য ; সহজ সাধ্য কিরূপে? না, মনের চিন্তা মদ্‌বিষয়ক হউক, কর্মের ইচ্ছা মদ্‌বিষয়ক হউক, আনন্দ প্রাপ্তির ইচ্ছা মদ্‌বিষয়ক হউক। মনের তিনটি বৃত্তি—জ্ঞানার্জ্জন, সুখার্জ্জন, কর্মকরণ। এই তিনটি বৃত্তিই ভগবদ্‌বিষয়ক বা ভগবন্মুখী হইলেই কর্মযোগী সহজেই ভগবান্‌কে পায় ; তবেই হইল 'কর্তুং সুসুখম্।']

৩। অশ্রদ্দধানাঃ —ন+শ্রৎ+ধা+শানচ্, প্রথমা বহুবচন=শ্রদ্ধাযুক্ত না হইয়া। সংসার—যাহা সম্যক্ প্রকারে চলিতেছে। বর্ত্মনি—পথে।

৩। সংসার—Cycle ; এই (সংসার) চক্র হইতে উদ্ধার বা নিষ্কৃতি পাইতে হইলে **কেন্দ্রকে** আশ্রয় করিলেই হইল। ভগবান্‌ই কেন্দ্র, **কেন্দ্র** ঘোরে না। **কেন্দ্রকে আশ্রয় করিতে পারিলে ঘোরাঘুরি বন্ধ হইবে।**

৪। ততম্—ব্যাপ্ত ; √তন্ ধাতু—(কাপড়ের 'টানা' দেওয়া) বিস্তার করা অর্থ ; অতত, বিতত ; বিতত্নিরে ইত্যাদি তন্ ধাতুর বহুরূপ বেদে আছে। ভগবান্ অব্যক্ত মূর্তিতে (অপ্রকাশিত রূপে) জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

ভূতসকল আমাতেই আছে (ব্যাপ্য যাহা তাহা আছে ব্যাপকের মধ্যে), আমি কিন্তু ভূতে অবস্থিত (**পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ**) নহি (ব্যাপক নিশ্চয়ই ব্যাপ্য হইতে বৃহৎ)। ভগবান্ সর্বভূতে চৈতন্যরূপে আছেন ত বটেই, বাহিরেও আছেন।

৫। ন চ মৎস্থানি ভূতানি=ভূত সকল আমাতে নাই অর্থাৎ আমাতে লাগিয়া নাই ; ভূত সকল স্থূল, আমি সূক্ষ্ম ; সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু স্থূল সূক্ষ্মেতে লাগিয়া থাকিতে পারে না। পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্—আমার ঐশ্বরিক সামর্থ্য দেখ (বুঝিয়া লও) ; যোগ=সামর্থ্য ; অবক্তকে ব্যক্ত করার সামর্থ্যই 'যোগ'।

৭। কল্প—ব্রহ্মার একদিন—(৮।১৭ দ্র.)

৮। প্রকৃতিঃ—ভূতসকলের জন্মজন্মান্তরের কর্ম-সংস্কার-সমষ্টি। উদাসীনবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসীনং ; —উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত। যখন বলা হইল—উদাসীনের ন্যায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তিনি জগদ্ব্যাপারে উদাসীন নহেন। ৯।১০ দ্রষ্টব্য।

১০। ময়া অধ্যক্ষেণ—ভগবান্ অধ্যক্ষ ; [অধি+অক্ষি] তাঁহার অক্ষির সম্মুখে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে (চোখের উপর)।

১১-১২। আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি আশ্রয় করিলে ভগবানের জ্ঞান সুস্পষ্ট হয় না, স্থূলদৃষ্টিতে স্থূলভাবে স্থূলবস্তুকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার ঝোঁক হয়। ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ ভগবান্‌কে ঠিকমত জানিতে হইলে দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিতে হয়। (৯।১৩-১৪……)

(১)	মোঘাশাঃ—	যাহাদের	সমস্ত আকাঙ্ক্ষা	ব্যর্থ।
(২)	মোঘকর্মাণঃ—	”	” কর্ম	”
(৩)	মোঘজ্ঞানাঃ—	”	” জ্ঞান	”

(১) অন্যান্য দেবতা তাহাদের কর্মফল দিবেন, এই আকাঙ্ক্ষা তাহারা করে ; কিন্তু কর্মফল দাতা একমাত্র ভগবান্ স্বয়ং—ইহা তাহারা জানে না ও মানে না। অতএব আকাঙ্ক্ষা হয় ব্যর্থ। এইরূপ—(২) ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যেই কর্ম করা উচিত ইহা তাহারা জানেনা, অতএব সমস্ত কর্ম হয় ব্যর্থ। এইরূপ—(৩) স্থূল প্রকাশকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্ম যে অধিক সত্য, তাহা জানে না ও মানে না। অতএব জ্ঞান হয় ব্যর্থ।

মহাত্মানঃ তু—'তু' শব্দ পূর্বে উক্ত কথার ব্যাবর্তক। কিন্তু, মহাত্মা যাঁহারা, তাঁহারা দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন এবং সূক্ষ্ম অব্যক্ত যে ভগবান্ তাঁহাকে অধিক সত্য বলিয়া জানেন ও মানেন ; স্থূল প্রকাশ তাঁহারই যোগ-সামর্থ্যের দ্বারা সম্ভব হয়—ইহা বুঝিয়া তাঁহার ভজনা করেন। অনন্যমনসঃ—যাঁহাদের মনে ভগবান্ ভিন্ন (স্থূল বা সূক্ষ্মই হউক না কেন) অন্য কিছুরই স্থান নাই।

১৪। কীর্তয়ন্তঃ=যাহা বলে—সবই ভগবানের কথা অর্থাৎ উচ্চারিত বর্ণ তাঁহারই প্রকাশ। যতন্তঃ=যে কর্ম করে সে কর্ম তাঁহারই সেবা। নমস্যন্তঃ=সকল সময়ে মনে সমর্পণের ভাব বর্তমান থাকে। নিত্যযুক্তাঃ=কর্মযোগীরা এই ভাবে সকল সময়েই সকল বচন, কর্ম, মনন প্রভৃতিতে ঈশ্বরের সেবা বুদ্ধি লইয়া সকলই সম্পাদন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃঢ়ব্রতাঃ—নিয়ম নিষ্ঠা যাহারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে। উপাসতে—উপাসনা করে (বহুবচন)।

সতত উপাসনা কেমন করিয়া করিবে? চলিতে চলিতে, কর্ম করিতে করিতে পূজা কি হয়? উত্তর—জ্ঞান, কর্ম, সুখার্জন-প্রবৃত্তি ভগবান্‌ই দিয়াছেন; এই সকলই তাঁহারই উদ্দেশে করিতে হইবে—ইহা স্মরণে রাখা—ইহাই উপাসনা। [৯।৩৪]

১৫। জ্ঞানযজ্ঞ—'বাসুদেবঃ সর্বম্'—এই বোধ সর্বদা জাগ্রৎ থাকা, ফলে হয় নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ, এই ত্যাগই যজ্ঞ। বিশ্বতোমুখম্—$\frac{\text{সর্বদিকেই}}{\text{সর্বভাবেই}}$ যাঁহার প্রকাশ।

১৬। 'বহুধা'। যথা—

ক্রতুঃ—√কৃ+ক্রতু প্রত্যয়; আমার এই চাইই, আমি এই করিবই—এইরূপ দৃঢ় সংকল্পই 'ক্রতু'। "স যদেব মনসাকাময়ত, 'ইদং মে স্যাৎ, ইদং কুর্বীয়'—স ক্রতুঃ" (শতপথব্রাহ্মণ)। যজ্ঞঃ—এই সংকল্পানুসারে অনুষ্ঠিত কর্মই যজ্ঞ। স্বধা—পিতৃ পুরুষের উদ্দেশে কৃত কর্ম। ঔষধম্—সোম, যাহা সোমযাগে ব্যবহৃত হয়।

১৭। বেদ্যং—জ্ঞেয়। ঋক্—হোতৃকর্ম-নিষ্পাদক মন্ত্র। সাম—উদ্‌গাতৃ-কর্ম-নিষ্পাদক মন্ত্র। যজুঃ—অধ্বর্যু কর্ম-নিষ্পাদক মন্ত্র।

১৮। গতিঃ—গন্তব্য। সাক্ষী—সকল কর্মের দ্রষ্টা (PERPETUAL WITNESS)। শরণম্—আশ্রয়। প্রভবঃ—সৃষ্টির কারণ, কর্তা। প্রলয়ঃ—লয়ের কারণ, কর্তা। নিধানম্—নিধীয়তে অস্মিন্, যাহাতে সব গিয়া ন্যস্ত থাকে; আশ্রয়। স্থানম্—স্থিতির কারণ।

১৯। তপামি—তাপ দিই। অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি—আমি বৎসরের কয়েক মাস বর্ষণকে নিগ্রহ করিয়া রাখি বা স্তম্ভিত করিয়া রাখি। অহম্ উৎসৃজামি—আমিই বর্ষণ করিয়া থাকি (কয়েক মাস)।

(১) { সৎ—যাহা নিত্য আছে,—কারণ
অসৎ—যাহা নিত্য নহে,—কার্য

(২) { সৎ—যাহা ইন্দ্রিয়গোচর,—স্থূল, বাস্তব
অসৎ—যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে,—সূক্ষ্ম, তত্ত্ব পদার্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০। ত্রৈবিদ্যাঃ—যাঁহারা ত্রয়ী (ঋক্ যজু সাম) অনুসারে কর্মকাণ্ডেরই প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া কর্ম করেন। সোমপাঃ—সোমপানকারীরা; [সোমপানের অধিকার ব্রাহ্মণেরই ছিল; সোম তখন প্রায় দুর্ল্ভ হইয়া পড়ায় ক্ষত্রিয়দের জন্য অনুকল্প (বটের ঝুরির বা উডুম্বরের রস) ব্যবস্থা ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।৫।৫]

২১। কামকামাঃ (অর্থকামান্ ২।৫ দ্রষ্টব্য), বিশেষণ; **কামঃ কামঃ** যেষাং তে অর্থাৎ কামনার বস্তু ভোগই **কামনা** বা লক্ষ্য যাহাদের তাহারা। গতাগতং লভন্তে—সংসারে যাওয়া আসা মাত্রই লাভ করে। [২।৪২-৪৪ দ্রষ্টব্য]

২২। কামনা-বাসনা-শূন্য হইয়া সর্বদা ভগবানের চিন্তা, শ্রবণ, উপাসনা প্রভৃতি যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সংসার-নির্বাহের ব্যবস্থা কি হইবে? প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ কিরূপে হইবে?……এই প্রশ্ন সকলকেই ব্যাকুল করে।

সংকল্পশূন্য হইয়া নিত্যই কর্মযোগের অনুষ্ঠান যাহারা করিয়া থাকেন, ভগবান্ নিজে তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম **বহন** করেন।

যোগ=অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি; ক্ষেম=প্রাপ্ত বা লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ। বস্তুতঃ কর্মযোগীই হউন বা সাধারণ মানুষই হউন—সকলেরই সকল অভাব নিত্যই পূর্ণ করিতেছেন ভগবান্—প্রত্যেকেরই ভাগ্য বা দৈব-অনুসারে। এই তত্ত্ব সকলে না মানিতে পারেন; কর্মযোগী যেন এই তত্ত্ব মানিয়া লইয়া 'যোগ ক্ষেম' বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগ না দেন। গীতা ২।৪৫ 'নির্যোগক্ষেমঃ' দ্রষ্টব্য।

২৩। **অবিধিপূর্ব্বকম্**—ভগবান্‌কে যে নিয়ম-অনুসারে (অর্থাৎ সংকল্প-ত্যাগ করিয়া ভগবানেরই প্রীতির জন্য উপাসনা) ভজনা করা উচিত সেই নিয়ম পালন না করিয়া; **অ**-বিধিপূর্বকম্=বিধিপূর্বক নহে; ইহার অর্থ এই নহে যে, তাঁহারা অনিয়ম করিয়া দেবতার পূজা করেন।

মামেব যজন্তি—আমাকেই যজন, ভজনা বা উপাসনা করে, কেন-না অন্য সব দেবতা আমারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র; দেবতাদের ত পৃথক্—স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কাজেই আমারই পূজা হইলেও—আমার পূজার নিয়ম (সংকল্প-শূন্যতা) পালন করে না বলিয়া তাহারা আমার পূজার যে ফল (মোক্ষ) তাহা পায় না। কেন-না:

১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪। তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি—ঠিক ঠিক হিসাবে এই কথা (আমিই সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা……) তাহারা জানে না। তাই ঃ চ্যবন্তি—চ্যুত হয় অর্থাৎ মোক্ষফল হইতে বিচ্যুত হয়; সুতরাং পুনঃ সংসারেই পতিত হয়।

২৫। **দৃষ্টান্ত,** যথা—দেব বা পিতৃ বা ভূত ভগবান্ হইতে পৃথক্—এই বুদ্ধিতে যাহারা দেবপূজা করে (দেবপূজক) তাহারা দেবলোকে যায়, যাহারা পিতৃপূজা করে (পিতৃপূজক) তাহারা পিতৃলোকে যায়, যাহারা ভূতপূজা করে (ভূতপূজক) তাহারা ভূতলোকে যায়। কিন্তু আমাকে (তত্ত্বতঃ জানিয়া) পূজা করিলে আমাকেই পায়।

ফলদাতা ভগবান স্বয়ং—অন্য কেহ নহে। ৭।২২ দ্রষ্টব্য। অন্য কামনা করিয়া অন্য দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভজনা করিলেও ভগবানেরই ভজনা করা হয়—কিন্তু এই ভজনায় মোক্ষলাভ হয় না; কেন-না মোক্ষলাভের যে বিধি অর্থাৎ সংকল্প-ত্যাগ-পূর্বক **এক** ভগবানেরই ভজনা—এই বিধি উহাদের ভজনায় থাকে না; এজন্যই ভগবান্ সর্বযজ্ঞের ভোক্তা হইলেও—এবং উহাদের পূজা গৌণভাবে ভগবানের পূজা হইলেও,—উহারা মুখ্যভাবে মোক্ষের বিধি অবলম্বন করে নাই বলিয়াই, 'চ্যুত' হয় অর্থাৎ মোক্ষ পায় না।

২৬। ভগবানের পূজায় **কি কি দ্রব্য** দেওয়া আবশ্যক? এ বিষয়ে কি কোনও বিধি আছে? প্রশ্নটি অন্যরূপে করিতে হইবে। —দ্রব্যাদি **কেমন করিয়া** দিতে হইবে? ইহাই হইবে প্রশ্ন। পাতা, ফুল, ফল, জল ……অর্থাৎ দ্রব্য যত তুচ্ছই হউক না কেন—তাহাও ভগবানকে দিতে পারা যায়, যদি—

(১) ভক্ত্যা=ভক্তির সহিত, প্রযচ্ছতি=কেহ দেয় এবং সে ব্যক্তি যদি (২) প্রযতাত্মা=সংযতমনা হয়; তাহা হইলে তদ্ ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্তি+উপহৃতম্) অহম্ অশ্নামি—সেই ভক্তি-উপহার আমি ভক্ষণ করি। উপ+হৃ+**ভাবে** ক্ত=উপহৃতং—এইরূপ ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিলে 'ভক্তিরূপ উপহার' এই অর্থ দাঁড়ায়। **ভক্ত্যা** প্রযচ্ছতি এবং **ভক্ত্যুপহৃতং** দুইবার প্রয়োগ একই অর্থে গ্রহণ না করিলে ভাল হয়।

ভগবান কি চাহেন? তাঁহার কোন্ দ্রব্যের অভাব আছে যে, সাধক সেই দ্রব্য দিয়া তাঁহার অভাব পূর্ণ করিবেন? কাজেই মূল্যবান্-দ্রব্য- বা তুচ্ছ-দ্রব্য-প্রদান—ইহা প্রশ্ন নহে। সাধক কি ভাবে, মনে কোন্ ভাব রাখিয়া দ্রব্য দিবেন—ইহাই হইল প্রশ্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'-দ্বারা নির্দেশ করা হইল যে, ভক্তির সহিত দিতে হইবে ; 'প্রযতাত্মনঃ'-দ্বারা ইঙ্গিত করা হইল যে, সাধকের মন সম্পূর্ণরূপে সংযত অর্থাৎ 'অনন্যবিষয়' (অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তাশূন্য) হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রদত্ত পাতা বা ফুল বা ফল বা জল—যাহাই দেওয়া হউক না কেন, এ সব যে ভক্তির সহিতই দেওয়া হইতেছে—এইটুকুই ভগবানের লক্ষ্য—পাতা বা ফুল বা জল লক্ষ্য নহে, কেন-না সব দ্রব্যই ত তাঁহার আছে। তবেই অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি '**ভক্তির সহিত দত্ত দ্রব্য** ভক্ষণ করেন'—(দ্রব্য তাঁহার আছে বলিয়া দ্রব্যের প্রয়োজন তাঁহার হয় না,—তাই) তিনি ভক্তি বা প্রীতি বা ভালবাসা বা স্নেহই ভক্ষণ করেন। ভক্তিরূপম্ উপহৃতম্=ভক্ত্যুপহৃতং—এইরূপ ব্যাখ্যা ভালই লাগে। অশ্নামি—**ভক্ষণ করি**।

মানুষে যাহা ভক্ষণ করে, তাহার সারভাগ-দ্বারা মানুষের দেহ, মন প্রভৃতি গঠিত ও সঞ্জীবিত হয়। সেইরূপ মনে করা যাউক যে, সাধকের বা ভক্তের প্রীতি বা ভক্তি বা ভালবাসা বা স্নেহ-এর সারভাগ-দ্বারা যেন ভগবান্ সঞ্জীবিত থাকেন।

ভক্তি-সারের নাম প্রেম। প্রেমই ভগবানের উপাসনার সর্বপ্রধান উপাদান, দ্রব্যাদি অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। তাই ৯।২৬ শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন—পত্রং পুষ্প·····অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ —অশ্নামি=ভক্ষণ করি,—গ্রহণ করি মাত্র নহে।

ভগবান্ চাহেন যে, মানুষ তাঁহাকে জানুক ;—তদুপরি তিনি চাহেন যে, মানুষ তাঁহাকে ভালবাসুক। ভগবান্‌কে শুধু জানিলেই হইবে না—তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে।

গীতা ১৮।৫০-৫৫ দ্রষ্টব্য। ১৮।৫০ 'নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।' **জ্ঞানের চরম অবস্থা**। ১৫।৫৪ 'মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাং'—আমার প্রতি পরা (শ্রেষ্ঠা) **ভক্তিলাভ** করেন। জ্ঞানের চরম অবস্থাই ভক্তি।

২৭। যৎ (১) করোষি, (২) অশ্নাসি, (৩) জুহোষি, (৪) দদাসি, (৫) তপস্যসি তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব।

'মদর্পণ' এই পদটি 'কুরুষ্ব' এই ক্রিয়ার বিশেষণ ; ময়ি অর্পণং যথা ভবতি তথা কুরুষ্ব।

(১) কার্য, (২) ভক্ষণ, (৩) হোম, (৪) দান, (৫) তপঃ—যাহাই কর না কেন, তাহা এমন ভাবে (এমন বুদ্ধিতে) কর যে, তাহা যেন আমাতেই অর্পণ করিয়া করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) কার্যের কর্তা, ক্রিয়া ও ক্রিয়ার ফল থাকে ;

(২) ভক্ষণের ভোক্তা, ভোজন ও ভোজনের ফল থাকে ;

(৩) হোমের হোতা, হবন ও হবনের ফল থাকে ;

(৪) দানের দাতা, দান ও দানের ফল থাকে ;

(৫) তপস্যার তপস্বী, তপঃ ও তপের ফল থাকে।

মদর্পণ অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে এই সব কর্ম করিলে, কর্তা বা ভোক্তা বা হোতা বা দাতা বা তপস্বী……এই বোধও কর্মকর্তাকে স্পর্শ করিতে পারিল না ; অথচ কর্ম ঠিক ঠিক ভাবে হইয়া গেল !

তবেই, **কর্ম করিয়া শেষে** তাহার **ফল** ঈশ্বরকে **অর্পণ** করিতে হয়—ইহা এই শ্লোকের **অর্থ নহে,**—ঈশ্বরকে **অর্পণ করিয়াই** কর্ম করিতে হয়—ইহাই এই শ্লোকের অর্থ।

ঈশ্বরই কর্মের কর্তা—ভক্ষণের ভোক্তা…ইত্যাদি ; আমি (কর্তা) কেবল 'নিমিত্ত' মাত্র—এই বুদ্ধিতে সকল কর্মই করিতে হইবে।

২৮। শুভাশুভফলৈঃ কর্মবন্ধনৈঃ এবং মোক্ষ্যসে—এইরূপে (ভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া কর্ম করিতে পারিলে) যে কর্মবন্ধন শুভ- বা অশুভ-ফল-যুক্ত তাহা হইতে মুক্ত হইবে। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা—সংন্যাস=ত্যাগ (কর্মের কর্তৃত্ব-বুদ্ধি ত্যাগ, কর্মফল ত্যাগ), ইহাই যোগ=**কৌশল** ; তাহার সহিত মনকে যুক্ত করিয়া। মাম্ এব এষ্যসি= আমাতেই আসিবে।

২৯। ময়ি তে—৯।২৭ অনুসারে যাহারা চলে তাহারা ত ভগবানেই আছে, কেন না তাহারা পৃথক্ কর্তৃত্ব বর্জন করিয়াছে। তেষু চ অপি অহম্—আমিও তাহাদের ভিতরে আছি। তাহারা আমাতে এবং আমি তাহাদের মধ্যে,—ইহার তাৎপর্য এই যে, তাহারা আমার আপন এবং আমি তাহাদের আপন। এই আপন অর্থে প্রিয় শব্দের প্রয়োগ ১১।৪৪, ১২।১৪-২০ দ্রষ্টব্য।

৩০। প্রথমেই ত সকলে এরূপ ভক্ত হইতে পারে না ; তাহাদের গতি কি? অভয়দান করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—অপি চেৎ……এমন যদি হয় যে, কোনও একজন অতি-দুরাচারও হয়,—অনন্যভাক্=ন+অন্য+√ভজ্+ণ্বি-প্রত্যয়=যে অন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই ভজনা না করিয়া আমাকেই (সর্বভূতে সমভাবে বর্তমান ভগবানকেই—) ভজনা করে, সাধুঃ এব স মন্তব্যঃ—তাহাকে সৎই বলিয়া মনে করিতে হইবে, কেন-না সম্যক্ ব্যবসিতঃ হি সঃ = সে ঠিকমত সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে ; ব্যবসিতঃ = বি+অব+√সো+ক্ত ; সো ধাতুর অর্থ অন্ত করা, শেষ করা······সমস্ত **কর্মের** ভিতরে তলাইয়া (অব) বিশেষরূপে (বি) স্থির করিয়া ফেলিয়াছে (সো) যে,ভগবানকেই ভজনা করিতে হয়।

৩১। ক্ষিপ্রম্—শীঘ্র। শশ্বৎ—নিত্য। শান্তিং নিগচ্ছতি = শান্তি লাভ করে। একথা কি সত্য?—হাঁ, প্রমাণ তুমি, সাক্ষী তুমি, অর্জুন! প্রতিজানীহি = প্রতিজ্ঞা কর, প্রতিজ্ঞা করিয়া বিশ্বের সকলকে দৃঢ়ভাবে জানাও যে, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—আমার ভক্ত কখনও 'নষ্ট' হয় না অর্থাৎ সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় না, খসিয়া পড়ে না—'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হয় না।

তুমি ত, অর্জুন! কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িতে চাহিয়া ছিলে; তোমাকে আমি কি ছাড়িয়া দিয়াছি? তুমি যদি সকল লোককে বল যে, যত বড় বীরই হও না কেন, যত বড় বুদ্ধিমানই হও না কেন, যত বড় ধনীই হও না কেন—তুমিও যদি 'ভুল' পথে চলিতে চাও, কিন্তু তুমি যদি ভগবানে নির্ভর করিতে শিখিয়া থাক,—তবে তোমার ভার তিনি নিশ্চয়ই লইবেন—তোমাকে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দিবেন না,—তাহা হইলে এই কথা লোকে বিশ্বাস করিবে; কেন-না তুমি যে 'ভুক্তভোগীর' ন্যায় হৃদয়ে অনুভূত তত্ত্বই লোককে বলিতেছ। তোমাকে কেন ছাড়িয়া দিই নাই? তুমি যে বলিয়াছিলে, **'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (২।৭) —'আমি তোমার অনুশাসনযোগ্য, তোমার শরণ লইয়াছি আমাকে শাসন কর অর্থাৎ শিখাও—ঠিক পথে লইয়া যাও'। তোমার ঐ 'ত্বাং প্রপন্নম্' কথাতেই আমি তোমার ভার লইয়াছি। অতএব হে অর্জুন! তুমি বেশ জোর দিয়া চীৎকার করিয়া লোককে বল যে,—আমার (ভগবানের) শরণ যে লয় তাহার নাশ নাই, তাহার অমঙ্গল নাই, তাহার দুর্গতি নাই—তাহার আছে সু-গতি; সে ধীরে ধীরে ধর্মাত্মা হইয়া পরম-শান্তি লাভ করে।

আমি একথা বলিলে লোকে হয়ত বিশ্বাস না করিতেও পারে,—কেন-না বেদে, উপনিষদে কত স্থানেই ত একথা বলিয়াছি,—তবুও লোকে ত ইহা মানে না! তুমি যে ভুক্তভোগী, তোমার কথা সকলে মানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাং ব্যপাশ্রিত্য—আমাকে ধরিয়া থাকে, আমার আশ্রয় লয়, হউক না কেন সে—

৩২। সুদুরাচার—যথা—পাপযোনিতে যাহাদের জন্ম হইয়াছে ; এইরূপ, স্ত্রীলোকেরা, বৈশ্যেরা, শূদ্রেরা—তাহারাও 'পরাং গতিং যান্তি'-শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে ; কেবল আমাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে ; সমাজের দৃষ্টিতে সে শূদ্র বা চণ্ডাল হইলেও তাহার কোনও দুর্গতি হয় না।

ব্রাহ্মণ, রাজর্ষি, ক্ষত্রিয়দিগের কথা আর কি বলিতে হইবে ? অতএব

অনিত্যম্ অসুখম্ ইমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব=অনিত্য দুঃখবহুল এই সংসারে আসিয়া (একনিষ্ঠভাবে) আমাকে ভজনা কর।

৩৪। **এই ভজনার প্রণালী**—মন্মনাঃ ভব—মনে আমার চিন্তা কর, মদ্ভক্তঃ ভব—আমাকে ভালবাস, মদ্যাজী ভব—আমারই জন্য কর্ম কর।

মনের তিনটি বৃত্তি—

(১) জ্ঞানার্জনী বৃত্তি : মন কিছু জানিতে চায়, মন জানিবার জন্যই চিন্তা করে। বেশ, তোমার এই জ্ঞানার্জনী বৃত্তি যেন প্রযুক্ত হয়—আমাকে জানিবার জন্য ; আমার বিষয়ের চিন্তা যেন তোমার মন করে ; যাহা কিছু মনের চিন্তার বিষয় তাহা ত মুখ্যভাবে বা গৌণভাবে আমিই—ইহা যেন তোমার সাধন (চেষ্টা) হয়।

(২) সুখার্জনী বৃত্তি : মন চাহে সুখ—চাহে না দুঃখ, মন চাহে আনন্দ, চাহে না নিরানন্দ। বেশ, তোমার এই সুখার্জনী বৃত্তি যেন প্রযুক্ত হয়—আমাকে লইয়া আনন্দ পাইবার চেষ্টায়, যাহা কিছু আনন্দের বিষয় তাহা যে আমারই বিলাস (আনন্দময়ের বিলাস)—ইহা অনুভব করাই যেন তোমার সাধন (চেষ্টা) হয়।

(৩) কর্মার্জনী বৃত্তি : মন কিছু করিতে চাহে, সংকল্প করিয়া কিছু অনুষ্ঠান করিতে চাহে। বেশ, তোমার এই কর্মার্জনী বৃত্তি যেন প্রযুক্ত হয়—আমার জন্যই সকল কর্ম করার চেষ্টায় ; যাহা কিছু করিতেছ তাহা আমার জন্যই, আমার প্রীতির জন্যই-ইহাই যেন তোমার সর্বসংকল্পের মূল হয়।

(১) THINKING, (২) FEELING, (৩) WILLING—এই তিনটিই মনের বৃত্তি। এই তিনটি বৃত্তিই লাগাইয়া দিতে হইবে ভগবানের দিকে ; ইহাই হইল ভগবদ্-ভজনের শ্রেষ্ঠ প্রণালী। মানুষ মন বাদ দিয়া থাকিতে পারে না, তবেই ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন লইয়াই (মনের তিন বৃত্তির সাহায্যেই) ভগবদ্ ভজন করিতে হইবে। মনের তিন বৃত্তির আর অন্য কোন লক্ষ্য থাকিবে না। ১১।১৫, ১৮।৬৫ শ্লোক এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। আর, **মাং নমস্কুরু**—আমার কাছে নিজেকে (অহঙ্কারকে) নত কর।

(১) এবম্ (২) আত্মানং (৩) যুক্ত্বা—(১) এই ভাবে (২) মনকে (৩) লাগাইয়া দিয়া। মৎপরায়ণঃ—আমিই হইব তোমার শ্রেষ্ঠ চরম গন্তব্য স্থান (পরম্ অয়নম্)। মাম্ এব এষ্যসি—আমাকেই পাইবে।

দশম অধ্যায়

১। প্রীয়মাণায়—আমার প্রতি ও আমার উপদেশের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন তোমাকে। অর্জুন ৯ম অধ্যায়-এর প্রত্যেক কথা বেশ প্রীতি সহকারে শুনিয়া তাহা মানিয়া লইয়াছেন; কোনও প্রশ্নই করেন নাই। মহাবাহো!—প্রকাণ্ড বাহুযুক্ত; প্রকাণ্ড বাহু বীরত্বের প্রকাশক। অধ্যাত্ম রাজ্যের গভীর রহস্যের কথা পটুদেহ- ও পটুমন-যুক্ত ব্যক্তিই বুঝিতে ও ধরিতে পারে,—দুর্বলেরা পারে না।

৩। লোকমহেশ্বরম্—'লোকস্তু ভুবনে জনে': লোক=ভুবন; লোক=জনসমূহ। অর্থ—লোকের মহান্ ঈশ্বর (প্রভু, নিয়ন্তা) আমি,—যে ইহা জানে; মর্ত্যেষু—মানুষের মধ্যে; সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে—সকল পাপ তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

৬। পূর্বে চত্বারঃ=প্রথমের চারিজন: **বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রত্যুম্ন, অনিরুদ্ধ**। এই চারিটিকে 'চতুর্ব্যূহ' বলা হয়। ইঁহারা সকলেই নারায়ণের (ব্রহ্মের) বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। 'চতুঃসন' (সনৎকুমার, সনাতন. সনক, সনন্দন) এখানে খাটে না, কেন-না তাঁহারা প্রজা সৃষ্টি করেন নাই,—অথচ শ্লোকে আছে 'যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ'।

চতুর্ব্যূহ—**ব্যাখ্যা**। ১। অনুপহিত চৈতন্য—বাসুদেব; ২। অব্যক্তোপহিত চৈতন্য—সঙ্কর্ষণ; ৩। অপঞ্চীকৃত মহাভূতোপহিত চৈতন্য—প্রত্যুম্ন; ৪। পঞ্চীকৃত মহাভূতোপহিত চৈতন্য—অনিরুদ্ধ।

উপহিত=উপাধিগ্রস্ত, উপ+√ধা+ক্ত; ন উপহিত=অনুপহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চতুর্ব্যূহ একসঙ্গে ধারণা করিলে তাহা খ্যাত হয় **নারায়ণ** নামে।

ব্যূহ—চৈতন্যের ক্রমশঃ প্রকাশের বিন্যাসভঙ্গী। যেন ৪টি বাটী—বড়র ভিতরে মেজ, মেজর ভিতরে সেজ, সেজর ভিতরে ছোট।

[যুদ্ধবিদ্যায় **ব্যূহ**—সাজাইবার কৌশল-অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ বা সারিবদ্ধ সৈন্যাদি, যথা—**চক্রব্যূহ, শকটব্যূহ, সূচিব্যূহ** ইত্যাদি।]

পঞ্চীকরণ—অভূত-তদ্ভাবে চি্ (ঈ) প্রত্যয় বসে ; যাহা (এরূপ) ছিল না তাহা (এরূপ) হইল—এই অর্থে 'ঈ' বসাইতে হয়, যথা—শুক্লীকৃত, 'রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ…।'

পঞ্চমহাভূতের সংমিশ্রণের ফলে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে

প্রকৃতি (অব্যক্ত)
|
মহৎ
|
অহঙ্কার
|
মন | ৫ কর্মেন্দ্রিয় | ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় | ৫ তন্মাত্রা
|
৫ মহাভূত

পঞ্চ মহাভূত {
স্থূল আকাশ = সূক্ষ্ম আকাশ-এর ১/২ + সূ. বায়ুর ১/৮ + সূ. অগ্নির ১/৮ সূ. জল-এর ১/৮ + সূ. পৃথিবীর ১/৮
স্থূল বায়ু = „ বায়ু ১/২ + সূ.আ. ১/৮ + সূ.অ. ১/৮ + সূ.জল. ১/৮ + সূ.পৃ. ১/৮
স্থূল অগ্নি = „ অগ্নি ১/২ + ১/৮ অন্য ভূতের প্রত্যেকের
স্থূল জল = „ জল ১/২ + ঐ ঐ
স্থূল পৃথিবী = „ পৃথিবী ১/২ + ঐ ঐ

৭। বিভূতিং যোগং **চ** (দুইটি জিনিষ) বি+ভূতি=বিশেষরূপে হওয়া। ভাগ' ২।৫।২১ 'বিবুভূষুঃ'=বিবিধং ভবিতুম্ ইচ্ছুঃ (শ্রীধর)

এক ব্রহ্ম [**সত্তামাত্র** (*Being*), **নির্বিশেষ, নিরীহ**] নানারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। যিনি আছেন (*Being*) তিনি (প্রকাশিত) হইয়াছেন (*Becoming*)। যোগ—অচিন্তনীয় সামর্থ্য ; সূক্ষ্ম অব্যক্ত হইয়াও ইন্দ্রিয়গোচর—ব্যক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবার সামর্থ্য। তত্ত্বতঃ বেত্তি—ঠিক ঠিক ভাবে জানে—নিজের খেয়াল অনুসারে মনে করিয়া লয় না।

"Becoming is the only Being."

অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে—নিষ্কম্প, অবিচলিত কর্মযোগে সুপ্রতিষ্ঠিত হন; কোনও দ্বন্দ্ব, কোনও সন্দেহ তাঁহাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে না; নাত্র সংশয়ঃ—এ বিষয়ে সংশয় নাই।

৮। মাং ভজন্তে—আমাকে (৭।১৯) ভালবাসেন; 'বাসুদেবঃ সর্বং'—এই সর্ব-স্বরূপ বাসুদেবের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হন। (৬।৪৭ দ্রষ্টব্য।)

১০। দদামি বুদ্ধিযোগং তং—আমি(ই) সেই বুদ্ধিযোগ দিয়া থাকি; যেন মাম্ উপযান্তি—যাহার সাহায্যে তাহারা আমার নিকটে আসে।

১১। আত্মভাবস্থঃ—তাহাদের অন্তরে অবস্থিত হইয়া; ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন—(রূপক); উজ্জ্বল জ্ঞান-রূপ দীপদ্বারা; অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি—অজ্ঞান হইতে জাত অন্ধকার দূর করিয়া দিই;

অনুকম্পার্থং—তাহাদিগকে দয়া করিবার জন্য; এই হইল সাধারণ অর্থ। অনু-কম্পন=কোনও কিছুর কম্পন-অনুসারে কম্পন, যথা—একসুরে বাঁধা দুইখানি বেহালার একটি যদি বাজানো হয়, তবে উহার তন্ত্রীর কম্পন-অনুসারে অপরটির তন্ত্রী আপনিই কম্পিত হয়।

ব্রহ্মের সুরে, অসীমের সুরে—জীবের, সসীমের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠুক—ইহাই তিনি চাহেন।

১৪। কেশব—ক=ব্রহ্মা, ঈশ=শিব; ইঁহারাও অধীনে যাঁহার (অস্ত্যর্থে ব প্রত্যয়),—ইঁহাদেরও বশকর্তা যিনি—তিনি কেশব; ব্যক্তিং—প্রকাশ, আবির্ভাব।

১৬। দিব্যাঃ হি আত্মবিভূতয়ঃ—তোমার নিজের সকল প্রকাশই (বা আবির্ভাব) দিব্য অর্থাৎ জাগতিক নিয়মের বাহিরে;—জাগতিক নিয়মের অধীন নহে। (দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা প্রয়োগ।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭। কেষু কেষু চ ভাবেষু—কোন্ কোন্ প্রকাশ (পদার্থ) অবলম্বন করিয়া; চিন্ত্যোঽসি—তুমি চিন্তনীয় ; ময়া—আমার দ্বারা।

আমার শিক্ষা, দীক্ষা, বুদ্ধি, সামর্থ্য তোমার অজানা নহে; আমি কেমন করিয়া তোমাকে চিন্তা বা ধ্যান করিব ? সকল পদার্থই ত তোমার প্রকাশ; কিন্তু আমার ন্যায় অধিকারীর পক্ষে কোন্ কোন্ প্রকাশ ধ্যানের উপযুক্ত ?

১৮। যোগং বিভূতিং চ—১০।৭ দ্রষ্টব্য ; জনার্দন !—জনে জনে বিদ্যতে যা সা 'জনা'। প্রত্যেক জীবের ভিতরে যাহা আছে—তাহাকে 'জনা' বলা যাউক ; তাহা হইতেছে অবিদ্যা ; এই 'জনা'র বা অবিদ্যার যিনি অর্দয়িতা বা নাশয়িতা তিনি জনার্দন।

১৯। প্রাধান্যতঃ—প্রধান প্রধানগুলির উল্লেখ করিয়া, মোটামুটি ; মম বিস্তরস্য অন্তঃ নাস্তি—আমার প্রকাশের ত সীমা বা শেষ নাই; বিস্তর করিয়া কত বলিব? শেষ কি আছে ?

২০। এই শ্লোক হইতেছে যেন বিভূতি-যোগের মূলসূত্র। গুড়াকেশ !—১।১ মহাবাহোর উপরে টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ; গুড়াকা+ঈশ=তন্দ্রার প্রভু ; যিনি আলস্য-নিদ্রা-তন্দ্রা জয় করিয়াছেন। সদা সতর্ক, সদা মনোযোগী, সদা সাবধান যিনি নহেন তিনি তত্ত্ব দর্শন করিতে পারেন না। আশয়=হৃদয় ; এখানে সকল মনোবৃত্তি যেন শয়ন করিয়া থাকে, জীবের অন্তরতম স্থান ; আদিশ্চ মধ্যঞ্চ অন্ত এব চ—সৃষ্ট পদার্থের আদি, মধ্য এবং শেষ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ আমা হইতেই উদ্ভূত, সমস্ত পদার্থে আমিই আছি, সমস্ত পদার্থের লয় আমাতেই হয়।

২১। **বিশেষ দ্রষ্টব্য**—[সমজাতীয় অনেকের মধ্যে একটি, যাহা প্রধান বা শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রদর্শনই বিভূতি-প্রদর্শনের লক্ষ্য]

আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ—আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু।

পৃথিবীর চতুর্দিকে যেন একটি প্রকাণ্ড গোলাকার বৃত্ত আছে, তাহার পরিমাপ ৩৬০° তিনশত ষাট অংশ (ডিগ্রী) ; এই বৃত্তকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগে পাওয়া যায় ৩০° ত্রিশ অংশ (ডিগ্রী) ; এই দ্বাদশভাগে সূর্যের অবস্থানের জন্য সূর্যের দ্বাদশ ভাগ ; এক এক ভাগে সূর্যাবস্থানের নাম **আদিত্য**। সূর্য স্থির আছেন—প্রতিদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবী নিজে উল্টাইতেছে—নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে, এজন্যই স্থির (নিশ্চল) সূর্যের উদয়—অস্ত প্রভৃতির বোধ আমাদের হয়। বেদ বলেন,—'এষ আদিত্যঃ কদাপি নোদেতি কদাপি ন নিম্লোচতি' অর্থাৎ সূর্য উদিত হয় না, অস্তমিতও হন না; পৃথিবীর পাল্টা খাওয়ার ফলেই উদয়াস্তবোধ হয়।

প্রাতঃকালে আমরা দেখি—সূর্য পূর্ব চক্রবালে আছেন, সন্ধ্যায় আমরা দেখি—পশ্চিম চক্রবালে তিনি যেন গিয়াছেন; মধ্যাহ্নে সূর্য্য ঠিক আমাদের মস্তকের উপরে আসেন। এই যে সূর্যের মধ্যাহ্নের রূপ, ইহাই বিষ্ণু, এই অবস্থানের (Position) নাম 'বিষ্ণুপদম্'।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ঋ. বে. ১।২২।১০

পণ্ডিতেরাই (সূরয়ঃ) সর্বদাই (সদা) সূর্যের এই পরমপদে অবস্থিতি (বিষ্ণোঃ পরমং পদম্) দেখিয়া থাকেন (পশ্যন্তি)। ইংরাজীতে এই বিষ্ণুপদের (জ্যোতিষিক অবস্থান-বিন্দুর) নাম দেওয়া হয় Zenith point.

যেহেতু সূর্য চলেন না, পৃথিবী ঘোরে, অতএব পণ্ডিতেরা সদাই সূর্যের বিষ্ণুপদে অবস্থান জানেন; সাধারণ মানুষে অন্যরূপ মনে করে।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বুঝাইলেন যে, দ্বাদশ আদিত্যের (আপাত প্রতীয়মান সূর্যের অবস্থান-জনিত ১২ ভাগের মধ্যে) সত্যকার স্থির যে সূর্যাবস্থান-বিন্দু তাহাই তাঁহার বিভূতি।

১০।২৩ দ্রষ্টব্য: সেই শ্লোকে ভগবান্ রুদ্রের (১১ জন) মধ্যে 'শঙ্কর' এবং বসুর (৮ জন) মধ্যে অগ্নি বলিয়া নিজের বিভূতি খ্যাপন করিয়াছেন।

বেদে জগৎকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে: (১) ভূঃ—দেবতা অগ্নি, প্রকার-ভেদ ৮-বসু; (২) ভুবঃ—দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র, প্রকার-ভেদ ১১ রুদ্র; (৩) স্বঃ—দেবতা সূর্য, প্রকার ভেদ ১২ আদিত্য। জগতের তিন ভাগেই ভগবানের বি-ভূতি প্রকাশিত; অর্জুন 'কেষু কেষু' চিন্তা করিবেন তাহা তিনি নিজে স্থির করিয়া লউন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্—বুদ্ধিগ্রাহ্য সূক্ষ্ম বিষ্ণুপদ-এ প্রথম বিভূতির কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ এখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিভূতির কথা বলিতেছেন।

জ্যোতিষ্ক-সমূহের মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য। [এই সূর্য দৃষ্টিগোচর; Zenith point (মধ্যাহ্ন সূর্য্যের অবস্থান-স্থান) বুদ্ধিগোচর।]

মরীচিঃ মরুতাম্ অস্মি—মরুদ্‌গণের মধ্যে আমি মরীচিনামক মরুৎ। মরুতের সংখ্যা হইতেছে সপ্তগুণোপেত সপ্ত—৭ × ৭ = ৪৯।

নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র—এখানে নক্ষত্র জ্যোতিষিক সংজ্ঞা (রবিমার্গের ২৭ ভাগের এক ভাগ) নহে; চন্দ্রমার্গে দীপ্তি পাইতেছে যে সকল পদার্থ তাহারাই নক্ষত্র; এবং তাহাদের মধ্যে একটু অধিক দীপ্তিমান্ চন্দ্রই ভগবানের বিভূতি।

ঋগ্‌বেদ, ১০।৮৫।২ 'নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ'—এই নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।৫।২) আছে—'দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি' নক্ষত্রসমূহ হইতেছে দেবতার গৃহ; [নক্ = রাত্রি, সত্র = সত্র—আবাস-স্থান; চন্দ্রের থাকিবার স্থান।]

২২। বেদানাং সামবেদোঽস্মি—বেদের মধ্যে আমি সাম;

(১) ঋগ্‌বেদে তত্ত্বখ্যাপন—তত্ত্ব কি?

(২) যজুর্বেদে ক্রিয়ার প্রদর্শন—কেমন করিয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়;

(৩) সামবেদে—প্রয়োজন-নির্দেশ—কেন তত্ত্ব জানিব? [অথর্ববেদকে যজ্ঞে স্থান দেওয়া হয় নাই, কেন-না ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা না করিয়া অন্য দিকে ইহার দৃষ্টি।]

ঋগ্‌বেদের বিষয় হইতেছে তত্ত্বের বর্ণনা; কোন্ কর্ম-দ্বারা তত্ত্বকে অনুভূতি করা যায় তাহা প্রদর্শন যজুর্বেদের বিষয়; আর তত্ত্বকে অনুভূতি করিলে যে শুদ্ধ অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই সামবেদের লক্ষ্য।

প্রয়োজন না থাকিলে কেহ কোনও কাজ করে না; আনন্দই মুখ্য প্রয়োজন,—তাহাই যেন সামবেদের বিষয়; অতএব বেদের মধ্যে বিভূতি-হিসাবে ভগবান্‌ই সামবেদ—তিনিই যে আনন্দস্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতানাম্ অস্মি **চেতনা**=ভূতগণের অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আমি **চেতনা** নামক **ভূত**। (১৩।৬ 'ক্ষেত্র' দ্রষ্টব্য।) চেতনা কি ভূত? চেতনা কি সৃষ্ট পদার্থ? চেতনা যদি পদার্থ না হয়, তবে ভূতগণের মধ্যে **একতম** ভূত বলিয়া, **প্রধানতম** ভূত বলিয়া ভগবান্ কেন তাহার উল্লেখ করিলেন?

ভূত=যাহা তৈয়ারী হইয়াছে। উপহিত চৈতন্যও অনুপহিত চৈতন্যের দৃষ্টিতে একটা হওয়ার-মত ব্যাপার।

উপাধিগ্রস্ত জীবচৈতন্যকে যেন ভূতের ন্যায় ধরিলে (**উপাধিহীন চৈতন্যের দৃষ্টিতে উপহিত জীবচৈতন্য ত ভূতেরই ন্যায়**) একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; সকল ভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূত যে চেতনা তাহা আমারই বিভূতি। [ভূতানাং—৬ষ্ঠী বিভক্তি।]

২৩। রুদ্রাণাং শঙ্করঃ—ভুবর্লোকের দেবতাগণের মধ্যে আমি একটি বটে, তাহার নাম **শঙ্কর**; এইরূপ, বসূনাং পাবকঃ—ভূলোকের দেবতা অগ্নির ৮ প্রকার ভেদের মধ্যে **পাবক** আমি; ১০।২১-এ আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ, ১০।২৩এ রুদ্রাণাং শঙ্করঃ, বসূনাং পাবকঃ।

সূক্ষ্মতম ভগবৎ-শক্তির প্রকাশঃ

ভূলোকে	ভুবর্লোকে	স্বর্লোকে
অগ্নি	ইন্দ্র বা বায়ু	সূর্য
অষ্ট বসু অগ্নিরই প্রকার-ভেদ	একাদশ রুদ্র ইন্দ্রেরই প্রকার-ভেদ	দ্বাদশ আদিত্য সূর্যেরই প্রকার-ভেদ

সূক্ষ্ম ভগবচ্ছক্তি
|
স্বর্লোকে আদিত্য
|
ভুবর্লোকে ইন্দ্র
|
ভূলোকে অগ্নি

} এই তিনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার-ভেদের ভিতরে মুখ্য যাহা তাহাতে ভগবানের বি-ভূতি প্রকাশিত।

এই জন্যই বিভূতি-কথনের প্রথম শ্লোকে (১০।২১)—আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণুর উল্লেখ প্রথম; পরে রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর এবং আরও পরে বসুগণের মধ্যে পাবকের উল্লেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[১১।৬—'পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্' এবং
১১।২২—'রুদ্রাদিত্যা বসবঃ, দ্রষ্টব্য]

মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্ = উচ্ছ্রায়বিশিষ্টের মধ্যে আমি মেরু।

এখানে শিখর অর্থে উচ্ছ্রায়, সমুন্নাহ ; শৃঙ্গ নহে। মেরু = সুমেরু বিন্দু।

সমবর্ত্তুল (ভাগ° ৫।১৬।৫) অর্থাৎ গোলাকার ভূমণ্ডলের মধ্য দিয়া (কুমেরুপর্য্যন্ত) সুমেরু যেন দণ্ডাকারে অবস্থান করিতেছে। এই দণ্ড বা রেখাটিকে উত্তর দিকে বর্দ্ধিত করিলে ইহা ধ্রুবনক্ষত্রকে প্রায় স্পর্শ করে। সুমেরুতে (এবং ভূমণ্ডলের কেন্দ্র হইতে) ধ্রুবের উন্নতি (altitude) ৯০° ডিগ্রী। সুমেরুর অক্ষাংশও (latitude) ৯০° ডিগ্রী। বিষুব বৃত্তে ধ্রুবের উন্নতি ০°, বিষুব বৃত্তে অক্ষাংশ ০°। সুমেরু এবং বিষুব বৃত্তের মধ্যে যে কোনও স্থানে ধ্রুবের উন্নতি ও অক্ষাংশ একই।

ক্ষিতিজ হইতে কৌণিক দূরত্বকে (এবং ভূমণ্ডলের কেন্দ্র হইতে উন্নতিকে) উচ্ছ্রায় ধরিলে সুমেরুর উচ্ছ্রায় সর্বাধিক (৯০°)। ইহা ভগবদ্-বি-ভূতি।

ভূমণ্ডলের উত্তর গোলার্ধ জম্বুদ্বীপ ; ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে লবণ সমুদ্র ; পুরাণে এরূপ দেখা যায় (যথা বি. পু ২।২।৯, ভাগ° ৫।১৬।৭ ···)। ভূমণ্ডলের দক্ষিণার্ধ সম্বন্ধে পৌরাণিকের সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না।

জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে মেরু (সুমেরু)। ভূমণ্ডলের কেন্দ্র দিয়া সুমেরু এবং কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত একটি কল্পিত রেখা আছে। ভূমণ্ডল এই রেখাকে যেন অবলম্বন করিয়া ইহার চতুর্দিকে একবার ২৪ ঘণ্টায় ঘুরিয়া থাকে ; এই রেখা স্থির অর্থাৎ অচল, ঘোরে না। এবং এই রেখার (দুই) প্রান্তবিন্দু সুমেরু (এবং কুমেরুও) স্থির, অচল, চলে না, নড়ে না। সুমেরুবিন্দু কাল্পনিক নহে।

পর্বতের অর্থাৎ পাহাড়ের সমার্থক পর্যায়শব্দের মধ্যে একটি হইতেছে অচল ; অতএব যে সুমেরুবিন্দু হইতেছে **অ-চল** অর্থাৎ স্থির (বিণ্) সেই মেরুই কল্পিত হইল অচল অর্থাৎ পর্বত (বি)। ক্রমশ, পর্বতের অন্য পর্যায়শব্দদ্বারাও মেরুকে বলা হইতে লাগিল ; যথা, গিরি (মার্ক°-চণ্ডী ৩।৩), শিখরী (গীতা ১০।২৩)। মানুষ বুঝিয়া রাখিল যে, মেরু একটি পর্বত অর্থাৎ পাহাড়। অথচ মেরুর এইমাত্র অপরাধ যে, সে **অ-চল**।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরূপ কল্পনা ; যথা, চক্রবাল (Horizon) **অ-চল,** কেন-না সূর্য **অ-চল**। কিন্তু এই চক্রবালের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে গিয়া ইহাকে বলা হইল—ইহা লোকালোক (লোক্যতে ন লোক্যতে চ) এবং ইহা **অ-চল** (বিণ্) ; পরে ইহা দাঁড়াইল—লোকালোক অচল (বি) অর্থাৎ লোকালোক নামক পর্বত বা পাহাড়। এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে পরাঙ্মুখ মানুষ বুঝিয়া রাখিল যে, ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে বৃত্তাকার প্রকাণ্ড সীমান্তপর্বত (পাহাড়) আছে এবং ইহারই সীমার বা পরিধির মধ্যে সূর্য উদিত হন ও অস্ত যান!

গীতা ১০।২৩ শ্রীকৃষ্ণ পর্বত শব্দ প্রয়োগ করিলেন না। লোকবিশ্বাস ও জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত—দুইএর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিলেন "মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্।"

স্মরণ রাখিতে হইবে গীতা ১০।২৫—"স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ"। এখানে পর্বত বা শিখরী বা অচল না বলিয়া বলা হইল স্থাবর। **এই 'স্থাবর' শব্দ 'জঙ্গমের বিপরীতার্থক নহে।** এই স্থাবর = স্থিতি-শীল = **অ-চল** = পর্বত। স্থাবর অর্থাৎ স্থিতিশীল, অচল, পর্বতের মধ্যে হিমালয় ভগবানের বি-ভূতি। ১০।২৩ শ্লোকে শিখরি-শব্দে পর্বত লইলে পুনরুক্তি এবং বিরোধ হইত।

পুরাণের ভূগোল বৃত্তান্ত—

ভূমণ্ডলের উত্তর গোলার্ধ জম্বুদ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে মেরু পর্বত (সুমেরু)। এই মেরুর চারিদিকে মন্দর, সুগন্ধ, বিপুল ও সুপার্শ্ব—এই চারিটি পর্বত হইতেছে মেরুর বিষ্কম্ভ বা অবষ্টম্ভ পর্বত (খুঁটি) ; বি. পুরাণ ; ভাগবতে (৫।১৬।১১) নাম মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব, কুমুদ (ইতি······মেরোশ্চতুর্দিশম্ অবষ্টম্ভগিরয় উপক্লৃপ্তাঃ)।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বত, তদুত্তরে কিম্পুরুষবর্ষ, তদুত্তরে হেমকূট পর্বত, তদুত্তরে হরিবর্ষ তদুত্তরে নিষধ পর্বত, তদুত্তরে ইলাবৃতবর্ষ, তদুত্তরে মেরু পর্বত। মেরুর পশ্চিমে মাল্যবান্ পর্বত, তৎ-পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ ; মেরুর পূর্বে গন্ধমাদন পর্বত, তৎপূর্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ ; মেরু অতিক্রম করিয়া আরও উত্তরে গেলে নীলপর্বত, তদুত্তরে রম্যকবর্ষ, তদুত্তরে শ্বেতপর্বত, তদুত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, তদুত্তরে শৃঙ্গবান্, তদুত্তরে কুরুবর্ষ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে ও কুরুবর্ষের উত্তরে এবং উত্তরগোলার্ধ বেষ্টন করিয়া আছে লবণ সমুদ্র।

পুরাণের মেরু ৮৪০০০ যোজন উচ্চ ; অন্য বর্ষপর্বতগুলি ২০০০ যোজন উচ্চ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেরুর উপরিভাগের বিস্তার ৩২০০০ যোজন অথচ নিম্নভাগের বিস্তার ১৬০০০ যোজন! ১ যোজন = ৪ ক্রোশ।

আর, ভূমণ্ডলের সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯১৪১ ফুট অর্থাৎ প্রায় আড়াই ক্রোশ মাত্র।

২৪। পুরোধসাং (পুরোধস্ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন) = পুরোহিতগণের মধ্যে। পুরোহিতঃ = পুরঃ + হিতঃ = যাঁহার স্থান সর্বাগ্রে। 'বৃহস্পতির্হ বৈ দেবানাং পুরোহিতঃ, তম্ অনু অন্যে মনুষ্যরাজ্ঞাং পুরোহিতাঃ'—ঐতেরয় ব্রাহ্মণ, ৮।৫।৩।

বৈদিক যুগে—'ব্রাহ্মণঃ হিতম্ উপদিশন্ প্রথমতো গচ্ছতি' (সায়ণ)—এই অর্থে পুরোহিত শব্দের ব্যাখ্যা ও প্রশংসা দেখা যায়; ঋগবেদ ৪।৫০।৮—'যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতীতি, পুরোহিতম্ এব এতদাহ'।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮।৫।৩ 'বৃহস্পতি' শব্দও পুরোহিত অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়, যথা,—'বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্তি—ঋগ্‌বেদ, ৪।৫০।৭

২৫। গিরাং = শব্দের মধ্যে; একমক্ষরং—একাক্ষর প্রণব (monosyllable); যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ—দ্রব্য-দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ অপেক্ষা জপে মন ভগবানের দিকে অধিক ধাবিত হইতে পারে; এ জন্যই সকল যজ্ঞের মধ্যে জপ-রূপ যজ্ঞকে 'বি-ভূতি' বলা হইল; স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ—১০।২৩ দ্রষ্টব্য।

২৬। অশ্বত্থঃ—বিষ্ণুসহস্রনামের ভিতরে 'অশ্বত্থ' বিষ্ণুর একটি নাম। ১৫।১ শ্লোকে 'অশ্বত্থঃ' ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; নারদঃ—নৃ + অণ্ = নার; মানুষের যাহা বিশেষত্ব = জ্ঞান; এই নার (জ্ঞান) যিনি দেন তিনি নারদ = (অমরকোষ ভানুজিদীক্ষিতের টীকা)। কপিলঃ—ইনি সেশ্বর সাংখ্যের প্রবর্তয়িতা, কর্দম প্রজাপতির পত্নী দেবহূতির গর্ভজাত।

২৭। উচ্চৈশ্রবাঃ—দ্বিতীয়া, উচ্চৈঃশ্রবসম্।

২৮। বাসুকিঃ সর্পাণাং—ধাত্বর্থ লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে সর্প = যাহা নড়িতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯। অনন্তঃ নাগানাং—নাগঃ=নগ এব নাগঃ (সর্প নহে), নগ=যাহা চলে না; অনন্ত=যাহার অন্ত (শেষ) নাই, অর্থাৎ আকাশ, যাহা পৃথিবীকে ধরিয়া আছে।—ইহা ভগবানের বি-ভূতি।

ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যেব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে নিষ্ঠং বিশ্বং চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ।'

অর্থাৎ পৃথিবীর কোনও আধার নাই, ইহা নিজের শক্তিতে **আকাশে** সদাই অবস্থিত রহিয়াছে; ইহার পৃষ্ঠে সমস্ত বিশ্ব দানব-মানব-দেব-দৈত্য-সহ নিয়ত বাস করিতেছে।

এই **আকাশই অনন্ত**শব্দের লক্ষ্য। এই আকাশের অন্ত বা শেষ নাই; ইহা নড়িতে পারে না। ইহারই নাম পুরাণে, 'শেষ'-'নাগ'।

যাদসাম্—যাদঃ ৬ষ্ঠী বহু 'যাদাংসি জলজন্তবঃ" যাদঃ=জলজন্তু, জলচর; বরুণ পৌরাণিক যুগে জলের অধিদেবতা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সংযমতাং—যাহারা নিয়ন্ত্রণ করে তাহাদের মধ্যে আমি যম (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রণকারী)।

৩০। **কালঃ** কলয়তাম্ অহম্—(১০।৩৩—'অক্ষয়ঃ কালঃ' দ্রষ্টব্য।) কলয়তাং—গণনাকারিগণের মধ্যে আমি 'কাল'। কালের ধারণা কিরূপে হয়? অক্ষয় কালই বা কি? দিন-রাত্রি, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, ঋতু-পরিবর্তন ইত্যাদি দেখিলেই কালের ধারণা হয়; ঘটনার পৌর্বাপর্য না দেখিলে, না জানিতে পারিলে, কালের ধারণা হয় না।

আনন্দে যাহার মন মগ্ন, বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান যাহার অল্প তাহার সময়-জ্ঞান সম্যক্ হয় না। উৎকৃষ্ট গ্রন্থপাঠে রত ব্যক্তির কাল-জ্ঞান থাকে না। আবার, দুঃখভারাক্রান্ত ব্যক্তির, রোগীর, শোকগ্রস্তের, রোগীর সেবাকারীর সময় যেন ফুরাইতে চায় না। ভাল আনন্দদায়ক গল্প বলিতে বা শুনিতে বসিলে সময় যেন শীঘ্র ফুরাইয়া যায়। নবদম্পতীর রাত্রি যেন অতি শীঘ্র ফুরাইয়া যায়। বিরহিণীর রাত্রির যেন অবসান হইতেই চায় না।

এসব হইতে জানা যায় যে, সংখ্যান অর্থাৎ গণনার দ্বারাই কালের জ্ঞান হয়। মনেই এই ধারণা জন্মে; যে যেমন-মনে (সুখাস্বাদনে বা দুঃখভোগে নিযুক্ত মনে) থাকে তাহার কাল-জ্ঞানও তদনুরূপ হয়। কাল বা সময় একটি মানসিক ভাব মাত্র, বাহিরে উহার অস্তিত্ব নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহারা কোনও-কিছু গণনা করে সেই গণনাকারীদের মধ্যে আমি 'কাল'।

৩১। ঝষাণাং=মৎস্যানাং, মৎস্যগণের মধ্যে; স্রোতসাং=স্রোতস্বিনী নদীর মধ্যে।

৩২। বিদ্যানাং—বিদ্যাসমূহের মধ্যে; অধ্যাত্মবিদ্যা—যে বিদ্যার দ্বারা এই জ্ঞান হয় যে, আত্মাতেই সমস্ত বিধৃত; [অন্য বিদ্যা যাহা, তাহা প্রাথমিক পাঠের বিদ্যা মাত্র, যথা—বি. এ., এম. এ., ইত্যাদি।]

প্রবদতাং—নানাবিষয়ে জল্প, তর্ক, বিতণ্ডা ইত্যাদি যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মধ্যে;

বাদঃ—সত্য নির্ণয়ের জন্য তর্ক; পারিভাষিক অর্থে জল্প, বিতণ্ডা, বাদ পৃথক্: বাদ—বিশেষ একটা মত; লোকে যাহা লইয়াই তর্ক-বিচার করুক না কেন, সেই বিচারের বিষয়ীভূত যে তত্ত্ব তাহা আমিই।

[তুলনীয়ঃ ভাগবত—১১।১১।২৪—'বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্।' চণ্ডী—৫।১২—('নমঃ) খ্যাত্যৈ'।]

৩৩। অক্ষরাণাং=অক্ষরসমূহের মধ্যে 'অ'; অক্ষর ও বর্ণ পৃথক্ ধরিয়া লইলে,—স্বরবর্ণের মধ্যে। (দ্রষ্টব্য— সকল দেশেরই বর্ণমালার আদি অ।)

দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ—সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব; ২টি পদের একীকরণের নাম সমাস; এই সমাসে—প্রথম পদটি প্রধান হইলে **অব্যয়ীভাব**, দ্বিতীয় পদটি প্রধান হইলে **তৎপুরুষ**, কোনও পদটিই প্রধান না হইলে **বহুব্রীহি**, এবং উভয় পদই প্রধান হইলে **দ্বন্দ্ব**ঃ

একবচন	দ্বিবচন
রামঃ যাতি লক্ষ্মণঃ যাতি	রামলক্ষ্মণৌ যাতঃ (দুইটি ক্রিয়া)।

অক্ষয়ঃ কালঃ—পরিবর্তন-রহিত, নিত্য, একভাবে অবস্থিত কাল। ৭।২৬ দ্রষ্টব্য: সেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোচনা করা হইয়াছে। অতীত=ঘটনার স্মৃতি, বর্তমান=ঘটনার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ভবিষ্যৎ=আশা, আকাঙ্ক্ষা।

৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখানো হইয়াছে যে, সংখ্যান বা গণনার দ্বারাই কালের ধারণা হয়। এখন ভগবান্ বলিতেছেন, অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু নাই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবই বর্তমান ঘটনা; আবার বর্তমান ঘটনা-সমূহকে গণনা না করিলেই নিত্য-বর্তমান, অপরিবর্তনীয়, অক্ষয় কালের ধারণা হয়। এই অক্ষয় কালই ভগবানের বি-ভূতি।

শব্দ-পরম্পরার দ্বারা বাক্যের জ্ঞান, দৃষ্টান্তরূপে ধরা যাউক: 'রাম যাইতেছে'—এই বাক্যে আছে—র্ আ ম্ অ য্ আ ই ত্ এ ছ্ এ, এবং প্রত্যেক অক্ষরটি পর পর শুনিয়া অর্থবোধ হয়; কিন্তু যখন 'র্' বলা হইতেছে তখন 'আ…' ভবিষ্যৎ; আবার যখন 'আ' বলা হইতেছে তখন 'র্' অতীত এবং 'ম্…' ভবিষ্যৎ। তবেই অতীত + বর্তমান + ভবিষ্যৎ মিলিয়া একটা জ্ঞান হইতেছে। কিন্তু বিশেষ হিসাব করিলে বুঝা যায় যে, **বর্তমানের জ্ঞানই জ্ঞান,** অতীত = স্মৃতি, ভবিষ্যৎ = আশা।

এখন বুঝা যাউক,—কোনও ঘটনা যখন ঘটিয়াছিল (অতীত), তখন অর্থাৎ ঘটিবার সময়ে তাহা ছিল বর্তমান; তেমনই যখন কোনও ঘটনা ঘটিবে (ভবিষ্যৎ) তখন অর্থাৎ ঘটিবার সময়ে তাহাও বর্তমান; তবেই 'বর্তমান' ব্যতীত কোনও কাল নাই। মন হইতে যতই 'অতীত' ও 'ভবিষ্যৎ' মুছিয়া যাইবে অর্থাৎ মন যতই চিন্তাভাবশূন্য (THOUGHT-FREE) হইবে, পরিবর্তনীয় কালের ধারণা ততই কমিবে, কেবল বর্তমানের ধারণাই থাকিবে।

এখন বর্তমানের ধারণাকে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। বর্তমান ত মুহূর্তমাত্র (রাম যাইতেছে—দৃষ্টান্ত)। যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মুহূর্তের ধারণা-দ্বারা বর্তমানের ধারণা গঠিত সেই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মুহূর্তগুলির জ্ঞানও যত কমিবে (চিন্তা-ভাব কমিবার সঙ্গে সঙ্গে) ততই একটি মাত্র অতিক্ষুদ্র মুহূর্তের ধারণা স্থির হইয়া আসিবে, এবং সেই অতিক্ষুদ্র মুহূর্তের ভিতর দিয়া অসীম, অনন্ত, নিত্য-বর্তমান মহাকাল (~~Infinity~~ Eternity) আত্মপ্রকাশ করিবেন। ইনিই অচ্যুত, অপরিবর্তনশীল, অক্ষয় কাল। ইনিই ভগবদ্-বি-ভূতি

বিশ্বতোমুখঃ ধাতা—আমিই বিধানকর্তা, আমার প্রকাশ সর্বদিকে।

৩৪। বাহ্য পদার্থে বি-ভূতি দেখানো হইয়াছে। এখন গুণের ভিতরে তাহা দেখানো হইতেছে।

৩৫। সাম অনেক প্রকারের; ইহাদের মধ্যে বৃহৎ ও রথন্তর প্রধান। ভগবান্ বলিলেন যে, সামের মধ্যে তিনি বৃহৎ সাম। পূর্বে (১০।২২) বলিয়াছেন যে, বেদের মধ্যে তিনি সামবেদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়ত্রী—২৪ অক্ষরে (প্রতিপাদে ৮টি)—গ্রথিত ছন্দঃ গায়ত্রী; ৪৮ অক্ষরে জগতী; এই দুইএর মধ্যে উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি ও ত্রিষ্টুপ্ আছে। ২৪ অক্ষরের গায়ত্রীই আদি ছন্দঃ; ইহার উপরে চারি চারি অক্ষর বাড়াইয়া গেলেই অন্যান্য ছন্দের হিসাব পাওয়া যায়। অতএব প্রধান বা আদি ছন্দঃকেই ভগবান্ নিজের বি-ভূতি বলিলেন। মাসানাং মার্গশীর্ষঃ—মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে সেই মাসের নাম মার্গশীর্ষ।

চন্দ্র ২৭ নক্ষত্রে ঘুরিয়া থাকেন বটে, কিন্তু মাত্র ১২টি নক্ষত্রেই তাঁহার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়—বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, উত্তরভাদ্রপদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, উত্তরফল্গুনী ও চিত্রা—এই হইল সেই ১২টি নক্ষত্র। 'নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ'—ব্যাকরণের সূত্র।

বহুদিন পূর্বে মৃগশিরার পূর্ণিমাকে বৎসরের আদি বলিয়া (অগ্রহায়ণ মাসকে বৎসরের প্রথম মাস) ধরা হইত; শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণ করিয়া বলিতেছেন যে, বৎসরের প্রথম মাস তাঁহার বি-ভূতি; যাহা প্রথম বা যাহা প্রধান তাহাকেই বিভূতি বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে কি-না।

৩৬। বিশিষ্ট বিশিষ্ট দ্রব্যের যাহা প্রধান ধর্ম তাহাও ভগবদ্-বিভূতি—এই প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। বহু সমজাতীয়ের মধ্যে একতম, প্রধানই বিভূতি, এই প্রসঙ্গ যেন শেষ হইল। **এখন বিভূতির অর্থ ঐশ্বর্য, শক্তি, সামর্থ্য ইত্যাদি (৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।**

৩৭। উশনাঃ কবিঃ —'কবি' নামক ঋষির পুত্র 'কাব্য উশনা'। ইনি ঋগ্‌বেদ ৮ম, ৯ অনুবাক, ৪ সূক্তের ঋষি। পিতার নাম পদবীর ন্যায় উল্লিখিত, যেমন—১।৫ 'পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ'—কুন্তিভোজ-পুরুজিৎ। কবি অর্থে ঋষিও বটে।

৩৮। জিগীষতাং—জয়লাভেচ্ছুগণের; নীতি—রাজনীতি; রাজনীতি=সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব, সমাশ্রয়।

৩৯। সর্বপদার্থের 'কারণ'ও ভগবদ্-বিভূতি।

৪০। দিব্যানাং বিভূতীনাং—ভগবানের প্রকাশ ও তাঁহার সামর্থ্যাদি সবই দিব্য, কোনটিই পার্থিব নহে (৪।৯ দিব্যং জন্ম কর্ম)।

৪১। বিভূতিমৎ সত্ত্বং—যে দ্রব্য বিশেষ শক্তিমান্, বা ঐশ্বর্যবান্ বলিয়া দেখিবে তাহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, অবগচ্ছ—জান, বুঝিয়া লও; শ্রীমৎ—সৌন্দর্য্যযুক্ত; উর্জিতম্—বলশালী, ওজস্বী……।

৪২। আমি আমার একাংশ-দ্বারাই সমগ্র বিশ্বকে (আক্রমণ করিয়া, ধারণ করিয়া) ব্যাপিয়া আছি—এটুকু মনে রাখিলেই তোমার পক্ষে আমাকে কতকটা বুঝিয়া লওয়ার সুবিধা হইবে। (১০।১৬ 'ব্যাপ্য তিষ্ঠসি')। ঋগ্‌বেদ অ ৮।অ.৪।ব.১৭।ঋ.৩,৪—

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্‌ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥

একাদশ অধ্যায়

১। অনুগ্রহায়—অনুগ্রহ করিবার জন্য (তোমার কাছে টানিয়া লইবার জন্য); অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্—অধ্যাত্ম এই সংজ্ঞা যাহার এমন বাক্য; ৮।৩ 'স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।' পরমং—শ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ; গুহ্যং—রহস্য।

২। কমলপত্রাক্ষ—কমল (পদ্ম) পত্রের (পলাশ, পাপ্‌ড়ি) ন্যায় অক্ষি যাহার; সমস্ত পদটি অ-কারান্ত; সম্বোধন পদ; ত্বত্তঃ —তোমার নিকট হইতে।

৩। যথা আত্থ—তুমি যেরূপ বলিলে; এবং এতৎ—ইহা এই রূপই।

৪। মন্যসে যদি—তুমি যদি মনে কর; তৎ শক্যং ময়া দ্রষ্টুম্—আমার দ্বারা তাহা দেখিবার যোগ্য; যোগেশ্বর! সূক্ষ্মকে স্থূলে প্রকাশ করিবার যথেষ্ট সামর্থ্য তোমার আছে।

৫। দিব্যানি রূপাণি—অলৌকিক রূপ বা প্রকাশ; ভগবানের এই বিশ্বরূপ লৌকিক রূপ নহে।

৬। আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্—১০।২১ এবং ১০।২৩ দ্রষ্টব্য। অশ্বিনৌ—দিবারাত্র বা দুই সন্ধ্যা; মরুতঃ—মরুদ্‌গণকে (১০।২১); আশ্চর্যাণি—২।২৯ দ্রষ্টব্য।

৭। একস্থং—একত্র অবস্থিত; ইহ—ইহাতে, আমাতে, আমার দেহে; কৃৎস্নং—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত ; **প্রবিভক্তং**—(১১।১৩) ভিন্ন ভিন্ন ভাগে, স্তরে স্তরে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে —বিভক্ত হইয়া আছে,—সব পিণ্ডীভূত হইয়া একাকার হয় নাই ; একস্থানে সবই আছে, কিন্তু স্ব-স্ব রূপেই আছে। গুড়াকেশ !—হে আলস্যজয়িন্ !—আলস্য থাকিলে জড়তা থাকিলে, সর্বদা-প্রযত্নশীল না থাকিলে, সর্বদা উৎসাহযুক্ত না থাকিলে ভগবৎপ্রকাশ বুঝা যায় না ; দুর্বলের, অলসের পক্ষে 'সত্য'-লাভ অসম্ভব। **'Truth** is not for the slothful.'

৮। স্বচক্ষুষা—তোমার নিজের স্থূল চক্ষুর দ্বারা ; মানুষের চক্ষুরিন্দ্রিয় এরূপে গঠিত যে, পার্থিব বা লৌকিক রূপই এই চক্ষুর পর্দাতে ধরা পড়ে,—অলৌকিক রূপ চক্ষুর পর্দা ধরিতে পারে না। ভগবানের বিশ্বরূপ (১১।৫) দিব্য বা **অলৌকিক**।

দিব্যং চক্ষুঃ **দদামি**—তোমাকে **দিব্য** বা **অলৌকিক** রূপ-গ্রহণে **সমর্থ** চক্ষু অর্থাৎ দেখিবার বা অনুভূতি করিবার **শক্তি দিতেছি**। 'দিতেছি' বলা বা 'দিব'-এই সংকল্প-দ্বারাই ভগবান্ অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিলেন,—অন্য কোনও প্রক্রিয়া করিতে হইল না।

দিব্য দৃষ্টি :—চর্মচক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, মনের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা তাহা উপলব্ধি হয়, এবং এই উপলব্ধি এত সত্য অর্থাৎ স্পষ্ট হয় যে, অনুভূতিকারকের কাছে তাহা স্থূল-দ্রব্য-দর্শনের ন্যায়ই প্রতিভাত হয়। গন্ধ-গ্রহণ, শব্দ-গ্রহণ ...প্রভৃতিও এইরূপই হইয়া থাকে। মানুষের ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে-ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হয়,— দিব্য অনুভূতিও সেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ন্যায়ই স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়,—ইন্দ্রিয়াতীতের জ্ঞান হয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেরই ন্যায়। যাঁহার এই অনুভূতি হয় তিনি ভাষার সাহায্যে তাহা বর্ণনা করিবার সময় ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের ন্যায়ই বর্ণনা করেন।

১৪। ধনঞ্জয়—যে-অর্জুন দ্বিগ্বিজয়ে গিয়া নানা প্রকারের **ধন** (জয় করিয়া) আনিয়া যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিলেন।

নানা প্রকারের বহুমূল্য ধন জয় করিয়াছিলেন অর্জুন, কিন্তু আজ বিশ্বরূপ দর্শন-রূপ যে অপূর্ব অমূল্য ধনে অধিকারী হইলেন, তাহার তুলনা পার্থিব ধনের সহিত হইতেই পারে না। ভগবদ্-জ্ঞান, ভগবদনুভূতি, ভগবদ্দর্শনই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন ; এই ধনে যিনি বঞ্চিত তিনি অতি দীন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন যে, অর্জুনের ধনঞ্জয় নাম আজ যেন সার্থক হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবং—দ্যুতিমানকে, তেজোরাশিকে, জ্যোতিঃকে।

১৭। অপ্রমেয়ম্—কোনও প্রমাণ-(মাপকাঠি) দ্বারা তোমাকে মাপা যায় না, ন+প্র+√মা+য।

১৮। মে মতঃ—আমি জানিতেছি। সনাতনঃ পুরুষঃ—নিত্য পুরুষ; সকল ভূতের, জীবের ভিতরে (পুরি) যিনি অন্তর্যামী চৈতন্য-রূপে সদা বর্ত্তমান আছেন (শেতে) তিনি সনাতন পুরুষ। [বৃহৎ উপ ২।৫।১৮—অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ। প্রশ্ন উপ ৫।৫] শাশ্বত ধর্ম—একটি নিত্য-বর্তমান নিয়মের দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত; এই নিয়মের রক্ষক, পালয়িতা তুমি। 'শাশ্বত' বা সনাতন ধর্ম বলিতে মাত্র 'হিন্দু' ধর্মকে বুঝিতে হইবে না।

১৯। শশিসূর্যনেত্রং—১৫।৬ এবং ১৫।১২ দ্রষ্টব্য।

২০। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ—দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ=দ্যাবাপৃথিব্যৌ, তয়োঃ। দ্যুলোক এবং ভূলোকের; অন্তরম্—অবকাশ, ফাঁক, **অন্তরিক্ষ** (হ্রস্ব ইকার); প্রব্যথিত=√ব্যথ্ (চলনে), প্রকৃষ্টরূপে অত্যন্ত ব্যথিত অর্থাৎ কম্পিত হইয়াছে।

২২। সাধ্যাঃ—সাধ্যগণ; যে সকল মানুষ পুণ্যকর্ম করিয়া দেহত্যাগ করেন তাহারা 'সাধ্য' নামে পরিচিত হন; বিশ্বে=**বিশ্বে** দেবাঃ; উষ্মপাঃ—পিতৃগণ।

২৩। প্রব্যথিতঃ অহম্—জড়দেহের এমন শক্তি নাই যে, ভগবৎ-প্রকাশকে দেখিয়া বা অনুভব করিয়া স্থির থাকিতে পারে। ভগবানের সামান্য আভাস মাত্রেই মানুষ কম্পিত হইয়া উঠে, ধীর থাকিতে পারে না (১১।২৪ 'ধৃতিং ন বিন্দামি')।

২৪। ধৃতি=ধৈর্য বা স্থৈর্য (Fortitude) (কিন্তু ১৮।৩৩—৩৫এ ধৃতি= মনের একপ্রকার ধারণা-বৃত্তি।)

২৫। শর্ম—'শর্ম-শাত-সুখানি চ'—অমর কোষ; শর্ম=মঙ্গল, সুখ।

২৭। দংষ্ট্রা—বৃহৎ-দন্ত।

৩১। আখ্যাহি—ব্যাখ্যা করিয়া বল, বিশেষ করিয়া বল, নাম কি বল; মে আমাকে; নমোঽস্তু—তোমাকে নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ তোমার বিভুত্ব ও আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া নিজেকে নত করিতেছি; প্রসীদ—প্রসন্ন হও, স্বচ্ছ হও; আদ্যং—আদি পুরুষ তোমাকে; প্রবৃত্তিং—কোন্ উদ্দেশ্যে এই উগ্ররূপ ধারণ করিয়াছ।

৩২। কালঃ অস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ—কাল আমি লোকক্ষয়কারী (রূপে) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কালের কোনও নিজস্ব রূপ নাই; প্রয়োজন-অনুসারে কালের প্রকাশ হইয়া থাকে—কখনও বা লোক-উন্নতি-কৃৎ কখনও-বা লোকক্ষয়কৃৎ। জীবের সমষ্টিগত শুভ-বাসনার ফলে কালের হয় শুভপ্রকাশ, অশুভ বাসনার ফলে কালের হয় অশুভ প্রকাশ।

মহাশক্তির এইরূপ প্রকাশ একটু অন্যরূপে চণ্ডীতে বর্ণিত আছে—

সৈব কালে মহামারী সৈব স্বষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী॥
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বুদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে॥

সপ্তশতী ১২।৩৯,৪০

শ্রীমদ্ভাগবতে ৮।২১।১৯ বলি অনুচরগণকে বলিয়াছেন—"মা যুধ্যত নিবর্তধ্বং ন নঃ কালোঽয়মর্থকৃৎ" অর্থাৎ যুদ্ধ করিও না, নিবৃত্ত হও; কাল এখন আমাদের অনুকূল, উন্নতিকৃৎ নহে।

সমাহর্তুম্—সম্+আ+√হৃ+তুম্=সংগ্রহ করিতে; মূল কারণ হইতে বাহিরে আসা=সৃষ্টি; মূলকারণে ফিরিয়া যাওয়া=সংহার; যেন মহাকাল তাহার জাল গুটাইতে উদ্যত; প্রত্যনীকেষু—(প্রতি+অনীক)—বিরুদ্ধপক্ষের সৈন্যে।

৩৩। নিমিত্তমাত্রং ভব—তুমি নিমিত্ত হও; কর্তা তুমি নহ, কর্তা আমি; যাহা করিবার তাহা করিয়া রাখিয়াছি। এইরূপ, সকল ঘটনার মূলে আছে ভগবানের ইচ্ছা বা তাঁহার হস্ত; মানুষ ঘটনার কর্তা নহে—নিমিত্তমাত্র।

সব্যসাচিন্! —যিনি বামহস্তেও তীর ছুঁড়িতে পারেন; সম্বোধন। কেন এই সম্বোধন? [এখন আর তোমার ডান হাত বা বাম হাতে তীর ছুড়িয়া বীরত্বের প্রমাণ দেখাইতে হইবে না; তুমি নিমিত্তমাত্র হও; আঘাতমাত্র কর।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪। জহি—আঘাত কর। মা ব্যথিষ্ঠাঃ—চঞ্চল হইও না, ভীত হইও না ;

"দ্রোণং চ, ভীষ্মং চ, জয়দ্রথং চ, কর্ণং"……

ভগবান্ (কাল) যোদ্ধাদের নাম উল্লেখ করিলেন অর্থাৎ তাঁহার মনে ইঁহাদিগের নাশ-ব্যাপার জাগিয়াছে, একথা জানাইলেন। ভগবান্ (কাল) আমাদের ন্যায় যষ্টি বা অস্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও মারিবেন, ইহা নহে ; মৃত্যু যাঁহাদের উপস্থিত—কালের মনে তাঁহাদের নাম জাগে—ইহাই কাল-কর্তৃক নিধন। (১।২৫ দ্রষ্টব্য।)

"উবাচ-পার্থ ! পশ্যৈতান্"—

যাহার যাহার দিকে মহাকালের দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহারই 'দিন শেষ' হইয়া গিয়াছে। (ভাগ ১।৯।৩৫ ভীষ্মস্তব—

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু ॥)

যুধ্যস্ব—যুদ্ধ কর ;

জেতাসি—জয় করিবে (√জি—লুট্ ভবিষ্যদর্থে) ; সপত্নান্—শত্রুগণকে ; সপত্ন= যাহারা একই কাজে পতিত হয় (হুড়্মুড় করিয়া লাগিয়া যায়)—তাহাদের ভিতরে প্রতিযোগিতা হয় ; তাহার শত্রু হয় ; সহ (একস্মিন্ কর্মণি) পতন্তি এই অর্থে সপত্ন।

মন্তব্য—অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন ; সমস্ত জগৎ ভগবানেই যে অধিষ্ঠিত তাহা অনুভব করিলেন ; ফলে সকলেই যে ভগবানের অংশ বা দাস বা ভৃত্য—কোনও জীবের সহিত অপর জীবের যে সম্পর্ক তাহা যে প্রীতির সম্পর্ক ইহা বুঝিলেন। ইহা বুঝা সত্ত্বেও অর্জুন ভগবানের আদেশ পাইলেন—'যুদ্ধ কর'।

এইখানেই গীতার সার্থকতা। ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া স্ব-স্ব-ধর্ম পালন করা প্রত্যেকেরই উচিত ; স্বধর্ম ত্যাগে হয় পাপ। গীতা ২।৩৩ দ্রষ্টব্য।

৩৬। স্থানে—(অব্যয়) ঠিকই, ইহা উপযুক্তই ; হৃষীকেশ ! হে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ! অর্জুনের ইন্দ্রিয় ও মনকে ভগবান্ এমন ভাবে পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন যে, অর্জুনের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হইয়াছে। এজন্যই অর্জুন সম্বোধন করিলেন—'হৃষীকেশ'। প্রকীর্ত্যা—প্রকৃষ্ট কীর্তির (খ্যাতি) দ্বারা ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষাংসি—রক্ষস্ শব্দ ক্লীব লিঙ্গ, প্রথমার বহুবচন—যাহাদের নিকট হইতে কোনও কিছু রক্ষা করিতে হয় তাহারা রক্ষ বা রাক্ষস, (√রক্ষ+অসুন্ প্রত্যয়)।

৩৭। গরীয়সে—গুরু+ঈয়সুন্=গরীয়ান্; গুরুতর, ৪র্থী, ১ বচন; ব্রহ্মণঃ অপি—ব্রহ্মার অপেক্ষাও; সৎ অসৎ তৎপরং যৎ—যাহা ইন্দ্রিয়গোচর বলিয়া সকলে সত্য মনে করে তাহা সৎ (অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ); যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে তাহাকে বলা হইল অসৎ (অর্থাৎ কারণ, অব্যক্ত); তাহারও পরে যাহা তাহাও তুমি (অর্থাৎ কারণেরও কারণ, পরমকারণ)। ৮।২০, ২১ দ্রষ্টব্য।

৩৮। আদিদেবঃ—প্রথমজ্যোতিঃ। পুরুষঃ পুরাণঃ— পুরুষঃ=সকল পুরে (ভূতে, জীবে) যিনি শয়ন করিয়া আছেন (চৈতন্য-রূপে); [বৃ. উপ. ২।৫।১৮; প্রশ্ন. উপ. ৫।৫]; পুরাণঃ—পুরাতন অর্থাৎ—অনাদি; নিধানম্—আশ্রয়; বেত্তা অসি—তুমি হও জ্ঞাতা; বেদ্যং—তুমিই জ্ঞেয়; ধাম—শ্রেষ্ঠপদ (জ্যোতিঃ-স্বরূপ); ততং—'টানা-পোড়েনে'র দ্বারাই কাপড়ের সৃষ্টি; টানা-পোড়েন ছাড়া কাপড়ে আর কিছুই নাই। তেমনই এই বিশ্বের তুমিই 'টানা', তুমিই 'পোড়েন'। √তন্+ক্ত=ততম্,—√তনু—'বিস্তারে'; ত্বয়া ততং বিশ্বম্— তোমার দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত।

৩৯। নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ ... ... —√নম্ প্রহ্বীভাবে—নীচু হইয়া যাওয়া; বারবার নমঃ—প্রয়োগে সূচিত হইতেছে যে, অর্জুনের অহংবোধ যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল; সহস্রকৃত্বঃ—সহস্র+কৃত্বসুচ্ প্রত্যয়=সহস্র সহস্রবার।

৪০। পুরস্তাৎ—সম্মুখে; পৃষ্ঠতঃ—পশ্চাতে; সর্ব!—হে সর্ব! সর্বত এব—সকল দিকেই; অনন্তবীর্য—শেষ নাই এমন শক্তিসম্পন্ন; অমিতবিক্রমঃ—যাহার পাদক্ষেপের পরিমাপ হয় না, অমিত=ন+√মা+ক্ত; বিক্রমঃ—পাদক্ষেপ; ০°তে প্রথম, ৯০°তে দ্বিতীয়, ১৮০°তে তৃতীয় পাদক্ষেপ-দ্বারা ভুবন ব্যাপ্ত।

তুলনীয়। 'ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে।' ঋ. বে. ১।২২।১৭

বি+√ক্রম আত্মনেপদী, অর্থ—পাদবিহরণে [সূত্র—বেঃ পাদবিহরণে]; বিষ্ণুপদং—১০।২১ দ্রষ্টব্য; সমাপ্নোষি—সম্যগ্‌রূপে পাইয়া বসিয়া আছ, অতএব তুমি হইতেছ সর্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১। সখেতি মত্বা—সখা+ইতি মত্বা, তুমি আমার সখা-মাত্র, এই বোধে; তুমি সর্ব (১১।৪০), কিন্তু আমি মনে করিয়াছি যে, তুমি আমার সখা-মাত্র; অজানতা মহিমানং—তোমার মহিমা (তুমি যে সব, এই মহিমা) জানিতাম না বলিয়া।

ঋগ্ বেদ—(পুরুষসূক্ত) ৮ অ. ৪ অ. ১৭ ব. ৩ ঋ. 'এতাবান্ অস্য মহিমা।'

তব ইদং—এই যে বিশ্বরূপ (ইহা তোমার মহিমা); প্রমাদাৎ—ভুল করিয়া; প্রণয়েন বাপি—আরও, বন্ধুর প্রতি ভালবাসার জন্যও (হয়ত তোমার মহিমা ধরিতে পারি নাই); প্রসভং—জোর করিয়া; একটা দিকই দেখিয়া তাহাই যথার্থবোধে জোর করিয়া বলিয়াছি।

৪২। অবহাসার্থং—তামাসা, ঠাট্টা করিবার জন্য; বিহার-শয্যা-আসন-ভোজনেষু—ক্রীড়ায়, শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে; সমক্ষং—অন্যের সম্মুখে; ক্ষাময়ে—'ক্ষমা কর', এই বলিতেছি; অপ্রমেয়ং—(১১।১৭) কোনও প্রমাণ- (মাপকাঠি) দ্বারা তোমার পরিমাপ হয় না; তুমি সখাই, অন্য কিছু নও—তাহা ত বলা যায় না,—তুমি যে সব (১১।৪০)।

৪৩। ন ত্বৎসমোঽস্তি—তোমার সমানই কেহ নাই; অভ্যধিকঃ কুতঃ—তোমার অপেক্ষা অধিক (গুরুতর) কোথায়?

৪৩। অপ্রতিমপ্রভাবঃ—তোমার প্রভাবের (শক্তির) প্রতিমা (তুলনার বস্তু) নাই; **ন প্রতিমা যস্য সঃ** অপ্রতিমঃ; অপ্রতিমঃ প্রভাবঃ যস্য সঃ, অপ্রতিমপ্রভাবঃ।

৪৪। তস্মাৎ—এ জন্যই (এখন); কায়ং প্রণিধায়—দেহকে তোমার সম্মুখে পাতিয়া দিয়া; প্রসাদয়ে—তোমার প্রসন্নতা অর্জনের জন্য প্রার্থনা করি (তুমি প্রসন্ন হও—এই নিবেদন করিতেছি); ঈশং—প্রভু তোমাকে; আমি ঈশিতব্য। ঈড্যং—স্তবনীয় তোমাকে; একমাত্র তুমিই স্তবনীয়—ইহা আজ বুঝিয়াছি;

√ঈড্+যৎ=ঈড্য, যথা—ঋগ্বেদে—

'অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভি **রীড্যো** নূতনৈরুত।'—১।১।২

'অগ্নি**মীড়ে** পুরোহিতম্।—১।১।১

দ্রষ্টব্য। দুইটি উপমান, দুইটি ইব শব্দ: (১) পিতেব পুত্রস্য—পিতা **ইব** পুত্রস্য—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা যেমন পুত্রের ; (২) সখেব সখ্যুঃ—সখা ইব সখ্যুঃ—সখা যেমন সখার ; প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্—প্রিয়ঃ প্রিয়ায় অর্হসি দেব! সোঢুম্।—হে দেব! প্রিয় (তুমি) প্রিয়ায় (প্রিয় আমায়) সহ্য করিতে উপযুক্ত (হও); প্রিয়ঃ=নিজ;

[তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং
নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা
বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥
ঋগ্‌বেদ—১।১৫৩।৫]

অর্জুন সম্পূর্ণ-ভাবে নিজেকে সমর্পণ (প্রণিধায় কায়ং) করিয়াছেন ; এখন কৃষ্ণ তাঁহার 'নিজ' হইয়াছেন এবং অর্জুনও কৃষ্ণের 'নিজ' হইয়াছেন।

পিতা যেমন পুত্রের প্রমাদ (ভুলভ্রান্তি) সহ্য করেন, সখা যেমন সখার প্রমাদ সহ্য করেন, (তেমমই) 'নিজ' কৃষ্ণ তুমি 'নিজ জনের' (আপনার, অনুগতের, **আমার, অর্জ্জুনের**) প্রমাদ সহ্য কর, আমার ভ্রমপ্রমাদ তোমার মার্জনা করা উচিত।

আমি তোমার আপন জন, আমাকে সাম্‌লাইয়া রাখ। অর্জ্জুনের উক্তি শ্রীমদ্-ভাগবতে ১।১৫।১৯ শ্লোকের সহিত তুলনীয় 'সখ্যুঃ **সখেব পিতৃবৎ** তনয়স্য সর্বং সেহে মহান্ মহিতয়া কুমতেরঘং মে।'

সমালোচনা—(১) ১১।৪৪ শ্লোকে দুইটি-মাত্র 'ইব' শব্দ আছে। অতএব 'প্রিয়ঃ ইব প্রিয়ায়াঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে গেলে তৃতীয় একটি 'ইব' অধ্যাহার (ধার করিতে) করিতে হয়।

(২) 'প্রিয়ায়াঃ অর্হসি', ইহার সন্ধি হইলে রূপ দাঁড়ায় 'প্রিয়ায়া অর্হসি' ইহার পর আর সন্ধি হয় না ; কাজেই **'প্রিয়ায়ার্হসি'** (যাহা গীতায় আছে) এইরূপ সন্ধি পাওয়া যায় না।

(৩) বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যখন অর্জুনের উদ্‌ভ্রান্ত ভাব আসিয়াছে, যখন তিনি কম্পমান হইয়াছেন, যখন ধৃতি লোপ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে (ধৃতিং ন বিন্দামি) তখন দাম্পত্য-সম্বন্ধের কথা অর্জুনের মনে আসা, 'ইব' অধ্যাহার করা এবং অদ্ভুত সন্ধি করা (যাহাকে 'আর্ষ' প্রয়োগ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা দেখা যায়)—এ সবই কি অদ্ভুত নহে, কষ্টকল্পনা নহে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন নিজে বলিয়াছেন—'সখেতি মত্বা' (১১।৪১), 'পিতাসি লোকস্য' (১১।৪৩);—কাজেই অনুমান করা সঙ্গত যে, তাঁহার মনে অপরাধ- বা প্রমাদ-মার্জনা-কারকদের কথা জাগিলে তিনি পিতা ও সখা—এই দুইটি উপমানই দিবেন, তৃতীয় উপমানের সম্ভাবনা কোথায়? (ভাগ. ১।১৫।১৯)

তবে ব্যাকরণের একটু দোষ যেন থাকিয়া যায়—'প্রিয়ঃ প্রিয়ায় অর্হসি'—এরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে। 'প্রিয়ঃ প্রিয়স্য' এরূপ বলিলে, 'পিতা পুত্রস্য' বা সখা সখ্যুঃ'—এই দুই-এর সহিত বেশ মিলিয়া যাইত।

এখন যদি মনে করা যায় যে, ষষ্ঠীর (প্রিয়স্য) অর্থে চতুর্থী (প্রিয়ায়) বসিয়াছে তাহা হইলেই ব্যাকরণও ঠিক থাকে। এক বিভক্তির অর্থে অন্য বিভক্তির প্রয়োগ সংস্কৃতে দেখা যায়, যথা—চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী—যস্মা অদাৎ উদধিঃ…মার্গং… …অরিপুরং…দিধক্ষোঃ। ভাগ ২।৭।২৪।

৪৫। 'হে দেব! তদেব রূপং দর্শয়—সেই রূপই দেখাও, 'যে-সে' নিত্য-সম্বদ্ধ; 'যে' না বলিয়া সাধারণতঃ 'সে' বলা হয় না; তবে কোনও দ্রব্য বা মানুষ বা অন্য কিছু যদি অতি প্রসিদ্ধ হয় তবে 'যে' না বলিয়াও 'সে' বলা চলে।

অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মানুষ-রূপ অতি পরিজ্ঞাত, তাই অর্জুন বলিলেন, **সেই** রূপই দেখাও।

৪৬। তথৈব—সেই রূপেই; তেন এব রূপেন—চতুর্ভুজেন—সে-ই চতুর্ভুজ মূর্তিতে; ভব=হও। চতুর্ভুজ-রূপে লক্ষিত হও।

হে বিশ্বমূর্তে!	হে সহস্রবাহো!
|	|
মানুষ মূর্তি ধর	চতুর্ভুজ হও

'এক' কৃষ্ণ প্রসন্ন বা স্বচ্ছ হইলে, অর্জুন যেন একটি জ্যোতি-বিন্দুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের ভিতর দিয়া অনন্তকে দেখিলেন; এখন অনন্ত যেন অর্জুনের অনুরোধে সঙ্কুচিত হইতে হইতে একটি মূর্তিতে পুনঃ পরিণত হইবেন।

'কৃষ্ণ'এর ভিতর দিয়া দেখিলে, বিশ্ব চিন্ময়-স্ফূর্তি (MATERIALISATION OF DIVINE WILL); 'কৃষ্ণ'-এর ভিতর দিয়া না দেখিলে, জড়চক্ষুতে বিশ্ব জড়-মাত্র (=MATTER)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বিশ্বরূপ'='UNIVERSAL CONCRETE.'

১ ২ ১ ২
৪৭। ময়া প্রসন্নেন—আমার দ্বারা, স্বচ্ছ হইয়াছি যে-আমি, তাহার-দ্বারা; আত্মযোগাৎ—নিজের অপূর্ব সামর্থ্য অবলম্বন করিয়া, আত্মযোগাৎ (পঞ্চমী)=আত্মযোগ অবলম্বন-পূর্বক; দর্শিতং—দেখানো হইয়াছে; তব—সম্বন্ধবিবক্ষায় ষষ্ঠী; তব অগ্রে, সমীপে, সমক্ষং; পরং রূপং—সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, রূপং—রূপ্যতে ইতি রূপম্; (প্রশ্ন)—সেই 'পরং রূপং' কি? (উত্তর) তেজোময়ং, বিশ্বম্, অনন্তম্, আদ্যম্=জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব, অন্তহীন, মূল কারণ।

৪৮। বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ ন ক্রিয়াভিঃ ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ—(করণ) এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না; এবংরূপঃ অহং দ্রষ্টুং ন শক্যঃ—এইরূপ মূর্তি-বিশিষ্ট আমাকে দেখিতে পারা যায় না; ত্বদন্যেন—তুমি ভিন্ন অন্যের দ্বারা।

৪৯। মা=আর থাকিবে না; ঈদৃক্ মম ইদং—এই আমার এরূপ রূপ; ব্যপেতভীঃ—বিগত ভয় হইয়া; প্রীতমনাঃ—বেশ শান্ত মনে; প্রপশ্য—ভাল করিয়া দেখ; তদেব রূপং ইদং—সেইরূপই (যেমন তোমার পরিচিত) রূপ এই (দেখ); পুনঃ—আবার; আগে যেমন দেখিয়াছিলে ও যেমন জানিতে, তেমনই আবার দেখ।

৫০। স্বকং রূপং—নিজ রূপ, স্বীয় রূপ; সৌম্যবপুঃ ভূত্বা—(উগ্র রূপ সংবরণ করিয়া) শান্তমূর্তি হইয়া।

৫১। প্রকৃতিং গতঃ—প্রকৃতিস্থ; মানুষং রূপং—নররূপ। ইহার অর্থ এই নহে যে, কৃষ্ণ সাধারণ মানুষের ন্যায় দ্বিভুজ হইলেন;—**উগ্র ভীষণ বিশ্বরূপের পরিবর্তে** মানুষের ন্যায় রূপ ধারণ করিলেন। সচেতাঃ—নিজের মনকে ফিরিয়া পাইলাম; পূর্বে মন যেন উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল। (চেতসা সহ বর্তমানঃ।) সংবৃত্তঃ—হইলাম।

৫২। দৃষ্টবান্—তুমি দেখিয়াছ (অতীত); সু-দুর্দর্শম্—যাহা দুঃখে (অতিকষ্টে) দেখা যায় তাহা 'দুর্দর্শম্', যাহা আরও অধিক কষ্টে দেখা যায় তাহা 'সুদুর্দর্শম্' ('খল্' প্রত্যয়)।

৫৩। ইজ্যা—(√যজ্+ক্যপ্) যজ্ঞ; ইজ্যয়া=যজ্ঞের দ্বারা; এবংবিধঃ—এই প্রকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৪। (প্রশ্ন)—কিসের দ্বারা, কোন্ উপায়ে তোমাকে এইরূপ দেখা যাইবে? (উত্তর)—অনন্যয়া ভক্ত্যা তু—ভক্ত্যা=ভালবাসার দ্বারা; অনন্যয়া—যে ভালবাসার ভিতরে 'আমি' ভিন্ন অন্য বোধই থাকিবে না। এই যে অনন্যা ভক্তি ইহাকে জ্ঞানের চরম অবস্থা বলা যায়। ১৮।৫০ ও ৫৪ দ্রষ্টব্য; 'জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা', 'পরাং মদ্‌ভক্তিং লভতে।'

তত্ত্বেন—তত্ত্বতঃ, সত্য সত্যই, ঠিক ঠিক ভাবে; জ্ঞাতুং—জানিতে; দ্রষ্টুং—দেখিতে; প্রবেষ্টুং—প্রবেশ করিতে।

৫৫। **এই ভক্তিলাভের সাধন কি? উত্তরে**—সাধকের লক্ষণ

(৩) মৎ-কর্ম-কৃৎ—সকল কর্মই যে আমার জন্যই করে,

(১) মৎ-পরমঃ—আমাকেই যে পরম বলিয়া জানে,

(২) মদ্-ভক্তঃ—আমাকেই যে ভালবাসে;

সঙ্গবর্জিতঃ—আসক্তি বিহীন; নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু—সমস্ত ভূতের (পদার্থের) প্রতি শত্রুভাব শূন্য (১২।১৩,১৫ দ্রষ্টব্য)। ফলতঃ, 'সর্বভূত-হিতে রতঃ' (৫।২৫, ১২।৪)।

৯।৩৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় জ্ঞানার্জনী, সুখার্জনী, কর্মার্জনী বৃত্তির আলোচনা দ্রষ্টব্য; আরও, ১৮।৬৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। (ক) ব্যক্তের উপাসনা :—১১।৫৫—বিশ্বরূপ দর্শনের পর উপদেশ—

'মৎ-কর্ম-কৃৎ মৎ-পরমঃ……'

আবার পূর্বে—

৯।৩৪—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ…, …'

৯।২৭—'যৎ করোষি… …মর্দপণম্'

(খ) অব্যক্তের উপাসনা :—কিন্তু তৎপূর্বে বলা হইয়াছে—

৮।২১—'অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ…'

৭।২৪—'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং … …'

৭।১৯—'বাসুদেবঃ সর্বমিতি … …'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরে লিখিত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অর্জুনকে ব্যক্তের এবং অব্যক্তের—তুইয়েরই উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। (ক) চিহ্নিত শ্লোকগুলিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ব্যক্তরূপের উপাসনা (কর্ম, জ্ঞান, ও প্রীতি-দ্বারা) করে সে ভগবানকে পায়। অথচ (খ) চিহ্নিত শ্লোকগুলিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অব্যক্তই পরভাব বা পরতত্ত্ব, তাহাকেই উপসনা করিতে হইবে; তাহাই পরা গতি, সেখানে যাইলে আর নিবর্তন হয় না বা ফিরিতে হয় না।

এখন অর্জুনের প্রশ্ন—১২।১; এবং—এইরূপে; সততযুক্তাঃ—সর্বসময়ে তোমার সহিত যোগ রাখিয়া যাহারা (যে কর্মযোগীরা) চলে; ভক্তাঃ—ভালবাসে যাহারা; ত্বাং—তোমাকে, আমার দৃষ্ট এই ব্যক্তরূপকে; পর্যুপাসতে—পরি+উপাসতে, সর্বতোভাবে ('মৎকর্মকৃৎ' ইত্যাদি, 'মন্মনাঃ' ইত্যাদি) উপাসনা করে; যে চ—আর যাহারা; অপি—ও; অক্ষরং—অপরিবর্তনীয় (৮।২১); অব্যক্তং—অব্যক্তকে (উপাসনা করে); তেষাং—তাহাদিগের মধ্যে; কে—কাহারা; যোগ-বিৎ-তমাঃ—কর্মযোগের তত্ত্ব সর্বোত্তমরূপে বুঝিয়াছে?

'যোগবিত্তমে'র এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে; কেন-না উত্তরে (১২।২) ভগবান্ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা হইতেছে 'যুক্ততমাঃ', এবং এই শব্দই ৬।৪৭ শ্লোকে একবচনান্ত 'যুক্ততমঃ'-রূপে বলা হইয়াছে। সেখানে, 'যোগিনামপি সর্বেষাং.....' —সকল কর্মযোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে কর্মযোগের তত্ত্ব সর্বোত্তমভাবে বুঝিয়াছে, ইহা দেখানো হইয়াছে অর্থাৎ **যন্ত্রের ন্যায় কর্ম করিয়া যাওয়া** (অবশ্য ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া)—ইহাই মাত্র **ভগবানের অভিপ্রেত নহে**; **কিন্তু** শ্রদ্ধাসহকারে যে কর্মযোগী তাঁহাকে ভালবাসে অর্থাৎ তাঁহারই **প্রীতির জন্য সজ্ঞানে** (যন্ত্রের ন্যায় নহে) **কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে**—সেই **'যুক্ততমঃ'**। এইরূপ কর্মযোগানুষ্ঠানই **ভগবানের অভিপ্রেত।**

[এই প্রসঙ্গে গীতায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত 'যোগ' শব্দ দ্রষ্টব্য:— **২য় অধ্যায়**—৩৯, ৪৮, ৫০, ৫৩ শ্লোক; **৪র্থ অধ্যায়**—১, ২, ৩, ৩৮, ৪১, ৪২; **৫ম**—১, ৪, ৫, ৬, ৭; **৬ষ্ঠ**—২, ৩, ১২, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২৩, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪৪; **৭ম**—১; **৮ম**—১০, ১২, ২৭; **৯ম**—৫, ১২; **১০ম**—৭, ১৮; **১১শ**—৮; **১২শ**—১, ৬, ১১; **১৩শ**—২৪; **১৬শ**—১; **১৮শ**—৩৩, ৭৫।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। নিত্যযুক্তাঃ—সকল সময়েই (**কর্মযোগীরা**) কর্মযোগের অনুষ্ঠানকারীরা; পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ—পরম শ্রদ্ধাশীল হইয়া; উপাসতে—উপাসনা করে; ময়ি—ব্যক্তরূপ আমাতে; মনঃ আবেশ্য—মনকে নিবিষ্ট করাইয়া; যুক্ততমাঃ—তাহারাই শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী (৬।৪৭ দ্রষ্টব্য); যুক্ত—৪।১৮, ৫।১২, ২৩, ৬।৩২ (পরমঃ যোগী) দ্রষ্টব্য; মে মতাঃ—আমার দ্বারা জ্ঞাত, আমার মনে হইতেছে, আমি এইরূপ মনে করি; ব্যক্তরূপে ভগবান্‌কে জানিয়া সেই ব্যক্তরূপের উপাসনা—ইহাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

৩। তবে অব্যক্তোপাসকদের গতি কি?

৪। যে তু—কিন্তু যাহারা অব্যক্তের উপাসনা করে……তাহারাও **আমাকেই পায়**—যখন তাহারা **সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের মঙ্গলে** (মঙ্গলানুষ্ঠানে) **রত হয়**; ৫।২৫ দ্রষ্টব্য; অক্ষরং—অপরিবর্তনীয়; অনির্দেশ্যং—সাধারণ প্রমাণের দ্বারা যাহার নির্দেশ করা যায় না; অব্যক্তং—অব্যক্তকে; পর্যুপাসতে—সর্বতোভাবে উপাসনা করে; সর্বত্রগং—সর্বত্রগামী; অচিন্ত্যং—অচিন্তনীয়; কূটস্থং—মূলে অবস্থিত; অচলং—অচল, যাহা স্থিরভাবে আছে; ধ্রুবং—নিশ্চল; এইরূপ অব্যক্তকে যাহারা উপাসনা করে তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রামং—ইন্দ্রিয় সমূহকে; সংনিয়ম্য—সম্যক্‌ প্রকারে সংযত করিয়া, **সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ**—সর্ব পদার্থে সমবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া, যখন সর্বভূত-হিতে রতাঃ—সর্বসৃষ্ট পদার্থের মঙ্গলে (মঙ্গলানুষ্ঠানে) রত হয়—আনন্দ পায়—তখন আমাকেই পায়।

১২।২—**ব্যক্তরূপ** ভগবানের উপাসনা, **তদ্দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া**; ১২।৩,৪—**অব্যক্তের উপাসনা**, তাহার ফলে সর্বত্র সমবুদ্ধিত্ব এবং সর্বভূতের হিতানুষ্ঠানে আনন্দপ্রাপ্তি—**শেষে ভগবান্‌কে পাওয়া।**

৫। অব্যক্তাসক্ত-চেতসাং—অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আসক্ত, লাগিয়া গিয়াছে; (তেষাং) তাহাদের অধিকতর: ক্লেশঃ—কষ্টের পরিমাণ অধিক (পূর্বোক্ত ব্যক্ত-উপাসকের কষ্ট হইতে অধিক কষ্ট); দেহবদ্ভিঃ—দেহধারীদিগের দ্বারা; অব্যক্তা গতিঃ—অব্যক্ত তত্ত্বে পৌছান; হি—নিশ্চয়ই; দুঃখং—অতি কষ্টে (ক্রিয়া-বিশেষণ); অবাপ্যতে—(অব +আপ্যতে—লব্ধ হয়) পাওয়া যায়। দেহবান্‌ ব্যক্তির দেহস্থিত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির শক্তি সীমাবদ্ধ; এই দেহবান্‌ ব্যক্তি স্থূল-এর ধারণার উপরে উঠিয়া সূক্ষ্মের ধারণা করিতে বেশ ক্লেশ-অনুভব করে; দেশ-কালের অতীত অব্যক্তের ধারণা করা দেশকালের অধীন জীবের পক্ষে বেশ কষ্টকর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬, ৭। ময্যাবেশিতচেতসাং—ময়ি+আবেশিত-চেতসাং—যাহারা আমাতে মনকে প্রবিষ্ট করাইয়াছে তাহাদিগের (১২।২ 'ময়ি আবেশ্য মনঃ' দ্রষ্টব্য); সমুদ্ধর্তা—সম্+উৎ+√হৃ+তৃচ্—উদ্ধারকারী; মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ—(জন্ম-) মৃত্যুরূপ সংসার-প্রবাহ হইতে। এই সংসার-প্রবাহ যেন সাগরের ন্যায়; অন্য অনেকে এই সাগরে নিমগ্ন হয় বটে, কিন্তু আমাতে আবেশিত-চিত্ত কর্মযোগীদের আমি উপরে তুলিয়া ধরি অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহের অধীন তাহারা হয় না; ন চিরাৎ—এ ব্যাপারে বিলম্ব হয় না; অবিলম্বে আমি তাহাদিগকে মোক্ষ দিই। অব্যক্তোপাসকের কষ্ট হইতে পারে,—বিলম্ব হইতে পারে। সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য—সকল কর্মের ফল আমাতে ন্যস্ত করিয়া; কর্মত্যাগ সম্ভব নহে (৩।৫, ১৮।১১); যেস্থানে 'কর্মাণি সংন্যস্য' দেখা যাইবে সেখানে কর্ম-ফল-ত্যাগই বুঝিতে হইবে। যাঁহারা কর্ম-ফল-ত্যাগ করিয়া **কর্ম করেন** তাঁহারা কর্মযোগী। অতএব এখানেও কর্মযোগীকে লক্ষ্য করা হইতেছে।

৮। ময়ি এব—আমাতেই; মনঃ আধৎস্ব—মনকে রাখ; বুদ্ধিং নিবেশয়—বুদ্ধিকে প্রবেশ করাও; নিবসিষ্যসি—আমাতেই বাস করিবে (নিবৎস্যসি); অত ঊর্ধ্বং=অতঃ ঊর্ধ্বং—ইহার পরে, এই দেহত্যাগের পরে; (আমাতেই বাস করিবে অর্থাৎ আর জন্ম হইবে না)।

৯। সমাধাতুং—সম্যক্ প্রকারে রাখিতে; ন শক্নোষি—না পার; অভ্যাস যোগেন—অভ্যাসরূপ কৌশলের সাহায্যে (বার বার অভ্যাস করিবে) (৬।৩৫ দ্রষ্টব্য); মাং—আমাকে; আপ্তুং—পাইতে; ইচ্ছ—ইচ্ছা কর (Have the will); ধনঞ্জয়!—বহু ধন যিনি জয় করিয়াছেন, তাঁহার সম্বোধন পদ, আমি যে অমূল্যধন, সেই ধনকে পাইবার ইচ্ছাটা অন্ততঃ রাখ।

১০। অভ্যাসেঽপি অসমর্থঃ অসি—যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও; মৎকর্মপরমো ভব—যে-কোনও কাজই কর না কেন, আমার জন্যই করিতেছ—এই ধারণা স্থির রাখ; মৎকর্ম=মদর্থং কর্ম—আমার জন্য কর্ম; পূজন, ভজন, দান, যজ্ঞ ইত্যাদি যাহা মানুষে পবিত্র কর্ম বলিয়া মনে করে এবং এই সব শুভকর্ম করিয়া পুণ্য অর্জন করিতে চাহে—সে সবই আমার জন্যই করিতেছ—ইহাই মনে রাখ; সিদ্ধিম্ অব-আপ্স্যসি—সিদ্ধিলাভ করিবে।

১১। মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ—(১২।৬) আমাতে কর্ম সমর্পণ-রূপ যোগ অবলম্বন করিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা কর্মযোগ ; যতাত্মবান্—সংযত-চিত্ত হইয়া ; সর্বকর্মফলত্যাগং কুরু—সকল কর্মের ফল ত্যাগ কর।

১২। প্রথমার্ধ—(কেবল) অভ্যাস অপেক্ষা অর্থাৎ কিছু না বুঝিয়া যন্ত্রের ন্যায় কর্ম-অভ্যাস হইতে জ্ঞান বড় (শ্রেষ্ঠ) ; (কিছু) জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান অর্থাৎ সর্বদা ভগবচ্চিন্তা **বা অধ্যাত্ম**-চিন্তা **বড়** (শ্রেষ্ঠ) (১৩।১১ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়ার্ধ—ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগঃ—ধ্যান হইতেই কর্মফল ত্যাগ (সম্ভব) হয় ; ত্যাগাৎ শান্তিঃ অনন্তরং—তৎপরেই ত্যাগ হইতে শান্তি লাভ হয়।

এই শ্লোকের **প্রথমার্ধে** 'শ্রেয়ঃ' এবং 'বিশিষ্যতে'—এই দুই শব্দের প্রয়োগ আছে ; কিন্তু **দ্বিতীয়ার্ধে এরূপ কোনও শব্দ নাই।**

১৩। **'যুক্ততমের'** লক্ষণ (অর্থাৎ ৬।৪৭, ১২।২ শ্লোক অনুসারে **ভক্তিসহিত কর্মযোগানুষ্ঠানকারীর** লক্ষণ) বলা হইতেছে। এই লক্ষণের সহিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের '**স্থিতপ্রজ্ঞের'** লক্ষণ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের **'গুণাতীতের'** লক্ষণ মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তবেই বুঝা যাইবে যে, ভগবানের তত্ত্ব **জানিয়া** ও তাঁহাকে ভালবাসিয়া (বা তাঁহারই **প্রীতির জন্য**) **কর্মযোগের** অনুষ্ঠান গীতার প্রতিপাদ্য। এইরূপে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম এই তিনের সমন্বয় গীতাতে দেখানো হইয়াছে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রশ্ন করা হইয়াছে—(১৮।৭২—'কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতম্ ? পার্থ !') গীতার উপদেশ কি একাগ্রচিত্তে শুনিয়াছ ? এবং ইহার উত্তরে অর্জুন বলিয়াছেন (১৮।৭৩—'করিষ্যে বচনং তব) তোমার বচনানুসারে **কর্ম ই** করিব।

ভগবানকে ভালবাসা—তদ্দ্বারা জ্ঞানের পরিশুদ্ধি এবং তৎসহিত কর্ম-অনুষ্ঠান। তবেই দাঁড়াইল এই যে, জ্ঞান ও কর্মের মিলনের কারণ হইতেছে ভক্তি। এই ভক্তিই যেন হইতেছে জ্ঞান ও কর্মের মাঝে 'Cement' অর্থাৎ সংযোজক। এই সংযোজক বস্তু থাকিলে জ্ঞান ও কর্মের তথাকথিত বিরোধ দূরীভূত হইয়া এই দুই পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, একটি অপরটিকে ছাড়িতে পারে না।

এখন এই **জ্ঞান-কর্ম**-এর (cemented) সংযুক্ত অবস্থা কিরূপ তাহা শ্রীভগবান্ অর্জুনকে দেখাইতেছেন,—ইহাই গীতার মতে ভক্তের লক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা—সকল পদার্থের প্রতি দ্বেষরহিত ; মৈত্রঃ—মিত্রতা সম্পন্ন ; করুণঃ—দয়ালু ; নির্মম (নির্+'মম' শব্দ)—একমাত্র নিজের বলিতে যাহার কিছুই নাই ; নিরহঙ্কারঃ—অহঙ্কারশূন্য, 'অহং' বোধ যাহার নাই ; সমদুঃখসুখঃ—সুখ ও দুঃখে সমভাব যিনি অবলম্বন করেন ; ক্ষমী—ক্ষমাবান্ অর্থাৎ সহিষ্ণু ।

১৪। যোগী—৫।১২, ৬।১৮, ৬।৩২ ; প্রিয়ঃ—নিজ, আপন ; কেন-না ৯।২৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ'—আমার শত্রুও নাই প্রিয়ও নাই। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা—যাহারা আমাকে ভালবাসিয়া ভজনা করে, 'ময়ি তে, তেষু চাপ্যহম্' ॥

এই অর্থে—'তাহারা আমাতে, এবং আমি তাহাদিগেতে' অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই—ইহাই ত 'নিজত্ব'—ইহাই ১১।৪৪ এবং ১২।১৪-২০ শ্লোকের প্রিয় শব্দের লক্ষ্য। ১১।৪৪ 'প্রিয়' শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

১৫। ন উদ্বিজতে—যাঁহা হইতে কেহ 'উদ্বেগ' বোধ করে না ; অমর্ষ—অসহন, ক্রোধ ; ভক্তের বেশ ভাল লক্ষণ এই শ্লোক।

১৬। অনপেক্ষঃ—কোনও কিছুর অপেক্ষা (প্রত্যাশা) রাখে না ; দক্ষঃ—নিপুণ, পটু, কর্ত্তব্যকর্মরত ; সর্বারম্ভপরিত্যাগী—সকল কর্মের ফলত্যাগী ; কর্মের পরিত্যাগ হয় না ; (৩।৫, ১৮।১১) ; মদ্‌ভক্তঃ—আমাকে (বাসুদেব, ব্যক্তভগবান্) যে ভালবাসে।

১৭। শুভাশুভ-পরিত্যাগী—পুণ্য ও পাপ, দুই-এরই পরিত্যাগকারী ; ভগবানই যে সব, অতএব শুভ বা অশুভের কোনও মূল্য সে দেয় না ; ভক্তিমান্—ব্যক্ত সকলেতেই প্রীতিসম্পন্ন, সকলেই যাহার ভালবাসার পাত্র, যে 'সর্বভূতহিতে রত।'

১৮-১৯। ২য় অধ্যায়ে 'স্থিতপ্রজ্ঞ'- ও ১৪শ অধ্যায়ে 'গুণাতীত'-এর লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

অনিকেতঃ—যাঁহার 'নিবাস' নাই অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যাহা আশ্রয় (কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা) তাহা যাঁহার নাই ; ৬।১ 'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং' দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০। ইদং ধর্ম্যামৃতং—এই উপদেশ যাহা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা অমৃতত্ব দান করিতে সমর্থ; ধর্ম+যং=ধর্ম্যম্ [অনপেতার্থে=ন+অপেত (বিচ্ছিন্ন) অর্থে]; ধর্ম হইতেছে সনাতন শাশ্বত নিয়ম—যদ্দ্বারা পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবানের (গীতোক্ত) ভক্তিযোগ এই ধর্মের সহিত সংযুক্ত—তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যথোক্তং—শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারা যেমন যেমন বলা হইয়াছে (অর্থাৎ নিজের খেয়ালমত কিছু না করা); পর্যুপাসতে—পরি+উপাসতে—সর্বতোভাবে (কায়-মনো-বাক্য-দ্বারা) যথাযথ **অনুষ্ঠান করেন।**

কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, ব্যক্ত জগৎ ভগবানেরই বিগ্রহ জানিয়া, প্রীতি-সহকারে সকলেরই হিত-সাধনে রত হইয়া যাঁহারা কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং প্রাত্যহিক সকল কর্মের অনুষ্ঠান আনন্দ-সহকারে করেন—তাঁহারা আমার একান্ত নিজ জন। শ্রদ্দধানাঃ—শ্রদ্ধা রাখিয়া; মৎপরমাঃ—আমিই শ্রেষ্ঠগতি ইহা জানিয়া।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। অর্জুনকে ভগবান্ বুঝাইয়াছেন যে, অর্জুন নিমিত্তমাত্র, কর্তা ভগবান্ স্বয়ং। এখন পুনঃ বুঝাইতেছেন যে, যে-ব্যক্তের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন সেই 'ব্যক্ত' সবই তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁহারই প্রকাশমাত্র। এমন কি জীবের দেহও তাহাই।

এই শরীর 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত; এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন—তাঁহাকে জ্ঞানীরা বলেন 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। যাহা-কিছু জড় তাহাতে জ্ঞানশক্তি নাই, জ্ঞানশক্তি অজড়; জড় যাহা তাহা অ-চিৎ, চিৎ যাহা তাহা অ-জড়। ['Matter is not Spirit, Spirit is not Matter.'] ইহাই মানুষের সাধারণ ধারণা।

২। ক্ষেত্রজ্ঞং **চ অপি মাং বিদ্ধি**—ক্ষেত্রজ্ঞ **বলিয়া এবং ও আমাকে জান**—আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াও জান; 'চ' এবং 'অপি' শব্দের দ্বারা ভগবান্ ইহাই সূচিত করিতেছেন যে, **ক্ষেত্রও** তিনি, **ক্ষেত্রজ্ঞও** তিনি।

অন্বয়—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তৎ **মম জ্ঞানং** মতম্—ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান—তাহাই আমার (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) জ্ঞান—ইহাই সর্বশাস্ত্র ও ঋষিগণের সম্মত।

তবেই ভগবানের জ্ঞান অর্থে দাঁড়াইল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড় ও চেতনের জ্ঞান ; জড় বাদ দিয়া কেবল চেতনের জ্ঞান নহে ; চেতনেরই প্রকাশ-বিশেষ জড় নামে অভিহিত। চেতনের এমন সামর্থ্য আছে যে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-রূপে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন।

'যোগেশ্বর' শব্দে 'যোগ'-এর অর্থ অনুধাবনীয়। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন ও দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবানের উত্তর অনুধাবনীয়।

৩। এখন ক্ষেত্রের বর্ণনা হইতেছে—তৎ (ক্লীবলিঙ্গ)—ক্ষেত্র ; সঃ (পুংলিঙ্গ)—ক্ষেত্রজ্ঞ ; বিকার—পরিবর্তন ; বিকারি—পরিবর্তনযুক্ত ; সমাসেন—সংক্ষেপে।

৪। ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ হেতুমদ্ভিঃ—যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্রগুলির দ্বারা ; বিনিশ্চিতৈঃ—সংশয়শূন্য ; ব্র. সূ. ২।৩ পাদ দ্রষ্টব্য—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ।

ব্রহ্মসূত্র—বাদরায়ণ-কর্তৃক রচিত 'শারীরক-সূত্র' (চলিত ভাষায় 'বেদান্তসূত্র') নামক গ্রন্থ। শরীরে ('ক্ষেত্রে') যিনি অবস্থান করিয়া শরীরকে জানেন ও পরিচালনা করেন সেই 'চিৎ'-স্বরূপই শারীরক (ক্ষেত্রজ্ঞ)। শঙ্করাচার্য এই গ্রন্থের ভাষ্য লিখিয়াছেন, ইহার নাম 'শারীরক-মীমাংসা।'

এই সূত্র-গ্রন্থকে 'তর্কপ্রস্থান' বলা হয়। 'ব্রহ্মতত্ত্ব' তিন দিক্ হইতে বিচার করা হইয়াছে—তিনরূপ গ্রন্থে, যথা—

১) উপনিষদে (বেদে), ইহার নাম 'শ্রুতিপ্রস্থান' ; ২) গীতায় (স্মৃতি অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের বাহিরের সাহিত্য), ইহার নাম 'স্মৃতিপ্রস্থান' ; ৩) ব্রহ্মসূত্রে (বাদরায়ণ-কৃত বেদান্ত গ্রন্থে), ইহার নাম 'তর্কপ্রস্থান।' এই তিন 'প্রস্থান'-ই একত্র 'প্রস্থানত্রয়ী' নামে অভিহিত।

গীতার উপদেশ দিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ ; ভাষায় শ্লোকবদ্ধভাবে আমরা তাহা পাইয়াছি মহাভারতে ; এই মহাভারত বাদরায়ণ-ব্যাসের রচিত।

গীতা পূর্বে রচিত, না ব্রহ্মসূত্র পূর্বে রচিত ? যেমন গীতায় ১৩।৪ শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে, তেমনই আবার ব্রহ্মসূত্রে [১।৩।২৩ (গী. ১৫।৬, ১২), ২।৩।৪৫ (গী. ১৫।৭), ৪।১।১০ (গী. ৬।১১), ১।২।৬ (গী. ১৮।৬১)] গীতার উল্লেখ আছে।

দুই গ্রন্থেরই লেখক বাদরায়ণ—ব্যাস ; এজন্যই উভয় গ্রন্থে উভয় গ্রন্থের উল্লেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। দুইখানি গ্রন্থই তিনি একই সময়েই রচনা করিতেছিলেন—এমন অনুমান অসঙ্গত নহে।

৫, ৬। **ক্ষেত্রের বিবরণ**—মহাভূতানি— ৫ (গীতা ৭।৪), অহঙ্কার— ১, বুদ্ধিঃ— ১ (সাংখ্যে মহত্তত্ত্ব), অব্যক্তং— ১ প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়াণি— ১০, একং চ— মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ—৫—বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ), ইচ্ছা—১, দ্বেষঃ—১, সুখং—১, দুঃখং—১, সংঘাতঃ—১,—(জমাট) দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির একত্রাবস্থান, চেতনা—১ (১০।২২ দ্রষ্টব্য), ধৃতিঃ—১ ধৈর্য।

৭-১১। জ্ঞান—জ্ঞায়তে যেন=জ্ঞানম্, **জ্ঞানলাভের উপায়** ; অমানিত্বং—মানবোধহীনত্ব ; অদম্ভিত্বং=দম্ভহীনত্ব ; অহিংসা—হিংসারাহিত্য ; ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা ; আর্জবং—সরলতা ; আচার্যোপাসনং—গুরুসেবা , শৌচং—পবিত্রতা ; স্থৈর্যং—স্থিরতা ; আত্মবিনিগ্রহঃ—মনঃসংযম ; ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং—বিষয়সমূহে বিরক্তি; অনহঙ্কারঃ—অহংবোধহীনত্ব ; জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং—জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধত্ব-রোগ—এসবেতেই দুঃখরূপ দোষ বুঝিয়া লওয়া ; অসক্তিঃ—কর্মে অনাসক্তি ; পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষ্বঙ্গঃ—পুত্র, স্ত্রী, গৃহ প্রভৃতিতে অতি মাত্রায় আসক্তির অভাব ; ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বং—অভিলষিত-বা অনভিলষিত-লাভে চিত্তের সমত্ব ; ময়ি অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ—আমাতে অনন্যভাবে স্থিরা প্রীতি ; বিবিক্তদেশসেবিত্বং—নির্জন স্থানে বাসের অভ্যাস অর্থাৎ একাকী থাকার অভ্যাস ; জন-সংসদি অরতিঃ—জনতার মাঝে আনন্দের অভাববোধ ; অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং—আত্মাতেই সব বিধৃত—ইহা সর্বদা জানা ; তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং—তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন ; এতজ্ জ্ঞানং—ইহাই জ্ঞান ; যৎ অতো অন্যথা তৎ অজ্ঞানং—যাহা ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান, অর্থাৎ তাহা জ্ঞানলাভে বাধা দেয়।

১২। জ্ঞেয়ং—যাহা জানিতে হইবে ; প্রবক্ষ্যামি—**বিশেষ** করিয়া বলিব, **প্রকৃষ্টরূপে বলিব**। যজ্ জ্ঞাত্বা—যাহা জানিয়া ; অমৃতম্ অশ্নুতে—মানুষ অমরত্ব পায় ; অনাদি—যাহার আদি নাই ; মৎপরং—আমিই যাহার শেষ (১৪।২৭ 'ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা') ; ন সৎ তৎ—তাহা (স্থূলের ন্যায়) সৎ নহে ; নাসৎ উচ্যতে—অসৎ (যাহা নাই) ও তাহা নহে, এরূপ বলা হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা জ্ঞেয় তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারাই জ্ঞেয় বলিয়া লোকে সাধারণতঃ মনে করে। কিন্তু ১৩।১২এর জ্ঞেয় অর্থাৎ পরম পদার্থ স্থূল বস্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (সৎ) নহে; তবে তাহা যে আছে—একথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? তবে তাহা নাই—এরূপ বল? ইহার উত্তর,—তাহা অসৎ অর্থাৎ **নাই** এরূপ **নহে**; বেদে উপনিষদে এরূপই তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে (উচ্যতে)। তাহাকে জানা যায় (১৩।৭-১১) জ্ঞান-সাধনের অনুষ্ঠান-দ্বারা।

দৃষ্টান্ত। জলে লবণ মিশানো হইয়াছে। চোখ, কাণ, নাক, ত্বক্—দ্বারা লবণের অস্তিত্ব ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু জিহ্বা-দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ সকল বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও যাহা ধরিতে পারা যায় না, তাহা অন্য প্রকার সাধনের দ্বারা (যথা—১৩।৭-১১) ধরিতে পারা যায়।

'ন অসৎ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, **তাহা** সত্যই আছে; দুইটা 'ন' প্রয়োগের দ্বারা দৃঢ়ভাবে **'হাঁ'**-ই বলা হয়।

(৩।৪ দ্রষ্টব্য) 'সম্ভাব্য-নিষেধ-নিবর্তনে দ্বৌ নঞৌ প্রযোক্তব্যৌ'—(সম্ভব—'না'—উড়াইবার সময় দুইটি 'না' প্রয়োগ করা হয়।) [ন সৎ=অসৎ, ইহাই লোকে মনে করে; কিন্তু জ্ঞেয় যে 'অসৎ নহে'—ইহা দৃঢ়রূপে বুঝাইবার জন্য বলা হইল 'ন অসৎ'।]

১৩। বেদে তাহার বর্ণনা আছে, যথা—সর্বতঃ পাণিপাদং—পাণি কর্মশক্তির প্রতীক, পাদ গমনের প্রতীক; সর্বতঃ অক্ষি ... .. অক্ষি দৃষ্টিশক্তির প্রতীক; শ্রুতিমৎ ... ... শ্রুতি=কর্ণ, শ্রবণশক্তি।

১৪। সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং—সেটিতে সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ দীপ্তি পাইতেছে অর্থাৎ বর্তমান আছে,—(শ্বে. উপ. ৩।১৭); ('পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' শ্বে. উপ. ৩।১৯); অসক্তং—কাহারও সহিত লগ্ন নহে (লাগিয়া থাকে না); সর্বভৃৎ—সবকেই ভরণ করে; নির্গুণং—পুরুষ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমের অধীন নহে; গুণভোক্তৃ চ—তাহাই আবার সকল গুণকে ভোগ করে।

ছন্দোগ্য উপনিষদে আছে—৩।১৪।২, ৪ :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ভারূপঃ, সত্যসংকল্পঃ সর্বকর্মা, সর্বকামঃ, সর্বগন্ধঃ, সর্বরসঃ .....'

নির্গুণ ও সগুণ (গুণভোক্তৃ) শব্দদ্বয়ের অর্থ ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে—

"নির্গুণ" অর্থে কোনও গুণ নাই—এরূপ নহে ; ইহার অর্থ এই—প্রকৃতি-গুণ-রহিত ; **সগুণ অর্থে প্রকৃতির গুণ আছে তাঁহাতে এরূপ নহে** ; ইহার অর্থ এই—সকল জীবের সকল প্রকার কল্যাণ করিবার গুণ সর্বদা তাঁহাতে বর্তমান আছে।

১৫। বহিঃ—ভূতের বাহিরে, স্থূল ব্যক্তরূপে বা ব্যাপকরূপে ; অন্তঃ চ—ভূতের ভিতরে—অন্তর্যামি চৈতন্যরূপে। অচরং—যাহা চলে না ; চরং—যাহা চলে ; দূরস্থং—অতি দূরে (বিষয়াসক্ত ব্যক্তির দূরে) ; অন্তিকে—নিকটে (সমর্পিত-প্রাণ ব্যক্তির অতি নিকটে) [নারায়ণ উপ. ২ ; ঈশ উপ. ৫ ; মুণ্ডক উপ. ৩।১।৭]

১৬। অবিভক্তং চ ভূতেষু—পদার্থের ভিতরে বিভক্ত না হইয়া আছেন ; বিভক্তম্ ইব স্থিতম্—যেন বিভক্তরূপে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপে আছেন ; ভূতভর্তৃ—ভূতের পালক ; গ্রসিষ্ণু—ভূতের গ্রাসকারী, নাশক ; প্রভবিষ্ণু—ভূতের উৎপত্তির কারণ।

১৭। জ্যোতিষামপি তৎ জ্যোতিঃ—১৫।৬, ১২ দ্রষ্টব্য ; তমসঃ পরম্—প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত ; জ্ঞানং—চিৎস্বরূপ ; জ্ঞেয়ং—১৩।১২ ; জ্ঞানগম্যং—জ্ঞানের (১৩।৭-১১) দ্বারা লভ্য ; সর্বস্য হৃদি ধিষ্ঠিতম্—তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ; মানুষের হৃৎপিণ্ডের এক অতি সূক্ষ্ম স্থানে চৈতন্যের অবস্থান। ছান্দোগ্য উপনিষদের (৮।১।৮)—'অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম...' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

১৮। মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায়—আমার ভক্ত ইহা বিশেষরূপে জানিয়া ; মদ্ভাবায় উপপদ্যতে—আমার ভাব প্রাপ্ত হয় ; ক্ষেত্রং (**ক্ষেত্র**), জ্ঞেয়ং (**ক্ষেত্রজ্ঞ**) ও জ্ঞানং (**জানার উপায়**) যথাক্রমে ১৩।৫-৬, ১৩।১২-১৭ এবং ১৩।৭-১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩।২ শ্লোকে পূর্বেই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই ভগবানের জ্ঞান ; ভগবানের জ্ঞান হইলেই 'মদ্ভাবায় উপপদ্যতে।'

১৯। উভৌ—অপি অনাদী বিদ্ধি—প্রকৃতি এবং পুরুষ—দুইটিকেই অনাদি জান। পুরুষ অবিকারী, গুণরহিত (১৩।১৪)—কিন্তু গুণান্ চ বিকারান্ চ প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি—গুণগুলিকে এবং পরিবর্তনগুলিকে প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া জান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০। দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য প্রভৃতির কর্তৃত্বে প্রকৃতিই কারণ কিন্তু সুখ-দুঃখাদি ভোগের কর্তৃত্বে কারণ পুরুষ। জড় প্রকৃতি সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতে পারে না; অজড় পুরুষই ভোগ করেন। ভাগবত ৩।২৬।৮ শ্রীধর টীকা অনুসন্ধেয়।

২১। পুরুষ প্রকৃতি-সঙ্গবশতঃ (বদ্ধ) জীব বলিয়া প্রতিভাত হন। 'ভোগস্য চিদবসানত্বাৎ উপহিতপ্রাধান্যম্' শ্রীধর, ভা ৩।২৬।৮।

২২। অস্মিন্ দেহে পরঃ পুরুষঃ ··· ··· উক্তঃ—উপদ্রষ্টা—সমীপে থাকিয়া যিনি দেখেন; অনুমন্তা—অনুমোদনকর্তা; ভর্তা—গুণের ভরণকর্তা; ভোক্তা—উপভোক্তা; মহেশ্বরঃ—মহান্ ঈশ্বর; পরমাত্মা—আত্মারও আত্মা।

২৩। গুণসহিত প্রকৃতির তত্ত্ব এবং পুরুষের তত্ত্ব যিনি বুঝেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন।

২৪। বুঝিবার উপায়—১) ধ্যানেন—অষ্টাঙ্গযোগ-দ্বারা; ২) সাংখ্যযোগেন—জ্ঞানযোগ-দ্বারা; ৩) কর্মযোগেন—কর্মযোগ-দ্বারা।

২৫। অন্যে তু—আবার, অন্যেরা; এবম্—এই প্রকারে (১৩।২৪); অজানন্তঃ—না জানিয়া অর্থাৎ এইরূপে (১৩।২৪) সাধন না করিয়া; অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা—অন্য লোকের অর্থাৎ গুরু বা ভক্তশ্রেণীর লোকের নিকট শুনিয়া; শ্রুতি-পরায়ণাঃ—যাহা শুনিয়াছে তাহাতে সম্যক্ শ্রদ্ধা রাখিয়া উপাসনা করে; মৃত্যুম্ অতিতরন্তি—(তাহারাও) মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে।

২৭। পুরুষ সর্বভূতেই যুগপৎ অবস্থিত; সমং—ক্রিয়া-বিশেষণ ধরিলে অর্থ হয় যুগপৎ; সমং তিষ্ঠন্তং—যিনি সর্বভূতে যুগপৎ আছেন তাঁহাকে; বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং—ভূতের বিনাশ হইলেও যাঁহার বিনাশ হয় না তাঁহাকে; (১৩।২ শ্লোক—'সর্বক্ষেত্রেষু ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি'); যঃ পশ্যতি স পশ্যতি—যিনি সর্বভূতে যুগপৎ অবস্থিত পরমেশ্বরকে জানেন,—আর ইহাও জানেন যে, ভূতের পরিবর্তন হইলেও তাঁহার পরিবর্তন নাই—তাঁহারই (সেই ব্যক্তিরই) দর্শন (জ্ঞান) সার্থক। শুধু চোখে দেখার নামই দেখা নয়, উক্তরূপ জানার নামই দেখা (বা জ্ঞান)।

২৮। সমং—পূর্বশ্লোকে 'সমং'-এর ন্যায়—ক্রিয়া-বিশেষণ বলিয়া ধরা ভাল;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

=যুগপৎ ; সমবস্থিতং—সমানভাবে অবস্থিত ; পশ্যন্—যিনি দেখেন ; ন হিনস্তি আত্মনা আত্মানং—নিজের দ্বারা নিজেকে হনন করেন না ; সকল ভূতেই আত্মার (পুরুষের) অস্তিত্ব স্বীকার না করাই—আত্মহনন ! দেহই আত্মা এইরূপ জানা আত্মহনন ! ততঃ যাতি পরাং গতিং—তাহার পরে শ্রেষ্ঠগতি লাভ করে।

২৯। প্রকৃত্যা এব—প্রকৃতির দ্বারাই ; কর্মাণি ক্রিয়মাণানি—কর্ম সকল কৃত হইতেছে ; সর্বশঃ—সর্বপ্রকারে (প্রকারার্থে চশস্ প্রত্যয়) ; তথা—এবং ; আত্মানং—আত্মাকে (পুরুষকে) ; অকর্তারং—কর্তা নহে (বলিয়া দেখে) ; স পশ্যতি—সে দেখে অর্থাৎ ঠিক জানে ; তাহার দর্শন সার্থক।

৩০। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, ভূতসকল প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত ?

এই শ্লোকে গীতার মতে 'বিজ্ঞান' দেখানো হইয়াছে। সাধারণতঃ 'বিজ্ঞান' বলিলে পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করেন 'প্রত্যক্ষ অনুভূতি' ; এবং 'জ্ঞান' শব্দের ব্যাখ্যা করেন গুরু বা শাস্ত্র হইতে জানা।

যদা—যখন ; ভূতপৃথগ্ভাবং—ভূতের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা ; একস্থং—একেতে স্থিত ; **অনু**পশ্যতি—(চোখের দ্বারা) যাহা দেখে তাহার **পশ্চাতে** (মনের দ্বারা) বুঝিয়া লয় ; অনু=পশ্চাৎ ; ততঃ এব—তাহা (সেই এক) হইতেই ; বিস্তারং—বিস্তৃত হওয়ার ব্যাপারকে, বাহিরে আসার ব্যাপারকে ; তদা—তখন ; ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—ব্রহ্মকে লাভ করে, ব্রহ্মীভূত হইয়া যায়। ব্রহ্মীভূত হয় এই কথার দ্বারা ইহাই বুঝানো হইল যে, এরূপ অনুদর্শনই **বিজ্ঞান**।

৩১। অপি—শরীরে অবস্থিত থাকিলেও,—শরীরের গুণ-কর্মে লিপ্ত হয় না ; দৃষ্টান্ত (১) আকাশ যেমন লিপ্ত হয় না ; (২) ১৩।৩৩ দ্রষ্টব্য।

৩২। সৌক্ষ্ম্যাৎ—সূক্ষ্মত্ব হেতু।

৩৩। দৃষ্টান্ত (২) সূর্য যেমন সকলকে প্রকাশ করিয়া থাকে (জ্যোতির্ময়ত্ব হেতু), আত্মাও স্বপ্রকাশ বলিয়া (১৫।৬, ১২), চিন্ময় বলিয়া, জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া, সকল ক্ষেত্রকেই প্রকাশ করিয়া থাকে।

৩৪। অন্তরং—ভেদ, প্রভেদ ; ক্ষেত্র যেন বাহিরে, ক্ষেত্রজ্ঞ অন্তরে ও বাহিরে ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানচক্ষুষা—জ্ঞানরূপ চক্ষুর দ্বারা (যাঁহারা জানেন) ক্ষেত্র প্রকাশ্য, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকাশক; ক্ষেত্র ব্যবহারতঃ জড়, ক্ষেত্রজ্ঞ চিৎ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং—ভূত সকলের প্রকৃতি হইতে মোক্ষ। প্রকৃতি জড়; ভূতসকল প্রকৃতি হইতে জাত হইলেও প্রকৃতির গুণ-সমূহ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে যদি আত্মার বা পুরুষের নির্লিপ্ততার কথা বিশেষভাবে বুঝিতে পারে। ভূত সকল দৃশ্যতঃ জড় হইলেও আত্মারই বিকাশমাত্র—ইহা বুঝিতে পারিলে, জড় ও চেতনের পার্থক্য সম্যক্ অবগত হইয়া জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে।

প্রচলিত সাংখ্যদর্শন-মতে প্রকৃতি হইতেছে জড়, পুরুষের সহিত প্রকৃতির কোনও সংযোগ হইতে পারে না; কিন্তু পুরুষ **যেন** প্রকৃতির সহিত সংযোগ স্থাপনা করিয়া নিজেকে জীবাত্মা মনে করে।

৩১, ৩২, ৩৩ শ্লোকানুসারে বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াও লিপ্ত নহেন। ৩৪ শ্লোকে 'এবং'—এইরূপে বলা হইয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃ পুরুষে সুখদুঃখাদি ভোগ হয় এবং এই গুণসঙ্গই সদসৎ যোনিতে জীবের জন্মের কারণ; ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে (১৩।২১)। এখন গুণের বিচার আবশ্যক। এজন্যই চতুর্দশ অধ্যায়ের আরম্ভ।

২। মম সাধর্ম্যম্—নির্গুণত্ব, গুণাতীতত্ব (১৩।১৪)।

৩। মহৎ ব্রহ্ম—প্রকৃতি; প্রকৃতি জড়, পুরুষ চেতন; চেতনের সংযোগ-দ্বারা জড়ে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত হয় এবং সকল পদার্থ সৃষ্ট হয়; সম্ভবঃ—উৎপত্তি, সৃষ্টি।

৪। 'আমি বহু হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব……'—এইরূপ সঙ্কল্পই হইতেছে চেতন পুরুষের সংযোগ জড় প্রকৃতির সহিত। ইহাকেই 'গর্ভাধান' বলা হইয়াছে; মূর্তিঃ—√মূর্চ্ছ্+ক্তি, 'সূক্ষ্ম' যেন জমাট বাঁধিয়া 'স্থূল' হইয়াছে।

৫। গুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,) ক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে। ৩।৫ শ্লোকে এবং অন্যান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃকে প্রকৃতির তিন গুণ বা শক্তিরূপে বুঝানো হইয়াছে। জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এই তিনগুণের বা শক্তির বৈষম্যের ফলে।

এই তিন শক্তি যেমন বাহ্যজগতে ক্রিয়া করিতেছে, তেমনই আবার জীবের অন্তর্জগতেও (অর্থাৎ মনের ভিতরেও) ক্রিয়া করিতেছে; ইহার ফলেই জীবে জীবে প্রভেদ।

প্রকৃতিসম্ভবাঃ—প্রকৃতিজাত; নিবধ্নন্তি—বন্ধন করে; দেহিনং—জীবকে; দেহে—শরীরে; অব্যয়ং—যদিও জীব অব্যয় (অবিনাশী, শুদ্ধ, অচঞ্চল, শান্ত পুরুষ)।

৬, ৭, ৮। কোন্ গুণ কোন্ ভাবে বন্ধন করে?

(১) সত্ত্ব বন্ধন করে সুখের সহিত সংযোগ বোধ করাইয়া, সত্ত্ব বন্ধন করে জ্ঞানের সহিত সংযোগ বোধ করাইয়া অর্থাৎ আমি সুখী, আমি জ্ঞানী, আমার জ্ঞান আছে, আমি জানিতেছি……বোধই বন্ধন।

(২) রজঃ বন্ধন করে কর্মের সহিত সংযোগবোধ করাইয়া অর্থাৎ আমি কর্তা, অমুক ফললাভের জন্য এই কর্ম করিতেছি ……।

(৩) তমঃ প্রমাদ (ভ্রান্তি), আলস্য, নিদ্রার দ্বারা জীবকে বন্ধন করে।

(১) সত্ত্বের স্বভাব,—নির্মলত্ব, প্রকাশকত্ব, অনাময়ত্ব; (২) রজঃর স্বভাব,—রাগাত্মকত্ব এবং তাহাই বাসনা ও আসক্তির উৎপত্তির স্থল, কারণ, হেতু; (৩) তমঃর স্বভাব মোহকরত্ব, এবং তাহার উৎপত্তি অজ্ঞানে।

১০। গুণগণের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কখন কখন এক গুণ অন্য গুণকে অভিভূত করিয়া (দাবাইয়া) নিজ স্বভাবকেই প্রকাশ করে—তখন কর্তার নাম হয় সাত্ত্বিক, বা রাজসিক বা তামসিক।

তিনগুণ কখনও কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে না, সর্বদা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। সত্ত্বং ভবতি—সত্ত্ব নিজেকে প্রধান ভাবে প্রকাশ করে; রজঃ তমঃ অভিভূয়—রজকে ও তমকে অভিভূত করিয়া (দাবাইয়া রাখিয়া); এইরূপ রজঃ (ভবতি) সত্ত্বং তমঃ (অভিভূয়); এইরূপ, তমঃ (ভবতি) সত্ত্বং রজঃ তথা (অভিভূয়)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১, ১২, ১৩। কখন কোন্ গুণ প্রধান হইয়াছে—তাহা জানিবার কৌশল। অস্মিন্ দেহে—এই দেহে; সর্বদ্বারেষু—সকল ইন্দ্রিয়গণে; জ্ঞানং প্রকাশঃ উপজায়তে—বাধা-নির্মুক্ত-ভাবে জ্ঞানের উদয় হয়; যদা—যখন; সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ—তখন সত্ত্ব-গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। ১৭।৮-১০ - দ্রষ্টব্য—কোন্ কোন্ প্রকারের আহার-দ্বারা কোন্ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রজোগুণের বৃদ্ধিতে—লোভ, কর্মে অত্যধিক প্রবৃত্তি, মনে অস্থিরতা, স্পৃহা ... ...; তমোগুণের বৃদ্ধিতে—অপ্রকাশ (জ্ঞানের অভাব), অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ... ...;

১৪, ১৫। সত্ত্বগুণ রজোগুণ ও তমোগুণ যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তখন দেহত্যাগ ঘটিলে কিরূপ গতি হয় তাহা দেখানো হইতেছে।

প্রলয়ং—(বিশেষ্য, দ্বিতীয়া); প্রলীনঃ—(বিশেষণ, প্রথমা); দেহী অর্থাৎ জীব-চৈতন্য দৃশ্যদেহত্যাগ করিয়া কোথায়ও যেন লুকাইয়া পড়েন—ইহাই মৃত্যু। √লী অর্থ লুকাইয়া পড়া) যথা—'মাতুর্নিলীয়তে কৃষ্ণঃ'—কৃষ্ণ মার (দৃষ্টি) হইতে লুকাইলেন। প্রলয় শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে লুকানো; প্রলয় অর্থে ধ্বংস বুঝিতে হইবে না।

১৬, ১৭, ১৮। তিন গুণের কোনও একটির প্রাধান্যের জন্য কি কি ফল দেখা যায় এবং তজ্জন্য জীবের গতির পার্থক্য কেমন হয় তাহা দেখানো হইতেছে। এই প্রসঙ্গে ১৪।১১-১২-ও লক্ষণীয়; ৩।৫ দ্রষ্টব্য। 'গুণবৃত্তি' শব্দে বৃত্তি=বর্তমানতা; (√বৃৎ+ক্তি স্মরণীয়)।

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে 'গুণ' শব্দে বাহ্য প্রকৃতির তিন গুণ ('রজ্জু' বা রশ্মি বা শক্তি, forces) লওয়া হইয়াছে। ১৪শ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক বৃত্তি বা প্রবৃত্তিকেও সত্ত্ব বা রজঃ বা তমঃ বলিয়া দেখানো হইল। ১৪।৫ হইতে এই প্রসঙ্গ চলিতেছে।

৪।১৩—'গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ' গুণ, তজ্জনিত কর্ম-বিভাগ দ্রষ্টব্য।

১৯। গুণেভ্যঃ—গুণ সকল হইতে পৃথক্; অন্যং কর্তারং—অন্য কোনও কর্তাকে; ন অনুপশ্যতি—হিসাবে দেখিতে পায় না; অনুদর্শন, অনুস্মরণ অর্থ দ্রষ্টব্য—১৩।৩০; গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি—গুণের বাহিরে কেহ একজন আছেন তাহাকে জানে; সঃ মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি—সে আমার ভাব (আমার সত্তা) পাইয়া থাকে; ১৩।৩০ বিজ্ঞান (ব্রহ্ম সম্পদ্যতে) দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০। দেহসমুদ্ভবান্—দেহের উৎপত্তি যাহা হইতে হইয়াছে (ব্যধিকরণ বহুব্রীহি); এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য—এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া ; জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ—তাহাকে জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ ত্যাগ করিয়া যায় ; ইহাই মুক্তি ; অমৃতম্ অশ্নুতে—সে অমৃত লাভ করে।

২১। অর্জুনের প্রশ্ন (যেমন—২।৫৪ প্রশ্ন 'স্থিতপ্রজ্ঞ'-এর লক্ষণ কি ?) গুণাতীতের লক্ষণ কি ? গুণান্ এতান্ অতীতঃ (অতি+√ই+ক্তঃ) তিন গুণকে অতিক্রম করিয়াছেন এমন মানুষ ; কৈঃ লিঙ্গৈঃ ভবতি—কোন্ লক্ষণ-দ্বারা লক্ষিত হন : (ইত্থম্ভূত লক্ষণে তৃতীয়া) কিসের দ্বারা চেনা যায় ? দ্বিতীয়ার্ধে প্রশ্ন—কিমাচারঃ—তাহার আচরণ কিরূপ ? কথং—কেমন করিয়া ; অতিবর্ততে—অতিক্রম করিয়া থাকেন।

২২।২৩।২৪।২৫। ভগবানের উত্তর—প্রকাশং—সত্ত্বগুণের ফল ; প্রবৃত্তিং—রজোগুণের ফল ; মোহং—তমোগুণের ফল ; (১৪।৫-৮—দ্রষ্টব্য) ;

সংপ্রবৃত্তানি, নিবৃত্তানি—(সামান্যে নপুংসকম্) প্রবৃত্ত হইলেও উদ্বিগ্ন হন না, 'নিবৃত্ত হউক' এই কামনাও করেন না ; (২।৫৭) ; গুণা বর্তন্তে ইত্যেব—গুণ সকল স্ব স্ব কর্ম করিতেছে ইহা বুঝিয়া লইয়া ; গুণৈঃ ন বিচাল্যতে—গুণের দ্বারা (গুণের প্রকাশের দ্বারা) বিচলিত হন না ; উদাসীন বৎ আসীনঃ—উদাসীনের ন্যায় থাকেন ; 'উদাসীনের ন্যায়' অর্থে বুঝিতে হইবে—সত্যই উদাসীন নহেন ; গুণাতীত ব্যক্তির কর্মের প্রতি 'ঔদাসীন্য বিধের' নহে (পঞ্চদশী ৬।২৭০)। সকল কর্মেই গুণাতীতের যে উদাসীনবৎ ব্যবহার, তাহাকেই হৃদয়গ্রন্থির ভেদ (বা বিনাশ) বলা হয়। 'উদাসীনবদাসীন ইতি গ্রন্থিভিদোচ্যতে' [পঞ্চদশী ৬।২৬৯] অবতিষ্ঠতি—স্থির থাকেন (অব+√স্থা আত্মনেপদী) ; ন ইঙ্গতে—চঞ্চল হন না।

২২, ২৩ শ্লোকে ভগবান্ ইঙ্গিত করিলেন—কোন্ কোন্ অভ্যাসের দ্বারা গুণকে অতিক্রম করা যায়। এখন ২৪, ২৫ শ্লোকে গুণাতীতের লক্ষণ দিতেছেন। সমদুঃখসুখঃ—দুঃখ ও সুখ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সংযোগে) আসিয়াই থাকে, তাহাতে সমভাব যাঁহার আছে—তিনি গুণাতীত ; (২।৫৬) ; স্বস্থঃ—স্ব-স্থঃ—যিনি নিজেই নিজেতে অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ বাহিরের কোনও পদার্থ হইতে যাঁহার অভাব দূরীকরণের প্রয়োজন নাই ; যিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ ; (২।৫৫) ; ইঁহারই বিশেষ পরিচয় (লক্ষণ) : সমলোষ্টাশ্ম-কাঞ্চনঃ—সম-লোষ্ট-অশ্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঞ্চনঃ—মাটির ঢেলা, প্রস্তর, স্বর্ণ—সকল বস্তুতেই যাঁহার সমবুদ্ধি। অণু-পরামাণুর ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশের ফলে কোনওটি মাটি, কোনওটি প্রস্তর, আবার কোনওটি স্বর্ণ—এই জ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে; যেমন—বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে কয়লা এবং হীরক একই পদার্থ—দুই-ই কার্বনের (carbon) বিশেষ প্রকাশ মাত্র; সাধারণ মানুষ কয়লার রূপে এবং হীরকের রূপে পার্থক্য দর্শন করে, মূল্যেও প্রভেদ করে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক 'অনুদর্শন' (১৪।১৯—অনুপশ্যতি) করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন যে, এই দুই-ই এক পদার্থ।

আরও পরিচয় (লক্ষণ): তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ—প্রিয়-ও অপ্রিয়-বোধ যাঁহার নাই; ধীরঃ—স্থিরবুদ্ধি (স্থিতধীঃ—২।৫৬); তুল্য-নিন্দাত্ম-সংস্তুতিঃ—নিজের নিন্দায় ও প্রশংসায় যিনি বিচলিত নহেন; মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ—মান ও অপমানেও যিনি অবিচলিত; মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ—বন্ধু ও শত্রুপক্ষের প্রতি যাঁহার সমভাব (৬।৯ দ্রষ্টব্য); সর্বারম্ভপরিত্যাগী—সকল কর্মের ফলাশা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন; আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ করা যায় না; যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন, তিনিই কর্মত্যাগী, ইহা গীতায় বহুবার বুঝানো হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (২য় অধ্যায়) এবং ভক্তের লক্ষণ ১২শ অধ্যায়) তুলনীয়।

২৬। কোন্ কোন্ অভ্যাসের দ্বারা গুণসকলকে অতিক্রম করা যায় তাহা দেখাইয়া ভগবান্ এখন অন্য একটি বিশিষ্ট উপায় দেখাইতেছেন।

অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন—অনন্যভক্তির সহিত; যঃ চ মাং সেবতে—যে আমার সেবা করে সেও; এতান্ গুণান্ সমতীত্য—এই গুণসকলকে সম্যগ্‌ভাবে অতিক্রম করিয়া; ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়।

জ্ঞানের দ্বারা, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা গুণসকলকে অতিক্রম করা যায়; ভক্তির দ্বারাও অতিক্রম করা যায়। অনন্যভক্তির যিনি অধিকারী তাঁহার সম্মুখে ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুরই সত্তা নাই; যাহা আছে তাহা ভগবানেরই প্রকাশমাত্র, আর এইসব প্রকাশকে তিনি নিষ্ঠার সহিত ভালবাসেন; যাহাকে সত্যই ভালবাসা যায় তাহার দোষ-ত্রুটি দেখা যায় না; ভগবানের ভক্তের দৃষ্টিতে প্রকৃতির কোনও গুণই বড়ও নহে, ছোটও নহে, সু-ও নহে, কু-ও নহে—সবই সমান আদরের। কাজেই গুণের বৈষম্য এই ভক্তকে বিচলিত করিতে পারে না; ইনি হন গুণাতীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭। যে আমাকে সেবা করে, ভজনা করে সে ব্রহ্মীভাব প্রাপ্ত হয়, যেহেতু··· অমৃতস্য অব্যয়স্য ব্রহ্মণঃ অহং প্রতিষ্ঠা—(১৪।১৯, ২০ দ্রষ্টব্য, 'মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি', 'অমৃতমশ্নুতে'); অমৃতস্য—অমৃতের, মরণ-রহিতের; অব্যয়স্য—বিকার-রহিতের; ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মের; প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়; অহং—আমি; আমি বাসুদেব, ব্রহ্মের ঘনীভূত ভাব, আমাতেই সূক্ষ্ম ব্রহ্ম বিধৃত; এই সূক্ষ্ম ব্রহ্ম অমৃত, অব্যয়; আমাতে ও ব্রহ্মে প্রভেদ নাই। প্রতিষ্ঠা—প্রতি-তিষ্ঠতি অস্যাম্ ইতি; কেনোপনিষৎ ৪।৮,৯ দ্রষ্টব্য: 'তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা।' তপঃ দম ও কর্ম হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ এগুলির দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইহাদের উপরেই তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। তেমনই বাসুদেবই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

শাশ্বতস্য ধর্মস্য—নিত্য, সনাতন ধর্মের আমিই প্রতিষ্ঠা; ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ—নিরবচ্ছিন্ন সুখের বা পরমানন্দের আমিই প্রতিষ্ঠা; ৫।২১—'অক্ষয্য সুখ', ৬।২১—'আত্যন্তিক সুখ' দ্রষ্টব্য। বাসুদেবই অমৃত, অব্যয় ব্রহ্ম, বাসুদেবই নিত্য সনাতন নিয়ম যাহা দ্বারা জগৎ-ব্যাপার পরিচালিত এবং বাসুদেবই পরমানন্দস্বরূপ। কঠ উপনিষৎ-৩।৯: তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্,—শাঙ্করভাষ্যম্—ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ 'পরমাত্মনো বাসুদেবাখ্যস্য পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানম্।'

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্রহ্ম বা বাসুদেবের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা ব্রহ্মীভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় (১৪।২৬)। ইহার জন্য আবশ্যক গুণাতীত হওয়া,—গুণাতীত হওয়ার প্রধান সাধন বৈরাগ্য। সংসার চলিতে থাকিলেও বৈরাগ্য-দ্বারা সংসারকে উপেক্ষা করিতে হইবে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই তত্ত্ব-আলোচনা।

১। সংসারকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হইতেছে: ঊর্ধ্বমূলং—ঊর্ধ্বে মূল (শিকড়) যাহার অর্থাৎ যে সংসারের আদি কারণ পরমাত্মা; অধঃশাখং—যাহার শাখা নীচের দিকে অর্থাৎ যাহা প্রপঞ্চে বিস্তৃত; অশ্বত্থং—এই বৃক্ষের নাম দেওয়া হইয়াছে অশ্বত্থ; মহাভারতের অনুশাসন পর্বের—বিষ্ণুসহস্রনাম ৫৯ শ্লোকে 'বারুণো বৃক্ষঃ' এবং ৮৮ শ্লোকে 'অশ্বত্থঃ' নাম আছে; গীতা ১০।২৬ শ্লোকে 'অশ্বত্থ'-কে ভগবদ্-বিভূতি বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে; ছান্দোগ্য উপ. ৮।৫।৩—'অশ্বত্থঃ সোমসবনঃ'। অব্যয়ং—অবিনাশী, যাহার শেষ হয় না; প্রাহুঃ—বলিয়াছেন বা বলেন ঋষিগণ,—প্র + √ব্রূ + বর্তমান কালের প্রথম পুরুষ বহুবচন। কঠ—উপনিষৎ—৬।১ 'ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ' তুলনীয়। ছন্দাংসি—বেদসকল; যস্য—যাহার; পর্ণানি—পত্রসকল; পত্র-দ্বারা যেমন কোনও বৃক্ষকে চিনিবার সুবিধা হয় তেমনই বেদ-দ্বারা মূল-সহিত সংসার-বৃক্ষকে বুঝিবার সুবিধা হয়; বেদবিৎ—বেদজ্ঞ, বেদতত্ত্বজ্ঞ।

সমস্ত বিশ্বসংসার পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত, তাঁহাতেই বিধৃত; সকল-দিকে সংসারের বিস্তার হইলেও তাহা মূলকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—এই তত্ত্বই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন; যিনি এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন—তিনিই বেদবিৎ। (১৫।১৫—বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ'।) বেদে যিনি ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, বেদকে যিনি 'চাষার গান' বলিয়া জানিতে চাহেন, বেদে যিনি বিজ্ঞানের সন্ধান করেন, তিনি 'বেদবিৎ' নহেন।

সংসারের মূল পরমাত্মা, সংসার-রূপ বৃক্ষও ('ক্ষেত্র' ১৩।১) পরমাত্মা, সংসার পরিচালয়িতাও পরমাত্মা ('ক্ষেত্রজ্ঞ' ১৩।২)—এই সকল তথ্য যিনি বেদপাঠের ফলে জানিয়াছেন তিনিই বেদবিৎ। অব্যয় সনাতন অশ্বত্থও পরমাত্মা, আবার এই অশ্বত্থের মূলও পরমাত্মা, ইহার শাখা-প্রশাখাও পরমাত্মা।

২। অদ্বৈত-দৃষ্টিতে সংসার-বৃক্ষের বর্ণনা দেওয়া হইল প্রথম শ্লোকে, এইবার দ্বিতীয় শ্লোকে দ্বৈত-দৃষ্টিতে বিচার: অধঃ চ মূলানি অনুসন্ততানি—নীচের দিকে মূল-গুলি (শিকড়-সমূহ) বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; (১ম শ্লোকে 'ঊর্ধ্বমূল'); মনুষ্যলোকে—এই মানুষের জগতে; কর্মানুবন্ধীনি—যেমন যেমন কর্ম মানুষে করিয়াছে—বা করে তৎ-তৎ-কর্মফল-নিবন্ধন (মূলগুলি বিস্তৃত হইয়াছে); তস্য শাখাঃ—এই বৃক্ষের শাখা-গুলি; অধশ্চ ঊর্ধ্বং চ প্রসৃতাঃ—নীচের দিকে (মানুষ, তির্যক্ প্রাণী প্রভৃতি) এবং উপরের দিকে (দেবযোনি পর্যন্ত) ছড়াইয়া আছে; বিষয়প্রবালাঃ—বিষয়গুলি প্রবাল হইয়াছে যাহাদের—এমন শাখাগুলি; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-রূপী মনোহর পল্লব-শোভিত শাখা এই বৃক্ষের; (এবং) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ—তিনগুণ—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ দ্বারা উপচিত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; এই তিন গুণই বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা ও পল্লবকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। সম্প্রতিষ্ঠা—সম্যক্ প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি, ঠিক একই ভাবে এই সংসার বৃক্ষের স্থিতি নাই অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই ইহা পরিবর্তনশীল ; এনং—এই ; সুবিরূঢ়মূলং—অতি দৃঢ়বদ্ধ যাহার মূল বা শিকড় ; অশ্বত্থং—অশ্বত্থকে ; দৃঢ়েন—অতি দৃঢ় অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠ ; অসঙ্গশস্ত্রেণ—আসক্তি-রাহিত্য-রূপ অস্ত্রের দ্বারা ; ছিত্ত্বা—ছেদন করিয়া, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বৈরাগ্য-দ্বারা নির্লিপ্ত হইয়া ;—সংসার যেমন চলিতেছে, চলুক না ; সাধক নিজে অহং-মম-ভাব-মুক্ত হইয়া পরম তত্ত্বকে আশ্রয় করিবেন।

৪। সাধক কি করিবেন ?—না, তৎপদং—সেই তত্ত্ব, কঠ-উপনিষৎ ৩।৯ এবং গীতা ১৪।২৭ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ; পরিমার্গিতব্যং—অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে ; যস্মিন্ গতাঃ যেখানে পৌঁছিলে (যাঁহারা সেখানে পৌছিয়াছেন তাঁহারা) ; ভূয়ঃ—পুনর্বার ; ন নিবর্ত্তন্তি —ফিরিয়া আসেন না (৮।২১ দ্রষ্টব্য) ; অর্থাৎ সেই পরমতত্ত্ব জানিলে সাধক সংসারে পুনঃ 'আমি-আমার'-বোধের অধীন হন না ; 'অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে' বলা হইল ; প্রশ্ন—মনে কোন্ ভাব লইয়া এই অন্বেষণ-ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে হইবে ? **উত্তর**—যতঃ-যাঁহা হইতে, যে পরমেশ্বর হইতে ; পুরাণী প্রবৃত্তিঃ—শাশ্বত সনাতন সংসারের (অব্যয় অশ্বত্থের) প্রবৃত্তি ও বিস্তৃতি হইয়াছে ; তমেব—সেই-ই ; আদ্যং পুরুষং—আদি পুরুষকে, পরমেশ্বরকে ; প্রপদ্যে—আমি শরণ লইলাম—মনে এই ভাব লইয়া 'তৎপদং পরিমার্গিতব্যম্' (৭।১৪ 'মামের যে প্রপদন্তে' দ্রষ্টব্য)।

৫। এইরূপ সাধকের লক্ষণ কি ? বা তাঁহার সাধন কি ?—নির্মানমোহাঃ—যাঁহাদের মান এবং মোহ নষ্ট হইয়াছে ; মান—জাতি-রূপ-বয়স্-বিদ্যা-ধন ইত্যাদিতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ বা অভিমান ; ইহা রজোগুণের প্রাবল্যের লক্ষণ ; মোহ—অবিবেক, ভ্রম-প্রমাদাদি ; ইহা তমোগুণের লক্ষণ ; জিত-সঙ্গ-দোষাঃ—সঙ্গ বা আসক্তির কুফল-সমূহ সম্পূর্ণরূপে যাঁহাদের চলিয়া গিয়াছে, সে গুলিকে জয় করা হইয়াছে, (২।৬২,৬৩ দ্রষ্টব্য) ; অধ্যাত্মনিত্যাঃ—(৭।২৯, ১৩।১১দ্রষ্টব্য) যাঁহারা (পরমেশ্বরে) আত্মায় নিত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত ; অর্থাৎ যাহা-কিছু ইন্দ্রিয়গোচর, মনোগোচর, বুদ্ধিগোচর তাহাই আত্মাতে অধিষ্ঠিত, আত্মা হইতেই বিকশিত .....এই বোধ যাঁহাদের নিত্য বর্তমান থাকে, তাঁহারা সংসারকেও সেই পরম-পুরুষেরই বিকাশ জানিয়া ও সদা স্মরণে রাখিয়া সাংসারিক সুখ-দুঃখাদি দ্বারা (দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ...) স্পৃষ্ট হন না ; বি-নি-বৃত্ত-কামাঃ—যাহাদের কাম অর্থাৎ সকল প্রকারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিগত ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া গিয়াছে। সংসারের বিষয়াদি দর্শন-স্পর্শনাদিতে কামনা উৎপন্ন হইবারই কথা ; কিন্তু যেহেতু ইঁহারা 'অধ্যাত্মনিত্যাঃ' অতএব সমস্ত কামনা যেন ইঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখে যে, গ্রহীতা ত নাই—তাই তাহারা ফিরিয়া যায়। সুখ-দুঃখ-সংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ—সুখ ও দুঃখ নাম যাহাদের এমন 'দুই-দুই' ভাব (কর্তরি তৃতীয়া); বিমুক্তাঃ—পরিত্যক্ত ; সকল 'দ্বন্দ্ব' ইহাদিগকে পরিত্যাগ করে ; অমূঢ়াঃ—(ফলে ইঁহারা) মোহমুক্ত হইয়া, অব্যয়ং পদং—অবিনাশী, সনাতন শাশ্বত স্থান ; গচ্ছন্তি—প্রাপ্ত হন। **দ্রষ্টব্য** :—এখানে বহুবচন প্রযুক্ত ; ৭।৩,১৯-এ একবচন ; পথ দুরারোহ বটে, দুর্গম বটে, কিন্তু, অর্জুন ! অনেকেই 'গতি' (গম্যস্থান) লাভ করিয়াছে ; এই পথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিতে পারিলেই এবং পথে ভয় না পাইলেই লক্ষ্যে যাওয়া যায়। পাথেয় হইতেছে—'নির্মানমোহাঃ' ইত্যাদি ; আর ভয়-না-পাওয়ার মন্ত্র হইতেছে—'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে' সেই আদিপুরুষেরই শরণ লইলাম ; তাঁহাকে না পাইলে **ফিরিব না, ফিরিব না, ফিরিব না।**

৬। পূর্বোক্ত গম্যস্থান (পদং) কেমন ? যৎ গত্বা ন নিবর্তন্তে—যেখানে গেলে সাধকেরা আর 'সংসারে' ফিরিয়া আসেন না ; (১৫।৪ 'ন নিবর্তন্তি' দ্রষ্টব্য) ; তৎ মম পরমং ধাম—তাহাই আমার সর্বোত্তম স্থান (বা জ্যোতিঃ)। প্রসিদ্ধ প্রকাশক তিনটি—সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি ; কিন্তু—ন তৎ সূর্যঃ ভাসয়তে—সূর্য তাহাকে প্রকাশিত করে না ; ন শশাঙ্কঃ—তবে কি চন্দ্র তাহাকে প্রকাশিত করে ? —না, চন্দ্র প্রকাশিত করে না ; তবে কি পাবক ?—না, ন পাবকঃ —অগ্নিও প্রকাশিত করে না। **ভাসয়তে**—√ভাস্+ ণিজন্ত ; যাহার দীপ্তি নাই, তাহাকে দীপ্তিযুক্ত বা প্রকাশবান্ করিতে হইলে অন্য দীপ্তিমানের আবশ্যকতা ; 'পরমং পদং' স্বয়মেব—**ভাসতে** (অণিজন্ত) তাহা যে স্বয়ংপ্রকাশ বা স্বপ্রকাশ ! তাহাকে আবার প্রকাশ করিবে কে ? বরং ১৫।১২ দ্রষ্টব্য, প্রকাশকদের প্রকাশ-কর্তা তিনি।

৭। জীবেরও ত জ্ঞান ('প্রকাশ') আছে দেখা যায়, তবে জীবের স্বরূপ কি ? (১৩।১ ক্ষেত্রজ্ঞ) ; উত্তর ৭-১১ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

জীবলোকে—দেহে ; জীবভূতঃ—জীব (জীবাত্মা) হইয়াছে ; মম এব—আমারই ; সনাতনঃ—শাশ্বত ; অংশঃ—(যেন টুকরা) ভাগ ; প্রকৃতিস্থানি—প্রকৃতিস্থিত ; মনঃ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠানি—মন হইয়াছে ষষ্ঠ যাহাদের এমন পঞ্চ; ইন্দ্রিয়াণি—চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় (কর্মেন্দ্রিয়ও অন্তর্ভুক্ত); কর্ষতি—আকর্ষণ করে অর্থাৎ মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংসারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে (১৫।৯); পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে পঞ্চ প্রাণ-ও গ্রহণীয় (১৩।৫); মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করা হয়; অন্তরিন্দ্রিয়কে ২ বলিয়া, মন ও বুদ্ধি বলিয়া ধরা চলে অর্থাৎ বুদ্ধিকেও এই গণনার ভিতর ধরিলে ১৭ সংখ্যা পাওয়া যায়।

৮। আশয়াৎ—গন্ধের আধার বা স্থান হইতে, যথা-পুষ্পাদি হইতে; গন্ধান্—নানা প্রকারের গন্ধ; বায়ুঃ ইব—(গৃহীত্বা সংযাতি)-যেমন বায়ু লইয়াই যায়, তেমনই; ঈশ্বরঃ—জীব; যৎ শরীরং উৎক্রামতি—যে শরীর ত্যাগ করে; যৎ চ অবাপ্নোতি—যে শরীর গ্রহণ করে; এতানি—মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়; গৃহীত্বা সংযাতি—লইয়াই যায়; [কঠ. ৩।৪ ভোক্তা অর্থাৎ জীবাত্মা।]

জীব যে দেহ ত্যাগ করে সেই দেহের এইগুলি গ্রহণ করিয়া লইয়া যায় এবং যে দেহ স্বীকার করে সেখানেও এইগুলি লইয়াই প্রবেশ করে। [৫ কর্মেন্দ্রিয়+৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়+৫ প্রাণ+মন+বুদ্ধি=১৭ কেই সূক্ষ্মশরীর বলা হয় এবং ইহাদেরই বিভিন্ন বিন্যাসকে মনোময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময় কোষ বলে।]

৯। ১৫।৭ এরই ব্যাখ্যা।

১০। গুণান্বিতং—প্রকৃতিস্থ গুণ-যুক্ত এই জীবাত্মাকে (১৩।২০, ২১ দ্রষ্টব্য); উৎক্রামন্তং, স্থিতং ভুঞ্জানং বা—এক শরীর ছাড়িয়া অন্য শরীরে গমনোন্মুখ, শরীরে স্থিত বা গুণভোক্তা জীবাত্মাকে; বিমূঢ়াঃ—মোহপ্রাপ্ত জনগণ; ন অনুপশ্যন্তি—বিচার করিয়া দেখে না; জ্ঞানচক্ষুষঃ—জ্ঞানই যাঁহাদের চক্ষু তাঁহারা; পশ্যন্তি—(সদাই) দেখেন।

১১। যতন্তঃ—যাঁহারা প্রযত্ন করেন; যোগিনঃ—যোগিগণ; এনং—ইহাকে, এই আত্মাকে; আত্মনি—নিজের (হৃদয়ের) ভিতরে; অবস্থিতং—স্থির হইয়া বর্তমান; পশ্যন্তি—দেখেন; (কিন্তু) অচেতসঃ—অজ্ঞানীরা; অকৃতাত্মানঃ—মনকে যাঁহারা বশীভূত করেন নাই; যতন্তঃ অপি—চেষ্টা করিয়াও; এনং—ইহাকে, এই আত্মাকে; ন পশ্যন্তি—দেখিতে পান না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২। ১৫।৬ দ্রষ্টব্য ; তিনটি প্রসিদ্ধ প্রকাশক—সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি কেমন করিয়া সর্বদ্রব্যকে প্রকাশিত করে? আমারই তেজে 'তেজস্বী' হইয়া। আদিত্য গতং যৎ তেজঃ—সূর্যের ভিতরে যে তেজ ; অখিলং জগৎ ভাসয়তে—সর্ব জগৎকে প্রকাশিত করে (ভাসয়তি—ণিজন্ত, ১৫।৬) ; চন্দ্রমসি যৎ—চন্দ্রে যে তেজ ; অগ্নৌ যৎ চ—অগ্নিতেও যে তেজ ; তৎ তেজঃ—সেই তেজকে ; বিদ্ধি—জান, বুঝিয়া লও ; মামকং—আমারই, অপর কাহারও নহে।

ব্যাকরণ। 'তবকমমকাবেকবচনে'—তোমার আমার এই একবচন-বাচক যুষ্মদ্‌ ও অস্মদ্‌ শব্দের তবক, মমক এই তদ্ধিত রূপ হয় ; বহুবচন (তোমরা আমরা) হইলে হয় না। মমক+অণ=মামকং (১।১ 'মামকাঃ' দ্রষ্টব্য)। একবচন আমি, আমার (ভগবানের) আর দ্বিবচন নাই (একমেব অদ্বিতীয়ম্‌) তবেই, মামকং তেজঃ—একমাত্র স্বয়ংপ্রকাশ, তেজোধাম যে আমি—সেই আমারই তেজে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিতে তেজ বা প্রকাশন-শক্তি। কঠ-উপনিষৎ ৫।১৫ দ্রষ্টব্য :

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥'

১৩। আরও—গাম্‌—পৃথিবী ; আবিশ্য—প্রবেশ করিয়া ; ওজসা—তেজ বা শক্তির দ্বারা ; ভূতানি ধারয়ামি—সকল ভূতকে ধারণ—পোষণ করি ; রসাত্মকঃ সোমঃ ভূত্বা —রস-স্বরূপ চন্দ্র হইয়া ; সর্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি চ—আমিই সকল ওষধিকে অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌-জগৎকে পুষ্ট করি।

১৪। আরও—প্রাণিনাং দেহম্‌ আশ্রিতঃ বৈশ্বানরঃ ভূত্বা—সর্ব প্রাণীর দেহে স্থিত বৈশ্বানর নামক অগ্নি হইয়া (অগ্নিরূপে) ; প্রাণ-অপান-সমাযুক্তঃ—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-রূপ বায়ু-সংযোগে (সুদীপ্ত থাকিয়া) ; চতুর্বিধং অন্নং পচামি—চতুর্বিধ অন্ন (চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়) পচন (পাক) করিয়া থাকি ; এবং ইহার ফলেই জীব জীবিত থাকে ; অগ্নির প্রকাশন-শক্তি আমারই শক্তি ; অগ্নির দহন-শক্তি আমারই শক্তি ; [বৃহৎ উপ. ৫।৯।১।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫। শুধু কি তাহাই ?—সর্বস্য হৃদি—সকলের হৃদয়ে [হৃৎপিণ্ড নামক মাংসপিণ্ডে]; 'হৃদি এষ আত্মা'—প্রশ্ন উপ. ৩।৬ (শাঙ্কর ভাষ্য) ; ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।৩।৬—'স বা এষ আত্মা হৃদি, তস্য এতদেব নিরুক্তং (হৃদয়ের ব্যুৎপত্তি এই) **হৃদি অয়ম্** ইতি তস্মাৎ **হৃদয়ম্**।' সংনিবিষ্টঃ—সম্যক্ প্রকারে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছি ; স্মৃতিঃ জ্ঞানং অপোহনং চ—স্মৃতিঃ, জ্ঞান এবং সংশয়, বিতর্ক প্রভৃতির দূরীকরণ ; ঊহন=সংশয়, সন্দেহ, বিতর্ক প্রভৃতি ; অপ+ঊহনম্=অপোহনম্ সংশয়াদির নাশ, ছেদ, দূরীকরণ ; মত্তঃ এব— আমা হইতেই হয় অর্থাৎ অন্তর্যামী আমা হইতেই এই সব উৎপন্ন হয়। সর্বৈঃ বেদৈঃ অহমেব বেদ্যঃ—সকল বেদ-দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্য। কর্মকাণ্ডই বল, জ্ঞানকাণ্ডই বল—সকলেরই চরম লক্ষ্য আমি (২।৪২-৪৪ দ্রষ্টব্য) ;

ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদ্ ইন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষত॥ ঋগ্‌বেদ ১।৭।১ ইন্দ্র (√ইদি পরমৈশ্বর্য্যে)=পরমেশ্বর।

অর্থাৎ সামবেদের ঋষিগণ ইন্দ্রের গানই করেন, ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ ঋক্-দ্বারা ইন্দ্রেরই স্তুতি করেন, যজুর্বেদের বাণী (শ্রুতি) ইন্দ্রকেই খ্যাপন করেন।

বেদান্তকৃৎ—বেদের যাহা সিদ্ধান্ত তাহা নিঃসংশয়-রূপে আমিই দেখাইয়া দিই ; কেন-না বেদবিৎ অহমেব—বেদের যথার্থ তত্ত্ব বা তৎপর্য আমিই জানি।

১৬। জগৎ, জীব এবং 'তৎপদং' বাসুদেবের কথা বলা হইয়াছে ; এখন অন্যভাবে বাসুদেবের (ব্রহ্ম, পরমাত্মা, বাসুদেব—একই তত্ত্ব ; ১৪।২৭ ব্যাখ্যায় কঠ. উপ. ৩।৯ উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য) তত্ত্ব দেখানো হইতেছে ; এই তত্ত্ব-প্রদর্শনই 'শাস্ত্র'এর (১৫।২০) লক্ষ্য।

লোকে দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ—'সংসারে' এই দুইটি পুরুষ ; ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ এব চ—পরিবর্তনশীল (বিনাশী) এবং (অপেক্ষাকৃত) অপরিবর্তনশীল (অবিনাশী) ; ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি—ক্ষর বলিতে বুঝিয়া লইতে হইবে যাহা কিছু **হইয়াছে** (**ভূত**) ; কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে—যাহা মূলে আছে—তাহাকে, 'অক্ষর' বলা হয় ; 'কূট'—ভিত্তি, প্রধান, যাহার বস্তুতঃ পরিবর্তন নাই ; সর্বাণি ভূতানি—ব্যক্ত জগৎ ; কূটস্থ—অব্যক্ত ; এই প্রসঙ্গে—৮।৩,২১ ; ১১।৩৭ ; ১২।৩—'অক্ষর' শব্দের অর্থ-সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে।

১৭। উত্তমঃ পুরুষঃ তু অন্যঃ—কিন্তু ইহাদের পরেও অন্য পুরুষ আছে ; 'উত্তম' শব্দের অর্থ '**শেষের যাহা** (last) ; ৪।৩—**উত্তমং** রহস্যম্ দ্রষ্টব্য ; পরমাত্মা ইতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাহৃতঃ—'পরমাত্মা' এই বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ; বহু শাস্ত্রে, বহু লোকে বলিয়া থাকে ; (উৎ+আ+√হৃ+তঃ) যেমন—'দশরথ ইতি উদাহৃতঃ' (ভট্টি ১।১) ; ১৩।২২ দ্রষ্টব্য 'পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তঃ'। ঈশ্বরঃ—প্রভু ; অব্যয়ঃ—পরিবর্তনহীন, অবিকারী ; আবিশ্য—প্রবেশ করিয়া (১৫।১৩) ; তিনি আত্মারও পরে, অতএব তিনি পরমাত্মা বলিয়া কথিত ; তিনি আত্মারও আত্মা (১৫।৭)।

১৮। 'পুরুষ'-এর (১৫।১৬, ১৭) হিসাবে তাঁহার নাম কি? যস্মাৎ—যেহেতু ; ক্ষরং অতীতঃ অহং—আমি 'ক্ষর' পুরুষকে অতিক্রম করিয়া আছি (অতি+√ই+ক্ত) ; অক্ষরাৎ অপি চ উত্তমঃ—'অক্ষর' পুরুষেরও পরে স্থিত অর্থাৎ উৎ-তম (৪।৩) ; অতঃ—এজন্যই ; প্রথিতঃ—প্রখ্যাতঃ ; অস্মি=অহম্ ; 'অস্মি'কে অব্যয় বলিয়া ধরিলে ভাল হয়। কাব্যাদিতে (যথা 'তবাস্মি গীতরাগেণ') এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে 'অহম্' নাই, অথচ 'প্রথিতঃ' এই 'নিষ্ঠা'-প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষণ-রূপে আছে : এই বিশেষণের বিশেষ্য কে? উত্তর 'অস্মি' (*Lat*-Sum) = অহম্। পুরুষোত্তমঃ—ক্ষর পুরুষেরও উত্তম (পরে), অক্ষর পুরুষেরও উত্তম (পরে)—অতএব বেশ সরল সহজ (সোজা) অর্থে পুরুষোত্তম ; লোকে—সাধারণ জগতের গ্রন্থাদিতে ; বেদে চ—এবং বেদেও। **এই পুরুষোত্তমই বাসুদেব, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, বিষ্ণু।** ইনিই 'বাসুদেবঃ সর্বম্' ৭।১৯ ; ইনিই অস্মদ্-শব্দ-বাচ্য গীতার অহং, মাং, মম……।

১৯। যঃ—যিনি ; অসংমূঢ়ঃ—'অহন্তা', 'মমতা' প্রভৃতির দ্বারা মোহপ্রাপ্ত না হইয়া ; মাং পুরুষোত্তমং এবং জানাতি—এই ভাবে (যেমন যেমন বলিলাম, অর্জুন!) আমাকে অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে জানে বা বুঝিয়া লয় ; স সর্ববিৎ—সে হয় সর্বজ্ঞ, সে জানে সব কিছু ('বাসুদেবঃ সর্বং') ফলে, সর্বভাবেন মাং ভজতি—সর্বতোভাবে—(৬।৪৭, ৯।৩৪, ১১।৫৫, ১৪।২৬ ·····দ্রষ্টব্য) আমাকে (পুরুষোত্তমকে) ভজনা করে অর্থাৎ সকল কর্ম আমার জন্য করে, সকল বস্তুই আমার বিলাস জানে, আমাকে লইয়াই তাহার আনন্দৈষণা চরিতার্থ হয় ; তাহার 'নিজে'র বলিতে কোনও বোধ থাকে না। ইহাই 'মাম্ একং শরণং ব্রজ'-এরও লক্ষ্য।

২০। অনঘ!—(৩।৩ দ্রষ্টব্য) হে ব্যসনহীন! আশা করি, অর্জুন! তোমার অহন্তা, মমতার নেশা ছুটিয়াছে ; ইতি ইদং উক্তং এইরূপে ইহা বলা হইল ; কি বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল? কাহার দ্বারা বলা হইল? গুহ্যতমং শাস্ত্রং—অতি গোপনীয় শাসন বাক্য; ময়া—আমার দ্বারা (পুরুষোত্তম, বেদবিৎ, বেদান্তকৃৎ আমার দ্বারা)।

একমাত্র তিনি আছেন ('অস্মি'), তিনিই ক্ষেত্র, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই ক্ষর, তিনিই অক্ষর, তিনিই ক্ষরাক্ষরের অতীত, তিনিই ভূমা, তিনিই ব্যাপনশীল বিষ্ণু,—তিনিই হৃত্তন্তর্জ্যোতিঃ অন্তর্যামী, তিনিই গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ......এই যে তত্ত্ব বলা হইল, ইহার নিকটে 'অহং'কে নত করিতে হইবে, ইহাকে মানিতেই হইবে, ইহা যে শাসনকারী শাস্ত্র!

এতৎ বুদ্ধ্বা—ইহা জানিয়া বুঝিয়া (লইলেই); বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী হওয়া যায়; কৃত-কৃত্যশ্চ—কৃত্য=যাহা করিতে হয়, তাহা কৃত=করা হইয়া যায়; **যাহা করিবার জন্য জীব জগতে আসিয়াছে তাহা করা হইয়া যায়, কিছু অবশিষ্ট থাকে না।**

ভারত!—হে ভরতবংশচূড়ামণে!

ষোড়শ অধ্যায়

১। যাহা করিতে জগতে আসা ('কৃত্য'), তাহা করা হইয়া যায় ('কৃত'), যদি 'পুরুষোত্তম'-কে জানা যায়,—ইহাই শাস্ত্রের গভীরতম তত্ত্ব।

তবে কেন সকলে এই 'কৃত্য' করে না? ৭।১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে—আসুর-ভাব-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা 'মাং'-এর শরণ লয় না; ৯।১২ শ্লোকে বলা হইয়াছে—রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া জীব অতি স্থূল বস্তুকে সত্য মনে করে, অধোক্ষজের ভজনা করে না; কিন্তু ৯।১৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে—মহাত্মারা দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন এবং অব্যক্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বকেই সত্যের সত্য মনে করেন এবং অনন্যমনে ভগবানের ভজনা করেন।

এখন, দৈবী ও আসুরী প্রকৃতির সবিশেষ বর্ণনা করা হইতেছে,—যাহাতে জীব দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া 'কৃত-কৃত্য' হইতে পারে।

অভয়ং—ভয়শূন্যতা। 'দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং' (বৃহৎ. উপ. ১।৪।২)—দ্বিতীয় বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলে ভয় হয় ; 'তিনি'-ই যখন সব তখন ভয় কোথায় ? সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—সত্ত্বগুণের শুদ্ধতা ; শুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেবের প্রকাশ হয় ; জ্ঞান-যোগ-ব্যবস্থিতিঃ—জ্ঞান ও কর্মযোগের পৃথক্ পৃথক্ উপযোগিত্ব (২।৩৯ দ্রষ্টব্য) ; ব্যবস্থিতি—১৬।২৪—'কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ', ৩।৩৪—'রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ' ; আর্জবং—সরলতা ; দেহ- (১৮।৪২) মন-এর সরলতা।

২। ত্যাগঃ—১৮।৪ দ্রষ্টব্য ; অপৈশুনম্—খলতা ও নিন্দাপ্রবৃত্তির ত্যাগ ; হ্রীঃ—লজ্জা ; ছিঃ, আমি কি অন্যায় চিন্তা করিতে পারি, অন্যায় কর্ম করিতে পারি ?—এই ভাব ; অচাপলম্—চপলস্য কর্ম=চাপলম্, তাহার অভাব = অচাপলম্ ; বৃথা উদ্দেশ্যহীন কর্মাদি ও চিন্তাদি পরিহার।

৩। ধৃতিঃ—১৮।২৯, ৩৩ ; সাধারণ অর্থ—ধৈর্য, ধারণা-বৃত্তি। শৌচম্—শরীর ও দ্রব্যাদির শুদ্ধি ; অদ্রোহঃ—দ্রোহশূন্যতা (কর্মে) ; ১৬।২—'অহিংসা' চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে ; নাতিমানিতা—ন অতিমানিতা ; জাতি, রূপ, বয়স্, বিদ্যা, ধন ইত্যাদিতে শ্রেষ্ঠত্বের বোধত্যাগ ; (১৫।৫—'নি-র্মান'… ; ১৩।৭—'অমানিত্বং…' দ্রষ্টব্য) ; দৈবীং সম্পদং অভিজাতস্য—যে ব্যক্তি দৈবী প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার ১-৩ শ্লোকে লিখিত ভাবগুলি প্রধান হয় ; অভিজাতস্য—জন্ম এক হঠাৎ হওয়া আকস্মিক ব্যাপার ত নহে, পূর্ব পূর্ব কর্মের সংস্কার দ্বারা জন্ম নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়। সৎ কর্মের অনুষ্ঠান, সৎচিন্তা, যথাসম্ভব অন্যায়কে পরিহার—এই সবের দ্বারা জাত যে সংস্কার তাহার দ্বারা জীবের বিশেষ বিশেষ কুলে বা পরিবেশে জন্ম হয়।

৪। অতিমান—জাতি, রূপ, বয়স্, বিদ্যা, ধনের জন্য অতিমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব বোধ ; 'অভিমানঃ' পাঠও দেখা যায়, অর্থ—অভি=সর্বতোদিকে মান। ১৬।৩ শ্লোকে নাতিমানতা আছে, তাহা দৈবী সম্পদ্ ;—অতিমান=আসুরী সম্পদ্ ; 'অতিমানঃ' পাঠ ভালই যেন লাগে। দম্ভঃ—পরকে দেখাইবার জন্য ধার্মিকত্ব, দাতৃত্ব ইত্যাদির অভিনয় ; দর্পঃ—পরকে দেখাইবার জন্য 'অহং'-খ্যাপন ; অজ্ঞানম্—বিপরীত বুদ্ধি ; সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্য, ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম, কর্তব্যকে অকর্তব্য…এইরূপ অযথা বুদ্ধি।

৫। বিমোক্ষায়' নিবন্ধায়—(সম্পদ্যমানে চতুর্থী)—মোক্ষের কারণ হয়, বন্ধের কারণ হয় ; মা শুচঃ—শোক (ভয়) করিও না, সংশয় রাখিও না।

৬। দ্বৌ ভূতসর্গৌ—এ জগতে সৃষ্ট পদার্থ (বিশেষ করিয়া মানুষ) দুই প্রকারের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা—দৈব এবং আসুর; তুলনীয়—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৩।১ : 'দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা
১ ২
দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাঃ'; শাঙ্করভাষ্য—(১) '**শাস্ত্র-জনিত-জ্ঞান-কর্ম**ভাবিতা দ্যোতনাদ্ দেবা ভবন্তি; (২) **স্বাভাবিক—প্রত্যক্ষানুমান-জনিত-দৃষ্ট-প্রয়োজন-কর্ম-জ্ঞান**ভাবিতা অসুরাঃ; (২) স্বভাবিকী হি কর্মজ্ঞানপ্রবৃত্তি-র্মহত্তরা—শাস্ত্রজনিতায়াঃ কর্মজ্ঞানপ্রবৃত্তেঃ, দৃষ্টপ্রয়োজনত্বাৎ; (১) অতএব কনীয়স্ত্বং দেবানাং শাস্ত্রজনিতপ্রবৃত্তেরল্পত্বাৎ।'

(১) শাস্ত্রশাসন-দ্বারা যাহাদের জ্ঞান-কর্ম-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত তাহারা দেব, আর (২) প্রত্যক্ষ-অনুমান-দ্বারা দৃষ্টপ্রয়োজন কর্মজ্ঞানে যাহাদের প্রবৃত্তি—তাহারা অসুর। বলা বাহুল্য শেষোক্ত দলেরই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা, প্রথমোক্ত দলের সংখ্যাল্পতা। (১) দেবের সংখ্যা অল্প, (২) অসুরের সংখ্যা বহু।

এজন্যই অর্জুনকে শ্রীভগবান্ আশ্বাসবাক্য বলিলেন, 'মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভি জাতোঽসি পাণ্ডব!'

৭। (১৬।১ প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য) আসুরী সম্পৎ চিনিয়া রাখা ভাল, কেন-না কোন্ দিক্ হইতে অসতর্ক অবস্থায় বিপদ্ আসিতে পারে তাহার ত স্থিরতা নাই!

ন শৌচং **ন** চাচারো **ন** সত্যং—পবিত্রতা নাই, সদাচার নাই, সত্যের মর্য্যাদা নাই অর্থাৎ সাধারণ হিসাবে ভদ্রতার কোনও বালাই নাই!

৮। ইহাদের মতবাদ (Philosophy) সবটাই **অ** (ন=না):

জগৎ—**অ**-সত্যং—ইহাতে সত্য (Reality, সত্তা) **নাই**, অ-প্রতিষ্ঠং—ইহার কোনও আশ্রয় **নাই**, **অন্**-ঈশ্বরং—ইহার কোনও নিয়ন্তা—পরিচালয়িতা **নাই**, **অ**-পরস্পরসম্ভূতং—প্রকৃতি-পুরুষের সহযোগিতায় ইহা উৎপন্ন **নহে** (১৪।৩, ৪ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতি (matter) হইতে পর (other) পুরুষ (spirit), পুরুষ হইতে পর প্রকৃতি; কিন্তু এই দুই-এর 'কর্মব্যতীহার' আছে অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির প্রতি যে ব্যবহার করেন, প্রকৃতিও পুরুষের প্রতি সেই ব্যবহার করেন; দুই-এ সহযোগিতা আছে; অতএব সর্বনাম শব্দ 'পর'এর দ্বিত্ব, সুট্-আগম ইত্যাদি হওয়ায় পরস্পর শব্দ নিষ্পন্ন; কামহৈতুকং—ভোগের জন্যই জগৎ সৃষ্ট; কিম্ অন্যৎ—আর কি আছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। উক্তরূপ মতবাদ যাহাদের, তাহাদের আচরণ কিরূপ? উত্তর—৯-১২ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

এতাং দৃষ্টিং অবষ্টভ্য—১৬।৮ শ্লোকে বর্ণিত মতবাদ অবলম্বন করিয়া; দৃষ্টি = দর্শন = জ্ঞান; নষ্টাত্মানঃ—যাহাদের স্বভাব নষ্ট হইয়াছে; উগ্রকর্মাণঃ—ক্রূর-কর্মশীল; অহিতাঃ—(সকলের) শত্রু; জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি—জগতের ধ্বংসের জন্য সমস্ত সামর্থ্য বিস্তার করে।

১০। দুষ্পূরং—যাহা (হয়ত) অতি কষ্টে পূর্ণ করা যায়; অসদ্‌-গ্রাহং গৃহীত্বা—যাহা সৎ অর্থাৎ সত্য নহে এমন মিথ্যা মতবাদ বা সিদ্ধান্তকে একান্তভাবে ধরিয়া থাকিয়া (আঁকড়াইয়া থাকিয়া); অশুচিব্রতাঃ—(অশুচি ব্রতং যেষাং) যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য (mission in life) সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র; প্র-বর্তন্তে—বাঁচিয়া থাকে, চলাফেরা করে।

১১। কামোপভোগপরমাঃ—ভোগ্যের ভোগই মাত্র চরম লক্ষ্য যাহাদের; এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ—ইহারা ইহাদের যুক্তিদ্বারা স্থির করিয়া লইয়াছে যে, এই ত সব, ভোগই ত পরম লাভ, আর ত কিছুই নাই; এতৎ + পরিমাণার্থে বতুপ্‌ = এতাবৎ (ক্লীবলিঙ্গ); ব্যাকরণ—যাবান্‌ তাবান্‌ তুলনীয়—২।৪৬।

১২। ফলে তাহারা কামভোগার্থং—বিষয় (ভোগ্য) ভোগের উদ্দেশ্যে; অর্থ সঞ্চয়ান্‌ ঈহন্তে—অর্থসঞ্চয়ে প্রযত্ন করিয়া থাকে; অন্যায়েন—অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তপথে অর্থার্জন না করিয়া—চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা আচরণ, হত্যা, ঘুষ, জাল, জুয়াচুরি, জুয়াখেলা, প্রবঞ্চনা…এরূপ পথে অর্থার্জন করে।

১৩। আর, সর্বদাই ইহারা চিন্তা করে—এই পাইয়াছি, এই পাইব—এত ধন আছে, আরও হইবে……(১৩-১৫)

মনোরথং—মন যেন রথের ন্যায়; রথে চড়িয়া যাওয়া যায়, এই যাওয়ার শেষ আছে; কিন্তু মন-নামক-রথে চড়িলে যাওয়ার আর শেষ (সীমা) থাকে না।

১৪। ঈশ্বরঃ, ভোগী, সিদ্ধঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য (ক্ষমতা, power) আমার, আমি ঐশ্বর্য ভোগ করি; আমি সিদ্ধ পুরুষ, সব ঘটনাই আমার 'নখদর্পণে', আমি যাহাতেই হাত দিই তাহাই আমার ইচ্ছানুসারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫। অভিজনবান্—কত লোক আমার অধীন! (বা কুলীন); যক্ষ্যে—আমি যজ্ঞ করিব; দাস্যামি—দান করিব অর্থাৎ এমন যজ্ঞ করিব, এমন দান করিব যাহা দেখিয়া লোকের 'চমৎকার' হইবে, তাক্ লাগিয়া যাইবে; মোদিষ্যে—আমোদ, প্রমোদ, সম্মোদ ভোগ করিব; এই সবই তাহারা বলে কিন্তু জানে না যে, তাহারা—অজ্ঞান বিমোহিতাঃ—অজ্ঞান কর্তৃক তাহারা বিমূঢ় হইয়া গিয়াছে ('অজ্ঞান' ১৬।৪ দ্রষ্টব্য)।

১৬। ফলে—অশুচৌ নরকে পতন্তি—অপবিত্র নরকে তাহারা পতিত হয়; মানুষ হইয়া জন্মিবার পরে কর্মদোষে পুনঃ জ্ঞানোন্মেষরহিত জড়ত্বে অবনতিই—নরক। পুরাণে—(যথা-ভাগ. ৫।২৬ নরকের নাম) জীবকে সাবধান করিবার জন্য, তামিস্র, অন্ধতামিস্র কুম্ভীপাক, রৌরব ইত্যাদি নরকের বর্ণনা আছে, যথা—ভাগবতে ৫।২৬।৮-৩৬ নরকের বর্ণনা।

কিন্তু ভাগবতেই ৩।৩০।২৯—বলা হইয়াছে যে, ইহজগতেই নরক ও স্বর্গ—

'অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ॥'

মোহ-জাল-সমাবৃতাঃ—মোহ-(১৫।৫) রূপ জাল যেন তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, বাহির হইবার সামর্থ্য তাহাদের নাই; কামভোগেষু প্রসক্তাঃ—বিষয়ের (ভোগ্যের) ভোগে প্রকৃষ্টরূপে আসক্ত। এরূপ ব্যক্তির ত চেষ্টা থাকে না—সত্য জানিবার জন্য। (২।৪৪—'ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং—' দ্রষ্টব্য।)

১৭। ১৬।১৫-এ যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে; এ যজ্ঞ বিধি অনুসারে করা হয় না। অবিধিপূর্বকম্—বিধিপূর্বক নহে; নামযজ্ঞৈঃ—নামেতেই যজ্ঞ—এমন যজ্ঞের দ্বারা; যজ্ঞের বিধি পালিত হয় না, যজ্ঞের অঙ্গাদি অনুষ্ঠিত হয় না, যজ্ঞের কাল যথাযথ মানিয়া লওয়া হয় না; কেবল খ্যাপন করা হয়—নিজের দম্ভ।

১৮। সংশ্রিতাঃ—ইহারা আশ্রয় করিয়া থাকে; অহংকারং বলং—ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে; ফলে—মাং—সর্বাত্মা যে-আমি, সেই আমাকে দ্বেষ করে। নিজের অহংকারকে বড় করিয়া মানার নামই যে সর্বব্যাপী আত্ম-সত্তা না মানা; ১৮।৫৩ দ্রষ্টব্য—এই অহংকার, বল ইত্যাদিকে ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্মীভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবেই এগুলিকে আশ্রয় করা আসুর ভাব,—আর এ গুলিকে ত্যাগ করা দৈব ভাব।

১৯। নিজের কর্মেরই ফলে তাহারা জন্মজন্মান্তরে অসুর-যোনিতেই উৎপন্ন হয়; অজস্রং—অনবরত; যতদিন না দৈব ভাবকে আশ্রয় করিবার ইচ্ছা হয়।

২০। মাম্ অপ্রাপ্য এব—আমাকে না পাইয়াই; কৌন্তেয়!—কুন্তীর (পিসীমার) পুত্র; তোমার ভয় নাই (১৬।৫ মা শুচঃ)।

২১। তবে উপায়? (১৬।১২—'কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ' এবং ১৬।১৩—'ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্', ১৬।১৮—'কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ'); ত্রিবিধং—তিন প্রকারের; আত্মনঃ নাশনম্—আত্মার নাশক এই অর্থে যে, ইহা আত্মার সত্তা স্বীকার করিতে বাধা দেয়; নরকস্য দ্বারং ইদম্—ইহাই নরকের দ্বার; কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ এতৎত্রয়ম্—এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে হইবে; ইহাই সাধন।

২২। তমোদ্বারৈঃ—তম=জ্ঞানালোকবর্জিত অন্ধকার অর্থাৎ নরকের দ্বারগুলির-দ্বারা; দ্বার এখানে বহুবচনান্ত, ২১ শ্লোকে একবচনান্ত; বিমুক্তঃ নরঃ—মুক্ত যে মানুষ; যে মানুষকে কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করিয়াছে—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহাদিগকে ত্যাগ বা দমন করিবার অভ্যাস করিয়াছে।

২৩। শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য—শাস্ত্রবিধি না মানিয়া; কামকারতঃ—আপন ইচ্ছানুসারে; সিদ্ধিং—কর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধি।

২৪। কার্যাকার্য-ব্যবস্থিতৌ—কোন্‌টি কর্তব্য, কোন্‌টি কর্তব্য নহে—এ বিষয়ের পার্থক্য-সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানলাভ করিবার ব্যাপারে; 'ব্যবস্থিতি' ৩।৩৪, ১৬।১ দ্রষ্টব্য; শাস্ত্রং—শাস্ত্রই (প্রত্যক্ষ, অনুমান নহে; বৃহৎ আরণ্যক উপনিষৎ ১।৩।১ শাঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য—১৬।৬ ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত); প্রমাণম্—প্রমাণ, যথার্থ পথিপ্রদর্শক-রূপে গণনীয়।

'যথার্থানুভবঃ প্রমা; প্রমায়াঃ করণং প্রমাণম্।' সত্য নির্ণয়ের অভ্রান্ত মাপকাঠিই প্রমাণ। প্রত্যক্ষ বা অনুমান সকলক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর বিষয়ে প্রমাণ হয় না অর্থাৎ সম্যক্ বুঝাইয়া দিতে পারে না। কি করিতে হইবে, কি করিতে হইবে না—এ বিষয়ে অর্থাৎ কি কি অনুষ্ঠান করিলে এবং কি কি বর্জন করিলে 'কৃত-কৃত্য' হওয়া যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা দেখাইয়া দেন শাস্ত্র (বেদাদি)। এই সকল শাস্ত্র একই 'গুহ্যতম' শাস্ত্রেরই (১৫।২০) মর্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রুতি, শ্রুতিমূলক স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিকে শাস্ত্র বলা হয়।

ইহ—এই মনুষ্য লোকে, মনুষ্যদেহে থাকিয়া; শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমর্হসি—শাস্ত্রবিধানে যাহা বলা হইয়াছে এমন কর্ম তোমার করা উচিত; এই কর্ম করিবার যোগ্যতা-লাভই মনুষ্য-দেহ-লাভের সার্থকতা। **ফল কি হইবে?** যাঁহাকে জানিবার জন্য ভবে আসা তাঁহাকে জানা যাইবে। জানার অর্থ-ই মানা এবং তাঁহাকে সর্ব বলিয়া বুঝিয়া ভালবাসা। **ইহার পরে?** ইহার পরে আর কিছুই নাই; ইহাই **'পর' হইতে 'পরতর'** এবং **'পরতর' হইতে 'পরম'**।

সপ্তদশ অধ্যায়

১। ১৬।২৩-এ বলা হইয়াছে যে, যে শাস্ত্রবিধি না মানিয়া আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম করে, তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না। কিন্তু এমন মানুষ ত আছেন যিনি শাস্ত্র জানেন না বা মানেন না কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত দেবতার পূজাদি করেন—তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ত বলা হয় নাই। এ জন্যই অর্জুনের প্রশ্ন—শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য—১৬।২৩ দ্রষ্টব্য। যজন্তে—('বর্ত্ততে কামকারতঃ' ১৬।২৩ নহে, কিন্তু) যজন করেন অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত দেবতার পূজা আরাধনা করেন; শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ— শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হইয়া; এই 'শ্রদ্ধা' হইতেছে দেবতায় বিশ্বাস; হাঁ, দেবতা আছেন বিশ্বাস করি, কিন্তু শাস্ত্রের খুঁটিনাটি মানিতে পারি না, আমার পূজা দেবতা কেন গ্রহণ করিবেন না? নিষ্ঠা— মনের স্থিতি; কোন্ ভাবের উপর (যেন) দাঁড়াইয়া ইঁহারা যজন করেন?

২। অর্জুনের প্রশ্নের 'শ্রদ্ধা'—সত্যকার শ্রদ্ধা নহে; মনের কোনও বিশিষ্ট ভাবকেই 'শ্রদ্ধা' বলা হইতেছে। সত্যকার শ্রদ্ধা=শ্রৎ+ধা+অঙ; শ্রৎ=হৃদয় (Heart) ✓ধা=ধারণ, স্থাপন করা; সর্বান্তঃকরণ দিয়া বিশ্বাস করা; ইহাই শ্রদ্ধা=শাস্ত্রে বিশ্বাসঃ শাস্ত্রোক্তিতে বিশ্বাস, যথা—ঋগ্‌বেদে ২।১২।৫ গৃৎসমদ ঋষির উক্তি—'শ্রদ্ অস্মৈ ধত্ত,'—ইহাতে হৃদয় স্থাপন কর, হৃদয় ঢালিয়া দাও। ইন্দ্র (পরমেশ্বর, বা বৃষ্টির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতা বা সর্বসুখদাতা) আছেন কি-না,—এ সন্দেহ দূর তখনই হইবে যখন হৃদয় ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

দেবতার কথা শাস্ত্রে আছে বলিয়াই দেবতা মানি, নিজেরা ত দেখি না ; সেই দেবতার পূজা করিতে হয় শাস্ত্রবিধানে। এখন যদি কেহ বলে যে, শাস্ত্রোক্ত দেবতার পূজা করিব—কিন্তু শাস্ত্র বিধান না মানিয়া,—তবে এ কিরূপ হইল? এরূপ প্রশ্ন মনে জাগে কেন? উত্তর—১৭।২ ;

স্বভাবজা—১৭।১এর এই শ্রদ্ধা স্বভাবজ, স্বভাবজাত ; কোনও সাধন-ভজনের ফলে জাত নহে। ১৬।৬ ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত বৃহৎ.উপ. ১।৩।১-এর উপর (২) চিহ্নিত শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য। দেহিনাং—দেহধারী জীবের অর্থাৎ দেহাত্মবাদীর এই শ্রদ্ধা জাত হয় আহার্য বস্তু প্রভৃতির দ্বারা (১৭।৭-১০ দ্রষ্টব্য) এবং সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী নামে অভিহিত হয়।

৩। সত্ত্বানুরূপা—অন্তঃকরণের অনুসারিণী ; 'সত্ত্বং গুণে পিশাচাদৌ বলে দ্রব্য-স্বভাবয়োঃ', সত্ত্বের নানা অর্থ ; এখানে অর্থ স্বভাব অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তি ; শ্রদ্ধাময়ঃ—মানুষের শ্রদ্ধা দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে হয়।

৪। ১৭।১-এ যজনের কথা বলা হইয়াছে ('যজন্তে') কিন্তু স্বভাবএর পার্থক্য অনুসারে যজনীয়ের পার্থক্য হয় : (১) দেবান্—সূর্য, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, হুতাশন ইত্যাদি ; (২) যক্ষরক্ষাংসি—কুবের, রাহু ইত্যাদি ; (৩) প্রেতান্ ভূতগণান্—প্রেত যোনিতে যাঁহারা আছেন এমন স্থূলশরীরশূন্য অথচ বায়ুর ন্যায় লঘুদেহ-বিশিষ্ট জীব ; এই পার্থক্য-অনুসারে পূজকদিগকে যথাক্রমে (১) সাত্ত্বিক, (২) রাজস (৩) তামস বলা হয়।

৫-৬। শাস্ত্রও মানে না, শ্রদ্ধাও যাহাদের নাই—এমন লোকেরা আসুরভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ; ১৬।৬-এ দৈব ও আসুর সৃষ্টি দ্রষ্টব্য।

অশাস্ত্র বিহিতং—যাহা শাস্ত্রবিহিত **নহে** ; এইরূপ নঞ্ (অ) প্রয়োগ ২।২, ১৬।৮, ১৬।১৭, ১৭।১৩ দ্রষ্টব্য ; ঘোরং—ভয়ানক ; দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ—১৬।১৮ দ্রষ্টব্য, ১৬।১০-ও ; কামরাগবলান্বিতাঃ—১৬।১৮ এবং ১৬।১১ দ্রষ্টব্য ; ভূতগ্রামং—১৩।৫ দ্রষ্টব্য ; অচেতসঃ—অল্পবুদ্ধিযুক্ত (১৬।৯) ; অন্তঃশরীরস্থং—অন্তরে অবস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে);

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ষয়ন্তঃ—জোর করিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকে; কর্শয়ন্তঃ—কৃশ করিয়া থাকে; আত্মাকে দেহের কামাদি ভোগের দিকে আকর্ষণ করাই আত্মার কৃশীকরণ, দুর্বলীকরণ; আসুরনিশ্চয়ান্—আসুরভাবই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছে যাহারা (১৬।১৯ দ্রষ্টব্য)।

৭। 'কৃত-কৃত্য' হইতে হইলে মনে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া চাই—'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে' (১৫।৪) এবং তদনুকূল শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। এই শুদ্ধসত্ত্ব আসিবে কোথা হইতে? আহার্যদ্রব্য ও নিজের ক্রিয়াদি হইতে।

ধর্মের সহিত খাদ্যাখাদ্যের কোনও সম্পর্ক আছে কি-না—এ প্রশ্ন সাধারণতঃ অনেকেই করেন। মনে রাখিতে হইবে, অতি-সূক্ষ্ম-বিচার-ক্ষম পবিত্র মনই ধর্মানুশীলন ও ধর্মানুষ্ঠানে সমর্থ হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করে—কিছু প্রাক্তন-সংস্কার লইয়া কিন্তু তাহাকে শারীর সামর্থ্য, মননশক্তি, অধ্যাত্মশক্তি—সবই অর্জন করিয়া লইতে হয়; এ বিষয়ে তাহার প্রধান সাহায্যকারী হইতেছে আহার্য দ্রব্য।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।৫।১—'অন্নম্ অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ।'—অন্নের (খাদ্যের) যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মনে পরিণত হয়।

ছা. উপ. ৬।৬।১—'দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তৎ সর্পির্ভবতি।'—দধি মন্থন করিলে ইহার সূক্ষ্মাংশ উপরে উঠিয়া নবনীত-রূপে পরিণত হয়।

ছা. উপ.—৬।৬।২ 'এবমেব খলু সোম্য অন্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা সঃ ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তন্মনো ভবতি।' এইরূপই (দধিমন্থনের ন্যায়) ভুক্ত খাদ্য উদরস্থিত অগ্নির ও বায়ুর দ্বারা মথ্যমান হইলে ইহার সূক্ষ্মাংশ উপরে উঠিয়া মনে পরিণত হয়।……

আহার্যাদি হইতেই যখন মন উৎপন্ন হয় এবং শুদ্ধ মন ধর্মানুশীলনে সমর্থ হয় তখন খাদ্যাদির বিচার আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভগবান্ আহার্যাদির ত্রিগুণত্ব এবং ত্রিগুণোৎ-পাদকত্ব দেখাইয়া দিতেছেন—যাহাতে সাধক তমঃ ও রজঃকে পরিহার করিয়া সত্ত্ব-এ অধিষ্ঠিত হইতে পারে।

আহার, যজ্ঞ, তপঃ দান—সবই গুণানুসারে ত্রিবিধ।

১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। আয়ুঃ=দীর্ঘ জীবন, স্বত্ত্ব=বুদ্ধি, বল=শরীর ও মানস সামর্থ্য, আরোগ্য=নীরোগ থাকা, সুখ=সন্তোষ, প্রীতি=প্রেম-ভাব—এই সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা; রস্যাঃ—রসবহুল দুগ্ধাদি, শর্করাদি; স্নিগ্ধাঃ—নবনীত, গব্য ঘৃত ইত্যাদি স্নেহবহুল পদার্থ; স্থিরাঃ—যাহার সারাংশ শরীরে স্থিতিলাভ করে, বহুসময় পর্যন্ত থাকে; যথা আমিক্ষা, ছানা প্রভৃতি; হৃদ্যাঃ—মনোরম, হৃদয়-রমণীয়, যথা—সুপক্ক পবিত্র ফলাদি; এরূপ আহার সাত্ত্বিক বৃত্তিসম্পন্ন লোকের প্রিয়; আর, এরূপ আহারের দ্বারা সাত্ত্বিক বৃত্তির পুষ্টি হয়।

৯। কটু=তিক্ত, অম্ল=টক, লবণ=লবণাক্ত, অত্যুষ্ণ=অতি গরম, তীক্ষ্ণ=ঝাল, রুক্ষ=শুষ্ক, বিদাহি=যাহা ভোজন করিলে জ্বালা বোধ হয়—এইরূপ আহার রাজস ব্যক্তির প্রিয়; অথবা কটু=ঝাল এবং তীক্ষ্ণ=তিক্ত লওয়া যাইতে পারে।

দুঃখ—দুঃখপ্রদ, জিহ্বা প্রভৃতিতে যেন জ্বালা উপস্থিত হয়; শোক—আহারের সময় হয়ত ভালই লাগে, পরক্ষণেই 'কেন খাইলাম'-এরূপ বোধই শোক; আময়—রোগ; এরূপ রাজস আহারের ফল বলা হইতেছে দুঃখ-শোক-আময়।

[এরূপ লোক দেখা যায় যিনি আহার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' না করিয়া মিষ্ট দ্রব্য (সন্দেশ) ভক্ষণের পরেও ঝাল 'আলুর দম' আহারের পর জল খাইয়া তৃপ্তিবোধ করেন। ইঁহার রাজসভাব তাহাই চাহে।]

১০। যাতযামং—যে দ্রব্য পাকের পরে ১ প্রহর অতীত হইয়াছে; কিন্তু পরে 'পর্যুষিতং' (বাসি) আছে, এজন্য এখানে 'যাতযাম' অর্থে ঠাণ্ডা, শীতল-হইয়া-যাওয়া ধরা ভাল; গতরসম্—যাহার রস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; পূতি—যাহা দুর্গন্ধযুক্ত; পর্যুষিতম্—যাহা বাসি, পাকের পর রাত্রি গত হইয়াছে; উচ্ছিষ্টম্—ভোজনাবশিষ্ট; অমেধ্যম্—অপবিত্র।

১১। যজ্ঞও ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস; বিধিদৃষ্টঃ—শাস্ত্র বিধান-অনুসারে অনুষ্ঠিত; অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—ফল-আকাঙ্ক্ষা-রহিত-গণের দ্বারা; যষ্টব্যম্ এব ইতি—যাগ করিতে হইবে—এই উপদেশ শাস্ত্রে আছে এই বুদ্ধিতে।

১২। ফলং অভিসন্ধায়—ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া; দম্ভার্থং—(১৬।৪) অন্যের নিকট ধার্মিকত্ব খ্যাপনের জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩। অসৃষ্টান্নং—(√সৃজ=ত্যাগে)—অন্ন বিতরণ না করিয়া যে যজ্ঞ; মন্ত্রহীনং—মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া অথবা মন্ত্র যথাবথ উচ্চারণ না করিয়া যে যজ্ঞ; অদক্ষিণং—(বিত্তশাঠ্য করিয়া) যথাযথ দক্ষিণা না দিয়া যে যজ্ঞ; দক্ষিণা না দেওয়া পর্যন্ত যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকে; শ্রদ্ধাবিরহিতং—শ্রদ্ধাহীন; কেবল লোককে দেখাইবার জন্য; পূজায় ভক্তি নাই, শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, পুরোহিতকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়া নাই—ঢাক, ঢোল, নহবৎ, আলোকসজ্জা হৈ-হৈ……যুক্ত যে পূজা—এরূপ অনুষ্ঠান।

১৪। তপঃও ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস (১৪-১৯); আবার প্রত্যেকে শারীর, বাচিক ও মানস-ভেদে ত্রিবিধ; যথা—**শারীরং**—দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং; গুরু—পিতা, মাতা, আচার্য, শিক্ষক, জাতি ও কর্মে বৃদ্ধ সকল লোকই গুরুশব্দবাচ্য; প্রাজ্ঞ—জ্ঞানী ব্যক্তি; শৌচং—শারীরিক পবিত্রতা-রক্ষা; আর্জবম্—দেহের ঋজুতা, সরলতা; সোজা হইয়া বসা, দাঁড়ানো, চলা, ফেরা ইত্যাদি; ব্রহ্মচর্যং—মৈথুন-কর্মত্যাগ; অহিংসা—নিজের দেহ-দ্বারা অপরের অনিষ্ট আচরণ না করা।

১৫। **বাঙ্ময়ং**—অনুদ্বেগকরং বাক্যং—এমন বাক্য যাহাতে অন্যের উদ্বেগ না হয় (১২।১৫-এ 'ন উদ্বিজতে'); প্রিয়হিতং—প্রিয় অথচ হিতকারক; স্বাধ্যায়াভ্যসনং—প্রত্যহ বেদাদি গ্রন্থের অংশবিশেষ পঠন, অভাবে সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ।

১৬। **মানসং**—সৌম্যত্বং—শান্তভাব, অনুদ্বিগ্ন থাকার ভাব; মৌনং—(বাচিকং তপঃ নহে)—(কথা না বলিয়া থাকা এবং) মনকে উচ্চ চিন্তায় রত রাখা; আত্ম-বিনিগ্রহঃ—মনের সংযম; ভাবসংশুদ্ধিঃ—ভাবের অর্থাৎ অন্তঃকরণের শোধন; দ্বৈত পরিহার, সুখ-দুঃখ, মান অপমান ইত্যাদি বোধ পরিহার করিয়া নির্মল থাকা।

১৭। ত্রিবিধং তপঃ তপ্তং—এই তিন প্রকারের তপ অনুষ্ঠিত; পরয়া শ্রদ্ধয়া—পরম (সত্যকার) শ্রদ্ধার সহিত (১৭।২ ব্যাখ্যায় 'শ্রদ্ অস্মৈ ধত্ত' দ্রষ্টব্য); যুক্তৈঃ—উদ্‌যুক্তৈঃ, কর্মযোগিভিঃ।

১৮। চলং—অস্থির; অধ্রুব—অনিশ্চিত।

১৯। মূঢ়গ্রাহেণ—বিচার না করিয়া; পরস্যোৎসাদনার্থং—অপরের অনিষ্ট করিবার জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০। দানের কথা, ইহাও ত্রিবিধ ঃ দাতব্যং—যথা ১৭।১৭ 'যষ্টব্যম্ এব ইতি'; অনুপকারিণে—যিনি উপকার করিবেন তাঁহাকে নহে অর্থাৎ উপকার প্রত্যাশায় নহে; দেশে কালে পাত্রে—শাস্ত্রে যাহা দানের উপযুক্ত স্থান, সময় এবং যে ব্যক্তি দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া কথিত; যন্ত্রের ন্যায় দান নহে, বিচার পূর্বক দান অথচ ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া দান।

২১। পরিক্লিষ্টং—ক্লেশের সহিত দান; চাপে পড়িয়া দান, ভয়ে দান ইত্যাদি।

২২। অসৎকৃতম্—সৎকার-পূর্বক নহে; অবজ্ঞাতং—বিরক্ত হইয়া 'নাছোড়-বান্দাকে' কিছু দান। **দান সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশ**—'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্, শ্রিয়া দেয়ম্, হ্রিয়া দেয়ম্, সংবিদা দেয়ম্।'—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১।১১।৩।

২৩। পূর্বোক্ত বিচার-বিমর্শ সাধারণ মানুষের জন্য; অর্জুনের ন্যায় কর্মযোগীর জন্য উপদেশ 'ওঁ তৎ সৎ'; **ইহার শ্রীকৃষ্ণকৃত ব্যাখ্যা ১৭।২৩-২৭** প্রণিধানযোগ্য।

নির্দেশঃ—নাম, উল্লেখ, Symbol; ত্রিবিধঃ—তিন প্রকারের অর্থাৎ যে-কোনও একটি বলিলেই ব্রহ্মকে বুঝায়; [যেমন, 'ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং'—১৬।২৪,—যে কোনও একটি থাকিলেই নরক;] তেন—তাঁহার দ্বারা, ব্রহ্মের দ্বারা, প্রণবের দ্বারা; বেদাঃ—বেদসকল; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণগ্রন্থসকল; (গ্রন্থ পুংলিঙ্গ বলিয়া পুংলিঙ্গ প্রয়োগ); যজ্ঞাঃ—যজ্ঞসকল; বিহিতাঃ=বিধান করা হইয়াছে (বি/√ধা+ক্ত); ৭।২২ 'বিহিতান্'। ১৭।২৪এ 'বিধানোক্তঃ' আছে; এই তিনেরই পঠন বা অনুষ্ঠানের সময় ব্রহ্মের অর্থাৎ ওঁ-এর উল্লেখ করিতে হয়। ব্রহ্মই যে লক্ষ্য তাহা দৃঢ়ভাবে স্মরণে রাখার জন্য ওঁ-এর উচ্চারণ করা আবশ্যক। পুরা—বহুদিন হইতেই এই ব্যবস্থা আছে; যথা—'ওঁ শ্রাবয়'—প্রৈষ মন্ত্র (শ্রবণ করাও); ওঁ বলিয়া শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করা হয়। 'ওমিতি সামানি গায়ন্তি'—সামগ-গণ ওঁ উচ্চারণ করিয়া সামগান আরম্ভ করেন। 'ওঁ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি'—শস্ত্র (কতকগুলি মন্ত্র একত্র গ্রথিত) পাঠ কালে পাঠকগণ প্রথমে বলেন ওঁ শোং। ওমিতি অধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি'—যজুর্বেদী ঋত্বিক্ ওঁ উচ্চারণ করিয়া 'প্রতিগর' পাঠ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি'—অন্য ঋত্বিক্‌গণ—(হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা—চারি প্রকারের ঋত্বিক্ যজ্ঞ-শালায় উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞ করেন)—স্ব-স্ব কর্ম যথাযথ-আরম্ভ করিলে, 'ব্রহ্মা' নামে যে প্রধান পরিদর্শক (Superintendent) ঋত্বিক্ —তিনি সকলের কর্ম ওঁ উচ্চারণ করিয়াই অনুমোদন করেন (অনুজ্ঞা দেন)।

'ওমিতি অগ্নিহোত্রমনুজানাতি'—'জুহোমি' (আমি হোম করি)—এই শব্দ উচ্চারিত হইলে ওঁ উচ্চারণ করিয়াই অনুজ্ঞা দেওয়া হয়। 'ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ আহ ব্রহ্ম উপাপ্নবানি'—ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিবার পূর্বে ওঁ উচ্চারণ করেন; বেদ গ্রহণ করিলাম—এই বলেন। 'ব্রহ্ম এব উপাপ্নোতি'—ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১।৮।

ওঁ উচ্চারণ করিয়া সকল কর্ম করিলে তাহা ব্রহ্মপ্রাপক হয়। এজন্যই ওঁ উচ্চারণ করিবার বিধান (বি + √ধা + অনট্)।

২৪। যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়া—যাহা পূর্বে ১৭।১১-২২ পর্যন্ত বলা হইল, এই সমস্তই; ব্রহ্মবাদিনাং—ব্রহ্ম-বাদিগণের (পক্ষে); **ওমিতি** উদাহৃত্য—ওঁ এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া (তৎ প্রিয়ার্থে করিবার ব্যবস্থা); বিধানোক্তাঃ—যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়া শাস্ত্র-বিধানে এরূপই উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ওঁ উচ্চারণ করিয়া করিবে—এরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; পূর্বশ্লোকে 'বিহিতাঃ' দ্রষ্টব্য।

২৫। **তৎ ইতি**—তৎ বলিতে বুঝায়; ফলং অনভিসন্ধায়—ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া; যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ (১৭।২৪ মত)।

২৬। সদ্ভাবে—সত্য সত্তাকে বুঝায় অর্থাৎ ইহার অর্থ অস্তিত্ব, সত্য; সাধু-ভাবে উত্তম, সাধু, শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝায়, অর্থাৎ সাধু; প্রশস্তে কর্মণি…প্রশংসার যোগ্য কর্মকেও সৎ বলে।

২৭। আবার, যজ্ঞ-তপস্যা-দানে সাত্ত্বিক-ভাবে স্থির থাকাও সৎ এবং—তদর্থীয়ং কর্ম চ—এতদুদ্দেশ্যে কৃত কর্মও সৎ, এব অভিধীয়তে—সৎ নামেই অভিহিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ওঁ তৎ সৎ'—হাঁ, তাহা, নিত্য আছে ;

ইহাই হইল ব্রহ্মের নির্দেশক। **ইহাই সাধারণ ব্যাখ্যা।**

'ওমেবং পরমে মতে, (অমর)।

ওঁ-এর ব্যাখ্যা **শ্রুতিতে** প্রশ্ন.উপ. ৫ (সত্যকামের প্রশ্ন), কঠ.উপ. ২।১৫-১৭, তৈত্তিরীয় উপ. ১।৮ 'ওমিতি ব্রহ্ম', ছান্দোগ্য উপ. ১।১ 'ও-মিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথম্ উপাসীত······।'

আর শ্রীকৃষ্ণকৃত ব্যাখ্যা হইল—ব্রহ্মবাদী কর্মযোগী 'ওঁ তৎ সৎ' বলিয়া সকল কর্ম করিবেন অর্থাৎ (ওমিতি) তৎপ্রিয়ার্থ (তৎ ইতি) ফলাভিসন্ধান-রহিত হইয়া কর্ম করিলেই সেই কর্ম সৎ বলিয়া গণ্য হয় অর্থাৎ সৎ-এর প্রাপক হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা দিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ১৭ অধ্যায়ে—'ওঁ তৎ সৎ'-এর উল্লেখ করিলেন।

শ্রুতির ওঁ তৎ সৎ'—এর অর্থ হাঁ, তিনি আছেন,

আর গীতার ওঁ তৎ সৎ' হইতেছে পৃথক অর্থ জ্ঞাপক অর্থাৎ ইহা সাত্ত্বিক কর্মের প্রেরণাদাতা।

গীতার এই অর্থ মনে রাখিলে—ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের অর্থবাদাদিতে (২।৪২-৪৪), বেদের কর্মস্মারক মন্ত্রাদিতে এবং যজ্ঞের হোমাদিতে বুঝিতে পারা যাইবে একই তত্ত্ব (৪।২৪)। যজ্ঞ করিলেই পুণ্যের বন্ধন হয় না, অর্থবাদ জানিলেই 'বেদবাদরত' হইতে হয় না। **ফলাভিসন্ধান-রহিত হইয়া** (তৎ), **ভগবৎ স্মরণ পূর্বক ভগবৎপ্রীত্যর্থে** (ওম্), **কৃত যে-কোনও কর্ম** (সৎ) ভগবানের নিকটে পৌঁছাইয়া দেয় ; ইহাই ত কর্মযোগ, ইহাই ত গীতার প্রতিপাদ্য।

ওঁ তৎ সৎ

২৮। **অশ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার অভাবে ; এই শ্রদ্ধা = সত্যকার শ্রদ্ধা (১৭।২-এ উদ্ধৃত ঋগ্‌বেদের 'শ্রদ্ অস্মৈ ধত্ত'), 'ওঁ তৎ সৎ'—এ শ্রদ্ধা, 'পুরুষোত্তমে' শ্রদ্ধা ; ইহা না থাকিলে কৃত কর্ম অসৎ।

ইহ—ইহলোকে, **প্রেত্য চ**—মৃত্যুর পরেও,—কোনও শুভফল দিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশ অধ্যায়

১। 'ওঁ তৎ সৎ' এই নির্দেশ-অনুসারে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া ফলাভিসন্ধান-রহিত হইয়া কর্মযোগের অনুষ্ঠান-দ্বারা ব্রহ্ম (পুরুষোত্তম, বাসুদেব) প্রাপ্তি হয় ; কর্মত্যাগ করিতে হয় না—এই তত্ত্ব গীতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। আশ্রমধর্মের যে চতুর্থ আশ্রম যতি—তাহাতে ত সংন্যাস বা কর্মত্যাগের বিধান দেখা যায় ; স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত চতুর্থাশ্রম সংন্যাস এবং কর্মযোগীর জন্য বিহিত কর্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ—এই দুই-এর পার্থক্য কি ? কর্মযোগীর কি সংন্যাস বা চতুর্থাশ্রম স্বীকার করিতেই হইবে ?

অর্জুনের প্রশ্ন—সংন্যাসস্য তত্ত্বং—সংন্যাসের তত্ত্ব, ত্যাগস্য চ (তত্ত্বং) পৃথক্—ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্, বেদিতুম্ ইচ্ছামি—জানিতে ইচ্ছা করি ; সং+√ন্যস্ হইতে সংন্যাস ; √ত্যজ্ হইতে ত্যাগ। কিছু ছাড়িয়া দিবার কথা হইয়াছে ; কিন্তু কি ত্যাগ করিতে হইবে ? কর্মত্যাগের উপদেশ ত ভগবান্ দেন নাই। তবে 'সংন্যাস' ও 'ত্যাগ' দুইটি পদের সত্যকার অর্থ কি ?

২। কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং—কাম্য-কর্ম সকলের ত্যাগকে (সংন্যাস বলেন) ; সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগং—সমস্ত কর্মের ফলত্যাগকে (ত্যাগ বলেন) ; কর্মযোগে সংন্যাস ও ত্যাগ দুই-ই থাকিল। [৩।৩০, ৫।২, ৩, ১৯ ; ৬।১ ; দ্রষ্টব্য।]

৩। কর্ম দোষবৎ—কর্ম হইতেছে দোষযুক্ত (অর্থাৎ বন্ধের কারণ) (১৮।৪৮ দ্রষ্টব্য) ; ত্যাজ্যং—√ত্যজ+ণ্যৎ=অতএব ত্যাগ করা উচিত ; যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যম্—যজ্ঞ, দান, তপোরূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে।

৪। নিশ্চয়ং শৃণু মে—আমার সিদ্ধান্ত শোন।

৫। ন ত্যাজ্যং—ত্যাগ ত করিতেই হইবে না ; কার্যমেব তৎ—তাহা করিতেই হইবে ; পাবনানি—পবিত্রতা সম্পাদক।

৬। এত্যান্যপি তু কর্মাণি—এই কর্মসকলও (অন্যান্য নিষ্কাম কর্মেরই ন্যায়) ; কর্তব্যানি ইতি—করিতে হইবে এই-ই ; মে—আমার ; উত্তমং মতং নিশ্চিতং=বিশেষ বিচার-এর পরে চরম বা শেষ সিদ্ধান্ত ; সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্ত্বা—আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া ; যজ্ঞ, দান, তপস্যাও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অন্যান্য নিষ্কাম কর্মেরই ন্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। তিন গুণের ভেদ-অনুসারে কর্মের ভেদ হইবে, তথাপি সাত্ত্বিক কর্মই শ্রেষ্ঠ—এরূপ প্রতিপাদন করিয়া পূর্বে-উক্ত অর্থই সমর্থন করা হইতেছে।

নিয়তস্য কর্মণঃ—(নিয়ত=নি+√যম্‌+ক্ত); বর্ণ-আশ্রম বিচারে যে কর্ম কাহারও স্বকর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কর্মের (৩।৮)। সংন্যাসঃ—ত্যাগ ; ন উপপদ্যতে—উচিত নহে ; ত্যাগ করার কোনও যুক্তি নাই। উপপত্তি=যুক্তি। মোহাৎ—মোহবশতঃ ; তামসঃ—তমোগুণ প্রেরিত ; ১৪।১৭।

৮। দুঃখম্‌ ইতি এব—বড় কষ্টকর এই বুঝিয়াই ; কায়ক্লেশভয়াৎ—শরীরের ক্লেশের ভয়ে ; ত্যাগফলং ন লভেৎ—ত্যাগের ফল পায় না। ত্যাগের ফল শান্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহা রাজস ত্যাগীর হয় না।

৯। কার্যম্‌ ইতি এব—করিতে হইবে এই বুঝিয়াই ; নিয়তং কর্ম……১৮।৭ দ্রষ্টব্য ; ক্রিয়তে—করা হইয়া থাকে ; সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব—আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া (১৮।৬); স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ—এই ত্যাগকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া বুঝিতে হয়।

কর্ম করা হইল অথচ ইহাকে বলা হইল সাত্ত্বিক **ত্যাগ**। কি **ত্যাগ** করা হইল ? না, আসক্তি ও ফল। (১৮।৪ 'নিশ্চয়ং শৃণু' দ্রষ্টব্য।) তবেই, কর্মের ত্যাগ নহে, কর্মফলের ত্যাগই গীতায় উপদিষ্ট।

১০। কর্মযোগে 'সংন্যাস' ও 'ত্যাগ' দুই-ই থাকিল। এরূপ সংন্যাসী ও ত্যাগীর লক্ষণ—

অকুশলং কর্ম—অকল্যাণকর কর্ম, ন দ্বেষ্টি—দ্বেষ করেন না, কুশলে—কল্যাণকর কর্মে, ন অনুষজ্জতে—আসক্তিও রাখেন না, সত্ত্ব-সমাবিষ্টঃ—'সত্ত্ব' যেন সম্যক্‌ প্রকারে তাঁহার ভিতরে-বাহিরে প্রবেশ করিয়াছে অর্থাৎ এরূপ কর্মযোগীর সত্তা সত্ত্বগুণান্বিত হইয়াছে ; মেধাবী—যিনি সকল তত্ত্ব, বিচার স্মরণে রাখিয়াছেন,—বুদ্ধিমান্‌। ছিন্ন-সংশয়ঃ—সকল সন্দেহ যাঁহার দূরীভূত হইয়াছে। ত্যাগী—এবম্ভূত ব্যক্তি ত্যাগী বা সংন্যাসী বলিয়া পরিজ্ঞাত (গীতার মতে)। কারণ—

১১। দেহভৃতা—দেহধারীর দ্বারা, অশেষতঃ—নিঃশেষে, কর্মাণি ত্যক্তুং ন শক্যম্‌—কর্মসকল ত্যাগ করা যায় না। (৩।৫, ৫।৩, ৬।১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ব্যাকরণ—কর্মাণি বহুবচন, শক্যম্—একবচন ; এরূপ প্রয়োগ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়, যথা—'শক্যম্ (ক্লী একবচন) অঞ্জলিভিঃ পাতুং বাতাঃ' (পুং বহু)—রামায়ণ। 'শক্যম্ (ক্লী) অরবিন্দসুরভিঃ আলিঙ্গিতুং পবনঃ' (পুং)—(শকুন্তলা)]

অতএব—যঃ তু—কিন্তু যিনি, কর্মফলত্যাগী—কর্মফলত্যাগশীল, স ত্যাগী—তিনিই ত্যাগী (সংন্যাসীও) (৬।১), ইতি অভিধীয়তে—এইরূপ কথিত হন।

১২। প্রেত্য অত্যাগিনাং—মৃত্যুর পরে অত্যাগীর (যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে না) ; কর্মণঃ ফলং—কর্মের ফল ; ত্রিবিধং—তিন প্রকারের হয় ; অনিষ্টং ইষ্টং মিশ্রং চ—অভিলষিত অনভিলষিত এবং দুই-ই মিশানো ; ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ—কিন্তু সংন্যাসীর (ত্যাগীর) কোথায়ও (ইহ বা পরলোকে) হয় না অর্থাৎ কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। ফল ফলে, কিন্তু তদ্দ্বারা ত্যাগীর কোনও বন্ধন হয় না।

১৩। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতেই হইবে ; কেন-না কর্তার ইচ্ছানুসারেই ফল হয় না (২।৪৭ ফলে অধিকার নাই) ; ফল নির্ভর করে অনেক কারণের উপর, অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা করা অজ্ঞানতারই পরিচায়ক।

কৃতান্তে সাংখ্যে—কর্মের তত্ত্ব-প্রদর্শনকারী জ্ঞান-শাস্ত্রে ; সর্বকর্মণাং সিদ্ধয়ে—সকল কর্মের সিদ্ধির বা ফলদাতৃত্বের নিমিত্ত (বলিয়া) ; পঞ্চ এতানি কারণানি মে নিবোধ—এই পাঁচটি কারণ (দেখানো হইয়াছে)—তাহা আমার নিকট জান।

১৪। অধিষ্ঠানং—কর্মানুষ্ঠানের স্থান ; কর্তা—যিনি কর্ম করিতেছেন ; পৃথগ্‌বিধং করণম্—ভিন্ন ভিন্ন সাধন ; বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ—কর্তার বিবিধ পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা ; অত্র—এ বিষয়ে ; পঞ্চমং দৈবম্—দৈব পঞ্চম কারণ ; পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মের সঞ্চিত সংস্কার-অনুসারে ফলদান-প্রবণতা।

১৫। ন্যায্যং—শাস্ত্রানুকূল ; বিপরীতং—শাস্ত্রবিরোধী ; প্রারভতে—আরম্ভ করে, অনুষ্ঠান করে।

১৬। তত্র এবং সতি—কর্মসিদ্ধির ব্যাপারে রহস্য এইরূপ হওয়ায় ; অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ—বুদ্ধি যাহার পরিমার্জিত হয় নাই বলিয়া ; কেবলং আত্মানং কর্তারং—একমাত্র নিজেকেই কর্তা বলিয়া ; যঃ পশ্যতি—যে জানে বা মনে করে ; সঃ দুর্মতি—সেই দুর্বুদ্ধি লোক ; ন পশ্যতি—কিছুই জানে না বা বুঝে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭। ভাবঃ—ভাবনা ; ন অহঙ্কৃতঃ—আমি কর্তা নহি, এই বোধ যাঁহার ; বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে—বুদ্ধি কোনও পদার্থে বা কামনায় লিপ্ত নহে (লেপিয়া থাকে না) ; ইমান্ লোকান্ হত্বাপি—এই সমস্ত লোককে মারিলেও ; ন হন্তি—কাহাকেও মারে না ; ন নিবধ্যতে—(কর্মফলের দ্বারা) বদ্ধ হয় না।

এরূপ লোকের সর্বপ্রাণীতে সমবুদ্ধিত্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়া, এবং সে কেবল স্বধর্মানুসারেই কর্ম করিতেছে বলিয়া, তাহার কোনও বন্ধন হয় না, পাপ হয় না। এই শ্লোকের তাৎপর্য ইহা নহে যে, সে অন্যায় কার্যও করিতে পারে। ১৮।৬৩ 'যথেচ্ছসি' দ্রষ্টব্য।

১৮। ১৮।৯-এ সাত্ত্বিক ত্যাগের বিষয় বলা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, সাত্ত্বিক কর্ম, সাত্ত্বিক ত্যাগ ইত্যাদি কর্মযোগীরই লক্ষণ। এই লক্ষণ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অন্য বৃত্ত্যাদির ত্রিগুণ-জনিত ভেদও দেখানো হইতেছে।

কর্মচোদনা—যে মানসিক বিচার কর্মে প্রেরণা দেয় ; জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা এই তিনের বিচারই কর্মে প্রেরণা দেয় ; ব্র. সূ.—শাঙ্কর ভাষ্যে কুম্ভকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে সৃষ্টি ব্যাপারে। তাহাকে যদি বলা যায় 'আমার পঁচিশটি ঘট চাই', তবে সে বিচার করিয়া লয়, 'ঘট'-শব্দ-প্রতিপাদ্য যাহা (জ্ঞেয়) তাহা, আমি (জ্ঞাতা) এই এই প্রণালীতে (জ্ঞান) নির্মাণ করিব। পরে সে (কর্তা) নরম মৃত্তিকা লইয়া কুলাল-চক্রের নিকট যষ্টি প্রভৃতি সাধন (করণ) লইয়া বসে এবং হস্তের কৌশলে ঘট (কর্ম) নির্মাণ করে। অতএব করণং, কর্ম, কর্তা—এই তিনটি হইল কর্মসংগ্রহ, যখন বাহ্য ক্রিয়া হইল। তবেই—

কর্মের যখন (সাত্ত্বিকাদি) বিচার করিতে হইবে তখন কর্মচোদনা (মানসিক ব্যাপার) এবং কর্মসংগ্রহ (বাহ্য ব্যাপার) বুঝিয়া লইতে হইবে।

১৯। গুণসংখ্যানে—তিন গুণের আলোচনা যে শাস্ত্রে করা হইয়াছে (সাংখ্যে) ; গুণভেদতঃ—গুণের ভেদ-অনুসারে ; ত্রিধা এব—তিন প্রকারেরই ; প্রোচ্যতে—বলা হইয়াছে ; জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ—জ্ঞান (ত্রিবিধ), কর্মও (ত্রিবিধ), কর্তাও (ত্রিবিধ) ; তৎ শৃণু—তাহা শোন।

জ্ঞানের কথা ১৩।৭-১১ বলা হইয়াছে। ১৮।১৮ যে-জ্ঞান কর্মে প্রেরণা দেয়, এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার কথা 'গুণ'-হিসাবে বলা হইবে ; এবং কর্ম-সংগ্রহের মধ্যে কর্ম ও কর্তার ত্রিবিধত্ব (গুণ-হিসাবে) বলা হইবে। কর্মচোদনার বাকী দুইটি এবং কর্ম-সংগ্রহের বাকী একটির আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে পূর্বে কিছু করা হইয়াছে, পরেও বুদ্ধি, ধৃতি প্রভৃতির আলোচনায় কিছু করা হইবে।

২০। বিভক্তেষু সর্বেষু ভূতেষু—পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট পদার্থে ; অবিভক্তং অব্যয়ং ভাবং—অবিভক্ত, অবিনাশী, অবিকারী এক সত্তাকে ; যেন ঈক্ষতে—যে জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় ; তৎ সাত্ত্বিকং জ্ঞানং বিদ্ধি—তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জান (১৩।১৬ দ্রষ্টব্য)।

২১। পৃথগ্‌বিধান্ নানাভাবান্—বিভিন্ন প্রকারের অনেক ভাব।

২২। অহৈতুকং—বিচারশূন্য ; অতত্ত্বার্থবৎ—সত্য তত্ত্ব না জানিয়া ; কার্যে সক্তং—কারণের কোনও সন্ধান না করিয়া 'কার্যে' (উৎপন্ন শরীরাদিতে) আসক্ত হয় ; কৃৎস্নবৎ—ইহাই ত সব—এইরূপ মনে করিয়া ; অল্পং—অতি অল্প, অতি তুচ্ছ ; যৎ তু—যে জ্ঞান ; তৎ তামসমুদাহৃতম্—তাহা তামস নামে অভিহিত।

আপাতঃ প্রতীয়মান বহুর মধ্যে একের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি—ইহা মানসিক বিচারের ব্যাপার, নাম জ্ঞান ; এবং এই মানসিক বিচারে লব্ধ জ্ঞানের ফলে কর্তার দেহেন্দ্রিয়াদির স্বভাব পরিবর্তন—ইহারও নাম জ্ঞান (যথা—১৩।৭-১১)। এই প্রসঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞ (২য়) ভক্ত (১২শ) এবং গুণাতীতের (১৪শ) লক্ষণ অনুস্মরণীয়।

২৩। অফলপ্রেপ্সুনা—(নঞ্—ফল—প্র+√আপ্+সন্+উ তৃতীয়া) ফল প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন না, এমন মানুষের দ্বারা ; অ-রাগদ্বেষতঃ—ভাল লাগা বা মন্দ লাগার ভাব হইতে কৃত যাহা নহে ; সঙ্গরহিতং—আসক্তিশূন্য ; নিয়তং—(৩।৮, ৮।৭, ৮।৯) শাস্ত্র-নির্দিষ্ট যাহা অর্থাৎ স্বধর্ম বলিয়া অনুষ্ঠিত যাহা ; তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে—সেই কর্ম সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়।

২৪। কামেপ্সুনা—ফলাকাঙ্ক্ষা যাহার আছে, তাহার দ্বারা ; সাহংকারেণ বা পুনঃ—অথবা অহঙ্কার-যুক্তের দ্বারা (আমিই কর্তা এই বুদ্ধি অহঙ্কার) ; বহুলায়াসং—(ফললাভে আকাঙ্ক্ষা থাকার জন্য) বহু পরিশ্রমে কৃত কর্ম ; তৎ রাজসং—তাহা রাজস কর্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৫। অনুবন্ধং—পরে কি হইতে পারে; ক্ষয়ং—নাশ; হিংসাং—অন্যের অনিষ্ট; পৌরুষং—নিজের সামর্থ্য কতটুকু; অনবেক্ষ্য—বিচার না করিয়া; মোহাৎ—মোহ বশতঃ; তৎ তামসং—তাহা তামস কর্ম।

২৬। মুক্তসঙ্গঃ—আসক্তিশূন্য; অনহংবাদী—আমিই কর্তা ইহা যিনি বলেন না, যিনি 'অহং' বর্জন করিয়াছেন; সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ—কর্মের পরিণামে সাফল্য বা বৈফল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিকার (মনের কোনওরূপ পরিবর্তন) - রহিত; ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ—ধৃতি (লাগিয়া, ধরিয়া থাকার ভাব) ও উৎসাহ-যুক্ত; ধৃতি—১৮।৩৩ দ্রষ্টব্য; 'আমি' 'আমার' বলে না, কর্মের ফলে টলে না, অথচ ধৃতি-(অধ্যবসায় Tenacity) ও উৎসাহ-সহকারে কর্তব্য সম্পাদন করে, কিছুমাত্র আলস্য দেখায় না, এমন কর্তা সাত্ত্বিক (৩।২৫ দ্রষ্টব্য)।

২৭। রাগী—বিষয়াসক্ত; হর্ষশোকান্বিতঃ—কার্যের সাফল্যে আনন্দিত—কার্যের অসাফল্যে দুঃখিত।

২৮। অ-যুক্তঃ—যাহার বুদ্ধি স্থির নহে (৬।১৭ 'যুক্ত'ঃ); প্রাকৃতঃ—সাধারণ, অসভ্য; স্তব্ধঃ—গর্বিত; নৈষ্কৃতিকঃ—নিষ্ঠুর, অপরের স্বার্থনাশকারী। (নিস্‌+√কৃৎ হইতে নিষ্পন্ন।)

২৯। বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখও ত্রিগুণাত্মকত্ব-ভেদে তিন প্রকার দেখানো হইতেছে; উদ্দেশ্য এই যে, 'সাত্ত্বিক'ই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদন করা।

৩০-৩২। বুদ্ধি—যে-অন্তরিন্দ্রিয় 'নিশ্চয়' করিয়া দেয় ও মনকে পরিচালিত করে। 'ব্যবসায়' অর্থাৎ বিশেষভাবে যেন শেষ পর্যন্ত বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করে যে বৃত্তি, তাহাকেই 'বুদ্ধি' বলা হইতেছে; ইংরাজী Reason বলা চলে। প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ—কোনও কর্ম করিবার প্রবৃত্তিকে ও নিবৃত্তিকে; কার্যাকার্যে—কোন্‌টি করা যাইতে পারে, কোন্‌টি করা যাইতে পারে না; ভয়াভয়ে—কাহাকে ভয় করিতে হইবে, কাহাকে ভয় করিতে হইবে না; বন্ধং মোক্ষং চ—কি কারণে বন্ধন হয়, কি উপায়েই বা মোক্ষ হয়; যা বেত্তি—যাহা (বিচার করিয়া) জানে; সা সাত্ত্বিকী বুদ্ধিঃ—তাহাই সাত্ত্বিক বুদ্ধি।

অযথাবৎ—ঠিক ঠিক ভাবে নহে; প্রজানাতি—প্র+জানাতি—বিশেষ বিচারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানে। রাজসী বুদ্ধিও বিচার করে কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত করে না। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি 'যথাবৎ' করে।

অধর্মং ধর্মং ইতি—অধর্মকে ধর্ম বলিয়া বুঝে, বিপরীতান্ চ—সমস্ত বিষয়ই উল্টা রূপে বুঝে। [বি+পরি+√ই ধাতু (গমন)+ক্ত, সম্পূর্ণ উল্টাদিকে গমন করিয়াছে যাহা।]

৩৩-৩৫। ধৃতি বলিতে বুঝায় এমন একটা মানসী বৃত্তি যাহা কিছু ধরিয়া রাখিতে চাহে, **ছাড়িতে চাহে না বা পারে না**। বুদ্ধি যাহা নিশ্চয় করিয়া দিল, তাহাকে ধরিয়া থাকা বা আঁকড়াইয়া থাকার বৃত্তিকে ধৃতি বলা হইতেছে। √ধৃ+ক্তি; ধারণা। ইহার অর্থ ধৈর্য বুঝিলে ৩৩-৩৫ শ্লোকে তাহা বেশ লাগে না। বরং ইংরাজী tenacity রাখিলে যেন ভাল লাগে। সংস্কৃতে 'ধৃতি' শব্দই ঠিক অর্থ প্রকাশ করে। (১১।২৪এ ধৃতি=ধৈর্য)।

৩৩। যয়া অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা—যে অবিচলিত ধৃতির, ধারণা বৃত্তির সাহায্যে; মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ—মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার; যোগেন—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করা রূপ কর্মযোগ-দ্বারা; ধারয়তে—কর্তা ধরিয়া থাকে বা করিয়া থাকে; সা সাত্ত্বিকী ধৃতি—তাহাই সাত্ত্বিক ধৃতি।

৩৪। প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী—আসক্তির জন্য ফলাশাযুক্ত ব্যক্তি।

৩৫। ন বিমুঞ্চতি (=ধারয়তে) ত্যাগ করে না; স্বপ্নং—নিদ্রাকে; শোকং—শোককে; মদং—ধন-জন-কুল-নিমিত্ত গর্বকে।

এমন একটা মানসী বৃত্তি আছে যদ্দ্বারা প্রেরিত হইয়া কেহ কেহ নিদ্রালস্য প্রভৃতিকে, শোককে ছাড়িতে পারে না, আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে,—শোক প্রভৃতিকে যেন পোষণ করিয়া থাকে;—এই বৃত্তি তামসী ধৃতি।

৩৬। গুণ-হিসাবে সুখের ত্রিবিধত্ব শোন।

৩৭। যত্র—যে সুখে [৫।২১ অক্ষয্যং সুখম্, ৫।২৪ ব্রহ্মনির্বাণম্; ৬।২৭ উৎ-তমং সুখম্, ৬।২৮ অত্যন্তম্]; অভ্যাসাৎ—অভ্যাস করিতে করিতে; রমতে—তৃপ্তি পায়; [প্রথমে অনেক কাজ ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু অভ্যাসের ফলে তাহা ভাল লাগে; সাধারণ সকল সুখেরই ত ইহাই রীতি। দৃষ্টান্ত—বিদ্যাশিক্ষার সুখ, প্রথমে কত ক্লেশ! ......]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রে বিষমিব—প্রথমে বিষের ন্যায় অনুপাদেয় ; পরিণামে অমৃতমিব—শেষে অমৃতের ন্যায় উপাদেয় ; আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্—নিজের বুদ্ধির প্রসন্নতা (স্বচ্ছতা) হইতে উৎপন্ন [৬।২১, ২২ দ্রষ্টব্য]।

৩৮। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ—বিষয়-সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইতে উৎপন্ন।

৩৯। অগ্রে—প্রথমে ; অনুবন্ধে চ—শেষেও ; নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থম্—নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হইতে উৎপন্ন ; প্রমাদ = অনবধানতা।

৪০। ত্রিগুণের প্রভাব সৃষ্টজগতে সর্বত্র বিরাজমান। সত্ত্বং—পদার্থ, দ্রব্য ; এভিঃ ত্রিভিঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ মুক্তঃ—প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) হইতে মুক্ত ; ন তৎ অস্তি—এমন কিছুই নাই।

৪১। মনুষ্য-সমাজে চাতুর্বর্ণ্যও এই প্রকৃতিজ গুণ-বৈষম্যেরই ফল (৪।১৩ গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ)। দেহধারী মনুষ্য প্রকৃতির গুণানুসারেই কর্ম করিবে,—যথাসম্ভব ফলাশাশূন্য হইয়া স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিবে এবং সত্যকার সাত্ত্বিক অবস্থা (বুদ্ধি, ধৃতি,......) প্রাপ্ত হইয়া আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজ সুখলাভ করিবে ; ত্রিগুণাতীত হইবে। স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ—প্রকৃতি জাত গুণের দ্বারাই ; কর্মাণি বিভক্তানি—কর্ম সমূহের ভেদ হইয়াছে।

৪২। স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম—প্রকৃতি হইতে জাত ব্রাহ্মণ-কর্ম ; ব্রহ্মন্ শব্দ পুংলিঙ্গে বুঝায় ব্রাহ্মণ ও প্রজাপতি ; শমঃ—অন্তরিন্দ্রিয় সংযম ; দমঃ—বহিরিন্দ্রিয় সংযম ; তপঃ—স্বধর্মানুষ্ঠানে ক্লেশ-স্বীকার ; শৌচম্—বাহ্য-আন্তর-পবিত্রতা ; ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা ; আর্জবম্—সরলতা, সর্বপ্রকারের সরলতা (১৭।১৪ শারীরতপঃ প্রসঙ্গে ঋজুতা) ; জ্ঞানম্—অধ্যাত্ম-জ্ঞান, বিজ্ঞান—বিবিধ শাস্ত্রের জ্ঞান ; অথবা, জ্ঞানম্—শাস্ত্র ও আচার্য-মুখে লব্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞানম্—ধ্যানের দ্বারা লব্ধ-জ্ঞানের সত্যতা উপলব্ধি ; অথবা, জ্ঞানম্—১৩।৭-১১, ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু—এখানে ১৮।৪২-এ পুনরুক্ত ; বিজ্ঞানম্—১৩।৩০ ; আস্তিক্যম্—হাঁ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ হইতে পৃথক্ অন্য কিছু আছে এই বোধ।

[**ব্যাকরণ**—'অস্তি-নাস্তি-দিষ্টং মতিঃ' অস্তি ইতি মতির্যস্য স আস্তিকঃ। (১৬।৮ অ-সত্যম্ ইত্যাদি আসুরী সম্পৎ) ; আস্তিক + ষ্যঞ্ = আস্তিক্যম্।]

মন্তব্য :—এগুলি ব্রাহ্মণের 'প্রকৃতি' জাত কর্ম,—এগুলি 'গুণ' (qualities)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে এবং মানুষের নানা প্রকার গুণ (qualities) ও কর্ম (actions) বিচার করিয়া জাতিভেদের সৃষ্টি হয় নাই। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষকের নিকটে জাতিভেদের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এবং গীতার ৪।১৩ 'গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ' প্রায় সকল সময়েই উদ্ধৃত করেন, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ৪।১৩র পূর্বে 'গুণ' শব্দ গীতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ (প্রকৃতির তিন শক্তি) [ভাগবত ২।৬।৩২ বিষ্ণু বা ভগবানকে বলা হইয়াছে 'ত্রিশক্তিধৃক্'। 'ত্রিশক্তির্মায়া তাং ধরতি ইতি তথা সঃ'—শ্রীধরস্বামীর টীকা] অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ১৮।৪২-৪৪-এ 'কর্ম' ত্রিগুণানুযায়ী 'কর্ম' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে,—'actions' অর্থে নহে। জাতিভেদ প্রকৃতিজ, ইহা মনুষ্যকৃত কৃত্রিম ব্যবস্থা নহে—ইহাই গীতার অভিমত।

৪৩। তেজঃ—প্রভাব ; ধৃতিঃ—(১৮।১৩) ধরিয়া থাকার বৃত্তি, সাধারণ ভাবে ধৈর্য বলা চলে ; দাক্ষ্যং—দক্ষতা, নিপুণতা ; যুদ্ধে অপলায়নম্—যুদ্ধে পলায়ন না করা। (২।৭ 'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ' দ্রষ্টব্য) ; ঈশ্বরভাবঃ—অন্যের উপর আদেশ দিবার ভাব, প্রভুত্ব করার ভাব।

৪৪। গৌরক্ষ্য····· গো-পালন ও অন্যান্য পশু পালন।

৪৫। যদি ইহাই সিদ্ধ হইল যে, প্রকৃতির গুণানুসারে নানা বিভেদ হইয়াছে এবং সেই বিভেদের মূলে 'ময়া সৃষ্টং'—ভগবান্ নিজে আছেন অর্থাৎ সাজাইয়া দিয়াছেন, তবে প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্ব-স্ব স্বভাব অনুসারে স্বধর্ম পালন করাই উচিত।

স্বে স্বে কর্মণি—নিজ নিজ স্বভাব বিহিত কর্মে ; অভিরতঃ—সর্বতোভাবে নিযুক্ত এবং তাহাতেই আনন্দ পাইতে অভ্যস্ত ; সংসিদ্ধিং লভতে—ভগবৎ-প্রাপ্তি-রূপ চরম সিদ্ধি লাভ করে ; যথা বিন্দতি—যেরূপে, যে হেতুতে, যে যুক্তিতে লাভ করে ; তৎ শৃণু—তাহা শোন।

তুলাধার—জাজলি সংবাদাদি ইহার দৃষ্টান্ত। (মহা. শান্তি. ২৬১······)

৪৬। অতি সরল যুক্তি—

যতঃ—যাঁহা হইতে ; ভূতানাং—সমস্ত পদার্থের, প্রাণীর, মনুষ্যের ; প্রবৃত্তিঃ—উৎপত্তি ; যেন—যাঁহার দ্বারা ; ইদং সর্বং—এই সব ; ততম্—ব্যাপ্ত ; যিনি এই জগতের (জগৎরূপ বস্ত্রের) 'টানা' ও 'পোড়েন'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের লোক কেমন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবে ?

উত্তর—স্বকর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য—নিজ স্বধর্মানুষ্ঠান-দ্বারা তাঁহার সর্বতোভাবে পূজা করিয়া ; স্বকর্ম-অনুষ্ঠানই তাঁহার পূজা ; মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি—মানুষ সিদ্ধিলাভ করে অর্থাৎ তাঁহাকে পায়।

এই টানা-পোড়েনের প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম তন্তু এবং তন্তুর অংশ (জীব) বুঝিয়া লইবে যে, কোনও তন্তুই হীন নহে, কোনও জীবেরই কর্ম দূষ্য নহে, হীন নহে ; সব কর্মেরই পশ্চাতে প্রকৃতির তিন গুণ আছে এবং প্রকৃতিকে চালনা করিতেছেন তিনি স্বয়ং,—অতএব যে, যে-অবস্থায় (সমাজে, সামাজিক স্তরে) থাকুক না কেন, তাহার সেই বিশিষ্ট অবস্থা নানা-গুণ-পরম্পরা বা শক্তিরই বিকাশ মাত্র ; অতএব নিজ নিজ স্বধর্ম পালনই তাঁহাকে জানার সর্বাপেক্ষা সহজ অর্থাৎ 'সহ-জ' উপায়।

দৃষ্টান্ত—মনুষ্য দেহ। এই দেহের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক যন্ত্র, প্রত্যেক নাড়ী, প্রত্যেক রক্তকণিকা, প্রত্যেক জীব-কণিকা······সকলেই নিজ নিজ স্বকর্ম বা স্বধর্ম পালন করিলেই সমগ্র দেহের স্বস্থতা=স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়, আনন্দ বর্ধিত হয়, শান্তি হয়। এই মনুষ্যদেহে ত দেহের প্রত্যেক অংশই বিধৃত ; প্রত্যেকের যথাযথ কর্ম (Functioning) দেহকে সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। তেমনই তিনি সব 'তত' (ব্যাপ্ত) করিয়া আছেন ; প্রত্যেক জীবই স্বধর্মানুষ্ঠান করিলে তাঁহারই অংশত্বের প্রমাণ দেয়, তাঁহার অর্থাৎ বিরাট্ বিশ্বের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে এবং বিরাটের সংস্পর্শে ধন্য হয়।

এই প্রসঙ্গে—'লোকসংগ্রহ', 'সর্বভূতহিতে রতাঃ', 'ব্রহ্মসংস্পর্শং' প্রভৃতি স্মরণীয়।

৪৭। কোনও দৃষ্টিকোণ হইতে কাহারও স্বধর্ম অপরের ধর্ম হইতে দোষযুক্ত বোধ হইলেও প্রত্যেকেরই স্বধর্ম অনুষ্ঠেয়।

স্বনুষ্ঠিতাৎ—সহজে বা ভালভাবে অনুষ্ঠিত (৩।৩৫) ; পরধর্মাৎ—পরের ধর্ম হইতে অর্থাৎ অপরের যাহা ধর্ম বা কর্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান সহজ হইলেও এবং তাহা লোকদৃষ্টিতে ভাল বলিয়া গণ্য হইলেও, তাহা হইতে ; বিগুণঃ—দোষযুক্ত বলিয়া যাহা মনে হয় এমন ; স্বধর্মঃ—নিজের ধর্ম, স্বধর্ম (১৮।৪৬) ; শ্রেয়ান্—প্রশস্ততর ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন-না স্বভাবনিয়তং কর্ম—স্বভাব অর্থাৎ গুণস্বভাব-দ্বারা নির্দিষ্ট (১৮।৪১-৪৪) স্বকর্ম; কুর্বন্—করিতে থাকিলে; কিল্বিষং ন আপ্নোতি—কেহই পাপ করে না।

৪৮। সহজং—সহ-জং,=যাহা জন্মের সময় হইতেই গুণকর্মদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে; সদোষমপি—দোষযুক্ত হইলেও অর্থাৎ অন্যের দৃষ্টিতে হীন হইলেও (মহাভারতের ধর্মব্যাধের মাংস-বিক্রয়, দৃষ্টান্ত); ন ত্যজেৎ—তাহা ত্যাগ করিতে নাই, ত্যাগ করিবে না, ত্যাগ করা উচিত নহে; ধূমেন অগ্নিঃ ইব—যেমন অগ্নি কিছু-না-কিছু ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে; সর্বারম্ভাঃ হি দোষেণ—তেমনই সকল প্রকারের কর্ম কোনও না কোন দোষের দ্বারা আবৃত থাকে। অতএব

৪৯। সর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ—কোনও কিছুতে আসক্তি না রাখিয়া; জিতাত্মা মনকে জয় করিয়া; বিগতস্পৃহঃ—স্পৃহাশূন্য হইয়া, কামনা ত্যাগ করিয়া; সংন্যাসেন—কর্মফলের ত্যাগের দ্বারা; পরমাং—সর্বোৎকৃষ্ট; নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি—নিষ্কর্মতা (অর্থাৎ কর্ম করা সত্ত্বেও কর্মফলের দ্বারা বন্ধনের অভাব) অধিকার করিয়া থাকে (৩।৪ দ্রষ্টব্য)।

গীতার নৈষ্কর্ম্য হইতেছে কর্মানুষ্ঠান কিন্তু কর্মফলের দ্বারা বদ্ধ না হওয়া; গীতার মতে কর্ম ত্যাজ্য নহে। সামাজিক ব্যবস্থায় হীন বলিয়া গণ্য চণ্ডালাদিও নিজ স্বকর্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করিলে মোক্ষলাভের যোগ্য হয়।

৫০। সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ—পূর্বোক্ত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি যিনি পাইয়াছেন; যথা—যে প্রকারে, রীতিতে; ব্রহ্ম আপ্নোতি—ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন; জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা—যাহা জ্ঞানের চরম অবস্থা; সমাসেন—সংক্ষেপে।

৫৩। বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ—শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া; ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য—ধারণাশক্তির দ্বারা (১৮।৩৩) অন্তঃকরণকে সংযত করিয়া; ব্যুদস্য—বি+উৎ+√অস্+যপ্—বিশেষ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া; বিবিক্তসেবী—পবিত্র দেশে (স্থলে), একান্তে থাকার অভ্যাস করিয়া (১৩।১০); লঘ্বাশী—(লঘু+অশ্+ণিনি)—লঘু ভোজনকারী (৬।১৭, ১৭।৮১); যত-বাক্-কায়-মানসঃ—বাক্য শরীর কর্ম এবং মনের সংযম করিয়া; নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ—সর্বদাই অধ্যাত্মচিন্তাশীল (১৩।১১); বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ—বৈরাগ্যকে (কাষায় বসন নহে) দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া; অহঙ্কারং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

......(১৬।১৮); পরিগ্রহং—ভোগের উদ্দেশ্যে কোনও পদার্থের সংগ্রহ; বিমুচ্য—পরিত্যাগ করিয়া; শান্তঃ—সকল প্রকার বিক্ষেপরহিত; ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মীভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য; কল্পতে—যোগ্য, উপযুক্ত হয়।

৫৪। এরূপ ব্যক্তির লক্ষণ—ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা—ব্রহ্মভূত ব্যক্তির আত্মা (মন) প্রসন্ন (স্বচ্ছ) হইয়া যায়; ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি—তাঁহার কোনও-কিছুর প্রতি দ্বেষ (দুঃখ) বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না; এইরূপ সাধকের শেষ লাভ কি? ভক্তি; সর্বেষু ভূতেষু সমঃ—সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের প্রতি সমভাবাপন্ন হন, সমান দৃষ্টিসম্পন্ন হন (৫।১৮, ১৯; ৬।২৯); পরাং মদ্‌ভক্তিং লভতে—আমার প্রতি সর্বোত্তম ভালবাসার ভাব লাভ করেন। এই পরা ভক্তিই 'জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা' (১৮।৫০)।

৫৫। ভক্ত্যা—এই ভক্তির সাহায্যে; মাম্ অভিজানাতি—আমাকে সর্বতোভাবে জানিতে পারে; যাবান্—যত বড় বা যত ক্ষুদ্র আমি; যৎ+পরিমাণে বতুপ্ (২।৪৬); যঃ চ—যাহা আমি; তত্ত্বতঃ—সত্য সত্যই, কাহারও মন-গড়া-মত নহে; জ্ঞাত্বা—জানিয়া; বিশতে—আমাতে প্রবেশ করে; তদনন্তরং—তৎকালেই; ভগবান্‌কে জানা এবং তাঁহাতে প্রবিষ্ট হওয়ার মধ্যে সময়ের কোনও ব্যবধান নাই। তাঁহাকে জানা অর্থই তাঁহাকে ভালবাসা; এবং তাঁহাকে ভালবাসা অর্থই তাঁহার ভিতরে (তাঁহার ক্রোড়ে?) অবস্থান করা (৩।২৯)।

৫৬। গীতার উপদেশ—কর্মত্যাগ করিতে হয় না, অতএব—মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—আমাকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ অন্য কিছুকে আশ্রয় না করিয়া; সর্বকর্মাণি অপি কুর্বাণঃ—সকল প্রকার কর্ম করিতে থাকিলেও; মৎপ্রসাদাৎ—আমার অনুগ্রহে; শাশ্বতং অব্যয়ং পদম্ আপ্নোতি—নিত্য অবিকারী স্থান প্রাপ্ত হয়।

৫৭। সর্বকর্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য—মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম (কর্মের ফলে আকাঙ্ক্ষা) আমাতে সংন্যাস করিয়া, ত্যাগ করিয়া, সমর্পণ করিয়া; কর্ম ত্যাগ করিয়া নহে; মৎপরঃ—মৎপরায়ণ; আমিই তোমার সব এই ভাবনা রাখ; বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য—(২।৪৮, ৪৯) সমবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া; যোগঃ=উপায়, কৌশল বা যুক্তি—'যোগঃ সংহননোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষু'—অমরকোষ; মচ্চিত্তঃ—সর্বদা মন আমাতে লাগাইয়া রাখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৮। সর্বদুর্গাণি—সমস্ত বিপদ্, সঙ্কট অর্থাৎ কর্মের শুভ-অশুভ ফল-সমূহ; অহঙ্কারাৎ—অহঙ্কার অবলম্বন করিয়া; অহঙ্কারের বশে; আমার বশে (মদ্ব্যপাশ্রয়) না হইয়া; ন শ্রোষ্যসি—না শোন; এই কর্মযোগের রহস্য জানিয়া যদি নিষ্কাম হইয়া কর্মানুষ্ঠান না কর; বিনঙ্ক্ষ্যসি—বিনাশ প্রাপ্ত হইবে—অর্থাৎ তত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

৫৯। ন যোৎস্য ইতি মন্যসে—(২।৯) যুদ্ধ করিব না বলিয়া মনে করিতেছ; তব এষ ব্যবসায়ঃ মিথ্যা—তোমার এই নিশ্চয় (সিদ্ধান্ত) বৃথা (৩।৩০, ৮।৭, ১১।৩৪); কেন-না—প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি—তোমার প্রকৃতি, স্বভাব (যাহা তোমার সহ-জ ধর্ম দিয়াছে), তোমাকে (যুদ্ধে) নিযুক্ত করিবেই।

৬০। মোহাৎ কর্তুং নেচ্ছসি—যে কর্ম (যুদ্ধ) মোহবশতঃ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না (২।৭ 'ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ'); অর্জুনের যুদ্ধে অনিচ্ছা মোহের পরিচায়ক, কৃপা অর্থাৎ দয়ার পরিচায়ক নহে; তাহা হৃদয়-দৌর্বল্যেরই (২।৩) লক্ষণ।

৬১। একজন সচেতন চালক আছেন, প্রকৃতি নিজে ত অচেতন! মায়য়া—মায়ার দ্বারা; এই মায়া তাঁহারই শক্তি ('মম মায়া' ৭।১৪); যন্ত্রারূঢ়ানি—সকল পদার্থকে যেন যন্ত্রে আরূঢ় করান হইয়াছে; ভ্রাময়ন্—ভ্রমণ করাইতেছেন; হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি—তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।

মায়া, প্রকৃতি, স্বভাব—সকলেরই পশ্চাতে তিনি আছেন; তিনিই চালাইতেছেন; তৎপর, তচ্চিত্ত হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া 'সর্বকর্মাণি' করিতে হইবে (১৮।৫৬, ৫৭......)।

৬২। তমেব শরণং গচ্ছ—তাহারই শরণ (আশ্রয়) লও; সর্বভাবেন—সর্বতোভাবে; তৎপ্রসাদাৎ='মৎপ্রসাদাৎ' ১৮।৫৬; স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্—'শাশ্বতং' ......১৮।৫৬।

৬৩। গুহ্যাৎ গুহ্যতরং—গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তর অর্থাৎ অতিগূঢ় রহস্য; অশেষেণ এতৎ বিমৃশ্য—এই জ্ঞানের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ, তন্ন-তন্ন, সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া; যথেচ্ছসি তথা কুরু—এখন যেরূপ ইচ্ছা হয় সেইরূপ কর।

ভগবান্ প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন:—প্রকৃতির তিনগুণের দ্বারা সকলের কর্ম নিয়মিত; স্বকর্ম করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়—ইহা জানিয়া ভগবানের শরণ লওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিত; তাঁহারই কৃপায় পরম শান্তি ও অব্যয়-স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়·····ইত্যাদি প্রত্যেকটি স্তর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে বিচার করিলেই তুমি যে 'অনহংবাদী' (১৮।২৬) হইয়া যাইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। তখন তোমার ইচ্ছা হইবে ভগবদিচ্ছারই অনুসারিণী, অতএব তোমার সেই ইচ্ছানুসারে কর্ম কর—তাহাতে ভগবানেরই প্রীতি হইবে।

'অশেষেণ এতৎ বিমৃশ্য' কাহারও ইচ্ছা আর ত ভোগের ইচ্ছা হয় না, পরের অনিষ্ট-করণের ইচ্ছা হয় না, কর্তব্য-পরিত্যাগের ইচ্ছা হয় না; সে ইচ্ছা হয় আত্মসমর্পণের ইচ্ছা, সর্বভূতের হিতকরণের ইচ্ছা, যন্ত্রীর হস্তে যন্ত্র হইবার ইচ্ছা, ভগবানের আজ্ঞানুসারে চলিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই 'যথা' ইচ্ছা, অন্যপ্রকার ইচ্ছা হইতেছে—অ-'যথা' ইচ্ছা।

৬৪। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়ম্—তুমি যে আমায় অতিশয় অভিলষিত, তুমি যে আমার নিজজন, তোমার মোহমুগ্ধ ভাব দেখিয়া সেই ভাব হইতে তোমাকে আমি যে নিষ্কাশন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি—তোমাকে জগতের সম্মুখে আদর্শকর্মী, জ্ঞানী, ভক্তরূপে স্থাপন করিবার ইচ্ছা যে আমার হইয়াছে; তোমাকে কি ছাড়িয়া দিতে পারি? ৯।৩১-এ যে বলিয়াছি 'কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি!'

ভূয়ঃ—পুনর্বার। পূর্বে ত নানাভাবে উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তুমি নানা সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছ; মনে হয়, তুমি ভাল করিয়া সেই সকল উপদেশ ধারণা করিতে পার নাই; সেই জন্যই সব উপদেশের সার পুনঃ বলিতেছি।

৬৫। তোমার সকল মনন (thinking), সকল আনন্দৈষণা (feeling) এবং সকল কর্মৈষণা (willing) আমাকে কেন্দ্র করিয়া চলিতে থাকুক; [মন্মনাঃ, মদ্ভক্তঃ, মদ্‌যাজী—৯।৩৪ দ্রষ্টব্য]।

মাং নমস্কুরু—তুমি (individual) আমার (Cosmic Good) কাছে নত হও অর্থাৎ 'অহংটি'কে আমার পদতলে অর্পণ কর। ইহাই ত সাধন। প্রিয়োঽসি মে—তুমি যে আমার <u>আপন জন</u> (১১।৪৪, ১২।১৪ প্রিয় দ্রষ্টব্য)। ৯।২৯-এ ভগবান্ বলিয়াছেন, 'ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ'; এখানে বলিতেছেন, 'প্রিয়োঽসি মে'। কাজেই 'প্রিয়' শব্দের অর্থ <u>'আপন জন'</u>।

অর্জুন যে শ্রীকৃষ্ণের <u>আপন জন</u> সে সম্বন্ধে—মহাভারত বনপর্বে—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি (বন. ১২।৪৫)—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে।
যস্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্ত্বামনু স মামনু ॥'

—এরূপ ভাবের উক্তি মহাভারতের অন্যান্য পর্বেও আছে। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ, অর্জুন নর; 'নারায়ণো নরশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধা কৃতম্।' (উদ্যোগ ৪৯।২০);

এমন কি, দুর্য্যোধনও বলিয়াছেন—

'আত্মা হি কৃষ্ণঃ পার্থস্য কৃষ্ণস্যাত্মা ধনঞ্জয়ঃ' (সভা ৫২।৩১)।

৬৬। ৬৫-বর্ণিত সাধন অবলম্বন করিতে গিয়া যদি অর্জুনের বা কোনও সাধকের (সত্যান্বেষীর, তত্ত্বান্বেষীর) মনে হয় যে, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অন্যান্য কর্ম (ধর্ম) অনুষ্ঠানের বিধান ত দৃষ্ট হয়—তবে সেগুলির দশা কি হইবে? উত্তর এই ৬৬—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য—অন্য সকল ধর্ম ত্যাগ করিয়া।

সর্বধর্ম—অহিংসা, যাগযজ্ঞ, মাতৃসেবা, পিতৃসেবা, আচার্যসেবা, ইষ্টাপূর্ত, দান, সত্যকথন, অস্তেয়, অক্রোধ, চতুর্থাশ্রমের সংন্যাসধর্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান; এগুলি পরিত্যাগের সার্থকতা কি? এগুলির লক্ষ্য ভগবৎপ্রাপ্তি; সেই ভগবানেরই সাক্ষাৎ শরণ লইতে পারিলে অর্থাৎ উপেয়কে ধরিতে পারিলে উপায়ের আর প্রয়োজন থাকে না। নতুবা যিনি উপেয়ের সাক্ষাৎ পান নাই তাঁহার পক্ষে 'উপায়'গুলি অবশ্য অবলম্বনীয় ত বটেই।

মাং শরণং ব্রজ—আমাকে আশ্রয় কর;—মাং ব্যপাশ্রিত্য ৯।৩২; মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ১৮।৫৬; মাম্ উপেত্য ৮।১৫,১৬; মাম্ আশ্রিত্য ৭।২৯; মদাশ্রয়ঃ ৭।১। একং—এক যে আমি, সেই আমাকে; ১৮।২০, ৭।৭, ৭।১৯; মাং শরণং ব্রজ, কিম্ভূতং মাম্? একম্। বহুর, নানার, বিভক্তের মধ্যে যে এক তাঁহার শরণ লইতে হইবে। কোনও বিশিষ্ট বিগ্রহ বা দেবতার কথা এখানে বলা হয় নাই। সেরূপ বলার অভিপ্রায় থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেন, মাম্ এব শরণং ব্রজ; তিনি বলিয়াছেন, 'মাম্ একং শরণং ব্রজ।' এখানে, একং মাং শরণং ব্রজ কেবল আমার শরণ লও— এরূপ অর্থ নহে; মাং শরণং ব্রজ, কিম্ভূতং মাং? একম্—এরূপই অর্থ।

'উদ্দেশ্য,' 'বিধেয়ের' বিচারও এখানে ইষ্ট। একং—শব্দের অর্থ ONE অর্থাৎ THE ONE WITHOUT A SECOND.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম-শব্দে যদি কোনও ব্যক্তি শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম বুঝেন এবং বলেন,—এই বিশ্বে একমাত্র শক্তিই প্রকটিত, অন্য কিছুই নাই—'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ'—তাঁহাকেই সাত্ত্বিক, রাজস, তামস-ভেদে আমার কায়িক, বাচনিক, মানসিক প্রণাম করি, (নমঃ ৯ বার) (চণ্ডী ৫।৭৮-৮০ মার্কণ্ডেয় পুরাণ); অথবা বলেন,—এই বিশ্ব একমাত্র বাসুদেবেরই প্রকাশ এবং তিনিই ইহা ব্যাপিয়া আছেন—'বাসনাদ্ বাসুদেবস্য বাসিতং ভুবনত্রয়ম্' (বিষ্ণু-সহস্রনাম, ১২৭) বা 'একো বিষ্ণুর্মহদ্ ভূতং পৃথগ্‌ভূতান্যনেকশঃ (বিষ্ণু-সহস্রনাম ১২০, মহাভারত, অনুশাসন পর্ব); অথবা বলেন,

'যস্মিন্ সর্বে যতঃ সর্বে যঃ সর্বে সর্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্বময়ো দেবস্তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ॥'

(ভীষ্মস্তবরাজঃ ৯২, মহাভারত শান্তিপর্ব)—তিনিও ঐ ঐ ধর্মের পৃথক্ পৃথক্ আচার পরিত্যাগ করিয়া 'একের' শরণ লইতে পারেন।

সর্বপাপেভ্যঃ—সমস্ত পাপ অর্থাৎ কর্মবন্ধন হইতে; দুই-এর জ্ঞান, পৃথক্ত্বের বা নানাত্বের জ্ঞান থাকিলে ভগবানের কাছে যাওয়া যায় না; ভগবান্‌ই কৃপা করিয়া এই দুই-এর বন্ধন খসাইয়া দেন; মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ—মুক্ত করিয়া দিব, ভয় করিও না, দুঃখ করিও না। আমার অমুক ব্রত করা হইল না, অমুক আচার পালন করা হইল না, তবে ত ধর্মভ্রষ্ট হইলাম—এরূপ ভয় বা দুঃখ করিও না; একের শরণ লও, সব বন্ধন খসিয়া যাইবে।

৬৭। গীতা-তত্ত্বের অর্থাৎ **জ্ঞানে** প্রতিষ্ঠিত ভক্তি-সাধন-যুক্ত কর্মযোগের (১২।১৩র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) উপদেশ শেষ করিয়া শ্রীভগবান্ এক্ষণে ইহার অধিকারী অনধিকারীর বিষয়ে বলিতেছেন।

অনধিকারী। অতপস্কায় অভক্তায় অশুশ্রূষবে ন বাচ্যম্—যে তপস্যা (চেষ্টা, effort) করে না, যে ভজন করে না, অর্থাৎ এক অদ্বয় তত্ত্বকে ভালবাসে না, যে এসব কথা শুনিতে চাহে না তাহাকে ইহা বলা উচিত নহে। **ন** চ মাং যোঽভ্যসূয়তি—আর, যে আমাকে দ্বেষ করে তাহাকেও ইহা বলা উচিত নহে—অর্থাৎ যে বলে যে, পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাহিরে (এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতরেও) আপাতঃ অদৃশ্য ও অধোক্ষজ পরম সত্য বলিয়া কিছুই নাই—তাহাকে গীতার তত্ত্ব বলিলে সে কদর্থ করিবে।

৬৮-৬৯। অধিকারী। মদ্‌ভক্তেষু—আমার ভক্তদিগকে অর্থাৎ যাহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাহাদিগকে (বলা উচিত); অভিধাস্যতি—বুঝাইয়া বলিবে; ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা—সে ব্যক্তি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করিয়া (১৮।৫৫); মাম্ এব এষ্যতি—আমাতেই আসিবে; অসংশয়ঃ—এরূপ ব্যক্তি সর্বসংশয় শূন্য হয়।

৬৯। গীতার অধ্যাপক।

৭০। গীতার পাঠক।

ইমং ধর্ম্যং সংবাদং—তোমার-আমার মধ্যে ধর্মপোষক, ধর্মানুগত এই যে কথোপকথন; য অধ্যেষ্যতে—যিনি পাঠ করিবেন; তেন জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্—তাঁহার দ্বারা আমি জ্ঞানরূপযজ্ঞে পূজিত হইব; ইষ্টঃ—√যজ্‌+ক্ত।

৭১। গীতার শ্রোতা।

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ—শ্রদ্ধাশীল এবং দ্বেষবুদ্ধিশূন্য; গীতার উপযুক্ত শ্রোতার দৃষ্টান্ত অর্জুন। (১৮।৭৩—উক্তি)

৭২। কচ্চিৎ—(অব্যয়)—আমি জানিতে চাই; 'কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে'; একাগ্রেণ চেতসা—অবিক্ষিপ্ত মনে; অজ্ঞানসম্মোহঃ—অজ্ঞানজনিত মোহ (২।৭); কোন্‌টি কর্তব্য, কোন্‌টি অকর্তব্য—এবিষয়ে তোমার যে মোহ ছিল, যাহার ফলে তুমি 'ন যোৎস্যে' বলিয়াছিলে; প্রনষ্টঃ—সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে ত, একেবারে সরিয়া গিয়াছে ত?

৭৩। অচ্যুত!—সর্ব-অবস্থায় অবিচলিত! আমি স্বজন ও গুরুজনকে দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলাম; ত্বৎপ্রসাদাৎ—তোমার অনুগ্রহে; মোহঃ নষ্টঃ—(২।৭এর) মোহ চলিয়া গিয়াছে; স্মৃতিঃ লব্ধা—স্মৃতি (পুনঃ) লাভ করিয়াছি; আমি যে ক্ষত্রিয়, ধর্ম্যযুদ্ধ যে আমার স্বভাবজ কর্ম—ইহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম; এখন আমার স্বভাবের, স্বরূপের, স্বকর্মের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে পুনরধিকার করিয়াছি; স্থিতঃ অস্মি—দণ্ডায়মান হইয়াছি। আগে অর্জুন 'রথোপস্থ উপাবিশৎ' (১।৪৭) বসিয়া পড়িয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ (২।৩) বলিয়াছিলেন, 'উত্তিষ্ঠ' (উৎ+√স্থা+লোট্) উঠিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়াও। অপরের উপদেশে মানুষ তখনই উপদিষ্ট কার্য করে যখন সে নিজে বুঝে যে, অমুক কার্য করা উচিত অথবা যখন উপদেষ্টার উপর নির্ভর করিতে পারে। অর্জুন এখন বলিতেছেন,—তোমার কৃপায় কর্তব্য বুঝিয়াছি; এখন তুমি জানিতে চাও—মোহ চলিয়া গিয়াছে কিনা; দেখ না ভাই, তোমার যে-অর্জুন বসিয়া পড়িয়াছিল, সে-যে এখন দাঁড়াইয়াছে! √স্থা অর্থ দাঁড়ানো।

গতসন্দেহঃ—সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে; ২।৪-৬; 'কতরৎ নো গরীয়ঃ'? তব বচনং—তোমার আজ্ঞা; করিষ্যে—পালন করিব।

ভীষ্ম-দ্রোণের এবং স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব, তাহাই যে এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য (স্বধর্ম)।

রাজ্যলোভে নহে, ভোগের জন্য নহে (১৩২), কোনও প্রকার ক্ষুদ্র প্রীতির জন্য নহে (১৩৬), কিন্তু স্বধর্ম বলিয়া; সর্বোপরি, তুমি আদেশ করিয়াছ বলিয়া। ইহাতেই যে আমার সিদ্ধিলাভ (২।১৮, ২।৩৭, ২।৩৮, ৩।৩০, ৮।৭, ১১।৩৪); করিষ্যে—আত্মনেপদী—কর্তব্যপালনে আমারই যে সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ হইবে (১৮।৪৬)।

৭৪। অদ্ভুতং রোমহর্ষণং—অদ্ভুত রহস্যযুক্ত এবং রোমাঞ্চকর (কথোপকথন); অশ্রৌষম্—শুনিয়াছি; সাক্ষাৎভাবে শুনিয়াছি—পরোক্ষে নহে; পরোক্ষে শুনিলে 'লিট্' প্রয়োগ হইত; এখানে 'লুঙ্' প্রয়োগ হইয়াছে।

৭৫। ব্যাসপ্রসাদাৎ—ব্যাস সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দিয়াছিলেন; ধৃতরাষ্ট্রকেই দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র স্বজননাশ দেখিতে চাহেন নাই। যোগং—কর্মযোগ; কর্মযোগের তত্ত্ব (২।৩৯, ৪৮, ৫০; ৪।১-৩, ৬।৩৩); যোগেশ্বরাৎ—যোগ = অচিন্তনীয় সামর্থ্য, অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে প্রকট হওয়ার সামর্থ্য; এই যোগ-সামর্থ্য যাঁহার অধীন—সেই যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখে শুনিয়াছি (৭।২৫ যোগমায়া)।

৭৬। পুণ্যং—পবিত্রতা-সম্পাদনকারী; সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য—(যতই স্মরণ করিতেছি) পুনঃ পুনঃ সম্যগ্‌রূপে স্মরণ করিয়া; মুহুঃ মুহুঃ—বারবার; তাহা ভুলিতে পারিতেছি না; হৃষ্যামি—রোমাঞ্চিত হইতেছি।

৭৭। তৎ চ হরেঃ অদ্ভুতং রূপম্—আরও শ্রীহরির সেই অতি-আশ্চর্য বিশ্বরূপ; মহান্ বিস্ময়ঃ—অত্যন্ত বিস্ময় হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭৮। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ—যে স্থানে, যে ব্যাপারে, অচিন্তনীয়-সামর্থ্য-সম্পন্ন কৃষ্ণ আছেন অর্থাৎ যেখানে জ্ঞান, কৌশল, যোগ, বিচারের মূর্তি উপস্থিত আছেন ; যত্র পার্থঃ ধনুর্ধরঃ—যে স্থানে, যে ব্যাপারে গাণ্ডীবধারী অর্জুন আছেন অর্থাৎ যেখানে শক্তির প্রয়োগকৌশলাভিজ্ঞ কর্মবীর আছেন ; দুইটি 'যত্র'—একটি ব্যাপারকেই নির্দেশ করিতেছে অর্থাৎ যে ব্যাপারে জ্ঞানের ও কর্মের সমাবেশ হইয়াছে, যে ব্যাপারে জ্ঞান-কর্মে বিরোধ নাই,—মিলন আছে (১২।১৩র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ; তত্র—সে স্থানে, সে ব্যাপারে ; শ্রীঃ—শোভা, সৌন্দর্য ; জ্ঞান-কর্মের মিলনেই প্রকৃত সৌন্দর্য ; বিজয়ঃ—জয়লাভ, সকল কর্মেই জয়লাভ ; ভূতিঃ—ঐশ্বর্য, সম্পদ্ ; ধ্রুবা নীতি—অচলা সন্নীতি, অটল ন্যায়ধর্ম বর্তমান থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের বাহ্য সম্মেলন অপেক্ষা আন্তর সম্মেলন অর্থাৎ জ্ঞান-কর্মের সম্মেলন জয় আনয়ন করিবেই। অতএব এ যুদ্ধে যে পাণ্ডবপক্ষের জয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই —ইহাই আমার, সঞ্জয়ের, অভিমত।

এরূপে শ্রীমান্ ভগবানের দ্বারা গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কর্মযোগ শাস্ত্রে,—যাহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনরূপে প্রকাশিত,—মোক্ষ-সংন্যাস যোগ (কাম্যকর্মের সংন্যাস) নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ইতি—এইরূপে ; ···গীতাসু—'উপনিষৎসু'র বিশেষণ ; উপনিষৎসু—উপ+নি+ √সদ্+ক্বিপ্, সপ্তমীর বহুবচন (গৌরবে),—গুরুর নিকটে গিয়া একান্তে বসিয়া যে বিদ্যা গ্রহণ করা যায় এবং যাহা ভব-বন্ধন বিশীর্ণ করিয়া দিতে পারে এমন বিদ্যাই উপনিষৎ বিদ্যা। বৈদিক সাহিত্য='মন্ত্র'+'ব্রাহ্মণ', ব্রাহ্মণের অন্তভাগ আরণ্যক, আরণ্যকের অন্ত উপনিষৎ; অতএব বেদের অন্ত উপনিষৎ, এজন্য ইহাকে 'বেদান্ত'ও বলা হয়। ঈশোপনিষৎ হইতেছে শুক্লযজুর্বেদ বাজসনেয়ী সংহিতারই শেষ (৪০) অধ্যায়, ইহা আরণ্যকের 'অন্ত' নহে। ব্রহ্মবিদ্যা—প্রাচীনকালে এই বিদ্যাই ছিল অন্য সকল বিদ্যার ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠা ; যোগশাস্ত্র—কর্মযোগের তত্ত্বজ্ঞাপক শাস্ত্র,—ইহা ব্রহ্মবিদ্যারই অন্তর্গত ; শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে—সংবাদ=কথোপকথন, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই কথোপকথনরূপে ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত কর্মযোগের রহস্যকথা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের দর্শনশাস্ত্ররচনাশৈলী ইহাতে অনুসৃত হয় নাই, কথোপকথনপ্রসঙ্গে যখন যে প্রশ্ন বা তত্ত্ব মনে জাগিয়াছে তখনই তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে ; সংবাদসাহিত্যের ইহাই বৈশিষ্ট্য ; প্রিয়তম বন্ধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয় বন্ধুকে এই রহস্যকথা মধুর করিয়া বলিয়াছেন, এজন্যই এই গ্রন্থ এমন উপাদেয় হইয়াছে।

'তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা'ই মনুষ্য-জীবনের পরম অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন; এই 'অর্থ' চারি প্রকার—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং জগৎতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে মনুষ্য-জীবন হয় সার্থক। ভারতে এই তত্ত্বত্রয়ী প্রকাশ করিয়াছেন ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে—১) 'গুরু'-ভাষায় বেদ, ২) 'বন্ধু'-ভাষায় গীতা এবং ৩) 'কান্ত'-ভাষায় পুরাণ (বিশেষ করিয়া ভাগবত-পুরাণ)।

এই গ্রন্থ 'বন্ধু'-ভাষায় লিখিত (যথা,—'নৈতৎ ত্বয়্যুপপদ্যতে' ২।৩, 'যথেচ্ছসি তথা কুরু' ১৮।৬৩···); অথচ 'গুরু'-ভাষার ভঙ্গী (যথা,—'অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্‌ক্ষ্যসি'-১৮।৫৮···) এবং 'কান্ত'-ভাষার মধুরত্বও (যথা,—'প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'-১৮।৬৫···) ইহাতে আছে।

ওঁ তৎ সৎ

গীতোক্ত ব্যক্তিদিগের সামান্য পরিচয়

ধৃতরাষ্ট্র—কুরুরাজ দুর্যোধনের অন্ধ পিতা

সঞ্জয়—সূত, সারথি; গবল্গণের পুত্র

কৃষ্ণ—'শ্রবণ-মঙ্গল-নামধেয়', 'নারায়ণ'-অবতার, যদুকুলে প্রকট পরমাত্মা (THE COSMIC GOOD)

অর্জুন—'নর'-অবতার, তৃতীয় পাণ্ডব (INDIVIDUAL GOOD)

ভীষ্ম—বৃদ্ধ পিতামহ; ইনি রাজ্য গ্রহণ করেন নাই বলিয়া ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজ্যের অধিকারী হন; মহাভারতের এক অদ্বিতীয় পবিত্রচরিত্র মহাত্মা

দ্রোণ—ব্রাহ্মণ, কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষক

কৃপ—দ্রোণশ্যালক, বিখ্যাত ধনুর্বেদাচার্য, শরদ্বানের পুত্র

অশ্বত্থামা—দ্রোণপুত্র

দুর্যোধন—ধৃতরাষ্ট্রপুত্র

কর্ণ—অঙ্গরাজ, দুর্যোধন-পক্ষীয় মহাবীর যোদ্ধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকর্ণ—ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র

জয়দ্রথ—দুর্যোধনের ভগিনীপতি, দুঃশলার স্বামী

অভিমন্যু—অর্জুন-সুভদ্রার পুত্র

ভূরিশ্রবা—সোমদত্তের পুত্র

বৃকোদর—ভীম, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা

নকুল, সহদেব—মাদ্রীপুত্র, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা

কাশিরাজ—কাশীদেশের রাজা

দ্রুপদ—পাঞ্চাল দেশের রাজা

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদপুত্র, পাণ্ডবদের সেনাপতি

সাত্যকি (যুযুধান)—যদুবংশের প্রসিদ্ধ বীর যোদ্ধা (ভক্ত)

পুরুজিৎ কুন্তিভোজ—কুন্তীদেবীর পালকপিতা কুন্তিভোজ ; ইঁহার পুত্রের নাম পুরুজিৎ

বিরাট—মৎস্যদেশের রাজা

ধৃষ্টকেতু—শিশুপালের পুত্র

শৈব্য—একজন প্রসিদ্ধ দাতা রাজা (মহা-অনুশাসন পর্ব)

উত্তমৌজা—পাঞ্চাল দেশের রাজা, দ্রুপদের অন্যতম পুত্র

জনক—মিথিলাপতি রাজর্ষি, আদর্শ গৃহস্থ, সর্বকর্মে অলিপ্ত

মনু—কশ্যপের পৌত্র, বিবস্বানের পুত্র, ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চম অনুবাকের অন্যতম ঋষি বৈবস্বত মনু

ইক্ষ্বাকু—মনুর পুত্র, অযোধ্যার আদি নরপতি

ব্যাস—মহাভারতকার

অসিত, দেবল—ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের বিশটি (৫-২৪) সূক্তের ঋষিদ্বয়

নারদ—ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলের সপ্তম অনুবাকের প্রথম দুই সূক্তের ঋষি, পর্বত অন্যতর ঋষি

উশনা—ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলের নবম অনুবাকের চতুর্থ সূক্তের ঋষি 'কাব্যঃ উশনাঃ'

ভৃগু—ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলের তৃতীয় অনুবাকের পঞ্চম সূক্তের ঋষি

কপিল—সেশ্বরসাংখ্য-প্রবর্তয়িতা, কর্দম-দেবহূতির পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোক-সূচী

অকীর্ত্তিঞ্চাপি	২।৩৪
অক্ষরং ব্রহ্ম	৮।৩
অক্ষরাণামকারঃ	১০।৩৩
অগ্নির্জ্যোতিঃ	৮।২৪
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্য-	২।২৪
অজোঽপি সন্	৪।৬
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ	৪।৪০
অত্র শূরা মহেষ্বাসাঃ	১।৪
অথ কেন প্রযুক্তঃ	৩।৩৬
অথ চিত্তং	১২।৯
অথ চেৎ ত্বম্	২।৩৩
অথ চৈনং নিত্যজাতম্	২।২৬
অথবা বহুনৈতেন	১০।৪২
অথবা যোগিনামেব	৬।৪২
অথ ব্যবস্থিতান্	১।২০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি	১২।১১
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি	১১।৪৫
অদেশকালে	১৭।২২
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্	১২।১৩
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি	১৮।৩২
অধর্ম্মাভিভবাৎ	১।৪১
অধশ্চোর্দ্ধ্বং	১৫।২
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ	৮।৪
অধিযজ্ঞঃ কথং	৮।২
অধিষ্ঠানং তথা	১৮।১৪
অধ্যাত্মজ্ঞান-	১৩।১১
অধ্যেষ্যতে চ যঃ	১৮।৭০
অনন্তবিজয়ং	১।১৬
অনন্তশ্চাস্মি	১০।২৯
অনন্যচেতাঃ	৮।১৪
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তঃ	৯।২২
অনপেক্ষঃ শুচিঃ	১২।১৬
অনাদিত্বাৎ	১৩।৩১
অনাদিমধ্যান্তম্	১১।১৯
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলম্	৬।১
অনিষ্টমিষ্টম্	১৮।১২
অনুদ্বেগকরং	১৭।১৫
অনুবন্ধং ক্ষয়ম্	১৮।২৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ	১৬।১৬
অনেকবক্ত্রনয়নম্	১১।১০
অনেকবাহূদর-	১১।১৬
অন্তকালে চ	৮।৫
অন্তবত্তু ফলম্	৭।২৩
অন্তবন্ত ইমে	২।১৮
অন্নাদ্ ভবন্তি	৩।১৪
অন্যে চ বহবঃ	১।৯
অন্যে ত্বেবম্	১৩।২৫
অপরং ভবতো জন্ম	৪।৪
অপরে নিয়তাহারাঃ	৪।৩০
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং	৭।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপর্যাপ্তং ১।১০
অপানে জুহ্বতি ৪।২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারঃ ৯।৩০
অপি চেদসি ৪।৩৬
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিঃ ১৪।১৩
অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ১৭।১১
অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ ১৬।১
অভিসন্ধায় তু ১৭।১২
অভ্যাসযোগযুক্তেন ৮।৮
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থঃ ১২।১০
অমানিত্বম্ ১৩।৭
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য ১১।২৬
অমী হি ত্বাং ১১।২১
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ ৬।৩৭
অয়নেষু চ সর্বেষু ১।১১
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ ১৮।২৮
অবজানন্তি মাং ৯।১১
অবাচ্যবাদাংশ্চ ২।৩৬
অবিনাশি তু তৎ ২।১৭
অবিভক্তং চ ভূতেষু ১৩।১৬
অব্যক্তাদীনি ২।২৮
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ ৮।১৮
অব্যক্তোঽক্ষরঃ ৮।২১
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঃ ২।২৫
অব্যক্তং ব্যক্তিম্ ৭।২৪
অশাস্ত্রবিহিতং ১৭।৫
অশোচ্যানন্বশোচঃ ২।১১
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ৯।৩
অশ্রদ্ধয়া হুতং ১৭।২৮
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাম্ ১০।২৬
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র ১৮।৪৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ ১৩।৯
অসত্যমপ্রতিষ্ঠম্ ১৬।৮
অসৌ ময়া হতঃ ১৬।১৪
অসংযতাত্মনা ৬।৩৬
অসংশয়ং মহাবাহো ৬।৩৫
অস্মাকং তু বিশিষ্টাঃ ১।৭
অহঙ্কারং…সংশ্রিতাঃ ১৬।১৮
অহঙ্কারং…পরিগ্রহম্ ১৮।৫৩
অহং ক্রতুঃ ৯।১৬
অহমাত্মা গুড়াকেশ ১০।২০
অহং বৈশ্বানরঃ ১৫।১৪
অহং সর্বস্য প্রভবঃ ১০।৮
অহং হি সর্বযজ্ঞানাম্ ৯।২৪
অহিংসা সত্যম্ ১৬।২
অহিংসা সমতা ১০।৫
অহোবত মহৎপাপম্ ১।৪৫

আখ্যাহি মে কঃ ১১।৩১
আচার্যাঃ পিতরঃ ১।৩৪
আঢ্যোঽভিজনবান্ ১৬।১৫
আত্মসম্ভাবিতাঃ ১৬।১৭
আত্মৌপম্যেন ৬।৩২
আদিত্যানামহম্ ১০।২১
আপূর্যমাণম্ ২।৭০
আব্রহ্মভুবনাৎ ৮।১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়ুধানামহম্ ১০।২৮
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য- ১৭।৮
আরুরুক্ষোর্মুনেঃ ৬।৩
আবৃতং জ্ঞানম্ ৩।৩৯
আশাপাশশতৈঃ ১৬।১২
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি ২।২৯
আসুরীং যোনিম্ ১৬।২০
আহারস্ত্বপি ১৭।৭
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ ১০।১৩

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন ৭।২৭
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখম্ ১৩।৬
ইতি ক্ষেত্রং তথা ১৩।১৮
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্ ১৫।২০
ইতি তে জ্ঞানম্ ১৮।৬৩
ইত্যর্জুনং বাসুদেবঃ ১১।৫০
ইত্যহং বাসুদেবস্য ১৮।৭৪
ইদং তু তে গুহ্যতমম্ ৯।১
ইদং তে নাতপস্কায় ১৮।৬৭
ইদমদ্য ময়া লব্ধম্ ১৬।১৩
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য ১৪।২
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ১৩।১
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে ৩।৩৪
ইন্দ্রিয়াণাং হি ২।৬৭
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ৩।৪২
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ ৩।৪০
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ ১৩।৮
ইমং বিবস্বতে ৪।১

ইষ্টান্ ভোগান্ ৩।১২
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নম্ ১১।৭
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ ৫।১৯

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ ১৮।৬১

উচ্চৈঃশ্রবসম্ ১০।২৭
উৎক্রামন্তং স্থিতম্ ১৫।১০
উত্তমঃ পুরুষঃ ১৫।১৭
উৎসন্নকুলধর্মাণাম্ ১।৪৪
উৎসীদেয়ুরিমে ৩।২৪
উদারাঃ সর্বে ৭।১৮
উদাসীনবদাসীনঃ ১৪।২৩
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং ৬।৫
উপদ্রষ্টানুমন্তা ১৩।২২

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ ১৪।১৮
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্ ১৫।১

ঋষিভির্বহুধা-গীতম্ ১৩।৪

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং ১১।৩৫
এতদ্যোনীনি ৭।৬
এতন্মে সংশয়ং ৬।৩৯
এতান্ ন হন্তুম্ ১।৩৫
এতান্যপি তু কর্মাণি ১৮।৬
এতাং দৃষ্টিম্ ১৬।৯
এতাং বিভূতিং ১০।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতৈর্বিমুক্তঃ ১৬।২২
এবমুক্তো হৃষীকেশঃ ১।২৪
এবমুক্ত্বা ততঃ ১১।৯
এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ ১।৪৭
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং ২।৯
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং ১১।৩
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং ৪।১৫
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ৪।২
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রম্ ৩।১৬
এবং বহুবিধা যজ্ঞাঃ ৪।৩২
এবং বুদ্ধেঃ পরম্ ৩।৪৩
এবং সততযুক্তাঃ ১২।১
এষা তেঽভিহিতা ২।৩৯
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ ২।৭২

ওমিত্যেকাক্ষরম্ ৮।১৩
ওঁ তৎসৎ ইতি ১৭।২৩

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতম্ ১৮।৭২
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ ৬।৩৮
কট্বম্ললবণা... ১৭।৯
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ ১।৩৯
কথং ভীষ্মমহম্ ২।৪
কথং বিদ্যামহম্ ১০।১৭
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তাঃ ২।৫১
কর্মণঃ সুকৃতস্য ১৪।১৬
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ ৩।২০
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম্ ৪।১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ ৪।১৮
কর্মণ্যেবাধিকারঃ ২।৪৭
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্ ৩।১৫
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ৩।৬
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থম্ ১৭।৬
কবিং পুরাণম্ ৮।৯
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ ১১।৩৭
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাম্ ৪।১২
কাম এষ ক্রোধঃ ৩।৩৭
কামক্রোধবিযুক্তানাম্ ৫।২৬
কামমাশ্রিত্য ১৬।১০
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ ২।৪৩
কামৈস্তৈস্তৈঃ ৭।২০
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং ১৮।২
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা ৫।১১
কার্পণ্যদোষোপহত- ২।৭
কার্যকারণকর্তৃত্বে ১৩।২০
কার্যমিত্যেব ১৮।৯
কালোঽস্মি ১১।৩২
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ ১।১৭
কিং কর্ম কিমকর্ম ৪।১৬
কিং তদ্ ব্রহ্ম ৮।১
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ ৯।৩৩
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্ ১১।৪৬
" " চক্রিণংচ ১১।১৭
কুতস্ত্বা কশ্মলম্ ২।২
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি ১।৪০
কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ ১।২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষিগৌরক্ষ্য	১৮।৪৪	জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা	১৮।১৮
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্	১৪।২১	জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্	৭।২
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ	২।৬৩	জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানম্	৫।১৬
ক্লেশোঽধিকতরঃ	১২।৫	জ্ঞেয়ং যৎ তৎ	১৩।১২
ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ	২।৩	জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী	৫।৩
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা	৯।৩১	জ্যায়সী চেৎ কর্মণঃ	৩।১
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ	১৩।৩৪	জ্যোতিষামপি তৎ জ্যোতিঃ	১৩।১৭
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং	১৩।২		
		তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮।৭৭
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য	৪।২৩	ততঃ পদং তৎ	১৫।৪
গতির্ভর্তা প্রভুঃ	৯।১৮	ততঃ শঙ্খাশ্চ	১।১৩
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ	১।৩০	ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈঃ	১।১৪
গামাবিশ্য চ	১৫।১৩	ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টঃ	১১।১৪
গুণানেতানতীত্য	১৪।২০	তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ	১৩।৩
গুরূনহত্বা হি	২।৫	তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো	৩।২৮
		তত্র তং বুদ্ধিসংযোগম্	৬।৪৩
চঞ্চলং হি মনঃ	৬।৩৪	তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ	১৪।৬
চতুর্বিধা ভজন্তে	৭।১৬	তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্	১।২৬
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্	৪।১৩	তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং	১১।১৩
চিন্তামপরিমেয়াং চ	১৬।১১	তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা	৬।১২
চেতসা সর্বকর্মাণি	১৮।৫৭	তত্রৈবং সতি কর্তারম্	১৮।১৬
		তৎ-ইত্যনভিসন্ধায় ফলং	১৭।২৫
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্	৪।৯	তদ্ বিদ্ধি	৪।৩৪
জরামরণমোক্ষায়	৭।২৯	তদ্-বুদ্ধয়ঃ	৫।১৭
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ	২।২৭	তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী	৬।৪৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য	৬।৭	তপাম্যহম্	৯।১৯
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে	৯।১৫	তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি	১৪।৮
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা	৬।৮	তমুবাচ হৃষীকেশঃ	২।১০
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ	১৮।১৯		

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমেব শরণং গচ্ছ	১৮।৬২	ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২।৪৫
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণি	৩।৪১	ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ	৯।২০
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ	১১।৩৩	ত্বম্ অক্ষরং পরমম্	১১।১৮
তস্মাৎ প্রণম্য	১১।৪৪	ত্বম্ আদিদেবঃ	১১।৩৮
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণম্	১৬।২৪		
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু	৮।৭	দণ্ডো দময়তাম্	১০।৩৮
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতম্	৪।৪২	দম্ভো দর্পোঽভিমানঃ	১৬।৪
তস্মাদসক্তঃ সততম্	৩।১৯	দংষ্ট্রাকরালানি	১১।২৫
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য	১৭।২৪	দাতব্যমিতি	১৭।২০
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো	২।৬৮	দিবি সূর্যসহস্রস্য	১১।১২
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুম্	১।৩৭	দিব্যমাল্যাম্বর-	১১।১১
তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষম্	১।১২	দুঃখমিত্যেব	১৮।৮
তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্	২।১	দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ	২।৫৬
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ-	৬।২৩	দূরেণ হ্যবরং কর্ম	২।৪৯
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্	১৬।১৯	দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্	১।২
তানি সর্বাণি সংযম্য	২।৬১	দৃষ্ট্বেদং মানুষম্	১১।৫১
তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ	১২।১৯	দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-	১৭।১৪
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ	১৬।৩	দেবান্ ভাবয়তানেন	৩।১১
তে তং ভুক্ত্বা	৯।২১	দেহিনোঽস্মিন্ যথা	২।১৩
তেষামহং সমুদ্ধর্তা	১২।৭	দেহী নিত্যমবধ্যঃ	২।৩০
তেষামেবানুকম্পার্থম্	১০।১১	দৈবমেবাপরে	৪।২৫
তেষাং জ্ঞানী	৭।১৭	দৈবী সম্পদ্	১৬।৫
তেষাং সততযুক্তানাম্	১০।১০	দৈবী হ্যেষা	৭।১৪
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্	৪।২০	দোষৈরেতৈঃ	১।৪৩
ত্যাজ্যং দোষবৎ	১৮।৩	দ্যাবাপৃথিব্যোঃ	১১।২০
ত্রিভির্গুণময়ৈঃ	৭।১৩	দ্যূতং ছলয়তাম্	১০।৩৬
ত্রিবিধং নরকস্য	১৬।২১	দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাঃ	৪।২৮
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	১৭।২	দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ	১।১৮

১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ ১১|৩৪
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ ১৫|১৬
দ্বৌ ভূতসর্গৌ ১৬|৬

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ১|১
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ ৩|৩৮
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ৮|২৫
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে ১৮|৩৩
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ ১|৫
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি ১৩|২৪
ধ্যায়তো বিষয়ান্ ২|৬২

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি ৫|১৪
ন কর্মণামনারম্ভাৎ ৩|৪
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং ১|৩২
ন চ তস্মাৎ ১৮|৬৯
ন চ মৎস্থানি ভূতানি ৯|৫
ন চ মাং তানি কর্মাণি ৯|৯
ন চৈতদ্বিদ্মঃ ২|৬
ন জায়তে ম্রিয়তে বা ২|২০
ন তদস্তি পৃথিব্যাম্ ১৮|৪০
ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যঃ ১৫|৬
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্ ১১|৮
ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্ ২|১২
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম ১৮|১০
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ৫|২০
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ ৩|২৬
নভঃস্পৃশং দীপ্তম্ ১১|২৪
নমঃ পুরস্তাৎ ১১|৪০

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ৪|১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনঃ ৭|১৫
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যম্ ৩|২২
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ ১০|২
ন রূপমস্যেহ ১৫|৩
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ১১|৪৮
নষ্টো মোহঃ ১৮|৭৩
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ৩|৫
ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্ ৪|৩৮
ন হি দেহভৃতা শক্যম্ ১৮|১১
ন হি প্রপশ্যামি ২|৮
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ৬|১৬
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপম্ ৫|১৫
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাম্ ১০|৪০
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারম্ ১৪|১৯
নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ ২|১৬
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ২|৬৬
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য ৭|২৫
নাহং বেদৈর্ন তপসা ১১|৫৩
নিমিত্তানি চ পশ্যামি ১|৩১
নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ ১৮|৭
নিয়তং কুরু কর্ম ৩|৮
নিয়তং সঙ্গরহিতম্ ১৮|২৩
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ৪|২১
নির্মানমোহাঃ ১৫|৫
নিশ্চয়ং শৃণু মে ১৮|৪
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ ১|৩৬
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি ২|৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈতে স্মৃতী পার্থ জানন্	৮।২৭	প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	৯।৮
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি	২।২৩	প্রকৃতে গু র্ণসংমূঢ়াঃ	৩।২৯
নৈব কিঞ্চিৎ করোমি	৫।৮	প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি	৩।২৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থঃ	৩।১৮	প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি	১৩।২৯
		প্রজহাতি যদা কামান্	২।৫৫
পঞ্চৈতানি মহাবাহো	১৮।১৩	প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু	৬।৪৫
পত্রং পুষ্পং ফলম্	৯।২৬	প্রযাণকালে	৮।১০
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যঃ	৮।২০	প্রলপন্ বিসৃজন্	৫।৯
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম	১০।১২	প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনাঃ	১৬।৭
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪।১	" " কার্যাকার্যে	১৮।৩০
পরিত্রাণায় সাধূনাম্	৪।৮	প্রশান্তমনসং	৬।২৭
পবনঃ পবতামস্মি	১০।৩১	প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ	৬।১৪
পশ্য মে পার্থ রূপাণি	১১।৫	প্রসাদে সর্বদুঃখানাম্	২।৬৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্	১১।৬	প্রহ্লাদশ্চাস্মি	১০।৩০
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব	১১।১৫	প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং	৬।৪১
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্	১।৩		
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশঃ	১।১৫	বলং বলবতাম্	৭।১১
পার্থ নৈবেহ নামুত্র	৬।৪০	বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্	১৩।১৫
পিতাসি লোকস্য	১১।৪৩	বহূনাং জন্মনামন্তে	৭।১৯
পিতাহমস্য জগতঃ	৯।১৭	বহূনি মে ব্যতীতানি	৪।৫
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাম্	৭।৯	বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য	৬।৬
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ	১৩।২১	বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা	৫।২১
পুরুষঃ স পরঃ	৮।২২	বীজং মাং সর্বভূতানাম্	৭।১০
পুরোধসাং চ মুখ্যম্	১০।২৪	বুদ্ধিযুক্তঃ	২।৫০
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব	৬।৪৪	বুদ্ধির্জ্ঞানম্	১০।৪
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানম্	১৮।২১	বুদ্ধের্ভেদম্	১৮।২৯
প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ	১৪।২২	বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া	১৮।৫১
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব	১৩।১৯	বৃহৎসাম	১০।৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠা ১৪।২৭
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি ৫।১০
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ১৮।৫৪
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ৪।২৪
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্ ১৮।৪১

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া ১১।৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি ১৮।৫৫
ভয়াদ্ রণাদ্ উপরতম্ ২।৩৫
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ ১।৮
ভবাপ্যয়ৌ ১১।২
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ ১।২৫
ভূতগ্রামঃ স এব ৮।১৯
ভূমিরাপোঽনলঃ ৭।৪
ভূয় এব মহাবাহো ১০।১
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্ ৫।২৯
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্ ২।৪৪

মচ্চিত্তঃ সর্ব…… ১৮।৫৮
মচ্চিত্তা মদ্‌গত…… ১০।৯
মৎকর্মকৃৎ ১১।৫৫
মত্তঃ পরতরম্ ৭।৭
মদনুগ্রহায় ১১।১
মনঃপ্রসাদঃ ১৭।১৬
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু ৭।৩
মন্মনা ভব···যুক্ত্বৈবম্··· ৯।৩৪
" " ··· প্রতিজানে··· ১৮।৬৫
মন্যসে যদি ১১।৪

মম যোনিঃ ১৪।৩
মমৈবাংশঃ ১৫।৭
ময়া ততম্ ৯।৪
ময়াধ্যক্ষেণ ৯।১০
ময়া প্রসন্নেন ১১।৪৭
ময়ি চানন্যযোগেন ১৩।১০
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি ৩।৩০
ময্যাবেশ্য মনঃ ১২।২
ময্যাসক্তমনাঃ ৭।১
ময্যেব মন আধৎস্ব ১২।৮
মহর্ষয়ঃ সপ্ত ১০।৬
মহর্ষীণাং ভৃগুঃ ১০।২৫
মহাত্মানস্তু মাং ৯।১৩
মহাভূতান্যহঙ্কারঃ ১৩।৫
মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ১৪।২৬
মা তে ব্যথা মা চ ১১।৪৯
মাত্রাস্পর্শাস্তু ২।১৪
মানাপমানয়োস্তুল্যঃ ১৪।২৫
মামুপেত্য পুনর্জন্ম ৮।১৫
মাং হি পার্থ ৯।৩২
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ১৮।২৬
মূঢ়গ্রাহেণ ১৭।১৯
মৃত্যুঃ সর্বহরঃ ১০।৩৪
মোঘাশা মোঘকর্মাণঃ ৯।১২

য ইদং পরমম্ ১৮।৬৮
য এনং বেত্তি হন্তারম্ ২।১৯
য এবং বেত্তি ১৩।২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যচ্চাপি সর্বভূতানাম্	১০।৩৯	যথা সর্বগতম্	১৩।৩২
যচ্চাবহাসার্থম্	১১।৪২	যথৈধাংসি	৪।৩৭
যজন্তে সাত্ত্বিকাঃ	১৭।৪	যদক্ষরং বেদবিদঃ	৮।১১
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনঃ	৪।৩৫	যদগ্রে চানুবন্ধে চ	১৮।৩৯
যজ্ঞদানতপঃকর্ম	১৮।৫	যদহঙ্কারমাশ্রিত্য	১৮।৫৯
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ	৩।১৩	যদা তে মোহকলিলম্	২।৫২
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ	৪।৩১	যদাদিত্যগতম্	১৫।১২
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ	৩।৯	যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্	১৩।৩০
যজ্ঞে তপসি দানে চ	১৭।২৭	যদা যদা হি ধর্মস্য	৪।৭
যততো হ্যপি	২।৬০	যদা বিনিয়তম্	৬।১৮
যতন্তো যোগিনঃ	১৫।১১	যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে	১৪।১৪
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্	১৮।৪৬	যদা সংহরতে	২।৫৮
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ	৫।২৮	যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু	৬।৪
যতো যতো নিশ্চলতি	৬।২৬	যদি মামপ্রতীকারম্	১।৪৬
যৎ করোষি	৯।২৭	যদি হ্যহং ন বর্তেয়ম্	৩।২৩
যত্তদগ্রে বিষম্	১৮।৩৭	যদৃচ্ছয়া চোপপন্নম্	২।৩২
যত্তু কামেপ্সুনা	১৮।২৪	যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ	৪।২২
যত্তু কৃৎস্নবৎ	১৮।২২	যদ্যদাচরতি	৩।২১
যত্তু প্রত্যুপকারার্থম্.	১৭।২১	যদ্যদ্বিভূতিমৎ	১০ ৪১
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্	৮।২৩	যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি	১।৩৮
যত্র যোগেশ্বরঃ	১৮।৭৮	যয়া স্বপ্নং ভয়ম্	১৮।৩৫
যত্রোপরমতে	৬।২০	যং যং বাপি	৮।৬
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে	৫।৫	যয়া তু ধর্মকামার্থান্	১৮।৩৪
যথাকাশস্থিতঃ	৯।৬	যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ	১৮।৩১
যথা দীপো	৬।১৯	যং লব্ধ্বা চাপরম্	৬।২২
যথা নদীনাম্	১১।২৮	যং সংন্যাসমিতি	৬।২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	১৩।৩৩	যং হি ন ব্যথয়ন্তি	২।১৫
যথা প্রদীপ্তম্	১১।২৯	যঃ শাস্ত্রবিধিম্	১৬।২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ ২।৫৭
যস্ত্বাত্মরতিঃ ৩।১৭
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি ৩।৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতঃ ১৫।১৮
যস্মান্নোদ্‌বিজতে ১২।১৫
যস্য নাহঙ্কৃতঃ ১৮।১৭
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ ৪।১৯
যাতযামং গতরসম্‌ ১৭।১০
যা নিশা সর্বভূতানাম্‌ ২।৬৯
যান্তি দেবব্রতাঃ ৯।২৫
যামিমাং পুষ্পিতাম্‌ ২।৪২
যাবৎ সঞ্জায়তে ১৩.২৬
যাবদেতান্‌ নিরীক্ষে ১।২২
যাবানর্থ উদপানে ২।৪৬
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা ৫।১২
যুক্তাহারবিহারস্য ৬।১৭
যুঞ্জন্নেবং···অধিগচ্ছতি ৬।১৫
যুঞ্জন্নেবং···সুখমশ্নুতে ৬।২৮
যুধামন্যুশ্চ ১।৬
যে চৈব সাত্ত্বিকাঃ ৭।১২
যে তু ধর্ম্যামৃতম্‌ ১২।২০
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ১২।৬
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যম্‌ ১২।৩
যে মেতদভ্যসূয়ন্তঃ ৩।৩২
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ ৯।২৩
যে মে মতমিদম্‌ ৩।৩১
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ৪।১১
যে শাস্ত্রবিধিম্‌ ১৭।১
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতম্‌ ১।৩৩
যেষাং ত্বন্তগতম্‌ ৭।২৮
যে হি সংস্পর্শজাঃ ৫।২২
যোঽন্তঃসুখঃ ৫।২৪
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা ৫।৭
যোগসংন্যস্ত- ৪।৪১
যোগস্থঃ কুরু ২।৪৮
যোগিনামপি সর্বেষাম্‌ ৬।৪৭
যোগী যুঞ্জীত ৬।১০
যোৎস্যমানান্‌ ১।২৩
যো ন হৃষ্যতি ১২।১৭
যো মামজমনাদিঞ্চ ১০।৩
যো মামেবমসংমূঢ়ঃ ১৫।১৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র ৬।৩০
যো যো যাং যাং তনুম্‌ ৭।২১
যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ ৬।৩৩

রজসি প্রলয়ং গত্বা ১৪।১৫
রজস্তমশ্চাভিভূয় ১৪।১০
রজো রাগাত্মকম্‌ ১৪।৭
রসোঽহমপ্‌সু ৭।৮
রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ ২।৬৪
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুঃ ১৮।২৭
রাজন্‌ সংস্মৃত্য ১৮।৭৬
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্‌ ৯।২
রুদ্রাণাং শঙ্করঃ ১০।২৩
রুদ্রাদিত্যা বসবঃ ১১।২২
রূপং মহৎ তে ১১।২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্	৫।২৫
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ	১১।৩০
লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা	৩।৩
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ	১৪।১২
বক্তু মর্হস্যশেষেণ	১০।১৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণাঃ	১১।২৭
বায়ুর্যমোঽগ্নিঃ	১১।৩৯
বাসাংসি জীর্ণানি	২।২২
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে	৫।১৮
বিধিহীনম্	১৭।১৩
বিবিক্তসেবী	১৮।৫২
বিষয়া বিনিবর্তন্তে	২।৫৯
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ	১৮।৩৮
বিস্তরেণাত্মনঃ	১০।১৮
বিহায় কামান্ যঃ	২।৭১
বীতরাগভয়ক্রোধঃ	৪।১০
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ	১০।৩৭
বেদানাং সামবেদঃ	১০।২২
বেদাবিনাশিনং নিত্যম্	২।২১
বেদাহং সমতীতানি	৭।২৬
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু	৮।২৮
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ	২।৪১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন	৩।২
ব্যাসপ্রসাদাৎ	১৮।৭৫
শক্নোতীহৈব	৫।২৩
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ	৬।২৫
শমো দমস্তপঃ	১৮।৪২
শরীরবাঙ্মনোভিঃ	১৮।১৫
শরীরং যদবাপ্নোতি	১৫।৮
শুক্লকৃষ্ণে গতী	৮।২৬
শুচৌ দেশে	৬।১১
শুভাশুভফলৈঃ	৯।২৮
শৌর্যং তেজো ধৃতিঃ	১৮।৪৩
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তম্	১৭।১৭
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ	১৮।৭১
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্	৪।৩৯
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না	২।৫৩
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ	৪।৩৮
শ্রেয়ান্ স্বধর্মঃ ·· ভয়াবহঃ	৩।৩৫
,, ,, ·· নাপ্নোতি কিল্বিষম্	১৮।৪৭
শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্	১২।১২
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে	৪।২৬
শ্রোত্রং চক্ষুঃ······	১৫।৯
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চ	১।২৭
স এবায়ং ময়া	৪।৩
সক্তাঃ কর্মণি	৩।২৬
সখেতি মত্বা	১১।৪১
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাম্	১।১৯
সঙ্করো নরকায়ৈব	১।৪২
সঙ্কল্পপ্রভবান্	৬।২৪
সততং কীর্তয়ন্তঃ	৯।১৪
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ	৭।২২
সৎকারমানপূজার্থম্	১৭।১৮
সত্ত্বং রজস্তম ইতি	১৪।৫
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি	১৪।৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্	১৪|১৭
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য	১৭|৩
সদৃশং চেষ্টতে	৩|৩৩
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ	১৭|২৬
সন্তুষ্টঃ সততম্	১২|১৪
সমদুঃখসুখঃ	১৪|২৪
সমং কায়শিরোগ্রীবং	৬|১৩
সমং পশ্যন্	১৩|২৮
সমং সর্বেষু ভূতেষু	১৩|২৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ	১২|১৮
সমোঽহং সর্বভূতেষু	৯|২৯
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ	১০|৩২
সর্বকর্মাণি মনসা	৫|১৩
সর্বকর্মাণ্যপি সদা	১৮|৫৬
সর্বগুহ্যতমং	১৮|৬৪
সর্বতঃ পাণিপাদম্	১৩|১৩
সর্বদ্বারাণি সংযম্য	৮|১২
সর্বদ্বারেষু দেহে	১৪|১১
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য	১৮|৬৬
সর্বভূতস্থমাত্মানম্	৬|২৯
সর্বভূতস্থিতম্	৬|৩১
সর্বভূতানি কৌন্তেয়	৯|৭
সর্বভূতেষু যেনৈকম্	১৮|২০
সর্বমেতদ্ ঋতম্	১০|১৪
সর্বযোনিষু কৌন্তেয়	১৪|৪
সর্বস্য চাহং হৃদি	১৫|১৫
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি	৪|২৭
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্	১৩|১৪
সহজং কর্ম কৌন্তেয়	১৮|৪৮
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ	৩|১০
সহস্রযুগপর্যন্তম্	৮|১৭
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামম্	১২|৪
সংন্যাসস্তু মহাবাহো	৫|৬
সংন্যাসস্য মহাবাহো	১৮|১
সংন্যাসং কর্মণাম্	৫|১
সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ	৫|২
সাধিভূতাধিদৈবম্	৭|৩০
সাংখ্যযোগৌ পৃথক্	৫|৪
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম	১৮|৫০
সীদন্তি মম গাত্রাণি	১|২৯
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা	২|৩৮
সুখমাত্যন্তিকম্	৬|২১
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধম্	১৮|৩৬
সুদুর্দর্শমিদং রূপম্	১১|৫২
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন-	৬|৯
স্থানে হৃষীকেশ	১১|৩৬
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা	২|৫৪
স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ	৫|২৭
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য	২|৩১
স্বভাবজেন কৌন্তেয়	১৮|৬০
স্বয়মেবাত্মনাত্মানম্	১০|১৫
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ	১৮|৪৫
হতো বা প্রাপ্স্যসি	২|৩৭
হন্ত তে কথয়িষ্যামি	১০|১৯
হৃষীকেশং তদা বাক্যম্	১|২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দ-সূচী

অংশ ১৫।৭
অকর্তৃ ৪।১৩ ; ১৩।২৯
অকর্মকৃত্ ৩।৫
অকর্মন্ ২।৪৭ ; ৩।৮ ; ৪।১৬ ; ৪।১৭ ; ৪।১৮
অক্ষয্য ৫।২১
অক্ষর (বিণ্) ৮।৩, ১১, ২১ ; ১১।১৮ ৩৭ ; ১২।১, ৩ ; ১৫।১৬, ১৮
অঘ ৩।১৩
অঘায়ু ৩।১৬
অচল ২।২৪ ; ১২।৩
অচিন্ত্য ২।২৫ ; ১২।৩
অচ্ছেদ্য ২।২৪
অজ (বিণ্) ২।২১ ; ৪।৬ ; ৭।২৫ ; ১০।৩, ১২
অজ্ঞ ৩।২৬ ; ৬।৪০
অজ্ঞান ১৩।১১ ; ১৪।১৬, ১৭ ; ১৬।৪
অতি(ভি)মান ১৬।৪
অতি + √ই ৮।২৮ ; ১৪।২০, ২১ ; ১৫।১৮
অতীন্দ্রিয় ৬।২১
অত্যন্ত ৬।২৮
অত্যশ্নন্ ৬।১৬
অদ্ভুত ১৮।৭৪, ৭৬
অদ্বেষ্টৃ ১২।১৩
অধঃশাখ ১৫।১
অধম ৪।৭ ; ১৮।৩১, ৩২
অধিকার ২।৪৭
অধিদৈব ৭।৩০ ; ৮।১
অধিভূত ৮।১, ৪
অধিষ্ঠান ৩।৪০ ; ১৮।১৪
অধ্যক্ষ ৯।১০
অধ্যাত্ম ৭।২৯ ; ৮।১, ৩ ; ১১।১
অধ্যাত্মজ্ঞান ১৩।১১
অধ্যাত্মনিত্য ১৫।৫
অনন্ত (বি) (আকাশ) ১০।২৯
অনন্ত ৮।২২ ; ৯।২২ ; ১১।৫৪ ; ১২।৬
অনন্যভাক্ ৯।৩০
অনভিষ্বঙ্গ ১৩।৯
অনভিস্নেহ ২।৫৭
অনহংবাদী ১৮।২৬
অনাদি ১৩।১২, ১৯ ;
অনাময় ২।৫১ ; ১৪।৬
অনাবৃত্তি ৮।২৩, ২৬
অনিকেত ১২।১৯
অনিত্য ২।১৪ ; ৯।৩৩
অনুকম্পার্থম্ ১০।১১
অনুত্তম ৭।১৮, ২৪
অনুদর্শন ১৩।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবন্ধ ১৮।২৫, ৩৯
অনু + √রঞ্জ ১১।৩৬
অনু + √বৃৎ ৩।১৬, ২১, ২৩ ; ৪।১১
অনুশাসিতৃ ৮।৯
অনেকজন্ম ৬।৪৫
অন্ত ২।১৬ ; ১০।১৯, ৪০ ; ১১।১৬ ; ১৫।৩
অন্তঃশরীরস্থ ১৭।৬
অন্তঃসুখ ৫।২৪
অন্তঃস্থ ৮।২২
অন্তরাত্মন্ ৬।৪৭
অপমান ১৪।২৫
অপর ৪।৪ ; ৬।২২ ; ৭।৫ ; ১৮।৩
অপরিহার্য ২।২৭
অপর্যাপ্ত ২।২৭
অপাত্র ১৭।২২
অপুনরাবৃত্তি ৫।১৭
অপৈশুন ১৬।২
অপোহন ১৫।১৫
অপ্রকাশ ১৪।১৩
অপ্রতিষ্ঠ ৬।৩৮ ; ১৬।৮
অপ্রমেয় ২।১৮ ; ১১।৪২
অপ্রিয় ৫।২০
অফলপ্রেপ্সু ১৮।২৩
অবুদ্ধি ৭।২৪
অভক্ত ১৮।৬৭
অভয় ১৬।১
অভিক্রম ২।৪০
অভিজনবান্ ১৬।১৫
অভি + √অর্চ ১৮।৪৬
অভ্যসন ১৭।১৫
অভি + √অসূয় ৩।৩২ ; ১৮।৬৭
অভ্যসূয়ক ১৬।১৮
অভ্যাস ৬।৩৫ ; ১২।১০, ১২
অভ্যাসযোগ ৮।৮ ; ১২।৯
অভ্যুত্থান ৪।৭
অমর্ষ ১২।১৫
অমানিত্ব ১৩।৭
অমিতবিক্রম ১১।৪০
অমূঢ় ১৫।৫
অমৃত ৯।১৯ ; ১৩।১২ ; ১৪।২০, ২৭
অম্ভস্ ২।৬৭ ; ৫।১০
অযজ্ঞ ৪।৩১
অযতি ৬।৩৭
অয়ন ১।১১
অযুক্ত ২।৬৬ ; ৫।১২ ; ১৮।২৮
অযোগ ৫।৬
অরতি ১৩।১০
অরি ৬।৯
অর্থ ২।৪৬ ; ৩।১৮, ৩৪ ; ১৩।১১
অর্থকাম (বিণ্) ২।৫
(কামকাম বিণ্ ৯।২১)
অর্থব্যপাশ্রয় ৩।১৮
অর্পণ ৯।২৭
অলস ১৮।২৮
অলাভ ২।৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্প ১৮।২২
অল্পবুদ্ধি ১৬।৯
অল্পমেধস্ ৭।২৩
অব+√জ্ঞা ৯।১১ ; ১৭।২২
অবধ্য ২।৩০
অবশ ৩।৫ ; ৬।৪৪ ; ৯।৮ ; ১৮।৬০
অব+√স্তন্ভ্ ৯।৮ ; ১৬।৯
অব+√স্থা ৬।১৮ ; ৯।৪ ; ১৪।২৩ ; ১৫।১১
অবহাস ১১।৪২
অবাচ্যবাদ ২।৩৬
অব+√আপ্ ২।৩৩, ৩৮, ৫৩ ; ৩।১১ ২২ ; ১২।৫, ১০ ; ১৫।৮ ; ১৬।২৩ ; ১৮।৫৬
অবিকার্য ২।২৫
অবিজ্ঞেয় ১৩।১৫
অবিধিপূর্বক ৯।২৩ ; ১৬।১৭
অবিনাশিন্ ২।১৭, ২১
অবিপশ্চিৎ ২।৪২
অবিভক্ত ১৩।১৬ ; ১৮।২০
অব্যক্ত ২।২৫ ; ৭।২৪ ; ৮।১৮, ২০, ২১ ; ১২।১, ৩, ৫, ৬ ; ১৩।৫
অব্যক্তসংজ্ঞক ৮।১৮
অব্যভিচার ১৪।২৬
অব্যভিচারিন্ ১৩।১০ ; ১৮।৩৩
অব্যয় ২।১৭, ২১ ; ৪।১, ১৩ ; ৭।১৩, ২৪, ২৫ ; ৯।২, ১৩, ১৮ ; ১১।২, ৪, ১৮ ; ১৩।৩১ ; ১৪।৫, ২৭ ; ১৫।১, ৫, ১৭ ; ১৮।২০, ৫৬
অব্যয়াত্মা ৪।৬
√অশ্ (ভোজনক্র) ৫।৮, ৯।২০, ২৬, ২৭
√অশ (পাওয়া) ৩।৪ ; ৫।২১ ৬।২৮ ; ১৩।১২ ; ১৪।২০
অশম ১৪।১২
অশস্ত্র ১।৪৬
অশাস্ত্রবিহিত ১৭।৫
অশুচি ১৬।১৬ ; ১৮।২৭
অশুভ ৪।১৬ ; ৯।১
অশোচ্য ২।১১
অশোষ্য ২।২৪
অশ্রদ্দধান ৪।৪০ ; ৯।৩
অশ্রদ্ধা ১৭।২৮
অশ্ব ১০।২৭
অশ্বত্থ ১০।২৬ ; ১৫।১, ৩
অশ্বত্থামা ১।৮
অশ্বিনৌ ১১।৬, ২২
√অস্ (হওয়া, থাকা) পঞ্চম, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে নাই। অন্য অধ্যায়ে বহু প্রয়োগ আছে। কয়েকটি মাত্র দেওয়া গেল ২।১২ ; ৪।৩, ৬ ; ৭।৭ ; ৯।২৯ ; ১০।২৫, ৩৩, ৩৯, ৪০ ; ১১।৩২, ৪৩ ; ১৫।১৮ ; ১৮।১৬, ৪০, ৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংশয় ৮।৭ ; ১৮।৬৮
অসংশয়ম্ ৬।৩৫ ; ৭।১
অসক্ত ৩।৭, ১৯, ২৫ ; ৯।৯ ; ১৩।১৪
অসক্তি ১৩।৯
অসঙ্গশস্ত্র ১৫।৩
অসৎ ২।১৬ ; ৯।১৯ ; ১১।৩৭ ; ১৩।১২ ; ১৭।২৮
অসত্য ১৬।৮
অসদ্গ্রাহ ১৬।১০
অসম্মূঢ় ১০।৩ ; ১৫।১৯
অসম্মোহ ১০।৪
অসিদ্ধি ২।৪৮ ; ৪।২২ ; ১৮।২৬
অসৃষ্টান্ন ১৭।১৩
অস্বর্গ্য ২।২
অহঙ্কার ৩।২৭ ; ৭।৪ ; ১৩।৫ ; ১৬।১৮ ; ১৭।৫ ; ১৮।৫১, ৫৮, ৫৯
অহম্ ৯।২৯
অহিংসা ১০।৫ ; ১৩।৭ ; ১৬।২ ; ১৭।১৪
অহিত ২।২৬ ; ১৬।৯
অহৈতুক ১৮।২২

আকাশ ৯।৬ ; ১৩।৩২
আ + √খ্যা ১১।৩১
আ + √গম ৪।১০ ; ১৪।২
আগমাপায়িন্ ২।১৪
আচার্য ১।২, ৩, ২৬, ৩৪
আচার্যোপাসন ১৩।৭
আজ্য ৯।১৬
আততায়িন্ ১।৩৬
আত্মতৃপ্ত ৩।১৭
আত্মন্—প্রথম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে নাই, অন্য অধ্যায়ে বহু প্রয়োগ আছে। কয়েকটি মাত্র দেওয়া গেল ৪।৭, ৩৫, ৩৮ ; ৫।৭, ২১ ; ৬।৫, ৭, ১০ ; ৭।১৮ ; ৯।৫ ; ১০।২০ ; ১১।৪ ; ১৩।১৯ ; ১৮।১৬
আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ ১৮।৩৭
আত্মমায়া ৪।৬
আত্মযোগ ১১।৪৭
আত্মরতি ৩।১৭
আত্মবান্ ২।৪৫ ; ৪।৪১
আত্মবিভূতি ১০।১৬, ১৯
আত্মশুদ্ধি ৫।১১ ; ৬।১২
আত্মসংস্থ ৬।২৫
আত্মসম্ভাবিত ১৬।১৭
আত্মৌপম্য ৬।৩২
আত্যন্তিক ৬।২১
আদর্শ ৩।৩৮
আ + √দা ৫।১৫
আদি ৩।৪১ ; ৪।৪ ; ১০।২, ২০, ৩২ ; ১১।১৬ ; ১৫।৩
আদিকর্তা ১১।৩৭
আদিত্য ৫।১৬ ; ১০।২১ ; ১১।৬, ২২
আদ্য ৮।২৮ ; ১১।৩১ ; ১১।৪৭ ; ১৫।৪
আদ্যন্তবান্ ৫।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আ+√ধা ৫।১০ ; ৮।১২ ; ১২।৮
আনক ১।১৩
√আপ্ ২।৭০ ; ৩।২, ১৯ ; ৪।২১ ; ৫।৬, ১২ ; ৮।১৫ ; ১২।৯ ; ১৮।৪৭, ৫০
আ+√পদ ৭।২৪ ; ১৬।২০
আ+√পৃ ২।৭০ ; ১১।৩০
আময় ১৭।৯
অ+√রভ্ ৩।৭ ; ১৮।২৫
আরম্ভ ১৪।১২
আরুরুক্ষু (যোগম্) ৬।৩ (যোগারূঢ় ৬।৪)
আর্জব ১৩।৭ ; ১৬।১ ; ১৭।১৪ ; ১৮।৪২
আর্ত ৭।১৬
আলস্য ১৪।৮, ১৮।৩৯
আ+√বিশ্ ১।২৮ ; ২।১ ; ৮।১০ ; ১২।২, ৭ ; ১৫।১৩, ১৭
আ+√বৃ ৩।৩৮-৪০ ; ৫।১৫ ; ১৪।৯ ; ১৮।৩২, ৪৮
আ+√বৃৎ ৮।২৬
আশ্চর্য ২।২৯ ; ১১।৬
আ+√শ্রি ১।৩৬ ; ৭।১৫, ২৯ ; ৯।১১, ১৩ ; ১২।১১ ; ১৫।১৪ ; ১৬।১০ ; ১৮।৫৯
√আস্ ২।৫৪, ৬১ ; ৩।৬ ; ৫।১৩ ; ৯।৯ ; ১৪।২৩
আ+√সদ্ ৯।২০
আসন ৬।১১, ১২ ; ১১।৪২
আসুর ৭।১৫ ; ৯।১২ ; ১৬।৪
আ+√স্থা ৩।২০ ; ৪।৪২ ; ৫।৪ ; ৬।৩১ ; ৭।১৮, ২০ ; ৮।১২
আহার ১৭।৭, ৮, ৯
ই ধাতু ৪।৯ ; ৮।৬, ৭ ; ৯।৩৪ ; ১১।৫৫ ; ১৮।৬৫, ৬৮
ইক্ষ্বাকু ৪।১
√ইঙ্গ ৬।১৯ ; ১৪।২৩
ইজ্যা ১১।৫৩
ইন্দ্রিয় ২।৫৮, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৭, ৬৮ ; ৩।৭, ৪০, ৪১, ৪২; ৪।২৬ ; ৫।৯, ১১ ; ১০।২২ ; ১৩।৫ ; ১৫।৭
ইন্দ্রিয়ারাম ৩।১৬
√ইষ ১১।৩ ; ১২।৯ ; ১৭।৯ ; ১৮।১২, ৬৩, ৬৪
ইষু ২।৪
ইষ্টকামধুক্ ৩।১০
ইষ্টানিষ্ট ১৩।৯
ইহলোক ২।৫
ঈক্ষ্ ধাতু ৬।২৯ ; ১৮।২০
√ঈড্ ১১।৪৪
ঈশ ১১।১৫, ৪৪
ঈশ্বর ৪।৬ ; ১৩।২৮ ; ১৫।৮, ১৭ ; ১৬।১৪ ; ১৮।৬১
ঈশ্বরভাব ১৮।৪৮
√ঈহ্ ৭।২২ ; ১৬।১২
উগ্র ১১।২০, ৩০, ৪৮
উচ্চৈঃশ্রবস্ ১০।২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চৈঃ ১।১২
উৎ + √শিষ্‌ ১৭।১০
উচ্ছোষণ ২।৮
উৎ + √ক্রম্‌ ১৫।৮, ১০
উত্তম ৪।৩ ; ৬।২৭ ; ৯।২ ; ১৪।১ ; ১৫।১৭, ১৮ ; ১৮।৬
উত্তর ৬।১১
উত্তরায়ণ ৮।২৪
উৎ + √স্থা ২।৩, ৩৭ ; ৪।৪২ ; ১১।১২, ৩৩
উৎ + √সদ্‌ ১।৪৩ ; ৩।২৪
উৎসাহ ১৮।২৬
উৎ + √সৃজ্‌ ৯।১৯ ; ১৬।২৩ ; ১৭।১
উদপান ২।৪৬
উদার ৭।১৮
উৎ + √আস্‌ ৬।৯ ; ৯।৯ ; ১২।১৬ ; ১৪।২৩
উৎ + √যম্‌ ১।২০, ৪৫
উৎ + √বিজী ৫।২০ ; ১২।১৫
উপ + আ + √শ্রি ৪।১০ : ১৪।২ ; ১৬।১১ ; ১৮।৫৭
উপ + √ই ৬।২৭, ৩৭ ; ৮।১০, ১৫, ১৬, ২৮ ; ৯।২৮ ; ১২।২
উপদ্রষ্টা ১৩।২২
উপপত্তি ১৩।৯
উপ + √পদ্‌ ২।৩, ৩২ ; ৬।৩৯ ; ১৩।১৮ ; ১৮।৭
উপ + √রম্‌ ২।৩৪ ; ৬।২০, ২৫
উপ + √লিপ্‌ ১৩।৩২
উপ + √বিশ্‌ ১।৪৭ ; ৬।১২
উপস্থ—(ক্রোড়, বসিবার স্থান) ১।৪৭
উপায় ৬।৩৬
উভ ১।২১ ; ২।১৬, ৫০ ; ৫।২,৪ ; ১৩।১৯
উভয়বিভ্রষ্ট ৬।৩৮
উল্ব ৩।৩৮
উষ্মপ ১১।২২
ঊর্জিত ১০।৪১
ঊর্ধ্ব ১২।৮ ; ১৪।১৮ ; ১৫।২
ঊর্ধ্বমূল ১৫।১
ঋ ধাতু ২।৭২ ; ৫।২৯
ঋত ১০।১৪
ঋতু ১০।৩৫
ঋষি ৫।২৫ ; ১০।১৩ ; ১১।১৫ ; ১৩।৪
এক ৫।১, ৪, ৫ ; ১০।২৫ ; ১৩।৫, ৩৩ ; ১৮।২০, ২২, ৬৬
একত্ব ৬।৩১ ; ৯।১৫
একভক্তি ৭।১৭
একাকী ৬।১০
একাক্ষর ৮।১৩
একাগ্র ৬।১২ ; ১৮।৭২
ঐকান্তিক ১৪।২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশ্বর ৯।৫ ; ১১।৩, ৮, ৯
ওঙ্কার ৯।১৭
ওজস্ ১৫।১৩
ওম্ ১৭।২৩, ২৪
ওষধি ১৫।১৩
ঔষধ ৯।১৬
কথ্ ধাতু ২।৩৪ ; ১০।৯, ১৮, ১৯ ; ১৮।৭৫
কপিধ্বজ ১।২০
কপিল ১০।২৬
করণ ১৮।১৪, ১৮
করুণ ১২।১৩
কর্তৃ ৩।২৪, ২৭ ; ৪।১৩ ; ১৪।১৯ ; ১৮।১৪, ১৬, ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ২৮
কর্তৃত্ব ৫।১৪ ; ১৩।২০
কর্মচোদনা ১৮।১৮
কর্মন্ ২।৪৭, ৪৮, ৪৯ ; ৩।৮, ১৫, ১৯, ২০, ২২ ; ৪।৯, ১৬, ১৮, ৩৩ ; ৫।১১ ; ৬।১, ৩ ; ৭।২৯ ; ৮।১ ; ১৭।২৬, ২৭ ; ১৮।৩, ৫, ১১, ১৮, ১৯, ৪৮
কর্মফল ৪।১৪ ; ৫।১২ ; ৬।১
কর্মফলত্যাগ ১২।১১, ১২ ; ১৮।২
কর্মফলপ্রেপ্সু ৮।২৭
কর্মফলসংযোগ ৫।১৪
কর্মফলাসঙ্গ ৪।২০
কর্মবন্ধ ২।৩৯
কর্মবন্ধন (বিণ) ৩।৯
ঐ (বি) ৯।২৮
কর্মযোগ ৩।৩, ৭ ; ৫।২ ; ১৩।২৪
কর্মসঙ্গ ১৪।৭
কর্মসঙ্গিন্ ৩।২৬ ; ১৪।১৫
কর্মসংগ্রহ ১৮।১৮
কর্মসংজ্ঞিত ৮।৩
কর্মানুবন্ধিন্ ১৫।২
কর্মিন্ ৬।৪৬
কর্মেন্দ্রিয় ৩।৬, ৭
√কল্ (গণনাক্ক) ১০।৩০
কল্পক্ষয়, আদি ৯।৭
কল্যাণকৃৎ ৬।৪০
কবি ৪।১৬ ; ৮।৯ ; ১০।৩৭ ; ১৮।২
কশ্মল ২।২
√কাঙ্ক্ষ্ ১।৩২, ৩৩ ; ৪।১২ ; ৫।৩ ; ১২।১৭ ; ১৪।২২ ; ১৮।৫৪
কাম ২।৫৫, ৬২, ৭০, ৭১ ; ৩।৩৭ ; ৬।২৪ ; ৭।১১, ২০, ২২ ; ১৬।১০, ১৮, ২১ ; ১৭।৫ ; ১৮।৩৪, ৫৩
কামকাম (বিণ্) ৯।২১
(অর্থকাম বিণ্ ২।৫)
কামকামিন্ ২।৭০
কামকার ৫।১২
কামকারতঃ ১৬।২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামধুক্ ১০।২৮
কামভোগ ১৬।১৬
কামসঙ্কল্প ৪।১৯
কামহৈতুক ১৬।৮
কামাত্মন্ ২।৪৩
কামেপ্‌সু ১৮।২৪
কামোপভোগ ১৬।১১
কায় ৫।১১ ; ৬।১৩ ; ১১।৪৪ ; ১৮।৮
কারক ১।৪৩
কারণ ৩।১৩ ; ৬।৩ ; ১৩।২০, ২১ ; ১৮।১৩
কার্পণ্য ২।৭
কাল ১০।৩০, ৩৩ ; ১১।৩২
কিরীটী (কৃষ্ণ) ১১।১৭, ৪৬
কিরীটী (অর্জুন) ১১।৩৫
কিল্বিষ ৪।২১, ৬।৪৫
কীর্তি ২।৩৩ ; ১০।৩৪
কুরুক্ষেত্র ১।১
কুল ১।৪০, ৪২ ; ৬।৪২
কুলক্ষয় ১।৩৮, ৩৯, ৪০
কুলঘ্ন ১।৪২, ৪৩
কুলধর্ম ১।৪০, ৪৩
কুলস্ত্রী ১।৪১
কূটস্থ ৬।৮ ; ১২।৩ ; ১৫।১৬ (প্রকৃতি)
কূর্ম ২।৫৮
√কৃ ১।১ ; ২।৩৮, ৪৮ ; ৩।৮, ১৯, ২৭ ; ৪।১৫, ২২ ; ৫।৭, ১১ ; ৬।১ ; ৯।২, ২৭ ; ১৬।২৪ ; ১৮।৫৬, ৬৩, ৭৩
(কয়েকটি প্রয়োগ)
কৃতকৃত্যঃ ১৫।২০
কৃতান্ত (সিদ্ধান্ত গ্রন্থ) ১৮।১৩
কৃৎস্নম্ ১।৪০ ; ৭।৬, ২৯ ; ৯।৭ ; ১০।৪২ ; ১১।৭, ১৩ ; ১৩।৩৩ ; ১৮।২২
কৃৎস্নকর্মকৃৎ ৪।১৮
কৃৎস্নবিৎ ৩।২৯
কৃপণ (দীন) ২।৪৮
কৃপা (দৌর্বল্য) ১।২৮ ; ২।১
√কৃশ্, √কৃষ্ ১৭।৬
√কৃষ্ ১৫।৭
কৃষি ১৮।৪৪
কৃষ্ণ (বিণ্) ৮।২৫, ২৬
কৃষ্ণ ১১।৪১ ; ১৮।৭৫, ৭৮
(তিনটি মাত্র)
√কৢৎ ৯।১৪
√কৢপ ১৪।২৬ ; ১৮।৫৩
কেবল ৪।২১ ; ৫।১০ ; ১৮।১৬
কৌশল ২।৫০
ক্রতু ৯।১৬
ক্রূর ১৬।১৯
ক্রোধ ২।৬২, ৬৩ ; ৩।৩৭ ; ১৬।৪, ১৮, ২১ ; ১৮।৫৩
√ক্লিদ্ ২।২৩
ক্লেশ ১২।৫ ; ১৮।৮
ক্লৈব্য ২।৩
ক্ষণ ৩।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষত্রিয় ২।৩১, ৩২ ; ১৮।৪১
ক্ষমা ১০।৪, ৩৪ ; ১৬।৩
ক্ষমিন্ ১২।১৩
ক্ষয় ১৬।৯ ; ১৮।২৫
ক্ষর ৮।৪ ; ১৫।১৬, ১৮
ক্ষাত্র ১৮।৪৩
ক্ষান্তি ১৩।৭ ; ১৮।৪২
ক্ষিপ্র ৪।১২ ; ৯।৩১
ক্ষীণকল্মষ ৫।২৫
ক্ষেত্র ১৩।১ ; ২, ৩, ৬, ১৮, ২৬, ৩৩, ৩৪
ক্ষেত্রজ্ঞ ১৩।১, ২, ২৬, ৩৪
ক্ষেত্রিন্ ১৩।৩৩
ক্ষেমতর ১।৪৬

খ ৭।৪, ৮

গতব্যথ ১২।১৬
গতসঙ্গ ৪।২৩
গতাগত ৯।২১
গতাসু ২।১১
গতি ৪।১৭, ২৯ ; ৬।৩৭, ৪৫ ; ৭।১৮ ; ৮।১৩, ২৬ ; ৯।১৮, ৩২ ; ১২।৫ ; ১৩।২৮ ; ১৬।২০, ২২, ২৩
গদিন্ ১১।১৭, ৪৬
গন্ধ ৭।৯ ; ১৫।৮
গন্ধর্ব ১০।২৬ ; ১১।১২
গরীয়স্ ২।৬ ; ১১।৩৭, ৪৩
গর্ভ ৩।৩৮ ; ১৪।৩
গহন ৪।১৭
গায়ত্রী ১০।৩৫
গির্ ১০।২৫
গুণ ৩।৫, ২৭, ২৮ ; ১৩।১৯, ২১, ২৩ ; ১৪।৫, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৬ ; ১৮।৪০, ৪১
গুণকর্ম ৩।২৯
গুণকর্মবিভাগ ৩।২৮ ; ৪।১৩
গুণপ্রবৃদ্ধ ১৫।২
গুণময় ৭।১৩, ১৪
গুণসংখ্যান (সাংখ্য) ১৮।১৯
গুণসঙ্গ ১৩।২১
গুণাতীত ১৪।২৫
গুণান্বিত ১৫।১০
গুণাভাস ১৩।১৪
গুরু (বিণ্) ৬।২২
গুরু (বি) ২।৫ ; ১১।৪৩, ১৭।১৪
গুহ্য ১০।৩৮ ; ১১।১ ; ১৮।৬৩, ৬৮, ৭৫
গুহ্যতম ৯।১ ; ১৫।২০ ; ১৮।৬৪
গুহ্যতর ১৮।৬৩
√গৃ ১১।২১
√গৈ ১৩।৪
গো ৫।১৮ ; ১৫।১৩, (পৃথিবী)
গৌরক্ষ্য ১৮।৪৪
√গ্রস্ ১১।৩০
গ্লানি ৪।৭

১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোর ৩।১ ; ১১।৪ ৯; ১৭।৫,

√ঘ্রা ৫।৮

ঘ্রাণ ১৫।৯

চক্ষু ৫।২৭ ; ১১।৮ ; ১৫।৯

চঞ্চল ৬।২৬, ৩৪

চঞ্চলত্ব ৬।৩৩

চতুর্ ১০।৬

চতুর্বিধ ৭।১৬ ; ১৫।১৪

চন্দ্রমস্ ১৫।১২

চরাচর ১০।৩৯ ; ১১।৪৩

চল ৬।৩৫ ; ১৭।১৮

চাতুর্বর্ণ্য ৪।১৩

চিকীর্ষ্ ৩।২৫

চিত্ত ৬।১৮, ২০ ; ১২।৯

√চিন্ত্ ৯।২২ ; ১০।১৭

চিন্তা ১৬।১১

চূর্ণিত ১১।২৭

চেতনা (ভূত) ১০।২২ ; ১৩।৬

চেতস্ ১।৩৮ ; ২।৭ ; ৮।৮ ; ১৮।৫৭, ৭২

√চেষ্ট্ ৩।৩৩

চেষ্টা ১৮।১৪

√চ্যু ৯।২৪

ছন্দস ১০।৩৫ ; ১৩।৪ ; ১৫।১

√ছিদ্ ২।২৩ ; ৪।৪২ ; ৬।৩৯ ; ১৫।৩

ছিন্নাভ্র ৬।৩৮

ছেত্তা ৬।৩৯

জগৎ ৭।৫, ৬, ১৩ ; ৮।২৬ ; ৯।৪, ১০, ১৭ ; ১০।৪২ ; ১১।৭, ১৩, ৩০, ৩৬ ; ১৫।১২ ; ১৬।৮, ৯

জগন্নিবাস ১১।২৫, ৩৭, ৪৫

√জন্ ২।২৭ ; ৩।২৬ ; ১০।৬ ; ১৪।১২, ১৩, ১৫

জন ৭।১৬ ; ৮।১৭, ২৪ ; ৯।২২ ; ১৬।৭ ; ১৭।৪, ৫

জনক ৩।২০

জন্মন্ ২।২৭ ; ৪।৪, ৫, ৯ ; ৬।৪২ ; ৭।১৯ ; ১৩।৮, ২১ ; ১৪।২০ ; ১৬।২০

জন্মবন্ধ ২।৫১

জপযজ্ঞ ১০।২৫

জরা ১৩।৮ ; ১৪।২০

√জাগৃ ২।৬৯ ; ৬।১৬

জাতিধর্ম ১।৪৩

√জি ২।৬, ৩৭ ; ৫।১৯ ; ৬।৬ ; ১০।৩৮ ; ১১।৩৩, ৩৪

জিজ্ঞাসু ৬।৪৪ ; ৭।১৬

জিতসঙ্গদোষ ১৫।৫

জিতাত্মন্ ৬।৭ ; ১৮।৪৯

জিতেন্দ্রিয় ৫।৭

√জীব্ ২।৬ ; ৩।১৬

জীবভূত ৭।৫ ; ১৫।৭

জীবলোক ১৫।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবিত ১।৩২
√জুষ্ ২।২ ; ৩।২৬
√জ্ঞা ৫।৩ ; ১১।৫৪ ; ১৩।১৭ ; ১৫।১৯ ; ১৮।১৮, ৫৫ (কয়েকটিমাত্র)
জ্ঞান ৪।৩৮, ৩৯ ; ১০।৩৮ ; ১৩।২ ; ১৮।৫০ (কয়েকটি মাত্র)
জ্ঞানগম্য ১৩।১৭
জ্ঞানচক্ষুস্ (বিণ্) ১৫।১০
জ্ঞানচক্ষুস্ (বি) ১৩।৩৪
জ্ঞানতপস্ ৪।১০
জ্ঞানদীপ ১০।১১
জ্ঞাননির্ধূতকল্মষ ৫।১৭
জ্ঞানপ্লব ৪।৩৬
জ্ঞানযজ্ঞ ৪।৩৩ ; ৯।১৫ ; ১৮।৭০
জ্ঞানযোগ ৩।৩
জ্ঞানসঙ্গ ১৪।৬
জ্ঞানসংছিন্নসংশয় ৪।৪১
জ্ঞানাগ্নি ৪।১৯, ৩৭
জ্ঞানাবস্থিতচেতস্ ৪।২৩
জ্ঞানাসি ৪।৪২
জ্ঞানিন্ ৩।৩৯ ; ৪।৩৪ ; ৬।৪৬ ; ৭।১৬, ১৭, ১৮
জ্যায়স্ ৩।১, ৮
জ্যোতিস্ ৮।২৪ ; ২৫ ; ১০।২১ ; ১৩।১৭
√জ্বল্ ১১।৩০
ঝষ ১০।৩১
তত্ত্ব ৬।২১ ; ৯।২৪ ; ১১।৫৪, ১৮।১
তত্ত্বজ্ঞান ১৩।১১
তত্ত্বতঃ ৪।৯ ; ৭।৩ ; ১০।৭ ; ১৮।৫৫
তত্ত্বদর্শিন্ ২।১৬
তত্ত্ববিদ্ ৩।২৬ ; ৫।৮
তৎপর ৪।৩৯
তৎপরায়ণ ৫।১৭
তদর্থীয় ১৭।২৭
তদাত্মন্ ৫।১৭
তদ্বুদ্ধি ৫।১৭
√তন্ ২।১৭ ; ৯।৪ ; ১১।৩৮
তনু ২।২১ ; ৯।১১
তন্নিষ্ঠ ৫।১৭
√তপ্ ৯।১৯; ১১।১৯ ; ১৭।৫ ; ১৭, ২৮
√তপস্য ৯।২৭
তপস্বিন্ ৬।৪৬ ; ৭।৯
তপোযজ্ঞ ৪।২৮
তমস্ ১০।১১ ; ১৩।১৭ ; ১৪।৮, ৯, ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ; ১৭।১ ১৮।৩২
তমোদ্বার ১৬।২২
তামস ৭।১২ ; ১৪।১৮ ; ১৭।২, ৪, ১৩, ১৯, ২২ ; ১৮।৭, ২২, ২৫, ২৮, ৩২, ৩৫, ৩৯
তামসপ্রিয় ১৭।১০
√তিজ্ ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোর ৩।১ ; ১১।৪ ৯; ১৭।৫,
√ঘ্রা ৫।৮
ঘ্রাণ ১৫।৯

চক্ষু ৫।২৭; ১১।৮ ; ১৫।৯
চঞ্চল ৬।২৬, ৩৪
চঞ্চলত্ব ৬।৩৩
চতুর্ ১০।৬
চতুর্বিধ ৭।১৬ ; ১৫।১৪
চন্দ্রমস্ ১৫।১২
চরাচর ১০।৩৯ ; ১১।৪৩
চল ৬।৩৫ ; ১৭।১৮
চাতুর্বর্ণ্য ৪।১৩
চিকীর্ষু ৩।২৫
চিত্ত ৬।১৮, ২০ ; ১২।৯
√চিন্ত্ ৯।২২ ; ১০।১৭
চিন্তা ১৬।১১
চূর্ণিত ১১।২৭
চেতনা (ভূত) ১০।২২ ; ১৩।৬
চেতস্ ১।৩৮ ; ২।৭ ; ৮।৮ ; ১৮।৫৭, ৭২
√চেষ্ট্ ৩।৩৩
চেষ্টা ১৮।১৪
√চ্যু ৯।২৪

ছন্দস ১০।৩৫ ; ১৩।৪ ; ১৫।১
√ছিদ্ ২।২৩ ; ৪।৪২ ; ৬।৩৯ ; ১৫।৩
ছিন্নাভ্র ৬।৩৮
ছেত্তা ৬।৩৯

জগৎ ৭।৫, ৬, ১৩ ; ৮।২৬ ; ৯।৪, ১০, ১৭ ; ১০।৪২ ; ১১।৭, ১৩, ৩০, ৩৬ ; ১৫।১২ ; ১৬।৮, ৯
জগন্নিবাস ১১।২৫, ৩৭, ৪৫
√জন্ ২।২৭ ; ৩।২৬ ; ১০।৬ ; ১৪।১২, ১৩, ১৫
জন ৭।১৬ ; ৮।১৭, ২৪ ; ৯।২২ ; ১৬।৭ ; ১৭।৪, ৫
জনক ৩।২০
জন্মন্ ২।২৭ ; ৪।৪, ৫, ৯ ; ৬।৪২ ; ৭।১৯ ; ১৩।৮, ২১ ; ১৪।২০ ; ১৬।২০
জন্মবন্ধ ২।৫১
জপযজ্ঞ ১০।২৫
জরা ১৩।৮ ; ১৪।২০
√জাগৃ ২।৬৯ ; ৬।১৬
জাতিধর্ম ১।৪৩
√জি ২।৬, ৩৭ ; ৫।১৯ ; ৬।৬ ; ১০।৩৮ ; ১১।৩৩, ৩৪
জিজ্ঞাসু ৬।৪৪ ; ৭।১৬
জিতসঙ্গদোষ ১৫।৫
জিতাত্মন্ ৬।৭ ; ১৮।৪৯
জিতেন্দ্রিয় ৫।৭
√জীব্ ২।৬ ; ৩।১৬
জীবভূত ৭।৫ ; ১৫।৭
জীবলোক ১৫।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবিত ১।৩২
√জুষ্ ২।২ ; ৩।২৬
√জ্ঞা ৫।৩ ; ১১।৫৪ ; ১৩।১৭ ; ১৫।১৯ ; ১৮।১৮, ৫৫ (কয়েকটিমাত্র)
জ্ঞান ৪।৩৮, ৩৯ ; ১০।৩৮ ; ১৩।২ ; ১৮।৫০ (কয়েকটি মাত্র)
জ্ঞানগম্য ১৩।১৭
জ্ঞানচক্ষুস্ (বিণ্) ১৫।১০
জ্ঞানচক্ষুস্ (বি) ১৩।৩৪
জ্ঞানতপস্ ৪।১০
জ্ঞানদীপ ১০।১১
জ্ঞাননির্ধূতকল্মষ ৫।১৭
জ্ঞানপ্লব ৪।৩৬
জ্ঞানযজ্ঞ ৪।৩৩ ; ৯।১৫ ; ১৮।৭০
জ্ঞানযোগ ৩।৩
জ্ঞানসঙ্গ ১৪।৬
জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয় ৪।৪১
জ্ঞানাগ্নি ৪।১৯, ৩৭
জ্ঞানাবস্থিতচেতস্ ৪।২৩
জ্ঞানাসি ৪।৪২
জ্ঞানিন্ ৩।৩৯ ; ৪।৩৪ ; ৬।৪৬ ; ৭।১৬, ১৭, ১৮
জ্যায়স্ ৩।১, ৮
জ্যোতিস্ ৮।২৪ ; ২৫ ; ১০।২১ ; ১৩।১৭
√জ্বল্ ১১।৩০

ঝষ ১০।৩১

তত্ত্ব ৬।২১ ; ৯।২৪ ; ১১।৫৪, ১৮।১
তত্ত্বজ্ঞান ১৩।১১
তত্ত্বতঃ ৪।৯ ; ৭।৩ ; ১০।৭ ; ১৮।৫৫
তত্ত্বদর্শিন্ ২।১৬
তত্ত্ববিদ্ ৩।২৬ ; ৫।৮
তৎপর ৪।৩৯
তৎপরায়ণ ৫।১৭
তদর্থীয় ১৭।২৭
তদাত্মন্ ৫।১৭
তদ্বুদ্ধি ৫।১৭
√তন্ ২।১৭ ; ৯।৪ ; ১১।৩৮
তনু ২।২১ ; ৯।১১
তন্নিষ্ঠ ৫।১৭
√তপ্ ৯।১৯; ১১।১৯; ১৭।৫; ১৭, ২৮
√তপস্য ৯।২৭
তপস্বিন্ ৬।৪৬ ; ৭।৯
তপোযজ্ঞ ৪।২৮
তমস্ ১০।১১ ; ১৩।১৭ ; ১৪।৮, ৯, ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ; ১৭।১ ১৮।৩২
তমোদ্বার ১৬।২২
তামস ৭।১২ ; ১৪।১৮ ; ১৭।২, ৪, ১৩, ১৯, ২২ ; ১৮।৭, ২২, ২৫, ২৮, ৩২, ৩৫, ৩৯
তামসপ্রিয় ১৭।১০
√তিজ্ ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমুল ১।১৩, ১৯
তুল্য ১৪।২৫
তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি ১৪।২৪
তুল্যনিন্দাস্তুতি ১২।১৯
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয় ১৪।২৪
√তুষ ২।৫৫ ; ৬।২০ ; ১০।৯
তুষ্টি ১০।৫
√তৄ ৭।১৪ ; ১৮।৫৮
তেজস্ ৭।৯, ১০ ; ১০।৩৬, ৪১ ;
১১।১৭, ৩০, ৪৭ ; ১৫।১২ ;
১৬।৩ ; ১৮।৪৩
তোয় ৯।২৬
ত্যক্তসর্বপরিগ্রহ ৪।২১
√ত্যজ্ ১।৩৩ ; ২।৩, ৪৮, ৫১ ; ৪।৯,
২০ ; ৫।১০, ১১, ১২ ; ৬।২৪ ;
৮।৬, ১৩ ; ১৬।২১ ; ১৮।৩, ৪,
৫, ৬, ৯, ১১, ৪৮, ৫১
ত্যাগ ১২।১২ ; ১৬।২ ; ১৮।১,
২, ৪, ৮, ৯
ত্যাগিন্ ১৮।১০, ১১
ত্রয় ১৬।২১
ত্রয়ীধর্ম ৯।২১
ত্রি ৩।২২ ; ৭।১৩ ; ১৪।২০, ২১
ত্রৈলোক্য ১।৩৫
ত্রৈবিদ্য ৯।২০
√ত্বর ১১।২৭
দংষ্ট্রাকরাল ১১।২৫, ২৭
দক্ষ ১২।১৬
দণ্ড ১০।৩৮
দম ১০।৪
দম্ভ ১৬।৪, ১০, ১৭ ; ১৭।৫, ১২, ১৮
দয়া ১৬।২
দর্প ১৬।৪, ১৮
দর্শন ১৩।১১
দশন ১৩।৫
দশনান্তর ১১।২৭
√দা (দদাতি) ৩।১২ ; ৯।২৭ ;
১০।১০ ; ১১।৮ ; ১৬।১৫ ;
১৭।২০, ২১, ২২, ২৮
দান ৮।২৮ ; ১০।৫ ; ১১।৪৮, ৫৩ ;
১৬।১ ; ১৭।৭, ২০, ২১, ২২,
২৪, ২৫, ২৭ ; ১৮।৩, ৫, ৪৩
দানব ১০।১৪
দিব্, দ্যু ৯।২০ ; ১১।১২ ; ১৮।৪০
দিব্য ১।১৪ ; ৪।৯ ; ৮।৮, ১০ ; ৯।২০ ;
১০।১২, ১৬, ৪০ ; ১১।৫, ৮, ১৫
দিশ্ ৬।১৩ ; ১১।২০, ৩৫, ৩৬
√দীপ্ ১১।২৪
দীপ ৬।১৯
দীপ্ত ১১।১৭, ১৯, ২৪
দীপ্তি ১১।১৭
দীর্ঘসূত্রিন্ ১৮।২৮
দুঃখ (বিণ্) ৫।৬ ; ১৮।৮
দুঃখ (বি) ২।৫৬ ; ৬।২২, ২৩, ৩২ ;
১০।৪ ; ১৩।৬, ৮, ১৪।১৬ ; ১৭।৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখম্ ১২।৫
দুঃখহন্ ৬।১৭
দুঃখান্ত ১৮।৩৬
দুরত্যয় ৭।১৪
দুরাসদ ৩।৪৩
দুর্গতি ৬।৪০
দুর্নিগ্রহ ৬।৩৫
দুর্নিরীক্ষ্য ১১।১৭
দুর্বুদ্ধি ১।২৩
দুর্মতি ১৮।১৬
দুর্মেধস ১৮।৩৫
দুর্লভতর ৬।৪২
√দুষ্ ১।৪১
দুষ্কৃত্ ৪।৮
দুষ্কৃত ২।৫০
দুষ্কৃতিন্ ৭।১৫
দুষ্পূর ৩।৩৯ ; ১৬।১০
দুষ্প্রাপ ৬।৩৬
দূর ২।৪৯
দূরস্থ ১৩।১৫
দেব ৩।১১ ; ৭।২৩ ; ১০।২, ২২ ; ১১।১১, ৪৫ ; ১৭।৪ ; ১৮।৪০ (কয়েকটী মাত্র)
দেবতা ৪।১২
দেবদেব ১০।১৫ ; ১১।১৩
দেবভোগ ৯।২০
দেবযজ্ ৭।২৩
দেবর্ষি ১০।১৩, ২৫
দেবব্রত ৯।২৫
দেহ ২।১৩, ১৮, ৩০, ৪৯ ; ৮।২, ৪, ১৩ ; ১১।৭, ১৫ ; ১৩।২২, ৩২ ; ১৪।৫, ১১ ; ১৫।১৪
দেহভৃত্ ১৮।১১
দেহবৎ ১২।৫
দেহসমুদ্ভব ১৪।২০
দেহান্তর ২।১৩
দেহিন্ ২।১৩, ২২, ৩০, ৫৯ ; ৩।৪০ ; ১৪।৫, ৭ ; ১৭।২
দৈব (বিণ্) ৪।২৫ ; ৭।১৪ ; ৯।১৩ ; ১৬।৩, ৫, ৬
দৈব (বি) ১৮।১৪
দোষ ২।৭ ; ১৮।৪৮
দোষবৎ ১৮।৩
দৌর্বল্য ২।৩
দ্যূত ১০।৩৬
দ্রব্য ৪।২৮, ৩৬
দ্রষ্টৃ ১৪।১৯
দ্বন্দ্ব ১০।৩৩ ; ১৫।৫
দ্বন্দ্বমোহ ৭।২৭, ২৮
দ্বন্দ্বাতীত ৪।২২
দ্বার ১৬।২১
দ্বি ১৫।১৬ ; ১৬।৬
দ্বিবিধ ৩।৩
√দ্বিষ্ ২।৫৭ ; ৫।৩ ; ৬।৯ ; ৯।২৯ ; ১২।১৭ ; ১৪।২২ ; ১৮।১০
দ্বেষ ২।৬৪ ; ৩।৩৪ ; ৭।২৭ ; ১৩।৬ ; ১৮।৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম ১।৪০ ; ২।৭, ৪০ ; ৪।৭, ৮ ;
৯।৩ ; ১৪।২৭ ; ১৮।৩১, ৩২, ৩৪
ধর্মক্ষেত্র ১।১
ধর্মাবিরুদ্ধ ৭।১১
ধর্ম্ম্য ২।৩১, ৩৩ ; ৯।২ ; ১৮।৭০
ধর্ম্ম্যামৃত ১২।২০
ধামন্ ৮।২১ ; ১০।১২ ; ১১।৩৮ ;
১৫।৬
ধীর ২।১৩, ১৫ ; ১৪।২৪
√ধৃ ৫।৯ ; ৬।১৩ ; ৭।৫ ; ১৫।১৩ ;
ধৃতি ১০।৩৪ ; ১১।২৪ ; ১৩।৬ ; ১৬।৩
১৮।২৬, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪৩, ৫১
ধেনু ১০।২৮
ধ্যান ১২।১২ ; ১৩।২৪
√ধ্যৈ ২।৬২ ; ১২।৬
ধ্রুব ২।২৭ ; ১২।৩ ; ১৮।৭৮

নক্ষত্র ১০।২১
নদী ১১।২৮
√নম্ ১১।৩৭
নমস্ ১১।৩১, ৩৯, ৪০
√নমস্ক ৯।৩৪, ১১।৩৫ ; ১৮।৬৫
√নমস্য ৯।১৪, ১১।৩৬
নর ২।২২ ; ৫।২৩ ; ১২।১৯ ;
১৬।২২ ; ১৭।১৭ ; ১৮।১৫, ৪৫, ৭১
নরক ১।৪২, ৪৪ ; ১৬।১৬ ; ২১
নরাধম ৭।১৫ ; ১৬।১৯
নবদ্বার ৫।১৩
√নশ্ ২।৪০ ; ৩।৩২ ; ৪।২ ; ৫।১৬ ;
৬।৩৮ ; ১০।১১ ; ১৮।৭৩
নষ্টাত্মন্ ১৬।৯
নাগ ১০।২৯
নাত্যুচ্ছ্রিত ৬।১১
নানাভাব ১৮।১১
নানাশস্ত্র ১।৯
নামযজ্ঞ ১৬।১৭
নায়ক ১।৭
নারদ ১০।১৩, ২৬
নাশ ২।৪০ ; ১১।২৯
নাশন ৩।৪১ ; ১৬।২১
নাসিকাগ্র ৬।১৩
নিঃস্পৃহ ২।৭১ ; ৬।১৮
নিগ্রহ ৩।৩৩ ; ৬।৩৪
নিত্য ২।১৮, ২১, ২৪, ৩০ ; ৯।৬ ;
১০।৯ ; ১৩।৯ ; ১৮।৫২
(কয়েকটি মাত্র)
নিত্যজাত ২।২৬
নিত্যতৃপ্ত ৪।২০
নিত্যযুক্ত ৭।১৭ ; ৮।১৪ ; ৯।১৪ ; ১২।২
নিত্যবৈরিন্ ৩।৩৯
নিত্যসত্ত্বস্থ ২।৪৫
নিত্যসংন্যাসিন্ ৫।৩
নিত্যাভিযুক্ত ৯।২২
নিধন ৩।৩৫
নিধান ৯।১৮ ; ১১।১৮
নি+√বন্ধ ৪।২২, ৪১ ; ৫।১২ ; ৯।৯ ;
১৪।৫, ৭, ৮ ; ১৮।১৭, ৬০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবন্ধ ১৬।৫
নিমিত্ত ১।৩১
নিমিত্তমাত্র ১১।৩৩
নিয়তমানস ৬।১৫
নিয়তাত্মন্ ৮।২
নিয়তাহার ৪।৩০
নি+√যম্ ৩।৭, ৮, ৪১ ; ৬।২৬ ; ৭।২০
১৮।৭, ৯, ২৩, ৫১
নিয়ম ৭।২০
নি+√যুজ ৩।১, ৩৬ ; ১৮।৫৯
নিরগ্নি ৬।১
নি+√রম্ ১৮।৪৫
নিরহঙ্কার ২।৭১ ; ১২।১৩
নিরাশিস্ ৩।৩০ ; ৪।২১
নিরাশ্রয় ৪।২০
নিরাহার ২।৫৯
নিরীক্ষ্ ১।২২
নি+√রুধ্ ৬।২০
নির্গুণ ১৩।১৪
নির্গুণত্ব ১৩।৩১
নির্দেশ ১৭।২৩
নির্দোষ ৫।১৯
নির্দ্বন্দ্ব ২।৪৫ ; ৫।৩
নির্মম ২।৭১ ; ৩।৩০ ; ১২।১৩ ; ১৮।৫৩
নির্মানমোহ ১৫।৫
নির্যোগক্ষেম ২।৪৫
নির্বাণপরম ৬।১৫
নির্বিকার ১৮।২৬
নির্বেদ ২।৫২
নির্বৈর ১১।৫৫
নিবাস ৯।১৮
নি+√বৃত্ ১।৩৯ ; ২।৫৯ ; ৮।২১, ২৫ ;
৯।৩ ; ১৪।২২ ; ১৫।৪
নিবৃত্তি ১৬।৭ ; ১৮।৩০
নিশা ২।৬৯
নিষ্ঠা ৩।৩ ; ১৭।১ ; ১৮।৫০
নিস্ত্রৈগুণ্য ২।৪৫
নীতি ১০।৩৮
নৈষ্কর্ম্য ৩।৪
নৈষ্কৃতিক ১৮।২৮
নৈষ্ঠিক ৫।১২
নৌ ২।৬৭
ন্যাস ১৮।২

পচ্ ধাতু ৩।১৩ ; ১৫।১৪
পঞ্চম ১৮।১৪
পণ্ডিত ২।১১ ; ৪।১৯ ; ৫।১৮
পত্র ৯।২৬
পদ ২।৫১ ; ৮।১১ ; ১৫।৪, ৫
পদ্মপত্র ৫।১০
পর ১।২৮ ; ২।৫৯ ; ৩।১১, ১৯, ৪২,
৪৩ ; ৬।৪৫ ; ৭।৫, ১৩
(কয়েকটি মাত্র)
পরতর ৭।৭
পরতঃ ৩।৪২
পরধর্ম ৩।৩৫ ; ১৮।৪৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম্‌ ২।১২ ; ১৩।১৭ ; ১৪।১৯
পরম ৬।৩২ ; ৮।৩, ৮, ১৫, ২১ ; ১০।১, ১২ ; ১১।৯, ১৮ ; ১৫।৬ ; ১৬।১১ ; ১৮।৪৯, ৬৮
পরমাত্মন্‌ ৬।৭ ; ১৩।২২, ৩১ ; ১৫।১৭
পরম্পরাপ্রাপ্ত ৪।২
পরস্পরম্‌ ৩।১১ ; ১০।৯
পরিগ্রহ ১৮।৫৩
পরিণাম ১৮।৩৭, ৩৮
পরি + √ত্যজ্‌ ১৮।৬৬
পরিত্যাগ ১৮।৭
পরিত্রাণ ৪।৮
পরিদেবনা ২।২৮
পরিপন্থিন্‌ ৩।৩৪
পরিপ্রশ্ন ৪।৩৪
পরি + √মার্গ ১৫।৪
পরিসমাপ্‌ ৪।৩৩
পর্জন্য ৩।১৪
পর্যব + √স্থা ২।৬৫
পরি + √আপ্‌ ১।১০
পরি + উপ + √আস্‌ ৪।২৫ ; ৯।২২ ; ১২।১, ৩, ২০
পবন ১০।৩১
পবিত্র ৪।৩৮ ; ৯।২, ১৭ ; ১০।১২
পাত্র ১৭।২০
পাপ (বি) ১।৩৬, ৩৯, ৪৫ ; ২।৩৩, ৩৮ ; ৩।১৩, ৩৬ ; ৫।১০, ১৫ ; ৭।২৮
পাপ (বিণ) ৪।৩৬ ; ৬।৯
পাপকৃত্তম ৪।৩৬
পাপযোনি ৯।৩২
পাপ্মন্‌ ৩।৪১
পাবক ২।২৩ ; ১০।২৩ ; ১৫।৬
পিণ্ড ১।৪২
পিতামহ ৯।১৭
পিতৃ ১।২৬, ৩৪, ৪২ ; ৯।১৭, ২৫ ; ১০।২৯ ; ১১।৪৩, ৪৪ ; ১৪।৪
পিতৃব্রত ৯।২৫
পুণ্য (বি) ৯।২০, ২১
পুণ্য (বিণ্‌) ৭।৯ ; ৯।৩৩ ; ১৮।৭৬
পুণ্যকর্মন্‌ ৭।২৮ ; ১৮।৭১
পুণ্যকৃত্‌ ৬।৪১
পুত্র ১১।৪৪ ; ১৩।৯
পুনরাবর্তিন্‌ ৮।১৬
পুনর্জন্ম ৪।৯ ; ৮।১৫, ১৬
পুরাণ (বিণ্‌) ৮।৯ ; ১১।৩৮ ; ১৫।৪
পুরুষ ৮।৪, ৮, ১০, ২২ ; ১০।১২ ; ১১।১৮, ৩৮ ; ১৩।১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ; ১৫।৪ ১৬, ১৭
পুরুষোত্তম ১৫।১৮, ১৯
পুরোধস্‌ ১০।২৪
পুষ্পিত ২।৪২
পূতপাপ ৯।২০
পূর্ব ৪।১৫ ; ১০।৬
পূর্বাভ্যাস ৬।৪৪
পৃথক্‌ত্ব ৯।১৫ ; ১৮।২১, ২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথগ্‌বিধ ১০।৫ ; ১৮।১৪, ২১
পৌরুষ ৭।৮
প্রকাশ (বিণ্.) ৭।২৫
প্রকাশ (বি) ১৪।১১, ২২
প্রকাশক ১৪।৬
প্রকৃতি ৩।২৭ ; ৪।৬ ; ৭।৪, ৫, ২০ ; ৯।৭, ৮, ১০, ১২, ১৩ ; ১৩।৯ ; ১৮।৫৯ (কয়েকটিমাত্র)
প্রকৃতিজ ৩।৫ ; ১৩।২১ ; ১৮।৪০
প্রকৃতিসম্ভব ১৩।১৯ ; ১৪।৫
প্রকৃতিস্থ ১৩।২১ ; ১৫।৭
প্রজ্ঞা ২।৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৭, ৬৮
প্রজ্ঞাবাদ ২।১১
প্রণয় ১১।৪১
প্রণব ৭।৮
প্র+√নশ্. ৬।৩০ ; ৯।৩১ ; ১৮।৭২
প্রণিপাত ৪।৩৪
প্রতি+√জ্ঞা ৯।৩১ (পরস্মৈ) ১৮।৬৫ (আত্মনে)
প্রতিষ্ঠা ১৪।২৭
প্রত্যক্ষাবগম ৯।২
প্রত্যবায় ২।৪০
প্র+√দৃশ্. ১১।৪৯
প্র+পদ্ ২।৭ ; ৪।১১ ; ৭।১৪ ; ১৫।৪
প্রভব ৭।৬ ; ৯।১৮ ; ১০।২, ৮
প্রভা ৭।৮
প্রভু ৫।১১ ; ৯।১৮, ২৪
প্রমাণ ৩।২১ ; ১৬।২৪
প্রমাথিন্ ২।৬০ ; ৬।৩৪
প্রমাদ ১১।৪১ ; ১৪।৮
প্র+√মুচ্. ৫।৩
প্রযতাত্মন্ ৯।২৬
প্র+√যা ৮।৫
প্রযাণকাল ৭।৩০ ; ৮।২, ১০
প্র+√যুজ্. ৩।৩৬ ; ১৭।২৬
প্রলয় ১৪।২, ১৪, ১৫
প্র+বদ্ ২।৪২ ; ৫।৪ ; ১০।৩২
প্রবিভক্ত ১১।১৩ ; ১৮।৪১
প্র+√বৃৎ ১।২০ ; ৩।১৬ ; ৫।১৪ ; ১১।৩২ ; ১৬।১০ ; ১৭।২৪
প্রবৃত্তি ১১।৩১ ; ১৪।১২, ২২; ১৫।৪ ; ১৬।৭ ; ১৮।৪৬
প্র+√বে ৭।৭
প্রসঙ্গ ১৮।৩৪
প্র+√সঞ্জ্. ২।৪৪ ; ১৬।১৬
প্র+সদ্ ১১।২৫
প্রসন্নচেতস্ ২।৬৫
প্রসন্নাত্মন্ ১৮।৫৪
প্রসভম্ ২।৬০ ; ১১।৪১
প্রসাদ ২।৬৪, ৬৫ ; ১৮।৩৭, ৫৬, ৫৮, ৬২, ৭৩, ৭৫
প্র+√সৃ ১৫।২, ৪
প্র+√হা ২।৩৯, ৫৫ ; ৩।৪১
প্র+√হৃষ্. ৫।২০ ; ১১।৩৬
প্রহ্লাদ ১০।৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাকৃত ১৮।২৮

প্রাণ ৪।২৭, ২৯, ৩০ ; ৮।১০, ১২ ; ১৮।৩৩

প্রাণিন্‌ ১৫।১৪

প্র + √আপ্‌ ২।১৩, ৩৭, ৫৭, ৭২ ; ৫।৫, ২০ ; ৬।৪১ ; ৮।২১, ২৫ ; ৯।৩৩ ; ১২।৪ ; ১৬।১৩ ; ১৮।৫০, ৬২, ৭১

প্রিয় (উপাদেয়) ১।২৩ ; ৫।২০ ; ৯।২৯ ; ১৭।৭ ; ১৮।৬৯

প্রিয় (আপন) ৭।১৭ ; ১১।৪৪ ; ১২।১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২০ ; ১৮।৬৫

প্রিয়হিত ১৭।১৫

ফল ২।৪৭, ৫১ ; ৫।৪, ১২ ; ৭।২৩ ; ৯।২৬ ; ১৪।১৬ ; ১৭।১২, ২১, ২৫, ১৮।৬, ৯, ১২

বন্ধ্‌ ধাতু ৪।১৪ ; ১৪।৬ ; ১৬।১২

বন্ধ ৫।৩, ১৮।৩০

বন্ধু ১।২৭ ; ৬।৫, ৬, ৯

বল ১।১০ ; ৩।৩৬ ; ৭।১১ ; ১৬।১৮ ; ১৭।৫ ; ১৮।৫৩

বহিস্‌ ৫।২৭ ; ১৩।১৫

বহু ৪।৫, ১০ ; ৭।১৯ ; ১১।৬

বহুধা ৯।১৫ ; ১৩।৪

বহুশাখ ২।৪১

বাল ৫।৪

বাহ্যস্পর্শ ৫।২১

বীজ ৭।১০ ; ৯।১৮ ; ১০।৩৯ ; ১৪।৪

বুদ্ধি ২।৪১, ৪৯ ; ৩।৪৩ ; ৭।১০ ; ১৮।৩০, ৩১, ৩২

বুদ্ধিভেদ ৩।২৬

বুদ্ধিমান্‌ ৪।১৮ ; ১৫।২০

বুদ্ধিযোগ ১০।১০ ; ১৮।৫৭

বুদ্ধিসংযোগ ৬।৪৩

√বুধ্‌ ১০।৯

বুধ ৪।১৯ ; ৫।২২ ; ১০।৮

ব্রহ্মকর্ম ১৮।৪২

ব্রহ্মকর্মসমাধি ৪।২৪

ব্রহ্মন্‌ (প্রজাপতি) ৮।১৭ ; ১১।১৫, ৩৭

ব্রহ্মন্‌ (প্রকৃতি) ৩।১৫ ; ১৪।৩, ৪

ব্রহ্মন্‌ (ব্রহ্ম) ৪।২৪, ৩১ ; ৫।৬, ১০, ১৯ ; ৬।৩৮ ; ৭।২৯ ; ৮।৩, ২৪ ; ১৩।১২, ৩০ ; ১৪।২৭ ; ১৭।২৩ ; ১৮।৫০

ব্রহ্ম (বেদ) ৪।৩২

ব্রহ্মনির্বাণ ২।৭২ ; ৫।২৪, ২৫, ২৬

ব্রহ্মভূত ৫।২৪ ; ৬।২৭ ; ১৮।৫৪

ব্রহ্মভূয় ১৪।২৬ ; ১৮।৫৩

ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মন্‌ ৫।২১

ব্রহ্মবাদিন্‌ ১৭।২৪

ব্রহ্মবিৎ ৮।২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মসংস্পর্শ ৬।২৮
ব্রহ্মসূত্র ১৩।৪
ব্রাহ্মী ২।৭২
ব্রাহ্মণ (জাতি) ২।৪৬ ; ৫।১৮ ; ৯।৩৩ ; ১৮।৪১
ব্রাহ্মণ (গ্রন্থ) ১৭।২৩
ভক্তি ৮।১০, ২২ ; ৯।১৪, ২৬, ২৯ ; ১১।৫৪ ; ১২।১৭, ১৯ ; ১৩।১০ ; ১৪।২৬ ; ১৮।৫৪ ; ৫৫, ৬৮
ভগবৎ ১০।১৪, ১৭
√ভজ্ ৪।৩, ১১ ; ৬।৩১, ৪৭ ; ৭।১৬, ২১, ২৮ ; ৯।১৩, ২৩, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪ ; ১০।৮, ১০ ; ১২।১, ২০
ভয় ২।৩৪, ৪০ ; ১০।৪ ; ১১।৪৫ ; ১২।১৫ ; ১৮।৮, ৩০, ৩৫
ভয়াবহ ৩।৩৫
ভব ১০।৪ ; ১১।২
ভস্মসাৎ ৪।৩৭
ভাব (সত্তা) ২।১৬ ; ৭।২৪ ; ৮।৪, ৫, ২০ ; ৯।১১ ; ১৮।২১
ভাব (মনোবৃত্তি) ৭।১২, ১৩, ১৫ ; ৮।৬ ; ১০।৫ ; ১৮।১৭
ভাব (পদার্থ) ১০।১৭
ভাবনা ২।৬৬
ভাবসংশুদ্ধি ১৭।১৬
ভাবসমন্বিত ১০।৮
ভাষা (লক্ষণ) ২।৫৪
√ভাস্ ১৫।৬, ১২
ভাস্ ১১।১২, ৩০
√ভুজ্ ২।৫, ৩৭ ; ৩।১২, ১৩ ; ৯।২১ ; ১১।৩৩ ; ১৩।২১ ; ১৫।১০
√ভূ ২।১২, ২০ ; ৩।১১ ; ৮।৬, ১৯ ; ৯।৫, ৩১, ৩৪ ; ১১।৩২, ৩৩, ৪৬ ; ১২।৭, ১০ ; ১৪।৩ ; ১৮।৫৭
(কয়েকটিমাত্র)
ভূতপ্রকৃতি ১৩।৩৪
ভূতভর্তৃ ১৩।১৬
ভূতভাবন ৯।৫ ; ১০।১৫
ভূতসর্গ ১৬।৬
ভূতস্থ ৯।৫
ভূমি ৭।৪
ভোক্তৃ ৫।২৯ ; ৯।২৪, ১৩।২০, ২২
ভোগ ১।৩২, ৩৩ ; ২।৫ ; ৩।১১ ; ৫।২২ ; ১৬।১৪
ভোগৈশ্বর্য ২।৪৩, ৪৪
ভ্রূ ৫।২৭ ; ৮।১০
মচ্চিত্ত ৬।১৪ ১০।৯, ১৮।৫৭, ৫৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতি ৬।৩৬, ১৮।৭০, ৭৮
মৎকর্ম ১১।৫৫ ; ১২।১০
মৎপর ২।৬১ ; ১২।৬ ; ১৮।৫৭
মৎপরম ১১।৫৫ ; ১২।২০
মৎপরায়ণ ৯।৩৪
মৎসংস্থ ৬।১৫
মৎস্থ ৯।৪, ৫, ৬
মদ ১৬।১০, ১৭ ; ১৮।৩৫
মদাশ্রয় ৭।১
মদ্গত ৬।৪৭ ; ১০।৯
মদ্ভক্ত ৭।২৩ ; ৯।৩৪ ; ১১।৫৫ ; ১২।১৪, ১৬ ; ১৩।১৮ ; ১৮।৬৫, ৬৮
মদ্ভাব ৪।১০ ; ১০।৬ ; ১৩।১৮ ; ১৪।১৯
মদ্যাজিন্ ৯।২৫, ৩০ ; ১৮।৬৫
মদ্ব্যপাশ্রয় ১৮।৫৬
মধ্যস্থ ৬।৯
√মন্ ৩।১, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২ ; ৫।৮ ; ৬।২২, ৩২, ৩৪, ৪৬, ৪৭ ; ৭।১৮, ২৪ ; ৮।২৬ ; ৯।৩০ ; ১০।৮, ১৪ ; ১১।৪, ১৮, ৪১ ; ১২।২ ; ১৩।২ ; ১৬।৫ ; ১৮।৬, ৯, ৩২, ৫৯
মনঃপ্রসাদ ১৭।১৬
মনস্ ১।৩০ ; ২।৬০, ৬৭ ; ৩।৪০, ৪২ ; ৫।১১, ১৩, ১৯ ; ৬।১২, ১৪, ২৪, ২৫, ২৬, ৩৪, ৩৫ ; ৭।৪ ; ৮।১০ ; ১০।২২ ; ১২।২, ৮ ; ১৫।৯ ; ১৭।১১ ; ১৮।১৫, ৩৩
মনীষিন্ ২।৫১ ; ১৮।৩, ৫
মনু ৪।১ ; ১০।৬
মনুষ্য ১।৪৪ ; ৩।২৩ ; ৪।১১, ১৮ ; ৭।৩ ; ১৮।৬৯
মনুষ্যলোক ১৫।২
মন্ত্রহীন ১৩।১৭
মন্দ ৩।২৯
মন্মনস্ ৯।৩৪
মন্ময় ৪।১০
মরীচি ১০।২১
মর্ত্য ১০।৩
মর্ত্যলোক ৯।২১
মল ৩।৩৮
মহৎ ১।৩, ১৪, ৪৫ ; ২।৪০ ; ৪।২ ; ৯।৬ ; ১১।২৩ ; ১৪।৩, ৪ ; ১৮।৭৭
মহর্ষি ১০।২, ৬, ২৫ ; ১১।২২
মহাত্মন্ ৭।১৯ ; ৮।১৫ ; ৯।১৩ ; ১৮।৭৪
মহানুভাব ২।৫
মহাপাপ্মন্ ৩।৩৭
মহাভূত ১৩।৫
মহাযোগেশ্বর ১১।৯
মহারথ ১।৪, ৬, ১৭ ; ২।৩৫
মহাশন ৩।৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিমন্ ১১।৪১
মহেশ্বর ৫।২৯ ; ১০।৩ ; ১৩।২২
মান ১৪।২৫ ; ১৬।১০, ১৭ ; ১৭।১৮
মানস ১০।৬ ; ১৭।১৬
মানুষ ৪।১২ ; ৯।১১ ; ১১।৫১
মামক ১।১ ; ৯।৭ ; ১৫।১২
মায়া ৭।১৪, ১৫, ২৫ ; ১৮।৬১
মার্গশীর্ষ ১০।৩৫
মার্দব ১৬।২
মাস ৮।২৪, ২৫ ; ১০।৩৫
মাহাত্ম্য ১১।২
মিত্র ৬।৯ ; ১২।১৮
মিথ্যাচার ৩।৬
মুক্তসঙ্গ ৩।৯ ; ১৮।২৬
মুখ ১।২৯ ; ৪।৩২ ; ১১।২৫
মুখ্য ১০।২৪
√মুচ্ ৩।১৩, ৩১ ; ৫।২৮ ; ৮।৫ ; ১২।১৫ ; ১৮।৪০, ৭১
মুনি ২।৫৬, ৬৯ ; ৫।৬, ২৮ ; ৬।৩ ; ১০।২৬, ৩৭ ; ১৪।১
মুমুক্ষু ৪।১৫
√মুহ্ ২।১৩ ; ৩।২ ; ৪।১৬ ; ৫।১৫ ; ৭।১৩, ১৫, ২৫ ; ৮।২৭ ; ৯।১১ ; ১৬।২০
মূর্তি ১৪।৪
মূর্ধন্ ৮।১২
মূল ১৫।২
মৃত্যু ২।২৭ ; ৯।৩, ১৯ ; ১০।৩৪ ; ১২।৭ ; ১৩।৮, ২৫ ; ১৪।২০
মেধা ১০।৩৪
মেধাবিন্ ১৮।১০
মেরু ১০।২৩
মৈত্র ১২।১৩
√মোক্ষ্ ৪।১৬ ; ৯।২৮
মোক্ষ ৭।২৯ ; ১৩।৩৪ ; ১৮।৩০
মোক্ষপরায়ণ ৫।২৮
মোঘ ৯।১২
মোঘম্ ৩।১৬
মোহ ৪।৩৫ ; ১১।১ ; ১৪।১৩, ১৭, ২২ ; ১৬।১০ ; ১৮।৭, ২৫, ৬০, ৭৩
মোহকলিল ২।৫২
মোহজাল ১৬।১৬
মোহন ১৪।৮ ; ১৮।৩৯
মোহিন্ ৯।১২
মৌন ১০।৩৮ ; ১৭।১৬
মৌনিন্ ১২।১৯
যজ ধাতু ৪।১২ ; ৯।১৫, ২০, ২৩ ; ১৬।১৫, ১৭ ; ১৭।৪, ১১, ১২ ; ১৮।৭০
যজ্ঞ ৩।১৪ ; ৪।২৩, ৩২
(কয়েকটি মাত্র)
যজ্ঞক্ষপিতকল্মষ ৪।৩০
যজ্ঞভাবিত ৩।১২
যজ্ঞবিদ্ ৪।৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজ্ ৪।৩১
যজ্ঞশিষ্টাশিন্ ৩।১৩
যজ্ঞার্থ ৩।৯
√যত্ ২।৬০ ; ৬।৩৬, ৪৩, ৪৫ ; ৭।৩, ২৯ ; ৯।১৪ ; ১৫।১১
যতচিত্ত ৬।১৯
যতচিত্তাত্মন্ ৪।২১ ; ৬।১০
যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয় ৬।১২
যতচেতস্ ৫।২৬
যতবাক্কায়মানস ১৮।৫২
যতাত্মন্ ৫।২৫
যতাত্মবৎ ১২।১১
যতি ৪।২৮ ; ৫।২৬ ; ৮।১১
যদৃচ্ছা ২।৩২
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট ৪।২২
যন্ত্রারূঢ় ১৮।৬১
যম ১০।২৯ ; ১১।৩৯
যশস্ ১০।৫ ; ১১।৩৩
√যা ৩।৩৩ ; ৪।৩১, ৬।৪৫ ; ৭।২৩, ২৭ ; ৮।৫, ৮, ১৩, ২৩, ২৬ ; ৯।৭, ২৫, ৩২ ; ১৩।২৮, ৩৪ ; ১৪।১৪ ; ১৬।২০, ২২
যাদস্ ১০।২৯
যুক্তচেতস্ ৭।৩০
যুক্তচেষ্ট ৬।১৭
যুক্ততম ৬।৪৭ ; ১২।২
যুক্তস্বপ্নাববোধ ৬।১৭
যুক্তাত্মন্ ৭।১৮
যুক্তাহারবিহার ৬।১৭
যুগ ৪।৮
√যুজ্ ১।১৪ ; ২।৫০, ৬১ ; ৩।২৬ ; ৪।১৮ ; ২৩ ; ৫।৮, ১২, ২৩ ; ৬।৮, ১৮, ১০।৭
যুদ্ধ ২।৩১, ৩২, ৩৭, ৩৮, ১৮।৪৩
√যুধ ২।৯, ১৮ ; ৩।৩০ ; ৮।৭
যোগ ৩।৩৯, ৪৮, ৫০, ৫৩ ; ৪।১, ২, ৩, ৪২ ; ৫।১ ; ৬।২, ৩, ১২, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪৪ ; ৭।১ ; ৯।৫ ; ১০।৭, ১৮; ১১।৮; ১২।৬, ১১; ১৩।২৪; ১৬।১ ; ১৮।৩৩, ৭৫
যোগক্ষেম ৯।২২
যোগধারণা ৮।১২
যোগভ্রষ্ট ৬।৪১
যোগমায়া ৭।২৫
যোগযজ্ঞ ৪।২৮
যোগযুক্ত ৫।৬, ৭ ; ৮।২৭
যোগযুক্তাত্মন্ ৬।২৯
যোগবিত্তম ১২।১
যোগসংসিদ্ধ ৪।৩৮
যোগসংসিদ্ধি ৬।৩৭
যোগসংজ্ঞিত ৬।২৩
যোগসংন্যস্তকর্মন্ ৪।৪১
যোগসেবা ৬।২০
যোগস্থ ২।৪৮
যোগারূঢ় ৬।৩, ৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগিন্ ৩।৩ ; ৪।২৫ ; ৫।১১, ২৪ ; ৬।১, ২, ৮, ১০, ১৫, ১৯, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৭ ; ৮।১৪, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮ ; ১০।১৭ ; ১২।১৪ ; ১৫।১১
যোগেশ্বর ১১।৪ ; ১৮।৭৫, ৭৮
যোনি ১৪।৩, ৪ ; ১৬।১৯, ২০

রজস্ ১৪।৭, ৯, ১০, ১২, ১৫, ১৬, ১৭ ; ১৭।১
রজোগুণসমুদ্ভব ৩।৩৭
√রম্ ৫।২২, ২৫ ; ১০।৯ ; ১৮।৩৬
রবি ১০।২১ ; ১৩।৩৩
রস ২।৫৯ ; ৭।৮
রসাত্মক ১৫।১৩
রহস্ ৬।১০
রহস্য ৪।৩
রাক্ষস ৯।১২
রাগ ২।৬৪ ; ৩।৩৪ ; ৭।১১ ; ১৭।৫ ; ১৮।৫১
রাগাত্মক ১৪।৭
রাগিন্ ১৮।২৭
রাজগুহ্য ৯।২
রাজবিদ্যা ৯।২
রাজস ৭।১২ ; ১৪।১৮ ; ১৭।২, ৪, ৯, ১২, ১৮, ২১ ; ১৮।৮, ২১, ২৪, ২৭ ৩১, ৩৪, ৩৮
রাত্রি ৮।১৭, ২৫
রাম ১০।৩১
রিপু ৬।৫
রুদ্র ১০।২৩ ; ১১।৬, ২২
√রুধ্ ৪।২৯
রুধির ২।৫
রূপ ১১।৩, ৫, ৯, ২০, ২৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২ ; ১৫।৩ ; ১৮।৭৭
রোমহর্ষ ১।২৯ ; ১৮।৭৪

লঘ্বাশিন্ ১৮।৫২
√লভ্ ৪।৩৯ ; ৫।২৫ ; ৬।২২ ; ৭।২২ ; ৮।২২ ; ৯।২১ ; ১৮।৪৫, ৫৪, ৭৩
লাঘব ২।৩৫
লাভ ২।৩৮ ; ৬।২২
লিঙ্গ ১৪।২১
√লিপ্ ৪।১৪ ; ৫।৭, ১০ ; ১৩।৩১ ; ১৮।১৭
লিহ্ ১১।৩০
√লুপ্ ১।৪২
√লুভ্ ১৮।২৬
লোক ৩।৩, ৯, ২১, ২২, ২৪ ; ৪।১২, ৩১, ৪০ ; ৫।১৪ ; ৬।৪১, ৪২ ; ৭।২৫ ; ৮।১৬ ; ৯।৩৩ ; ১০।৩, ৬, ১৬ ; ১১।২৩, ২৯, ৩০, ৩২, ৪৩ ; ১২।১৫, ১৩।৩৩ ; ১৪।১৪ ; ১৫।১৬, ১৮ ; ১৬।৬ ; ১৮।৭, ৭১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকক্ষয়কৃত্ ১১।৩২

লোকত্রয় ১১।২০, ৪৩ ; ১৫।১৭

লোকসংগ্রহ ৩।২০, ২৫

লোভ ১।৩৮, ৪৫ ; ১৪।১২, ১৭ ; ১৬।২১

বচ্ ধাতু ২।১৮, ২৫, ৪৮, ৫৫, ৫৬ ; ৩।৬, ৪০, ৬।৩, ৪, ৮, ১৮ ; ৮।১, ৩, ২১, ১১।৪১ ; ১৩।১২ ১৭, ২০, ২২ ; ১৪।২৫ ; ১৫।১৬ ১৭।১৪, ১৫, ১৬, ২৭, ২৮ ; ১৮।২৩, ২৬, ২৮

বচন ১।২ ; ১১।৩৫ , ১৮।৭৩

বজ্র ১০।২৮

√বদ্ ২।২৯ ; ৩।২ ; ৮।১১

বরুণ ১০।২৯ ; ১১।৩৯

বর্ণসঙ্কর ১।৪২, ৪৩

বর্ত্মন্ ৩।২৩ ; ৯।৩

বর্গ ৯।১৯

বশ ২।৬১ ; ৩।৩৪ ; ৬।২৬

বশিন্ ৫।১৩

বশ্যাত্মন্ ৬।৩৬

√বস্ ৬।৪১

বসু ১০।২৩ ; ১১।৬, ২২

√বহ্ ৯।২২

বাক্য ১৭।১৫

বাঙ্ময় ১৭।১৫

বাচ্ ২।৪২ ; ১০।৩৪ ; ১৮।১৫

বাণিজ্য ১৮।৪৪

বাদ ১০।৩২

বাদিন্ ২।৪২

বায়ু ২।৬৭ ; ৬।৩৪ ; ৭।৪ ; ৯ ; ৬ ; ১১।৩৯

বাসব ১০।২২

বাসস ২।২২

বাসুকি ১০।২৮

বাসুদেব ৭।১৯ ; ১০।৩৭ ; ১১।৫০ ; ১৮।৭৪

বিকম্প্ ২।৩১

বিকর্মন্ ৪।১৭

বিকার ১৩।১৯

বিগতকল্মষ ৬।২৮

বিগতজ্বর ৩।৩০

বিগতভী ৬।১৪

বিগতস্পৃহ ২।৫৬, ১৮।৪৯

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ ৫।২৮

বিগুণ ৩।৩৫

বিচক্ষণ ১৮।২

বিচল্ ৩।২৯ ; ৬।২২ ; ১৪।২৩

বিচেতস্ ৯।১২

বিজয় ১।৩২ ; ১৮।৭৮

বিজিতাত্মন্ ৫।৭

বিজিতেন্দ্রিয় ৬।৮

বি+√জ্ঞা ২।৪৬ ; ৪।৪ ; ১১।৩১ ; ১৩।১৮

বিজ্ঞান ৩।৪১ ; ৬।৮ ; ৯।১ ; ১৮।৪২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

√বিদ্ (জ্ঞানে) ২।১৭ ; ৩।১৫ ; ৪।৫, ৯, ১৩, ৩৪ ; ৬।২ ; ৭।৩, ৫, ২৬, ২৯ ; ১০।৭ ; ১১।১৮ ; ১৩।২ ; ১৪।১৯ ; ১৫।১৫
√বিদ্ (সত্তায়াং) ২।১৬, ৩১, ৪০ ; ৩।১৭ ; ৪।৩৮ ; ৬।৪০, ১৬।৭
√বিদ্ (লাভে) ৪।৩৮, ৫।২১, ১৮।৪৫
বি+√ধা ২।৪৪ ; ৭।২১ ; ১৭।২৩
বিধি ১৭।১১, ১৩
বি√নশ্ ২।১৭ ; ৪।৮, ৪০ ; ৬।৪০ ; ৮।২০ ; ১৩।২৭ ; ১৮।৫৮
বিভক্ত ১৩।১৬ ; ১৮।২০
বিভূতি ১০।৭, ১৬, ১৮, ৪০
বি+√মুচ্ ৪।৩২ ; ৯।২৮ ; ১৪।২০ ; ১৫।৫ ; ১৬।২২ ; ১৮।৩৫, ৫৩
বি+মুহ্ ২।৭২ ; ৩।৩২, ৪০ ; ৬।৩৮ ; ১৫।১০
বিমূঢ় ৩।৬, ২৭ ; ১১।৪৯
বিমোক্ষণ ৫।২৩
বি+√যুজ্ ২।৬৪ ; ৬।২৩
বিবস্বৎ ৪।১, ৪
বিবিক্ত ১৩।১০ ; ১৮।৫২
বি+√শিষ্ ১।৭ ; ৩।৭ ; ৫।২ ; ৬।৯ ; ৭।১৭ ; ১২।১২
বিশুদ্ধ ৫।৭ ; ১৮।৫১
বিশুদ্ধি ৬।১২
বিশ্ব ১১।১৬, ১৮, ১৯, ২২, ৩৮, ৪৬, ৪৭
বিশ্বতোমুখ ৯।১৫ ; ১০।৩৩ ; ১১।১১
বিষ ১৮।৩৭, ৩৮
বিষয় ২।৫০, ৬২, ৬৬ ; ৪।২৬ ; ১৫।৯ ; ১৮।৩৮, ৫১
বিষয়প্রবাল ১৫।২
বিষ্টভ্ ১০।৪২
বিষ্ণু ১০।২১
বিসর্গ ৮।৩
বি√সৃজ্ ১।৪৭ ; ৫।৯ ; ৯।৭, ৮
বিস্তার ১৩।৩০ ("বিজ্ঞান")
বি+√হা ২।২২, ৭১
বিহার ১১।৪২
বীক্ষ্ ১১।২২
বীতরাগ ৮।১১
বীতক্রোধ ২।৫৬ ; ৪।১০
বৃজিন ৪।৩৬
√ব্রূ ৩।২২, ২৩, ২৮ ; ৫।৯, ২৬ ; ৬।৬, ৩১ ; ৭।২১ ; ১৩।২৩ ; ১৪।২৩ ; ১৬।২৩
বেত্তা ১১।৩৮
বেদ ২।৪৫, ৪৬ ; ৮।২৮ ; ১০।২২ ; ১১।৪৮, ৫৩ ; ১৫।১৫, ১৮ ; ১৭।২৩
বেদবাদরত ২।৪২
বেদবিদ্ ৮।১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

√বেপ্ ১১।৩৫
বেপথু ১।২৯
বৈরাগ্য ৬।৩৫ ; ১৩।৮ ; ১৮।৫২
বৈরিন্ ৩।৭
বৈশ্য ৯।৩২ ; ১৮।৪৪
বৈশ্বানর ১৫।১৪
ব্যক্তি ৭।২৪ ; ৮।১৮ ; ১০।১৪
ব্যঞ্জ্ ৮।২০
ব্যতি√তৃ ২।৫২
√ব্যথ্ ২।১৫ ; ১১।৩৪ ; ১৪।২
ব্যথা ১১।৪৯
ব্যপাশ্রি ৯।৩২
ব্যপেতভী ১১।৪৯
ব্যবসায় ১।৪৫ ; ২।৪১ ; ৯।৩০ ; ১০।৩৬ ; ১৮।৫৯
ব্যব√স্থা ১।২০ ; ৩।৩৪ ; ১৬।১, ২৪
ব্যাপ্ ১০।১৬ ; ১১।২০
ব্যাহৃ ৮।১৩
ব্যূহ্ ১।২, ৩
√ব্রজ্ ২।৫৪ ; ১৮।৬৬

√শনস্ ৫।১
√শক্ ১।৩০ ; ৫।২৩ ; ৬।৩৬ ১১।৪, ৮, ৪৮, ৫৩, ৫৪ ; ১২।৯ ; ১৮।১১
শঙ্কর ১১।২৩
শঠ ১৮।২৮
শত্রু ৩।৪৩ ; ৬।৬ ; ১১।৩৩ ; ১২।১৮ ; ১৬।১৪
শনৈঃ ৬।২৫
শব্দ ১।১৩ ; ৪।২৬ ; ৭।৮ ; ১৭।২৬ ; ১৮।৫১
শব্দব্রহ্মন্ ৬।৪৪
√শম্ ১৮।৫৩
শম ৬।৩ ; ১০।৪ ; ১১।২৪ ; ১৮।৪২
শরণ ২।৪৯ ; ৯।১৮ ; ১৮।৬২, ৬৬
শরীর ১।২৯ ; ২।২২ ; ৫।২৩ ; ১১।১৩ ; ১৩।১ ; ১৫।৮ ; ১৮।১৫
শরীরযাত্রা ৩।৮
শরীরস্থ ১৩।৩১ ; ১৭।৬
শরীরী ২।১৮
শর্মন্ ১১।২৫
শশাঙ্ক ১১।৩৯ ; ১৫।৬
শশিন্ ৭।৮ ; ১০।২১ ; ১১।১৯
শশ্বচ্ছান্তি ৯।৩১
শস্ত্র ১।২০, ৪৬ ; ২।২৩ ; ১০।৩১
শাখা ১৫।২
শান্তরজস্ ৬।২৭
শান্তি ২।৬৬, ৭০, ৭১ ; ৪।৩৯ ; ৫।১২, ২৯ ; ৬।১৫ ; ১২।১২ ১৬।২ ; ১৮।৬২
শারীর ৪।২১ ; ১৭।১৪
শাশ্বত ১।৪৩ ; ৬।৪১ ; ৮।২৬ ; ১০।১২ ; ১৪।২৭ ; ১৮।৫৬, ৬২
√শাস্ ২।৭
শাস্ত্র ১৫।২০ ; ১৬।২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রবিধি ১৬।২৩ ; ১৭।১
শিখরিন্ ১০।২৩
শিরস্ ৬।১৩ ; ১১।১৪
শিষ্য ১।৩ ; ২।৭
শীতোষ্ণ ২।১৪ ; ৬।৭
শুক্ল ৮।২৪, ২৬
√শুচ্ ২।২৬, ২৭ ; ১২।১৭ ; ১৬।৫
শুচি ৬।১১, ৪১ ; ১২।১৬
শুভাশুভ ২।৫৭ ; ৯।২৮ ; ১২।১৭
√শুষ্ ২।২৩
শূদ্র ৯।৩২ ; ১৮।৪১, ৪২
শোক ১।৪৭ ; ২।৮ ; ১৭।৯ ; ১৮।২৭, ৩৫
শৌচ ১৩।৭ ; ১৬।৩, ৭ ; ১৭।১৪ ; ১৮।৪২
শৌর্য ১৮।৪৩
শ্রৎ+√ধা ৩।৩১ ; ৪।৩৯ ; ৬।৩৭, ৪৭ ; ৭।২১ ; ১২।২০ ; ১৭।৩ ; ১৮।৭১
শ্রী ১০।৩৪ ; ১৮।৭৮
শ্রীমৎ ৬।৪১ ; ১০।৪১
√শ্রু ২।২৯, ৩৯, ৫২ ; ৫।৮ ; ৭।১ ; ১০।১, ১৮ ; ১১।২, ৩৫ ; ১৩।৩, ২৫ ; ১৬।৬ ; ১৭।২, ৭ ; ১৮।৪, ১৯, ২৯, ৩৬, ৪৫, ৫৮, ৭১, ৭২, ৭৪
শ্রুতি ২।৫৩
শ্রুতিপরায়ণ ১৩।২৫
শ্রেয়স্ ১।৩১ ; ২।৫, ৭, ৩১ ; ৩।২, ১১, ৩৫ ; ৪।৩৩ ; ৫।১ ; ১২।১২ ; ১৬।২২ ; ১৮।৪৭
শ্রেষ্ঠ ৩।২১
শ্রোত্র ৪।২৬ ; ১৫।৯
শ্বন্ ৫।১৮
শ্বপাক ৫।১৮
শ্বশুর ১।২৭, ৩৪
√শ্বস্ ৫।৮
ষন্ন্যাস ৮।২৪, ২৫
সং+√যম্ ২।৬১ ; ৩।৬ ; ৪।৩৯ ; ৬।১৪ ; ৮।১২ ; ১০।২৯
সংযমাগ্নি ৪।২৬
সংযমী ২।৬৯
সংযোগ ৬।২৩ ; ১৩।২৬ ; ১৮।৩৮
সংবাদ ১৮।৭০, ৭৪, ৭৬
সংবৃত্ত ১১।৫১
সংশয় ৪।৪২ ; ৬।৩৯ ; ৮।৫ ; ১০।৭ ; ১২।৮
সংশয়াত্মা ৪।২০
সংশিতব্রত ৪।২৮
সংশ্রি ১৬।১৮
সংসার ৯।৩ ; ১২।৭ ; ১৬।১৯
সংসিদ্ধ ৬।৪৫
সংসিদ্ধি ৩।২০ ; ৬।৪৩ ; ৮।১৫ ; ৮।৪৫
সংস্থাপন ৪।৮
সংস্পর্শজ ৫।২২
সং√স্মৃ ১৮।৭৬, ৭৭
সং√হৃ ২।৫৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখি ১।২৬ ; ৪।৩, ১১।৪১, ৪৪
সঙ্কর ১।৪২, ৩।২৪
সংকল্প ৬।২, ৪, ২৪
সংখ্য ১।৪৭ ; ২।৪
সঙ্গ ২।৪৭, ৪৮, ৬২ ; ৫।১০, ১১ ; ১৮।৬, ৯, ২৩
সঙ্গবর্জিত ১১।৫৫ ; ১২।১৮
সংগ্রহ ৮।১১
সংগ্রাম ২।৩৩
সংঘ ১১।১৫, ২১, ২২, ২৬, ৩৬
সংঘাত ১৩।৬
সচরাচর ৯।১০ ; ১১।৭
সচেতাঃ ১১।৫১
√সঞ্জ্ ৩।২৫, ২৮, ২৯ ; ৫।১২ ; ১৪।৯ ; ১৮।২২
সম্+√জন্ ১।১১ ; ২।৬২ ; ১৩।২৬ ; ১৪।১৭
সৎ ২।১৬ ; ৯।১৯ ; ১১।৩৭ ; ১৩।১২ ; ১৭।২৩, ২৬, ২৭
সততম্ ৩।২৯ ; ৬।১০ ; ৮।১৪ ; ৯।১৪ ; ১২।১৪ ; ১৭।২৪ ; ১৮।৫৭
সততযুক্ত ১০।১০ ; ১২।১
সৎকার ১৭।১৮
সত্ত্ব ১০।৩৬ (ধৈর্য), ৪১ (দ্রব্য) ; ১৩।২৬ (দ্রব্য),
(গুণ) ১৪।৬, ৯, ১০, ১১, ১৪, ১৭, ১৮ ; ১৭।১, ৩ (স্বভাব) ; ১৮।১০, ৪০ (দ্রব্য, জীব)
সত্ত্বসংশুদ্ধি ১৬।১
সত্ত্বসমাবিষ্ট ১৮।১০
সত্য ১০।৪, ১৬।২, ৭ ; ১৭।১৫ ; ১৮।৬৫
সদা ৫।২৮ ; ৬।১৫, ২৪ ; ৮।৬ ; ১০।১৭ ; ১৮।৫৬
সদৃশ ৩।৩৩ ; ৪।৩৮ ; ১১।১২ ; ১৬।১৫
সদোষ ১৮।৪৮
সদ্‌ভাব ১৭।২৬
সনাতন ১।৩০ ; ২।২৪ ; ৪।৩১ ; ৭।১০ ; ৮।২০ ; ১১।১৮ ; ১৫।৭
সম+√তুষ্ ৩।১৭ ; ১২।১৪, ১৯
সম্+√তৃ ৪।৩৬
সম্+নি+√অস্ ৩।৪, ৩০ ; ৫।১৩ ; ১২।৬ ; ১৮।৫৭
সংন্যাস ৫।১, ২, ৬ ; ৬।২ ; ১৮।১, ২, ৭, ৪৯
সংন্যাসযোগ ৯।২৮
সংন্যাসী ৬।১, ৪ ; ১৮।১২
সপত্ন ১১।৩৪
সপ্ত ১০।৬
সম ১।৪ ; ২।৩৮, ৪৮ ; ৪।২২ ; ৫।১৯, ২৭ ; ৬।১৩, ৩২ ; ৯।২৯ ; ১১।৪৩ ; ১২।১৮ ; ১৩।২৭, ২৮ ; ১৮।৫৪
সমক্ষম্ ১১।৪২
সমগ্র ৪।২৩ ; ৭।১ ; ১১।৩০
সমচিত্ত ১৩।৯
সমত্ব ২।৪৮
সমতা ১০।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম√দৃশ্ ৫।১৮ ; ৬।২৯
সমদুঃখসুখ ২।১৫ ; ১২।১৩ ; ১৪।২৪
সমন্ততঃ ৬।২৪
সমন্তাৎ ১১।১৭, ৩০
সমবুদ্ধি ৬।৯ ; ১২।৪
সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন ৬।৮ ; ১৪।২৪
সমবস্থিত ১৩।২৮
সমা ৬।৪১
সম্+আ+√চর ৩।৯, ১৯, ২৬
সম্+আ+√ধা ৬।৭ ; ১২।৯ ; ১৭।১১
সমাধি ২।৪৪, ৫৩
সমাধিস্থ ২।৫৪
সম্+√আপ্ ১১।৪০
সমারম্ভ ৪।১৯
সমাবৃ ৭।২৫ ; ১৬।১৬
সমাস ১৩।৩, ৬, ১৮ ; ১৮।৫০
সমুদ্ধর্তা ১২।৭
সমুদ্র ২।৭০ ; ১১।২৮
সমুপাশ্রি ১৮।৫২
সমৃদ্ধ ১১।৩৩
সম্পৎ ১৬।৩, ৪, ৫
সম্প্রকীর্তিত ১৮।৪
সম্প্রতিষ্ঠা ১১।৩
সম্প্রবৃত্ত ১৪।২২
সম্প্রেক্ষ্য ৬।১৩
সংপ্লুতোদক ২।৪৬
সম্ভব ১৪।৩
সম্+√ভূ ২।৩৪ ; ৪।৬, ৮ ; ১৪।৪ ; ১৬।৮
সম্মোহ ২।৬৩ ; ৭।২৭
সম্যক্ ৫।৪ ; ৮।১০ ; ৯।৩০
সরঃ ১০।২৪
সর্গ ৫।১৯ : ৭।২৭ ; ১০।৩২ ; ১৪।২
সর্প ১০।২৮
সর্ব ৫ ও ১৬ অধ্যায়ে নাই। অন্য অন্য অধ্যায়ের কয়েকটি—২।১৭ ; ৩।৫ ; ৪।১৯ ; ৬।৪, ৩০ ; ৭।১৯ ; ৮।২৭ ; ৯।৬ ; ১০।৮ ; ১১।৪০ ; ১২।৬ ; ১৩।১৭ ; ১৫।১৬ ; ১৭।৩ ; ১৮।৫৪
সর্বকর্মন্ ৩।২৪ ; ৪।৩৭ ; ৫।১৩ ; ১৮।১৩, ৫৬, ৫৭
সর্বকাম ৬।১৮
সর্বকিল্বিষ ৩।১৩
সর্বক্ষেত্র ১৩।২
সর্বগত ২।২৪ ; ৩।১৫ ; ১৩।৩২
সর্বজ্ঞানবিমূঢ় ৩।৩২
সর্বত্র ২।৫৭ ; ৬।২৯, ৩০. ৩২ ; ১২।৪ ; ১৩।২৮ ; ১৮।৪৯
সর্বত্রগ ৯।৬ ; ১২।৩
সর্বত্রাবস্থিত ১৩।৩২
সর্বথা ৬।৩১ ; ১৩।২৩
সর্বদুঃখ ২।৬৫
সর্বদ্বার ৮।১২ ; ১৪।১১
সর্বধর্ম ১৮।৬৬
সর্বপাপ ১৮।৬৬
সর্বভাব ১৫।১৯ ; ১৮।৬২
সর্বভূত ২।৬৯ ; ৫।৭, ২৯ ; ৭।৯, ১০ ; ৯।৪ ; ১০।৩৯ ; ১১।৫৫ ; ১২।১৩ ; ১৮।২০, ৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বভূতস্থিত ৬।৩১
সর্বভূতহিত ৫।২৫ ; ১২।৪
সর্বভূতাশয়স্থিত ১০।২০
সর্বভূৎ ১৩।১৪
সর্বযজ্ঞ ৯।২৪
সর্বযোনি ১৪।৪
সর্বলোক ৫।২৯
সর্ববিৎ ১৫।১৯
সর্ববেদ ৭।৮
সর্বশঃ ১।১৮ ; ২।৫৮, ৬৮ ; ৩।২৩, ২৭ ; ১০।২ ; ১৩।২৯
সর্বহর ১০।৩৪
সর্বারম্ভ ১৮।৪৮
সর্বারম্ভপরিত্যাগী ১২।১৬
সর্বার্থ ১৮।৩২
সর্বাশ্চর্যময় ১১।১১
সর্বেন্দ্রিয় ১৩।১৪
সবিজ্ঞান ৭।২
সব্যসাচিন্ ১১।৩৩
√সহ্ ৫।২৩ ; ১১।৪৪
সহজ ১৮।৪৮
সহযজ্ঞ ৩।১০
সহস্রকৃত্বঃ ১১।৩৯
সহস্রবাহু ১১।৪৬
সহস্রশঃ ১১।৫
সাক্ষাৎ ১৮।৭৫
সাক্ষী ৯।১৮
সাগর ১০।২৪ ; ১২।৭
সাংখ্য (জ্ঞান) ২।৩৯ ; ৩।৩ ; ৫।৪, ৫ ; ১৩।২৪ ; ১৮।১৩
সাত্ত্বিক ৭।১২, ১৪।১৬ ; ১৭।২, ৪, ১১, ১৭, ২০ ; ১৮।৯, ২০, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৩, ৩৭
সাত্যকি ১।১৭
সাধর্ম্য ১৪।২
সাধিভূতাদিদৈব ৭।৩০
সাধিযজ্ঞ ৭।৩০
সাধু ৪।৮ ; ৬।৯ ; ৯।৩০
সাধুভাব ১৭।২৬
সাধ্য ১১।২২
সাম ৯।১৭ ; ১০।৩৫
সামর্থ্য ২।৩৬
সামবেদ ১০।২২
সামাসিক ১০।৩৩
সাম্য ৫।১৯ ; ৬।৩৩
সাহঙ্কার ১৮।২৪
সিদ্ধি ২।৪৯ ; ৩।৪ ; ৪।১২, ২২ ; ৭।৩ ; ১২।১০ ; ১৪।১ ; ১৬।২৩ ; ১৮।১৩, ২৬, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫০
√সিধ্ ৭।৩ ; ১০।২৬ ; ১১।২২, ৩৬ ; ১৬।১৪
সুকৃত ২।৫০ ; ৫।১৫ ; ১৪।১৬
সুকৃতিন্ ৭।১৬
সুখ ১।৩২, ৩৩, ৪৫ ; ২।৫৬, ৬৬ ; ৪।৪০ ; ৫।২১ ; ৬।২১, ২৭, ২৮, ৩২ ; ১০।৪ ; ১৩।৬ ; ১৪।৯, ২৭ ; ১৬।২৩ ; ১৮।৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখদুঃখ ২।৩৮ ; ৬।৭ ; ১২।১৮ ; ১৩।২০
সুখদুঃখদ ২।১৪
সুখদুঃখসংজ্ঞ ১৫।৫
সুখম্ (ক্রি-বিণ) ৫।৩, ১৩
সুখসঙ্গ ১৪।৬
সুখিন্ ১।৩৭ ; ২।৩২ ; ৫।২৩ ; ১৬।১৪
সুদুরাচার ৯।৩০
সুদুর্দর্শ ১১।৫২
সুদুর্লভ ৭।১৯
সুদুষ্কর ৬।৩৪
সুনিশ্চিতম্ ৫।১
সুরেন্দ্রলোক ৯।২০
সুবিরূঢ়মূল ১৫।৩
সুসুখ ৯।২
সুহৃৎ ১।২৭ ; ৫।২৯ ; ৬।৯ ; ৯।১৮
সূক্ষ্মত্ব ১৩।১৫
সূর্য ৭।৮ ; ১৫।৬
সূর্যসহস্র ১১।১২
√সৃজ ৩।১০ ; ৪।৭, ১৩ ; ১৫।১৪
সৃতি ৮।২৭
সেনানী ১০।২৪
সেবা ৪।৩৪
সেবিত্ব ১৩।১০
সোম ১৫।১৩
সোমপা ৯।২০
সৌম্য ১১।৫১
সৌম্যত্ব ১৭।১৬
সৌম্যবপুঃ ১১।৫০
স্কন্দ ১০।২৪
স্তব্ধ ১৬।১৭ ; ১৮।২৮
√স্তু ১১।২১
স্তেন ৩।১২
√স্থা ১।১৪, ২১, ২৪, ২৬ ; ২।৫৩, ৭২; ৩।৫ ; ৫।১৮, ১৯ ; ৬।১০, ১৪, ২১, ২২ ; ১০।১৬, ৪২ ; ১৩।১৬, ২৭ ; ১৪।১৮, ১৫।১০ ; ১৮।৬১, ৭৩
স্থাণু ২।২৪
স্থান ৫।৫ ; ৮।২৮ ; ৯।১৮ ; ১৮।৬২
স্থানে (অব্যয়) ১১।৩৬
স্থাবর ১০।২৫ ; ১৩।২৬
স্থিতধী ২।৫৪, ৫৬
স্থিতপ্রজ্ঞ ২।৫৪, ৫৫
স্থিতি ২।৭২ ; ৬।৩৩ ; ১৭।২৭
স্থির ৬।১১, ১৩, ৩৩ ; ১২।৯ ; ১৭।৮
স্থিরবুদ্ধি ৫।২০
স্থৈর্য ১৩।৭
স্পর্শ ৫।২৭
স্পর্শনম্ ১৫।৯
√স্পৃশ ৫।৮
স্পৃহা ৪।১৪ ; ১৪।১২
√স্মৃ ৩।৬ ; ৬।১৯ ; ৮।৫, ৬, ১৪ ; ১৭।২০, ২১, ২৩ ; ১৮।৩৮
স্মৃতি ১০।৩৪ ; ১৫।১৫ ; ১৮।৭৩
স্মৃতিভ্রংশ ২।৬৩
স্মৃতিবিভ্রম ২।৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ব ৩।৩৩ ; ৪।৬ ; ৬।১৩ ; ৭।২০ ; ৯।৮ ; ১৮।৪৫, ৬০

স্বক ১১।৫০

স্বকর্মন্‌ ১৮।৪৫, ৪৬

স্বচক্ষুস্‌ ১১।৮

স্বজন ১।২৮, ৩১, ৩৭, ৪৫

স্বতেজস্‌ ১১।১৯

স্বধর্ম ২।৩১, ৩৩ ; ৩।৩৫ ; ১৮।৪৭

স্বধা ৯।১৬

স্বনুষ্ঠিত ৩।৩৫ ; ১৮।৪৭

স্বপ্ন ১৮।৩৫

স্বভাব ২।৭ ; ৫।১৪ ; ৮।৩

স্বভাবজ ১৭।২ ; ১৮।৪২, ৪৩, ৪৪, ৬০

স্বভাবনিয়ত ১৮।৪৭

স্বভাবপ্রভব ১৮।৪১

স্বয়ং ৪।৩৮ ; ১০।১৩, ১৫ ; ১৮।৭৫

স্বর্গ ২।৩৭

স্বর্গতি ৯।২০

স্বর্গদ্বার ২।৩২

স্বর্গপর ২।৪৩

স্বর্গলোক ৯।২১

স্বস্তি ১১।২১

স্বস্থ ১৪।২৪

স্বাধ্যায় ১৬।১ ; ১৭।১৫

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ ৪।২৮

হন্‌ ধাতু ১।৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪৫, ৪৬ ; ২।৫, ৬, ১৯, ২১, ৩৭ ; ৩।৪৩ ; ১১।৩৪ ; ১৬।১৪ ; ১৮।১৭

হন্ত (অব্যয়) ১০।১৯

হন্তা ২।১৯

হরি ১১।৯ ; ১৮।৭৭

হর্ষ ১।১২ ; ১২।১৫ ; ১৮।২৭

হস্তিন্‌ ৫।১৮

√হা (ত্যাগ) ২।৩৩, ৫০

হানি ২।৬৫

হিমালয় ১০।২৫

√হু ৪।২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০ ; ৯।১৬, ২৭ ; ১৭।২৮

√হৃ ২।৬০, ৬৭ ; ৬।৪৪

হৃৎস্থ ৪।৪২

হৃদ্‌ ১৩।১৭ ; ১৫।১৫

হৃদয় ১।১৯ ; ২।৩

হৃদ্দেশ ১৮।৬১

√হৃষ্‌ ১১।৪৫ ; ১২।১৭ ; ১৮।৭৬ ; ৭৭

হৃষীকেশ ১।১৫, ২১, ২৪ ; ২।৯, ১০ ; ১১।৩৬ ; ১৮।১

হেতু ১।৩৫ ; ৯।১০ ; ১৩।২০ ; ১৮।১৫

হ্রী ১৬।২

ওঁ তৎ সৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi